تَنْوِيرُ العَيْنَيْنِ بِمَنَاقِبِ الحَسَنَيْنِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

মানাকিবে ইমাম হুসাইন ও হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ১৪০ হাদিস



ইলমে দ্বীনের বিনম্র খাদেম

আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা

تَنْوِيرُ العَيْنَيْنِ بِمَنَاقِبِ الحَسَنَيْنِ

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

মানাকিবে ইমাম হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ১৪০ হাদিস

লেখকঃ আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ আইনুল হুদা

আশুরা উপলক্ষে ১৪৪৮ হিজরির মহররম মাসে মাকতাবাতুল হিকমাহ থেকে প্রকাশিত

নির্ধারিত বিক্রয় মূল্য ৯০ টাকা মাত্র।

মাকতাবাতুল হিকমাহ

বাংলা বাজার, ঢাকা।

+880 1557-026534

Sunnibooksbd.com

সূচীপত্রঃ

- ঐক্যের জন্য আত্মত্যাগ - সত্যের জন্য আত্মোৎসর্গ
- ভুমিকা
- মানাকিবে ইমাম হুসাইন
- ইমাম যাহাবী তাঁর সিয়ার গ্রন্থে বলেন,
- সহীহুল বুখারী থেকে
- সহীহ মুসলিম থেকে
- হাদিসুস সাকালাইন
- মুমিন ছাড়া আর কেউ ভালোবাসবে না এবং মুনাফিক ছাড়া আর কেউ ঘৃণা করবে না
- তিরমিযী শরীফ থেকে
- সুনান আবূ দাউদ থেকে
- সুনান নাসাঈ থেকে
- আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন ও অন্যান্য কিতাব থেকে
- হুসাইন ও তাঁর সঙ্গীদের রক্ত। আজ থেকে আমি তা সংগ্রহ করে চলেছি
- স্বপ্নটি খুবই ভয়াবহ
- আমিও হুসাইনের অংশ
- আমি আপনার কন্যার পুত্রের রক্তেরও প্রতিশোধ নেব
- তিনি তাঁর কানে আযান দিয়েছিলেন
- ফাতিমার দুই পুত্র ব্যতিক্রম
- সন্তান মানুষকে কৃপণ করে, ভীরু করে এবং শোকার্ত করে
- আমার সন্তানকে আমাকে দেখাও
- এর কোনোটিই ঘটেনি
- আর শিশুটি তাঁর পিঠে চড়ে বসে আছেন
- যে তাঁদের দু'জনকে ভালোবাসে, সে আমাকে ভালোবাসে
- একজন তাঁর এক কাঁধে এবং অপরজন অন্য কাঁধে
- আবার সিজদায় গেলে তাঁরা আবার তাঁর পিঠে উঠে যেতেন
- কে সর্বশ্রেষ্ঠ
- অনুমতি পেলেন বৃষ্টির দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা
- হুসাইন, এগিয়ে যাও!
- আবু আবদিল্লাহ! ফুরাত নদীর তীরে ধৈর্য ধারণ করো।
- লাল রঙের কিছু মাটি বের করে দেখালেন
- তারা কি আমাকে বিশ্বাস করার পরও তাকে হত্যা করবে?
- অমুক স্থানে শহীদ হওয়া আমার কাছে এর চেয়ে অধিক প্রিয়
- আমি হাসান ও হুসাইনকে এবং সৎ মুমিনদের আপনার নিকট আমানত হিসেবে সঁপে দিচ্ছি
- তারা তাঁকে প্রতারণা করেছে

- হত্যাকারী সিনান ইবনু আনাস প্রবেশ করল
- তবুও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দিয়ে যেতে আমার লজ্জা লাগত
- "হে আল্লাহর রাসূল! এ মাটি কী?"
- শাহাদাতের পর তাঁর শিবির থেকে একটি উট ছিনিয়ে নেওয়া হয়
- যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এভাবে শিকলবন্দি অবস্থায় দেখতেন
- দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিলেন
- অত্যন্ত নিকৃষ্ট পরিণতিতে মৃত্যুবরণ করেছে
- তাজা রক্ত পাওয়া যেত
- শামের কোনো পাথর উল্টানো হলে
- আকাশ রক্তপিণ্ডের মতো
- শহীদ হওয়ার দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল
- তাকে আগুনের দিকে টেনে নিয়ে যাও
- হুসাইনের লুটকারীকে নিয়ে যাও
- তাঁর সঙ্গে সতেরো জন যুবক শহীদ হয়েছিলেন
- তারা দু'জনও কতই না উত্তম আরোহী
- তোমাদের সন্তানদের তিনটি বিষয়ের ওপর শিক্ষা দাও
- তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেছি
- হে আল্লাহ! এঁরাই আমার পরিবার
- যে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, আমিও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব
- কোনো প্রতিদান চাই না; তবে
- ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ঈমান প্রবেশ করবে না
- সে একজন মুনাফিক
- তাঁর কোমরে একটি ছুরি দিয়ে আঘাত করে
- কিয়ামতের দিন ইয়াহূদী হিসেবে উঠাবেন
- জান্নাতে সর্বপ্রথম যে চারজন প্রবেশ করবে
- নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর নৌকার মতো
- সকল বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে
- মতভেদ থেকে নিরাপত্তার মাধ্যম
- রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সন্তুষ্টি
- যে ব্যক্তি এগুলোর হেফাজত করবে
- আমরা সবাই কিয়ামতের দিন একই স্থানে থাকব।
- তুমি কি জানো না, তার কান্না আমাকে কষ্ট দেয়?
- যার পদচারণা মক্কার উপত্যকা চেনে
- আল্লাহর পর আমাদের মাথায় চুল গজিয়েছে তো তোমাদেরই কল্যাণে!
- আমার পিতার মিম্বার থেকে নেমে যান
- আল্লাহ তাদের ঘরবাড়ি ও কবরগুলো আগুনে পরিপূর্ণ করে দিন
- পবিত্র মস্তক ইয়াযীদ ইবনু মুয়াবিয়ার সামনে রাখা হলো

- সে একটি ছড়ি হাতে নিয়ে তাঁর ঠোঁটদ্বয় সরাতে লাগল
- আমাকে হত্যা না করা পর্যন্ত তাকে হত্যা করতে পারবে না
- ইমাম মুহাম্মাদ আল-বাকির (রা)র জবানে শাহাদাতে ইমাম হুসাইন (রা)
- অথচ এখন তারাই আমাদের হত্যা করছে
- শামবাসীদের একজন তাঁকে অভিশাপ দিল
- মুহাররমের নবম দিন বাদ আসর
- কারবালার রাতের ঘটনা:
- শাহাদাতের দিনের প্রভাতে ইমাম হুসাইন (রা.)-এর দোয়া:
- আমাদের মতো ব্যক্তিরা গোপনে বায়আত করে না
- হক (সত্য) আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সঙ্গে রয়েছে
- যে দুই দলের মধ্যে অধিক হকের ওপর থাকবে
- যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালোবাসেন
- তুমি আমার অংশ, আর আমি তোমার অংশ
- বসে পড়ো, হে আবু তুরাব!
- যে মর্যাদায় হারূন মূসার কাছে ছিলেন
- সমালোচনা করতে তোমাকে কী বাধা দিচ্ছে?
- তবে শুধু গালি নয়
- আমি যার মাওলা
- ফাতিমা (আলাইহাস সালাম) জান্নাতের নারীদের নেত্রী
- যে ফাতেমাকে অসন্তুষ্ট করবে
- কি সেই গোপন কথা?
- আলী আমার কাছে তোমার চেয়েও অধিক সম্মানিত ও প্রিয়
- তোমাকে এবং তোমার সন্তানদের শাস্তি দেবেন না
- তোমার অসন্তুষ্টিতে অসন্তুষ্ট
- ফাতিমার বিবাহ আলীর সঙ্গে
- শহীদদের পবিত্র মস্তক নিয়ে ইয়াযীদের বিজয়োৎসবের সভায় ইমাম আলী ইবনুল
- হুসাইন (যায়নুল আবিদীন)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ
- ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)'র আন্দোলনের চিরন্তন যৌক্তিকতা
- ইয়াযীদ কর্তৃক হারামাইন শরীফাইনে আক্রমণ ও
- ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ভুমিকা
- ইয়াযীদ কর্তৃক মদীনা শরীফে আক্রমণ
- তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সমগ্র মানুষের লানত
- ইমাম হাসান ও হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার অনুরুধ রাখলেন সাইয়িদুনা বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু
- মানাকিবে ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু
- ইমাম যাহাবী বলেন,
- মানাকিব – হাদীস শরীফ থেকে

- আমার উম্মতের মধ্যে খেলাফত থাকবে ত্রিশ বছর
- তুমি কি আলীর শাহাদাতে আনন্দ প্রকাশ করছ?
- সন্ধির পথে ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু
- ৪১ হিজরিতে সন্ধির ৭ শর্ত
- সন্ধির পর ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ভাষণ
- ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর একটি খুতবা
- হাসান ইবন আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর দাফনের ঘটনা

- আহলে বায়তের অধিকার ও তাঁদের মান মর্যাদা সম্পর্কে ইমামদের বক্তব্য
- ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল (রহ.) (মৃত্যু: ২৪১ হি.) বলেছেন
- ইমাম আবু জা'ফর আত-তাহাবী (রহ.) (মৃত্যু: ৩২১ হি.) তাঁর আকীদাহগ্রন্থে বলেন
- ইমাম আবু বকর আল-আজুররী (রহ.) (মৃত্যু: ৩৬০ হি.) আশ-শারীআহ গ্রন্থে বলেন
- জামালুদ্দীন আল-গজনবী আল-হানাফী (রহ.) (মৃত্যু: ৫৯৩ হি.) বলেন
- ইমাম আবদুর রউফ আল-মুনাভী (রহ.) (মৃত্যু: ১০৩১ হি.) বলেন
- আল্লামা আবুল মাআলী আল-আলূসী (রহ.) (মৃত্যু: ১৩৪২ হি.) বলেন
- নাম নিয়ে আলাইহিস সালাম বা আলাইহাস সালাম বলার হুকুম
- আল্লাহ সালাম জানান খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে

ঐক্যের জন্য আত্মত্যাগ – সত্যের জন্য আত্মোৎসর্গ

দুই মহান ইমামের জীবন একে অপরের বিপরীত নয়; বরং পরস্পরের পরিপূরক। একজন উম্মাহকে শিখিয়েছেন ঐক্যের জন্য আত্মত্যাগ, অপরজন শিখিয়েছেন সত্যের জন্য আত্মোৎসর্গ। একজনের জীবন আমাদের ক্ষমা, ধৈর্য ও প্রজ্ঞার শিক্ষা দেয়; অপরজনের জীবন আমাদের সাহস, আত্মমর্যাদা ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সর্বস্ব ত্যাগের শিক্ষা দেয়। এ দুয়ের সমন্বয়েই ইসলাম তার পূর্ণ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হয়।

ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর পরিবার সত্যিকার অর্থেই শহীদদের একটি পরিবার। তাঁদের পিতা আমীরুল মু'মিনীন হযরত আলী ইবনু আবী তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) শাহাদাতবরণ করেন। ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) শাহাদাতবরণ করেন। ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কারবালার প্রান্তরে শাহাদাতবরণ করেন। শুধু তাই নয়, কারবালায় তাঁর সহোদর ভাইদের মধ্যে একাধিকজন, তাঁর পুত্র, ভ্রাতুষ্পুত্র এবং আহলে বাইতের বহু তরুণ সদস্যও শাহাদাতের অমর মর্যাদা লাভ করেন। মানব ইতিহাসে এমন পরিবার খুবই বিরল, যেখানে পিতা, দুই পুত্র এবং একই পরিবারের এত বিপুলসংখ্যক সদস্য দ্বীনের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। তাঁদের ত্যাগ ও ঈমান আজও সমগ্র মুসলিম উম্মাহর জন্য অনন্ত প্রেরণার উৎস।

কারবালায় আহলে বাইতের শুহাদায়ে কেরাম

1. হুসাইন ইবনু আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু (সাহাবী)
2. আবদুল্লাহ ইবনু আলী
3. জা'ফর ইবনু আলী
4. উসমান ইবনু আলী
5. আব্বাস ইবনু আলী (হুসাইন (রাঃ) এর সেনাবাহিনীর পতাকাবাহী)
6. আবু বকর ইবনু আলী
7. মুহাম্মাদ আল-আসগার ইবনু আলী
8. উমর ইবনু আলী
9. আলী আল-আকবার ইবনুল হুসাইন
10. আবদুল্লাহ আর-রাদী' / আলী আসগার ইবনুল হুসাইন
11. কাসিম ইবনুল হাসান
12. আবদুল্লাহ ইবনুল হাসান
13. আবু বকর ইবনুল হাসান
14. বিশর ইবনুল হাসান
15. মুসলিম ইবনু আকীল
16. আবদুল্লাহ ইবনু মুসলিম
17. মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম
18. জা'ফর ইবনু আকীল
19. আবদুর রহমান ইবনু আকীল
20. আবদুল্লাহ ইবনু আকীল
21. মুহাম্মাদ ইবনু আবী সাঈদ ইবনু আকীল

22. আউন ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফর
23. মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফর। মাতা জায়নাব বিনতে আলী
24. মুহাম্মাদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফর। মাতা খাওসা
25. কাসিম ইবনু আব্বাস ইবনু আলী
26. মুহাম্মাদ ইবনু আব্বাস ইবনু আলী

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:

لَمْ يَبْقَ مِمَّنْ قَتَلَ الْحُسَيْنَ أَحَدٌ إِلَّا وَعُوقِبَ فِي الدُّنْيَا؛ إِمَّا بِالْقَتْلِ، أَوْ بِالْعَمَى، أَوْ بِاسْوِدَادِ الْوَجْهِ، أَوْ زَوَالِ الْمُلْكِ فِي مُدَّةٍ يَسِيرَةٍ. (جامع كراماتِ الأولياء 131/1)

ইমাম ইবনু শিহাব আয-যুহরী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

"যারা ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে হত্যা করেছিল, তাদের মধ্যে এমন একজনও অবশিষ্ট থাকেনি, যে দুনিয়াতেই কোনো না কোনো শাস্তির সম্মুখীন হয়নি। কেউ নিহত হয়েছে, কেউ অন্ধ হয়েছে, কারও মুখমণ্ডল কালো হয়ে গেছে, আর কেউ অল্প সময়ের মধ্যেই তার রাজত্ব ও ক্ষমতা হারিয়েছে।" *(জামি' কারামাতিল আওলিয়া, ১/১৩১)*

ভূমিকা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

﴿قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ﴾

"বলুন, আমি এ দাওয়াতের বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না; চাই কেবল নিকটাত্মীয়দের প্রতি ভালোবাসা।" - (সূরা আশ-শূরা: ২৩)

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

"আল্লাহ তো শুধু চান, হে আহলে বাইত! তিনি তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করে তোমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে পবিত্র করে দিন।" - (সূরা আল-আহযাব: ৩৩)

وقال رسول الله ﷺ: الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

"হাসান ও হুসাইন জান্নাতের যুবকদের দুই নেতা।"

(জামে তিরমিযী, হাদীস: ৩৭৬৮)

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জন্য। তিনি যুগে যুগে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য নবী ও রাসূলগণকে প্রেরণ করেছেন, তাঁদের মাধ্যমে সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট করেছেন এবং তাঁদের জীবনকে বানিয়েছেন মানবতার জন্য সর্বোত্তম আদর্শ। অসংখ্য দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, রহমাতুল্লিল আলামীন, আমাদের প্রিয় নেতা মুহাম্মাদ মুস্তফা ﷺ-এর প্রতি; যাঁর মাধ্যমে আল্লাহ মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে পরিচালিত করেছেন। আরও দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক তাঁর পবিত্র আহলে বাইতের প্রতি, তাঁর সম্মানিত সাহাবায়ে কিরামের প্রতি এবং কিয়ামত পর্যন্ত তাঁদের সুন্দর অনুসরণকারীদের প্রতি।

ইসলামের ইতিহাসে এমন কিছু ব্যক্তিত্ব রয়েছেন, যাঁদের নাম উচ্চারণ করলেই ঈমান সতেজ হয়ে ওঠে, হৃদয়ে ভালোবাসার সঞ্চার হয় এবং আত্মা নববী যুগের পবিত্র পরিবেশে ফিরে যেতে চায়। তাঁদের জীবন শুধু ইতিহাসের পাতা অলংকৃত করেনি; বরং কুরআন ও সুন্নাহর জীবন্ত ব্যাখ্যায় পরিণত হয়েছে। তাঁরা ছিলেন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিবেদিতপ্রাণ, সত্যের পথে অবিচল, ইবাদতে নিমগ্ন, চরিত্রে অতুলনীয় এবং মানবতার জন্য অনুকরণীয় আদর্শ।

এসব মহান ব্যক্তিত্বের অগ্রভাগে রয়েছেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র আহলে বাইত। তাঁদের ভালোবাসাকে আল্লাহ তাআলা কুরআনে বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজে তাঁদের মর্যাদা, অধিকার ও ভালোবাসার কথা উম্মতের সামনে বারবার তুলে ধরেছেন। আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর স্লোগান নয়; এটি একজন মুমিনের ঈমানের দাবি, নবীপ্রেমের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং সুন্নাহর শিক্ষা।

আহলে বাইতের মধ্যে সর্বাধিক উজ্জ্বল নক্ষত্রদের অন্যতম হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুই প্রিয় দৌহিত্র—ইমাম আবু মুহাম্মাদ হাসান ও ইমাম আবু আবদিল্লাহ হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)। তাঁরা এমন দুই সৌভাগ্যবান ব্যক্তি, যাঁরা শৈশব থেকেই ওহির ঘরে প্রতিপালিত হয়েছেন, নবীজীর কোলে মানুষ হয়েছেন, তাঁর স্নেহ, ভালোবাসা ও দোআ লাভ করেছেন এবং তাঁর চরিত্র, আচার-আচরণ ও আদর্শকে সবচেয়ে কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের শুধু আপন নাতি হিসেবে ভালোবাসেননি; বরং উম্মতের সামনে তাঁদের মর্যাদাও সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন। কখনো তিনি তাঁদের কাঁধে বহন করেছেন, কখনো বুকে

জড়িয়ে ধরেছেন, কখনো দীর্ঘ সিজদা দিয়েছেন যাতে তাঁদের খেলায় ব্যাঘাত না ঘটে, কখনো তাঁদের জন্য আল্লাহর কাছে ভালোবাসার দোআ করেছেন, কখনো ঘোষণা করেছেন—

اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا

"হে আল্লাহ! আমি এ দুজনকে ভালোবাসি; অতএব আপনিও তাঁদের ভালোবাসুন।"

আবার কখনো বলেছেন—

هُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا

"তাঁরা আমার দুনিয়ার দুই সুগন্ধি ফুল।"

এবং কখনো ঘোষণা করেছেন—

الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

"হাসান ও হুসাইন জান্নাতের যুবকদের দুই নেতা।"

এত অধিক সংখ্যক সহীহ হাদীসে অন্য কোনো দুই শিশুর ব্যাপারে এমন অকৃত্রিম ভালোবাসা, স্নেহ ও মর্যাদার ঘোষণা ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়। এ থেকেই সহজেই উপলব্ধি করা যায়, ইসলামে তাঁদের অবস্থান কত উচ্চ এবং তাঁদের ভালোবাসা মুসলিম হৃদয়ে কত গভীর হওয়া উচিত।

তবে তাঁদের প্রকৃত মর্যাদা বুঝতে হলে শুধু আবেগ নয়, বরং দলিলের আশ্রয় নিতে হবে। কুরআন, সহীহ সুন্নাহ এবং সালাফে সালিহীনের বর্ণনার আলোকে তাঁদের জীবন অধ্যয়ন করতে হবে। কারণ, আহলে বাইতের ভালোবাসা তখনই বিশুদ্ধ ও কল্যাণকর হয়, যখন তা নববী নির্দেশনার সীমারেখার মধ্যে থাকে। ভালোবাসা যেমন অবহেলাকে প্রত্যাখ্যান করে, তেমনি অতিরঞ্জনকেও গ্রহণ করে না। এ কারণেই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের পথ সর্বদাই মধ্যমপন্থার পথ—যেখানে আহলে বাইতের মর্যাদা পূর্ণভাবে স্বীকৃত, কিন্তু তাঁদের সম্পর্কে কোনো ভিত্তিহীন বিশ্বাস বা অতিরঞ্জনের স্থান নেই।

ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর জীবন যত গভীরভাবে অধ্যয়ন করা যায়, ততই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাঁরা কেবল ইতিহাসের দুই মহান ব্যক্তি নন; বরং নববী চরিত্রের দুই উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। তাঁদের ইলম, ইবাদত, তাকওয়া, বিনয়, দানশীলতা, ধৈর্য, সাহস, নেতৃত্ব এবং আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ—সবকিছুই মুসলিম উম্মাহর জন্য চিরন্তন শিক্ষার উৎস। তাঁদের একজন ইতিহাসে প্রতিষ্ঠা করেছেন ঐক্যের মহিমা, আর অন্যজন প্রতিষ্ঠা করেছেন সত্যের মর্যাদা। একজন দেখিয়েছেন কখন উম্মাহর রক্তপাত রোধ করার জন্য নিজের অধিকার ত্যাগ করতে হয়, আর অন্যজন দেখিয়েছেন কখন সত্য ও ন্যায়ের জন্য জীবন উৎসর্গ করতেও দ্বিধা করা যায় না। এ দুই মহান জীবনের সমন্বয়েই ইসলামের ভারসাম্যপূর্ণ সৌন্দর্য পরিপূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুই প্রিয় দৌহিত্র বিশেষ করে ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র প্রতি তাঁর সীমাহীন ভালোবাসার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দলিল হলো তাঁর এ অমর ঘোষণা—

حُسَيْنٌ مِنِّي وَ أَنَا مِنْ حُسَيْنٍ، أَحَبَّ اللهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا، حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ

"হুসাইন আমার অংশ, আর আমি হুসাইনের অংশ। আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে ভালোবাসুন, যে হুসাইনকে ভালোবাসে। হুসাইন নবীদের বংশধরদের ন্যায় এক মহান বংশধর।"

(জামে তিরমিযী, হাদীস: ৩৭৭৫; সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস: ১৪৪; ইমাম তিরমিযী: হাসান)

এই হাদীস শুধু একজন নানার তাঁর নাতির প্রতি ভালোবাসার প্রকাশ নয়; বরং এতে নিহিত রয়েছে একটি গভীর দ্বীনি শিক্ষা। "হুসাইন আমার অংশ"—এর দ্বারা রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সঙ্গে ইমাম হুসাইনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক ঘোষণা করেছেন। আর "আমি হুসাইনের অংশ"—এর দ্বারা তিনি ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর দ্বীন, আদর্শ, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগ তাঁরই সুন্নাহর ধারাবাহিকতা। অতঃপর তিনি আল্লাহর কাছে দোআ করেছেন—যে হুসাইনকে ভালোবাসবে, আল্লাহও যেন তাকে ভালোবাসেন। এর চেয়ে বড় সম্মান আর কী হতে পারে!

এ কারণেই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের সকল ইমাম সর্বসম্মতিক্রমে শিক্ষা দিয়েছেন যে, আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা ঈমানের অংশ এবং তাঁদের মর্যাদা অস্বীকার করা কিংবা তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা কখনোই একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হতে পারে না। একই সঙ্গে তাঁরা এও শিক্ষা দিয়েছেন যে, ভালোবাসার ভিত্তি হতে হবে সহীহ দলিল, শিষ্টাচার এবং সুন্নাহ; আবেগ, কুসংস্কার বা ভিত্তিহীন অতিরঞ্জন নয়।

এই উপলব্ধি থেকেই "**تنوير العينين بمناقب الحسنين**" ''তানবীরুল আইনাইন বিমানাকিবিল হাসানাইন'' গ্রন্থ সংকলনের প্রেরণা জন্ম নিয়েছে। বাংলা ভাষায় আহলে বাইত, বিশেষত ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর ফযীলত নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থ রচিত হলেও, সহীহ ও গ্রহণযোগ্য হাদীস, সালাফে সালিহীনের বক্তব্য এবং নির্ভরযোগ্য সুন্নী ঐতিহাসিক সূত্রকে একত্র করে একটি সুবিন্যস্ত সংকলনের অভাব দীর্ঘদিন অনুভূত হয়েছে। এ গ্রন্থ সেই অভাব কিছুটা পূরণ করার একটি বিনীত প্রচেষ্টা।

গ্রন্থটির নাম "**تنوير العينين بمناقب الحسنين**"—অর্থাৎ "দুই নয়নের জ্যোতি—ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনের মানাকিব"। এই নামের মধ্যেই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুই প্রিয় দৌহিত্র ছিলেন তাঁর হৃদয়ের প্রশান্তি, তাঁর দুনিয়ার দুই সুগন্ধি ফুল এবং উম্মাহর জন্য হিদায়াতের উজ্জ্বল প্রদীপ। তাঁদের জীবন ও আদর্শের আলোয় মুসলিম উম্মাহর দুই নয়নকে আলোকিত করাই এ গ্রন্থের লক্ষ্য।

যদিও এ গ্রন্থে উভয় মহান ইমামের মানাকিব স্থান পেয়েছে, তথাপি সংগত কারণেই প্রথমে ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মানাকিব আলোচনা করা হয়েছে এবং তাঁর শাহাদাত-সংক্রান্ত অধ্যায়কে তুলনামূলকভাবে অধিক বিস্তৃত করা হয়েছে। এর কারণ কোনোভাবেই দুই ভাইয়ের মর্যাদার মধ্যে পার্থক্য করা নয়। বরং ইতিহাসের বাস্তবতা হলো, ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাত ইসলামের ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণ, যা মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ইতিহাসে গভীর প্রভাব ফেলেছে। তাঁর শাহাদাতকে কেন্দ্র করে সংঘটিত কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা, আহলে বাইতের বহু সদস্যের আত্মত্যাগ, পরবর্তী হাররার বিপর্যয় এবং মক্কা অবরোধ—এসবই ইসলামের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য অধ্যায়।

তদুপরি, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজেই তাঁর শাহাদাতের পূর্বসংবাদ দিয়েছেন। জিবরীল (আলাইহিস সালাম) তাঁকে কারবালার মাটি এনে দিয়েছেন, উম্মুল মুমিনীন উম্মে সালামা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট সেই মাটি সংরক্ষিত ছিল, এবং বহু সহীহ ও হাসান বর্ণনায় তাঁর শাহাদাতের পূর্বাভাস সংরক্ষিত রয়েছে। অতএব, ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মানাকিব আলোচনা করতে গিয়ে তাঁর শাহাদাতের প্রসঙ্গ বিস্তৃতভাবে আসা স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয়।

অপরদিকে, গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশে জান্নাতের অপর নেতা, উম্মাহর ঐক্যের প্রতীক, ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ফযীলত, ইবাদত, দানশীলতা, উদারতা, খেলাফত, সন্ধি এবং তাঁর মহিমান্বিত চরিত্র নির্ভরযোগ্য হাদীস ও আছারের আলোকে আলোচনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমন তাঁদের উভয়কে সমানভাবে ভালোবাসতেন, তেমনি আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতও তাঁদের উভয়কে সমান শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও মর্যাদার সঙ্গে স্মরণ করে। আমাদের উদ্দেশ্যও তাই—কাউকে অন্যের বিপরীতে দাঁড় করানো নয়; বরং উভয় মহান ইমামের জীবনকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা এবং সালাফে সালিহীনের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে পাঠকের সামনে তুলে ধরা।

এ গ্রন্থ সংকলনের ক্ষেত্রে আমাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল—মানাকিবকে আবেগের নয়, দলিলের আলোকে উপস্থাপন করা। কারণ, আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা যেমন ঈমানের দাবি, তেমনি তাঁদের সম্পর্কে সত্য ও নির্ভরযোগ্য তথ্য জানা এবং প্রচার করাও ইলমী আমানতের অংশ। এ কারণেই এ গ্রন্থে যথাসম্ভব সহীহ, হাসান ও গ্রহণযোগ্য হাদীস, আছার এবং নির্ভরযোগ্য সুন্নী ঐতিহাসিক বর্ণনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। যেখানে প্রয়োজন সেখানে মুহাদ্দিসগণের হাদীসের মান সম্পর্কিত মন্তব্যও উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে পাঠক বর্ণনার গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সচেতন থাকতে পারেন।

এই গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে একশত চল্লিশেরও অধিক হাদীস, আছার এবং ঐতিহাসিক বর্ণনা। এগুলো কেবল ফযীলতের বর্ণনা নয়; বরং ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর শৈশব, নবীজীর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক, তাঁদের ইলম, ইবাদত, চরিত্র, উদারতা, নেতৃত্ব, শাহাদাত, তাঁদের সম্পর্কে সাহাবায়ে কিরামের ভালোবাসা এবং পরবর্তী যুগের শ্রেষ্ঠ ইমামদের মূল্যায়নের একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে স্মরণীয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহলে বাইতকে ভালোবাসা মানে কেবল তাঁদের বীরত্বগাথা পড়া বা তাঁদের শাহাদাতে অশ্রু বিসর্জন দেওয়া নয়; বরং তাঁদের ঈমান, ইখলাস, তাকওয়া, ইবাদত, সুন্নাহর অনুসরণ, ধৈর্য, দানশীলতা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আত্মত্যাগের আদর্শকে নিজের জীবনে ধারণ করা। প্রকৃত ভালোবাসা অনুসরণে প্রকাশ পায়; মুখের দাবিতে নয়।

দুঃখজনক হলেও সত্য, ইতিহাসের বিভিন্ন পর্যায়ে আহলে বাইতকে নিয়ে দুই ধরনের বিচ্যুতি দেখা দিয়েছে। একদল তাঁদের মর্যাদা গোপন করেছে অথবা তাঁদের ফযীলত সম্পর্কিত বহু সহীহ হাদীস প্রচার করতে অনীহা প্রকাশ করেছে। অন্যদিকে আরেক দল তাঁদের ভালোবাসার নামে এমন সব বর্ণনা, বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের প্রচলন করেছে, যার কোনো ভিত্তি কুরআন, সহীহ সুন্নাহ কিংবা সালাফে সালিহীনের শিক্ষায় নেই। ফলে একদিকে অবমূল্যায়ন, অন্যদিকে অতিরঞ্জন—উভয়ই মুসলিম সমাজে বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে।

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের পথ এ দুই চরমপন্থা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। আমরা বিশ্বাস করি, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহলে বাইতকে ভালোবাসা ঈমানের অংশ; তাঁদের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখা দ্বীনের দাবি; তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ বা অসম্মান গুরুতর বিভ্রান্তি। একই সঙ্গে আমরা এও বিশ্বাস করি যে, তাঁদের সম্পর্কে এমন কোনো বিশ্বাস বা বক্তব্য গ্রহণ করা যাবে না, যা কুরআন, সহীহ সুন্নাহ এবং সাহাবায়ে কিরামের শিক্ষার পরিপন্থী। আমাদের ভালোবাসা দলিলনির্ভর, আমাদের শ্রদ্ধা সুন্নাহনির্ভর এবং আমাদের অবস্থান ইনসাফনির্ভর।

এই গ্রন্থে কারবালার ঘটনা, ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাত, হাররার বিপর্যয় এবং সংশ্লিষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনাবলি আলোচনার উদ্দেশ্য কোনো ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে বিদ্বেষ সৃষ্টি করা নয়; বরং ইসলামের ইতিহাসের একটি বেদনাবিধুর অধ্যায়কে নির্ভরযোগ্য সুন্নী সূত্রের আলোকে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা। ইতিহাসের সত্যকে গোপন করাও যেমন ইলমী আমানতের পরিপন্থী, তেমনি অতিরঞ্জনও সত্যের প্রতি অবিচার। তাই আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি—দলিল যেখানে শেষ, সেখানে আমাদের বক্তব্যও শেষ।

আমরা আশা করি, এ গ্রন্থ পাঠ করে পাঠক কেবল দুটি মহান ব্যক্তিত্বের জীবনী জানবেন না; বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহলে বাইতের প্রতি তাঁর অপরিসীম ভালোবাসা উপলব্ধি করবেন, তাঁদের অনুসরণের গুরুত্ব অনুধাবন করবেন এবং বুঝতে পারবেন যে, ইসলামের ইতিহাসে ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর অবদান কোনো নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সম্পদ নয়; বরং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর অমূল্য ঐতিহ্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুই প্রিয় দৌহিত্রের জীবন যত গভীরভাবে অধ্যয়ন করা যায়, ততই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, তাঁরা কেবল ইতিহাসের দুই মহান ব্যক্তিত্ব নন; বরং ইসলামী সভ্যতার দুই মহান স্তম্ভ। একজন তাঁর প্রজ্ঞা, সহনশীলতা, উদারতা এবং উম্মাহর ঐক্যের জন্য আত্মত্যাগের মাধ্যমে ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন; অপরজন তাঁর ঈমান, আত্মমর্যাদা, ধৈর্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সর্বোচ্চ আত্মোৎসর্গের মাধ্যমে শাহাদাতের এমন এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, যা কিয়ামত পর্যন্ত মুসলিম হৃদয়ে জীবন্ত থাকবে।

এ কারণেই এ গ্রন্থের নাম রাখা হয়েছে "تنوير العينين بمناقب الحسنين" অর্থাৎ "দুই নয়নের আলোকপ্রাপ্তি—ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইনের মানাকিব।" এখানে "العينين" দ্বারা শুধু মানুষের দুই চোখ বোঝানো হয়নি; বরং মুসলিম হৃদয়ের সেই অন্তর্দৃষ্টিকেও বোঝানো হয়েছে, যা কুরআন ও সুন্নাহর আলোয় সত্যকে চিনতে শেখে। আর "الحسنين" শব্দটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় সেই দুই মহান ব্যক্তিত্বকে, যাঁদেরকে রাসূলুল্লাহ ﷺ শুধু নিজের নাতি হিসেবে পরিচয় দেননি; বরং জান্নাতের যুবকদের নেতা, নিজের দুনিয়ার দুই সুগন্ধি ফুল এবং নিজের অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন।

আমরা বিশ্বাস করি, ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর জীবন অধ্যয়ন করলে মুসলিম উম্মাহ শিখবে—ক্ষমা দুর্বলতা নয়, বরং অনেক সময় তা সর্বোচ্চ শক্তির পরিচয়; ব্যক্তিগত অধিকার ত্যাগ করে উম্মাহর বৃহত্তর কল্যাণকে অগ্রাধিকার দেওয়াও একটি মহান ইবাদত। আবার ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর জীবন অধ্যয়ন করলে উপলব্ধি করা যায়—আল্লাহর দ্বীনের মর্যাদা, সত্য, ন্যায় ও আত্মসম্মানের প্রশ্নে একজন মুমিন কখনো আপস করে না। এ দুই জীবন আমাদের শিক্ষা দেয়—ইসলামে ঐক্য ও সত্য, উভয়ই অপরিহার্য; একটিকে রক্ষা করতে গিয়ে অন্যটিকে বিসর্জন দেওয়া ইসলামের শিক্ষা নয়।

আমাদের আন্তরিক কামনা, এ গ্রন্থ পাঠ করার পর পাঠক কেবল ঐতিহাসিক তথ্য জানবেন না; বরং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহলে বাইতের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালোবাসা অনুভব করবেন, তাঁদের চরিত্রে মুগ্ধ হবেন এবং তাঁদের অনুসরণের অনুপ্রেরণা লাভ করবেন। আমরা চাই, এ গ্রন্থ পাঠকের অন্তরে আহলে বাইতের প্রতি বিশুদ্ধ মুহাব্বত সৃষ্টি করুক; এমন মুহাব্বত, যা কুরআন, সহীহ সুন্নাহ এবং সালাফে সালিহীনের শিক্ষার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

একই সঙ্গে আমরা এ আশাও করি যে, এ গ্রন্থ মুসলিম সমাজে প্রচলিত বহু ভুল ধারণা, অতিরঞ্জন এবং অবহেলার অবসানে সামান্য হলেও ভূমিকা রাখবে। কারণ, ইলম যখন দলিলের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তা বিভেদ সৃষ্টি করে না; বরং হৃদয়কে ঐক্যবদ্ধ করে। আর নবী ﷺ-এর পরিবার সম্পর্কে সহীহ জ্ঞান মানুষের অন্তরে তাঁদের প্রতি ভালোবাসা বৃদ্ধি করে, কিন্তু অন্য কারও প্রতি অবিচার বা বিদ্বেষ সৃষ্টি করে না।

আমরা বারবার স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, আহলে বাইতকে ভালোবাসা এবং সাহাবায়ে কিরামকে ভালোবাসা—এ দুটি কখনো পরস্পরবিরোধী নয়। বরং উভয়ই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের ঈমান ও আকীদার অবিচ্ছেদ্য অংশ। রাসূলুল্লাহ ﷺ যেমন তাঁর পরিবারকে ভালোবেসেছেন, তেমনি তাঁর সাহাবিদেরও ভালোবেসেছেন। তাই আমরা সকলের মর্যাদা যথাযথভাবে স্বীকার করি এবং প্রত্যেককে তাঁর প্রাপ্য সম্মান প্রদান করি।

আজ থেকে প্রায় চৌদ্দশত বছর পূর্বে যে দুই মহান ব্যক্তিত্ব মদীনার অলিগলিতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাঁধে আরোহণ করতেন, তাঁর কোলে খেলতেন, তাঁর দীর্ঘ সিজদার কারণ হতেন এবং তাঁর স্নেহ, দোআ ও ভালোবাসায় ধন্য হতেন—তাঁদের জীবন আজও মুসলিম উম্মাহর জন্য সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। যুগ পরিবর্তিত হয়েছে, সাম্রাজ্য পরিবর্তিত হয়েছে, সভ্যতা পরিবর্তিত হয়েছে; কিন্তু ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর আদর্শের প্রয়োজন এক বিন্দুও কমেনি। বরং বিভক্ত, অস্থির ও সংঘাতময় এ যুগে তাঁদের জীবন অধ্যয়নের প্রয়োজন আরও বেড়েছে।

আজ মুসলিম সমাজের এক অংশ ঐক্যের মূল্য ভুলে গেছে, আরেক অংশ সত্য প্রতিষ্ঠার মূল্য ভুলে গেছে। অথচ ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমাদের শিক্ষা দেন—যেখানে উম্মাহর বৃহত্তর কল্যাণ নিহিত, সেখানে ব্যক্তিগত অধিকার ত্যাগ করাও মহত্ত্বের পরিচয়। আর ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমাদের শিক্ষা দেন—যেখানে দ্বীনের মৌলিক নীতি, সত্য ও ন্যায়ের প্রশ্ন আসে, সেখানে ঈমানদার ব্যক্তি ভয়, লোভ কিংবা পার্থিব স্বার্থের কাছে মাথানত করে না। এ দুই শিক্ষা পরস্পরের বিরোধী নয়; বরং ইসলামের পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্যের দুই অপরিহার্য দিক।

আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহলে বাইতের প্রকৃত ভালোবাসা কখনো অন্ধ আবেগের নাম নয়; আবার শুষ্ক ঐতিহাসিক আলোচনার নামও নয়। প্রকৃত ভালোবাসা হলো তাঁদের ঈমানকে নিজের ঈমানের আদর্শ বানানো, তাঁদের তাকওয়াকে নিজের জীবনের অলংকার বানানো, তাঁদের ইবাদত, বিনয়, দানশীলতা, ধৈর্য, আত্মসংযম, সাহস ও সুন্নাহর অনুসরণকে নিজের চরিত্রে ধারণ করার আন্তরিক চেষ্টা করা। যে ভালোবাসা মানুষকে কুরআন ও সুন্নাহর আরও নিকটবর্তী করে, সেটিই বিশুদ্ধ মুহাব্বত; আর যে ভালোবাসা মানুষকে দলীয় বিদ্বেষ, অতিরঞ্জন বা বিভেদের দিকে ঠেলে দেয়, তা কখনো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর শিক্ষা হতে পারে না।

এই গ্রন্থ সংকলনের মাধ্যমে আমাদের একমাত্র কামনা—রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুই প্রিয় দৌহিত্র সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য জ্ঞান বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের হাতে পৌঁছে দেওয়া। পাঠক যখন এ গ্রন্থের পাতায় পাতায় নবীজীর ভালোবাসা, সাহাবায়ে কিরামের শ্রদ্ধা, সালাফে সালিহীনের মূল্যায়ন, তাঁদের ইবাদত, চরিত্র, আত্মত্যাগ এবং শাহাদাতের ইতিহাস পড়বেন, তখন তাঁর অন্তরে যেন আহলে বাইতের প্রতি সেই বিশুদ্ধ ভালোবাসা জাগ্রত হয়, যে ভালোবাসার শিক্ষা স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের দিয়ে গেছেন।

আমাদের এ প্রচেষ্টা পূর্ণাঙ্গ নয়, নির্ভুল বলেও আমরা দাবি করি না। বরং এটি ইলমের খিদমতে একটি বিনীত প্রয়াস মাত্র। এতে যা কিছু সঠিক, তা একমাত্র আল্লাহ তাআলার তাওফীক ও অনুগ্রহ। আর যে কোনো ভুল, ত্রুটি, অসাবধানতা বা সীমাবদ্ধতা আমাদেরই। তাই বিজ্ঞ আলিম, মুহাদ্দিস, গবেষক ও সম্মানিত পাঠকমণ্ডলীর নিকট আমাদের বিনীত আবেদন—যদি কোনো সংশোধনযোগ্য বিষয় তাঁদের দৃষ্টিগোচর হয়, তবে অনুগ্রহ করে তা আমাদের অবহিত করবেন। কারণ, সত্যের অনুসরণই আমাদের উদ্দেশ্য, আত্মপক্ষ সমর্থন নয়; ইলমী আমানত রক্ষা করাই আমাদের লক্ষ্য, ব্যক্তিগত মত প্রতিষ্ঠা নয়।

মহান আল্লাহ তাআলার দরবারে আমাদের আন্তরিক দোআ—তিনি যেন এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করেন, একে ইলমে নাফি‘ হিসেবে গ্রহণ করেন এবং এর মাধ্যমে লেখক, প্রকাশক, পাঠক ও সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে উপকৃত করেন। তিনি যেন আমাদের অন্তরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা, তাঁর পবিত্র আহলে বাইতের প্রতি বিশুদ্ধ মুহাব্বত, তাঁর সম্মানিত সাহাবায়ে কিরামের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা এবং কুরআন ও সুন্নাহর উপর অটল থাকার তাওফীক দান করেন। তিনি যেন আমাদের সবাইকে কিয়ামতের দিন তাঁর প্রিয় হাবীব ﷺ-এর পতাকাতলে, তাঁর পবিত্র আহলে বাইত ও সাহাবায়ে কিরামের সান্নিধ্যে একত্রিত করেন।

﴿رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ﴾

"হে আমাদের রব! আপনি আমাদেরকে হিদায়াত দানের পর আমাদের অন্তরকে বক্র করবেন না এবং আপনার পক্ষ থেকে আমাদেরকে বিশেষ রহমত দান করুন। নিশ্চয়ই আপনিই মহাদাতা।" (সূরা আলে ইমরান: ৮)

وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

আবু আব্দিল্লাহ মুহাম্মাদ আইনুল হুদা
নিউ ইয়র্ক
১০ মুহাররম ১৪৪৮ হিজরি
+880 1742-871094

মানাকিবে ইমাম হুসাইন

رضي الله عنه

(৪ — ৬১ হিজরি)

ইমাম যাহাবী তাঁর সিয়ার গ্রন্থে বলেন,

الحُسَيْنُ الشَّهِيْدُ أَبُو عَبْدِ اللهِ بنُ عَلِيِّ بنِ أَبِي طَالِبٍ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ

الإِمَامُ، الشَّرِيْفُ، الكَامِلُ، سِبْطُ رَسُوْلِ اللهِ -ﷺ- وَرَيْحَانَتُهُ مِنَ الدُّنْيَا، وَمَحبُوْبُهُ.

أَبُو عَبْدِ اللهِ الحُسَيْنُ ابْنُ أَمِيْرِ المُؤْمِنِيْنَ أَبِي الحَسَنِ عَلِيِّ بن أَبِي طَالِبٍ بنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ بنِ هَاشِمِ بنِ عَبْدِ مَنَافٍ بنِ قُصَيٍّ القُرَشِيُّ، الهَاشِمِيُّ.

حَدَّثَ عَنْ :جَدِّه، وَأَبَوَيْهِ، وَصِهْرِهِ عُمَرَ، وَطَائِفَةٍ.

حَدَّثَ عَنْهُ :وَلَدَاهُ: عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ، وَعُبَيْدُ بنُ حُنَيْنٍ، وَهَمَّامٌ الفَرَزْدَقُ، وَعِكْرِمَةُ، وَالشَّعْبِيُّ، وَطَلْحَةُ العُقَيْلِيُّ، وَابْنُ أَخِيْهِ؛ زَيْدُ بنُ الحَسَنِ، وَحَفِيْدُهُ؛ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيٍّ البَاقِرُ - وَلَمْ يُدْرِكْهُ - وَبِنْتُهُ سُكَيْنَةُ، وَآخَرُوْنَ.

قَالَ الزُّبَيْرُ :مَوْلِدُهُ فِي خَامِسِ شَعْبَانَ، سَنَةَ أَرْبَعٍ مِنَ الهِجْرَةِ.

শহীদ ইমাম হুসাইন, আবু আবদিল্লাহ, আলী ইবনু আবী তালিব ইবনু আবদুল মুত্তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর পুত্র।

তিনি ছিলেন একজন ইমাম, মহান বংশীয় (শরীফ), পূর্ণাঙ্গ চরিত্রের অধিকারী, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৌহিত্র, দুনিয়ায় তাঁর সুগন্ধি ফুল (রাইহানা) এবং তাঁর অতি প্রিয়জন।

তিনি হলেন আবু আবদিল্লাহ আল-হুসাইন, আমীরুল মুমিনীন আবুল হাসান আলী ইবনু আবী তালিব ইবনু আবদুল মুত্তালিব ইবনু হাশিম ইবনু আবদে মানাফ ইবনু কুসাই আল-কুরাইশী আল-হাশিমী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর পুত্র।

তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁর নানা রাসূলুল্লাহ ﷺ, তাঁর পিতা-মাতা এবং তাঁর বোনের শ্বশুর হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-সহ আরও একদল সাহাবী থেকে।

আর তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁর দুই সন্তান আলী ও ফাতিমা, উবাইদ ইবনু হুনাইন, হাম্মাম আল-ফারাযদাক, ইকরিমা, আশ-শা'বী, তালহা আল-উকাইলী, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র যায়েদ ইবনুল হাসান, তাঁর পৌত্র মুহাম্মাদ ইবনু আলী আল-বাকির (যদিও তিনি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেননি), তাঁর কন্যা সুকাইনা, এবং আরও অনেকে।

যুবাইর বলেন:

ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর জন্ম হিজরী চতুর্থ সালের ৫ই শা'বানে।

সহীহুল বুখারী থেকে

.1

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ .ﷺ أُتِيَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ .عَلَيْهِ السَّلاَمُ .فَجُعِلَ فِي طَسْتٍ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ، وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْئًا. فَقَالَ أَنَسٌ ﷺ كَانَ أَشْبَهَهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ مَخْضُوبًا بِالْوَسْمَةِ. [1]

হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, ইমাম হুসাইন (আলাইহিস সালাম)-এর পবিত্র মস্তক উবাইদুল্লাহ ইবনু জিয়াদের সামনে আনা হলো। সেটিকে একটি পাত্রে রাখা হলো। তখন সে একটি লাঠি দিয়ে মস্তকটি খোঁচাতে লাগল এবং তাঁর সৌন্দর্য সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করতে লাগল। তখন হযরত আনাস (রা.) বললেন: ''তিনি (ইমাম হুসাইন) ছিলেন তাঁদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে আকৃতি ও অবয়বে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। আর তিনি 'ওয়াসমাহ' (এক ধরনের কালচে উদ্ভিজ্জ রঞ্জক) দ্বারা তাঁর চুল রঞ্জিত করতেন।''

.2

عَنِ ابْنِ عُمَرَ .رضى الله عنهما .قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ ارْقُبُوا مُحَمَّدًا ﷺ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ. [2]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত আবু বকর (রা.) বলেছেন, ''তোমরা মুহাম্মাদ ﷺ-এর আহলে বাইতের ব্যাপারে তাঁর মর্যাদা ও অধিকার রক্ষা করো (তাঁদের প্রতি সম্মান, ভালোবাসা ও যত্ন প্রদর্শন করো)।''

.3

عن ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ، عَنِ الْمُحْرِمِ، قَالَ شُعْبَةُ أَحْسِبُهُ يَقْتُلُ الذُّبَابَ فَقَالَ أَهْلُ الْعِرَاقِ يَسْأَلُونَ عَنِ الذُّبَابِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ ابْنَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُمَا رَيْحَانَتَاىَ مِنَ الدُّنْيَا [3]

হযরত ইবনু আবী নু'ম (রহ.) বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রা.)-কে শুনেছি। এক ব্যক্তি তাঁকে ইহরাম অবস্থায় মাছি হত্যা করা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তখন তিনি বললেন, ''ইরাকের লোকেরা মাছি মারা সম্পর্কে প্রশ্ন করছে! অথচ তারাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৌহিত্রকে হত্যা করেছে!'' অতঃপর তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: ''হাসান ও হুসাইন—এ দু'জনই আমার দুনিয়ার দুটি সুগন্ধি ফুল।

.4

عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، قَالَ كُنْتُ شَاهِدًا لاِبْنِ عُمَرَ وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ. فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ فَقَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ. قَالَ انْظُرُوا إِلَى هَذَا، يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ النَّبِيِّ ﷺ وَسَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " هُمَا رَيْحَانَتَاىَ مِنَ الدُّنْيَا [4]

হযরত ইবনু আবী নু'ম (রহ.) বলেন, আমি হযরত ইবনু উমর (রা.)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এক ব্যক্তি তাঁকে মশার রক্ত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ''তুমি কোথাকার লোক?'' সে বলল, ''আমি ইরাকের অধিবাসী।''

---

[1] صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبى ﷺ، باب مَنَاقِبُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضى الله عنهما، حديث 3748

[2] صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبى ﷺ، باب مَنَاقِبُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضى الله عنهما، حديث 3751

[3] صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبى ﷺ، باب مَنَاقِبُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضى الله عنهما، حديث 3753

[4] صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب رَحْمَةِ الْوَلَدِ وَتَقْبِيلِهِ وَمُعَانَقَتِهِ، حديث 5994

তখন তিনি বললেন, ‘‘দেখো তো এই লোকটিকে! সে আমার কাছে মশার রক্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করছে, অথচ তারাই নবী ﷺ-এর দৌহিত্রকে হত্যা করেছে!’’

এরপর তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: ‘‘হাসান ও হুসাইন—এ দু’জনই আমার দুনিয়ার দুটি সুগন্ধি ফুল।

.5

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. رضى الله عنهما. قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ " إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لاَمَّةٍ ". [5]

হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান ও হুসাইনকে এই দোয়া পড়ে আল্লাহর আশ্রয়ে সঁপে দিতেন। তিনি বলতেন, ‘‘তোমাদের পিতা (অর্থাৎ ইবরাহীম আলাইহিস সালাম) এই দোয়ার মাধ্যমে ইসমাঈল ও ইসহাককে আল্লাহর আশ্রয়ে সঁপে দিতেন:

‘আমি আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণীসমূহের আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রত্যেক শয়তান, প্রত্যেক বিষধর প্রাণী এবং প্রত্যেক ক্ষতিকর কুদৃষ্টির অনিষ্ট থেকে।

সহীহ মুসলিম থেকে

.6

হাদিসুস সাকালাইন

قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا فِينَا خَطِيبًا بِمَاءٍ يُدْعَى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ " أَمَّا بَعْدُ أَلاَ أَيُّهَا النَّاسُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ رَسُولُ رَبِّي فَأُجِيبَ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ أَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ الْهُدَى وَالنُّورُ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَاسْتَمْسِكُوا بِهِ " . فَحَثَّ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ وَرَغَّبَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ " وَأَهْلُ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي أُذَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَيْتِي " . فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ وَمَنْ أَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ أَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ قَالَ نِسَاؤُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَلَكِنْ أَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ . قَالَ وَمَنْ هُمْ قَالَ هُمْ آلُ عَلِيٍّ وَآلُ عَقِيلٍ وَآلُ جَعْفَرٍ وَآلُ عَبَّاسٍ . قَالَ كُلُّ هَؤُلاَءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ قَالَ نَعَمْ . [6]

রাসূলুল্লাহ ﷺ একদিন মক্কা ও মদিনার মধ্যবর্তী খুম নামক জলাশয়ের নিকট আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন, উপদেশ দিলেন এবং নসীহত করলেন। তারপর বললেন,

‘‘অতঃপর শোনো! হে মানুষ! আমি তো একজন মানুষ। অচিরেই আমার প্রতিপালকের প্রেরিত দূত (মালাকুল মাওত) আমার কাছে আসবেন, আর আমি তাঁর আহ্বানে সাড়া দেব। আমি তোমাদের মাঝে দুটি মহামূল্যবান আমানত রেখে যাচ্ছি। প্রথমটি হলো আল্লাহর কিতাব। এতে রয়েছে হিদায়াত ও নূর। সুতরাং তোমরা আল্লাহর কিতাবকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং তা আঁকড়ে ধরো।’’

এরপর তিনি আল্লাহর কিতাবের প্রতি উৎসাহ প্রদান করলেন। তারপর বললেন,

---

[5] صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، حديث 3371

[6] صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم، باب مِنْ فَضَائِلِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضى الله عنه، حديث 2408

"আর (দ্বিতীয় আমানত) আমার আহলে বাইত। আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে আমি তোমাদের আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে আমি তোমাদের আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে আমি তোমাদের আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি।" তখন হুসাইন (রহ.) যায়েদ ইবনু আরকাম (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, "হে যায়েদ! নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণও কি তাঁর আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত নন?"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ, তাঁর স্ত্রীগণও তাঁর আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। তবে তাঁর আহলে বাইত বলতে বিশেষভাবে তাঁদেরও বোঝানো হয়েছে, যাঁদের জন্য তাঁর পরে সদকা (যাকাত) গ্রহণ হারাম করা হয়েছে।"

জিজ্ঞাসা করা হলো, "তাঁরা কারা?" তিনি বললেন, "তাঁরা হলেন—আলী (রা.)-এর বংশধর, আকীল (রা.)-এর বংশধর, জাফর (রা.)-এর বংশধর এবং আব্বাস (রা.)-এর বংশধর।"

জিজ্ঞাসা করা হলো, "এঁদের সবার জন্যই কি সদকা হারাম?" তিনি বললেন, "হ্যাঁ।"

7.

মুমিন ছাড়া আর কেউ ভালোবাসবে না এবং মুনাফিক ছাড়া আর কেউ ঘৃণা করবে না

عَنْ زِرٍّ، قَالَ قَالَ عَلِيٌّ وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ ﷺ إِلَىَّ أَنْ لاَ يُحِبَّنِي إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضَنِي إِلاَّ مُنَافِقٌ

যির ইবন হুবাইশ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, "সেই সত্তার শপথ, যিনি শস্যদানা বিদীর্ণ করেন এবং প্রাণ সৃষ্টি করেন! নিশ্চয়ই উম্মী নবী মুহাম্মদ ﷺ আমার কাছে এ অঙ্গীকার করেছিলেন যে, আমাকে মুমিন ছাড়া আর কেউ ভালোবাসবে না এবং মুনাফিক ছাড়া আর কেউ ঘৃণা করবে না।" [7]

.8

إِيَاسٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ لَقَدْ قُدْتُ بِنَبِيِّ اللَّهِ ﷺ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ بَغْلَتَهُ الشَّهْبَاءَ حَتَّى أَدْخَلْتُهُمْ حُجْرَةَ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا قُدَّامَهُ وَهَذَا خَلْفَهُ . [8]

ইয়াস (রহ.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, "আমি একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাদা খচ্চরটির লাগাম ধরেছিলাম। তখন হাসান ও হুসাইনকে সঙ্গে নিয়ে তাঁকে চালিয়ে নবী ﷺ-এর কক্ষে পৌঁছে দিয়েছিলাম। সে সময় একজন তাঁর সামনে এবং অন্যজন তাঁর পেছনে বসেছিলেন।

.9

[7] মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, অধ্যায়: আনসারগণ ও আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুম)-কে ভালোবাসা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত এবং ঈমানের অন্যতম নিদর্শন; আর তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা মুনাফিকির লক্ষণ—এর প্রমাণ, হাদিস ৭৮।

[8] صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم، باب فَضَائِلِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضى الله عنهما ، حديث 2423

قَالَتْ عَائِشَةُ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ غَدَاةً وَعَلَيْهِ مِرْطٌ مُرَحَّلٌ مِنْ شَعْرٍ أَسْوَدَ فَجَاءَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ فَدَخَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ قَالَ { إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [9]

হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ ﷺ কালো পশমের নকশাযুক্ত একটি চাদর গায়ে দিয়ে বের হলেন। তখন হাসান ইবনু আলী (রা.) এলে তিনি তাঁকে সেই চাদরের নিচে নিলেন। এরপর হুসাইন (রা.) এলে তাকেও তাঁর সঙ্গে চাদরের নিচে নিলেন। তারপর ফাতিমা (রা.) এলে তাঁকেও অন্তর্ভুক্ত করলেন। এরপর আলী (রা.) এলে তাকেও চাদরের নিচে নিলেন। তারপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

"আল্লাহ তো কেবল চান, হে আহলে বাইত! তিনি তোমাদের থেকে সব অপবিত্রতা দূর করে দিতে এবং তোমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে পবিত্র করতে।" (সূরা আল-আহযাব: ৩৩)

.10

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ تُلُقِّيَ بِنَا - قَالَ - فَتُلُقِّيَ بِي وَبِالْحَسَنِ أَوْ بِالْحُسَيْنِ - قَالَ - فَحَمَلَ أَحَدَنَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَالآخَرَ خَلْفَهُ حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ . [10]

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু জাফর (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন কোনো সফর থেকে ফিরে আসতেন, তখন আমরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে যেতাম। একবার আমাকে এবং হাসান অথবা হুসাইনকে তাঁর অভ্যর্থনার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। তখন তিনি আমাদের একজনকে নিজের সামনে এবং অপরজনকে নিজের পেছনে বাহনের ওপর বসিয়ে নিলেন। এভাবেই আমরা মদিনায় প্রবেশ করলাম।

তিরমিযী শরীফ থেকে

.11

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ " [11] عند الحاكم " وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا" (4779)

হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "হাসান ও হুসাইন জান্নাতের যুবকদের নেতা।" ইমাম হাকিমের বর্ণনায় রয়েছে: "আর তাঁদের পিতা (আলী রা.) তাঁদের উভয়ের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।

.12

[9] صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم، باب فَضَائِلِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ، حديث 2424

[10] صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضى الله تعالى عنهم، باب فَضَائِلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ رضى الله عنهما، حديث 2428

[11] سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله ﷺ، باب مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضي الله عنهما، حديث 3768

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ طَرَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ لاَ أَدْرِي مَا هُوَ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي قُلْتُ مَا هَذَا الَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ قَالَ فَكَشَفَهُ فَإِذَا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ عَلَى وَرِكَيْهِ فَقَالَ " هَذَانِ ابْنَاىَ وَابْنَا ابْنَتِي اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا " [12]

হযরত উসামা ইবনু যায়েদ (রা.) বলেন, এক রাতে আমি কোনো প্রয়োজনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম। তিনি এমন অবস্থায় বের হয়ে এলেন যে, তাঁর চাদরের ভেতর কিছু একটি জড়ানো ছিল, কিন্তু আমি বুঝতে পারছিলাম না সেটি কী। আমার প্রয়োজন শেষ হলে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার চাদরের ভেতরে কী রয়েছে?'

তখন তিনি চাদর সরিয়ে দেখালেন। দেখি, তাঁর দুই উরুর ওপর হাসান ও হুসাইন বসে আছেন। তখন তিনি বললেন:

''এরা আমার দুই পুত্র এবং আমার কন্যার দুই পুত্র। হে আল্লাহ! আমি তাঁদের ভালোবাসি; অতএব আপনিও তাঁদের ভালোবাসুন এবং যে তাঁদের ভালোবাসে, তাকেও ভালোবাসুন।

.13

عن سَلْمَى، قَالَتْ دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ تَبْكِي فَقُلْتُ مَا يُبْكِيكِ قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ - تَعْنِي فِي الْمَنَامِ - وَعَلَى رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ التُّرَابُ فَقُلْتُ مَا لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " شَهِدْتُ قَتْلَ الْحُسَيْنِ آنِفًا [13] قيل ضعيف

সালমা (রহ.) বলেন, আমি উম্মে সালামা (রা.)-এর কাছে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, তিনি কাঁদছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ''আপনি কেন কাঁদছেন?'' তিনি বললেন, ''আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি। তাঁর মাথা ও দাড়িতে ধুলোবালি লেগে ছিল। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার এ অবস্থা কেন?'

তিনি বললেন, 'আমি এইমাত্র হুসাইনের শাহাদাতের ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এলাম।

.14

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، يَقُولُ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَىُّ أَهْلِ بَيْتِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ " الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ " . وَكَانَ يَقُولُ لِفَاطِمَةَ " ادْعِي لِي ابْنَىَّ " . فَيَشُمُّهُمَا وَيَضُمُّهُمَا إِلَيْهِ [14] قيل ضعيف

হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হলো, ''আপনার আহলে বাইতের মধ্যে আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয় কারা?'' তিনি বললেন, ''হাসান ও হুসাইন।'' তিনি প্রায়ই ফাতিমা (রা.)-কে বলতেন, ''আমার দুই সন্তানকে আমার কাছে নিয়ে এসো।'' তখন তিনি তাঁদেরকে কাছে আনতেন। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদেরকে স্নেহভরে চুম্বন করতেন, তাঁদের সুঘ্রাণ নিতেন এবং বুকে জড়িয়ে ধরতেন।

.15

---

[12] سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله ﷺ، باب مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضي الله عنهما، حديث 3769

[13] سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله ﷺ، باب مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضي الله عنهما، حديث 3771

[14] سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله ﷺ، باب مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضي الله عنهما، حديث 3772

عَنْ بُرَيْدَةَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُنَا إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ صَدَقَ اللَّهُ ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ نَظَرْتُ إِلَى هَذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيثِي وَرَفَعْتُهُمَا [15]

হযরত বুরাইদা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশে খুতবা দিচ্ছিলেন। এমন সময় হাসান ও হুসাইন (আলাইহিমাস সালাম) লাল রঙের দুটি জামা পরিহিত অবস্থায় হেঁটে আসছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা বারবার হোঁচট খাচ্ছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বর থেকে নেমে এলেন, তাঁদের দু'জনকে কোলে তুলে নিলেন এবং নিজের সামনে বসালেন। এরপর বললেন:

''আল্লাহ তা'আলা সত্যই বলেছেন, 'তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি তো কেবল পরীক্ষা।' আমি এই দুই শিশুকে হোঁচট খেতে খেতে হেঁটে আসতে দেখে ধৈর্য ধারণ করতে পারলাম না। তাই আমি আমার বক্তব্য থামিয়ে তাঁদেরকে তুলে নিলাম।

.16

عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الأَسْبَاطِ [16]

হযরত ইয়া'লা ইবনু মুররা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

''হুসাইন আমারই অংশ, আর আমিও হুসাইনের অংশ। আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে ভালোবাসুন, যে হুসাইনকে ভালোবাসে। হুসাইন নবীদের বংশধরদের ন্যায় এক সম্মানিত বংশধর।

.17

أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ زِيَادٍ فَجِيءَ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ فَجَعَلَ يَقُولُ بِقَضِيبٍ لَهُ فِي أَنْفِهِ وَيَقُولُ مَا رَأَيْتُ مِثْلَ هَذَا حُسْنًا لَمْ يُذْكَرْ . قَالَ قُلْتُ أَمَا إِنَّهُ كَانَ مِنْ أَشْبَهِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ [17] ذكر الهيثمي: وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا أُتِيَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ، جَعَلَ يَنْكُتُ بِالْقَضِيبِ ثَنَايَاهُ يَقُولُ :لَقَدْ كَانَ - أَحْسَبُهُ قَالَ - جَمِيلًا، فَقُلْتُ :وَاللَّهِ لَأُسَوِءَنَّكَ، إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَلْثِمُ حَيْثُ يَقَعُ قَضِيبُكَ .قَالَ :فَانْقَبَضَ. (رقم 15150) وقال: رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ بِأَسَانِيدَ، وَرِجَالُهُ وُثِّقُوا.

হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন, আমি ইবনু জিয়াদের কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় ইমাম হুসাইন (আলাইহিস সালাম)-এর পবিত্র মস্তক আনা হলো। সে একটি লাঠি দিয়ে তাঁর নাকে খোঁচা দিতে দিতে বলছিল, ''আমি এর চেয়ে অধিক সুন্দর কাউকে দেখিনি।''

তখন আমি বললাম, ''জেনে রাখো, তিনি ছিলেন আকৃতি ও অবয়বে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ।''

ইমাম হাইসামী উল্লেখ করেছেন, হযরত আনাস (রা.) বলেন,

---

[15] سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله ﷺ، باب مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضي الله عنهما، حديث 3774

[16] سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله ﷺ، باب مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضي الله عنهما، حديث 3775

[17] سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله ﷺ، باب مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضي الله عنهما، حديث 3778

ইমাম হুসাইন (আলাইহিস সালাম)-এর পবিত্র মস্তক উবাইদুল্লাহ ইবনু জিয়াদের সামনে আনা হলে, সে একটি লাঠি দিয়ে তাঁর সামনের দাঁতগুলোতে খোঁচা দিতে দিতে বলছিল, ‘‘তিনি অত্যন্ত সুন্দর ছিলেন।’’

তখন আমি বললাম, ‘‘আল্লাহর কসম! আমি এমন কথা বলব যা তোমাকে কষ্ট দেবে। আমি নিজ চোখে দেখেছি, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমার লাঠি যেখানে আঘাত করছে, ঠিক সেই স্থানেই বারবার চুম্বন করতেন।’’ এ কথা শুনে সে নীরব ও স্তব্ধ হয়ে গেল। (মাজমাউজ্জাওয়াইদ ১৫১৫০) হাইসামী বলেনঃ এ হাদীসটি ইমাম বাজ্জার ও ইমাম তাবারানী বিভিন্ন সনদে বর্ণনা করেছেন। আর এসব সনদের বর্ণনাকারীগণ বিশ্বস্ত (নির্ভরযোগ্য)।

.18

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ الْحَسَنُ أَشْبَهُ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ الصَّدْرِ إِلَى الرَّأْسِ وَالْحُسَيْنُ أَشْبَهُ بِالنَّبِيِّ ﷺ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ [18] قيل ضعيف

হযরত আলী (রা.) বলেন, হাসান (রা.) বুক থেকে মাথা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন। আর হুসাইন (রা.) বুকের নিচের অংশ থেকে পা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন।

.19

عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ سَأَلَتْنِي أُمِّي مَتَى عَهْدُكَ - تَعْنِي - بِالنَّبِيِّ ﷺ . فَقُلْتُ مَا لِي بِهِ عَهْدٌ مُنْذُ كَذَا وَكَذَا . فَنَالَتْ مِنِّي فَقُلْتُ لَهَا دَعِينِي آتِي النَّبِيَّ ﷺ فَأُصَلِّيَ مَعَهُ الْمَغْرِبَ وَأَسْأَلُهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لِي وَلَكِ . فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ الْمَغْرِبَ فَصَلَّى حَتَّى صَلَّى الْعِشَاءَ ثُمَّ انْقَتَلَ فَتَبِعْتُهُ فَسَمِعَ صَوْتِي فَقَالَ " مَنْ هَذَا حُذَيْفَةُ " . قُلْتُ نَعَمْ . قَالَ " مَا حَاجَتُكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ وَلأُمِّكَ " . قَالَ " إِنَّ هَذَا مَلَكٌ لَمْ يَنْزِلِ الأَرْضَ قَطُّ قَبْلَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ اسْتَأْذَنَ رَبَّهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَىَّ وَيُبَشِّرَنِي بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ " [19]

হযরত হুযাইফা (রা.) বলেন, আমার মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘তুমি সর্বশেষ কবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছ?’’ আমি বললাম, ‘‘অনেক দিন হয়ে গেছে।’’ তখন তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করলেন। আমি বললাম, ‘‘আমাকে যেতে দিন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করব এবং তাঁকে অনুরোধ করব, যেন তিনি আমার ও আপনার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন।’’

অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে গেলাম এবং তাঁর সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করলাম। এরপর তিনি ইশার সালাতও আদায় করলেন। সালাত শেষে তিনি ফিরে চললেন, আমিও তাঁর পেছনে চললাম। তিনি আমার শব্দ শুনে বললেন, ‘‘কে, হুযাইফা?’’ আমি বললাম, ‘‘জি, আমি।’’

তিনি বললেন, ‘‘তোমার কী প্রয়োজন? আল্লাহ তোমাকে এবং তোমার মাকে ক্ষমা করুন।’’

এরপর তিনি বললেন, ‘‘এইমাত্র একজন ফেরেশতা আমার কাছে এসেছেন। আজ রাতের আগে তিনি কখনো পৃথিবীতে অবতরণ করেননি। তিনি তাঁর প্রতিপালকের নিকট অনুমতি চেয়েছিলেন

---

[18] سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله ﷺ، باب مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضي الله عنهما، حديث 3779

[19] سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله ﷺ، باب مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضي الله عنهما، حديث 3781

আমাকে সালাম দেওয়ার জন্য এবং আমাকে এই সুসংবাদ দেওয়ার জন্য যে, ফাতিমা জান্নাতী নারীদের নেত্রী এবং হাসান ও হুসাইন জান্নাতের যুবকদের নেতা।

.20

عَنِ الْبَرَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَبْصَرَ حَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ " اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا [20]

হযরত বারা ইবনু আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান ও হুসাইনকে দেখে বললেন: "হে আল্লাহ! আমি তাঁদের দু'জনকে ভালোবাসি। অতএব আপনিও তাঁদের দু'জনকে ভালোবাসুন।

.21

قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " إِنَّ كُلَّ نَبِيٍّ أُعْطِيَ سَبْعَةَ نُجَبَاءَ أَوْ نُقَبَاءَ وَأُعْطِيتُ أَنَا أَرْبَعَةَ عَشَرَ " . قُلْنَا مَنْ هُمَ قَالَ أَنَا وَابْنَاىَ وَجَعْفَرٌ وَحَمْزَةُ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمُصْعَبُ بْنُ عُمَيْرٍ وَبِلاَلٌ وَسَلْمَانُ وَعَمَّارٌ وَالْمِقْدَادُ وَ حُذَيْفَةُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ . [21] قيل ضعيف

হযরত আলী ইবনু আবী তালিব (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক নবীকে সাতজন নির্বাচিত সহচর (নুজাবা/নুকাবা) দান করা হয়েছে। আর আমাকে দান করা হয়েছে চৌদ্দজন।" আমরা জিজ্ঞাসা করলাম, "তাঁরা কারা?"

তিনি বললেন, "আমি, আমার দুই পুত্র (হাসান ও হুসাইন), জাফর, হামযা, আবু বকর, উমর, মুসআব ইবনু উমাইর, বিলাল, সালমান, আম্মার, মিকদাদ, হুযাইফা এবং আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ।

.22

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي حَجَّتِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ يَخْطُبُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي " [22]

হযরত জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা.) বলেন,

আমি বিদায় হজে আরাফার দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর 'কাসওয়া' উষ্ট্রীর ওপর আরোহী অবস্থায় খুতবা দিতে দেখেছি। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি:

"হে মানুষ! আমি তোমাদের মাঝে এমন দুটি বিষয় রেখে যাচ্ছি, তোমরা যদি তা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, তবে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না—আল্লাহর কিতাব এবং আমার বংশধর, অর্থাৎ আমার আহলে বাইত।

.23

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، رَبِيبِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ : ﴿ إِنمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴾ فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ فَدَعَا النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَجَلَّلَهُمْ

---

[20] سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله ﷺ، باب مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضي الله عنهما، حديث 3782

[21] سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله ﷺ، باب مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضي الله عنهما، حديث 3785

[22] سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله ﷺ، باب مَنَاقِبِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ، حديث 3786

بِكِسَاءٍ وَعَلِيٌّ خَلْفَ ظَهْرِهِ فَجَلَّلَهُ بِكِسَاءٍ ثُمَّ قَالَ " اللَّهُمَّ هَؤُلاَءِ أَهْلُ بَيْتِي فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا " . قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ وَأَنَا مَعَهُمْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ قَالَ " أَنْتِ عَلَى مَكَانِكِ وَأَنْتِ إِلَيَّ خَيْر [23]

হযরত উমর ইবনু আবী সালামা (রা.)—যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পালিত সন্তান—বলেন, উম্মে সালামা (রা.)-এর ঘরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওপর এই আয়াত অবতীর্ণ হয়: ''আল্লাহ তো কেবল চান, হে আহলে বাইত! তিনি তোমাদের থেকে সব অপবিত্রতা দূর করে দিতে এবং তোমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে পবিত্র করতে।''

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতিমা, হাসান ও হুসাইনকে ডাকলেন এবং তাঁদের একটি চাদরের নিচে একত্র করলেন। আলী (রা.) তাঁর পেছনে ছিলেন; তাকেও সেই চাদরের নিচে অন্তর্ভুক্ত করলেন। তারপর তিনি দোয়া করলেন:

''হে আল্লাহ! এঁরাই আমার আহলে বাইত। অতএব আপনি তাঁদের থেকে সব অপবিত্রতা দূর করে দিন এবং তাঁদেরকে পরিপূর্ণরূপে পবিত্র করুন।''

তখন উম্মে সালামা (রা.) বললেন, ''হে আল্লাহর নবী! আমিও কি তাঁদের সঙ্গে আছি?''

তিনি বললেন, ''তুমি তোমার অবস্থানেই থাকো। আর তুমি আমার কাছে কল্যাণের ওপরই আছ।

.24

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالاَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنَ الآخَرِ كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الأَرْضِ وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَىَّ الْحَوْضَ فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا [24]

হযরত যায়েদ ইবনু আরকাম (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ''আমি তোমাদের মাঝে এমন দুটি বিষয় রেখে যাচ্ছি, তোমরা যদি সেগুলো দৃঢ়ভাবে ধারণ করো, তবে আমার পরে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না। এ দুটির একটি অপরটির চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। তা হলো আল্লাহর কিতাব—যা আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত বিস্তৃত আল্লাহর রজ্জু। আর (দ্বিতীয়টি) আমার বংশধর, অর্থাৎ আমার আহলে বাইত। এ দুটি কখনো একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না, যতক্ষণ না তারা হাউযে কাওসারে আমার কাছে উপস্থিত হবে। অতএব, আমার পরে এ দুটির ব্যাপারে তোমরা কী আচরণ করো, সে বিষয়ে সতর্ক থেকো।

.25

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَحِبُّوا اللَّهَ لِمَا يَغْذُوكُمْ مِنْ نِعَمِهِ وَأَحِبُّونِي بِحُبِّ اللَّهِ وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي [25]

হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ''আল্লাহ তোমাদের যেসব নেয়ামত দান করেন, সেসবের কারণে তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো। আর আল্লাহকে ভালোবাসার কারণে আমাকে ভালোবাসো। এবং আমাকে ভালোবাসার কারণেই আমার আহলে বাইতকে ভালোবাসো।

26.

---

[23] سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله ﷺ، باب مَنَاقِبِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ، حديث 3787

[24] سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله ﷺ، باب مَنَاقِبِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ، حديث 3788

[25] سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله ﷺ، باب مَنَاقِبِ أَهْلِ بَيْتِ النَّبِيِّ ﷺ، حديث 3789

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " سِتَّةٌ لَعَنْتُهُمْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَكُلُّ نَبِيٍّ كَانَ الزَّائِدُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَالْمُكَذِّبُ بِقَدَرِ اللَّهِ وَالْمُتَسَلِّطُ بِالْجَبَرُوتِ لِيُعِزَّ بِذَلِكَ مَنْ أَذَلَّ اللَّهُ وَيُذِلَّ مَنْ أَعَزَّ اللَّهُ وَالْمُسْتَحِلُّ لِحَرَمِ اللَّهِ وَالْمُسْتَحِلُّ مِنْ عِتْرَتِي مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي [26] حديث حسن

হযরত আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:
"ছয় শ্রেণির লোককে আমি অভিশাপ দিয়েছি; আল্লাহও তাঁদের অভিশাপ দিয়েছেন। আর প্রত্যেক নবীও তাঁদের অভিশাপ দিয়েছেন। তারা হলো—
(১) যে ব্যক্তি আল্লাহর কিতাবে সংযোজন করে।
(২) যে ব্যক্তি আল্লাহর তাকদীরকে অস্বীকার করে।
(৩) যে ব্যক্তি স্বৈরাচারী ক্ষমতার মাধ্যমে শাসন করে, যাতে আল্লাহ যাকে হেয় করেছেন তাকে সম্মানিত করে এবং আল্লাহ যাকে সম্মানিত করেছেন তাকে অপমানিত করে।
(৪) যে ব্যক্তি আল্লাহর হারাম (পবিত্র) বিষয়কে হালাল মনে করে।
(৫) যে ব্যক্তি আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে আল্লাহ যা হারাম করেছেন, তা হালাল মনে করে (অর্থাৎ তাদের অধিকার লঙ্ঘন করে বা তাদের প্রতি অবৈধ আচরণকে বৈধ মনে করে)।
(৬) যে ব্যক্তি আমার সুন্নাহ পরিত্যাগ করে।

27.

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ لَقَدْ عَهِدَ إِلَىَّ النَّبِيُّ الأُمِّيُّ ﷺ " أَنَّهُ لاَ يُحِبُّكَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَبْغَضُكَ إِلاَّ مُنَافِقٌ

“নিশ্চয়ই উম্মী নবী মুহাম্মদ ﷺ আমার কাছে অঙ্গীকার করেছিলেন (অথবা আমাকে জানিয়েছিলেন): ‘তোমাকে মুমিন ছাড়া আর কেউ ভালোবাসবে না এবং মুনাফিক ছাড়া আর কেউ তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না। [27]

সুনান আবূ দাউদ থেকে

.28

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا[28]

হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান ও হুসাইনের পক্ষ থেকে আকীকা হিসেবে একটি করে দুম্বা জবাই করেছিলেন।

সুনান নাসাঈ থেকে

29.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضى الله عنهما بِكَبْشَيْنِ كَبْشَيْنِ . هذا أصح

[26] سنن الترمذي، كتاب القدر، حديث 2154

[27] সুনান তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, হাদিস ৩৭৩৬।

[28] سنن أبي داود، كتاب الضحايا، باب فِي الْعَقِيقَةِ، حديث 2841

হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসান ও হুসাইন (রা.)-এর পক্ষ থেকে আকীকা হিসেবে দুটি করে দুম্বা জবাই করেছিলেন। [29] এই হাদিস অধিকতর সহীহ।

30.

عَنْ زِرٍّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ ﷺ إِلَيَّ أَنَّهُ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يَبْغُضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ

যির ইবন হুবাইশ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আলী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, ‘‘নিশ্চয়ই উম্মী নবী মুহাম্মদ ﷺ আমার কাছে এ অঙ্গীকার করেছিলেন যে, তোমাকে মুমিন ছাড়া আর কেউ ভালোবাসবে না এবং মুনাফিক ছাড়া আর কেউ তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে না।’’ [30]

আল-মুস্তাদরাক আলাস-সহীহাইন ও অন্যান্য কিতাব থেকে

.31

হুসাইন ও তাঁর সঙ্গীদের রক্ত। আজ থেকে আমি তা সংগ্রহ করে চলেছি

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ " :رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِيمَا يَرَى النَّائِمُ نِصْفَ النَّهَارِ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ مَعَهُ قَارُورَةٌ فِيهَا دَمٌ، فَقُلْتُ :يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا هَذَا؟ قَالَ :هَذَا دَمُ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ، لَمْ أَزَلْ أَلْتَقِطُهُ مُنْذُ الْيَوْمَ" ، قَالَ : فَأُحْصِيَ ذَلِكَ الْيَوْمُ فَوَجَدُوهُ قُتِلَ قَبْلَ ذَلِكَ بِيَوْمٍ،

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ [31] قال الذهبي على شرط مسلم، قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُ أَحْمَدَ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, আমি একদিন দিবানিদ্রায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে স্বপ্নে দেখলাম। তাঁর চুল ছিল এলোমেলো, শরীরে ধুলাবালি লেগে ছিল এবং তাঁর হাতে একটি কাঁচের শিশি ছিল, যাতে রক্ত ভরা ছিল। আমি বললাম, ‘‘হে আল্লাহর নবী! এটি কী?’’

তিনি বললেন, ‘‘এটি হুসাইন ও তাঁর সঙ্গীদের রক্ত। আজ থেকে আমি তা সংগ্রহ করে চলেছি।’’

ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, এরপর সেই দিনের হিসাব করা হলে দেখা গেল, তার আগের দিনই ইমাম হুসাইন (আলাইহিস সালাম) শহীদ হয়েছিলেন।

ইমাম হাকিম বলেন:

‘‘এই হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ, যদিও ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম তা বর্ণনা করেননি।’’ ইমাম যাহাবী বলেন: ‘‘এটি ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ।’’

ইমাম হাইসামী বলেন: ‘‘এ হাদীসটি ইমাম আহমদ ও ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম আহমদের সনদের বর্ণনাকারীগণ সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারী।

স্বপ্নটি খুবই তাৎপর্যবহ

[29] সুনান নাসাঈ, কিতাবুল আকীকাহ, অধ্যায়: কন্যা সন্তানের আকীকায় কতটি পশু জবাই করা হবে, হাদিস ৪২১৯।

[30] সুনান নাসাঈ, কিতাবুল ঈমান, বাব আলামাতিল ঈমান, হাদিস ৫০১৮

[31] المستدرك على الصحيحين، حديث 8201، دار الكتب العلمية

.32

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَأَيْتُ حُلْمًا مُنْكَرًا اللَّيْلَةَ، قَالَ : مَا هُوَ؟ قَالَتْ: إِنَّهُ شَدِيدٌ، قَالَ : مَا هُوَ؟ قَالَتْ: رَأَيْتُ كَأَنَّ قِطْعَةً مِنْ جَسَدِكَ قُطِعَتْ وَوُضِعَتْ فِي حِجْرِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : رَأَيْتِ خَيْرًا، تَلِدُ فَاطِمَةُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ غُلَامًا، فَيَكُونُ فِي حِجْرِكِ فَوَلَدَتْ فَاطِمَةُ الْحُسَيْنَ فَكَانَ فِي حِجْرِي كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَدَخَلْتُ يَوْمًا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعْتُهُ فِي حِجْرِهِ، ثُمَّ حَانَتْ مِنِّي الْتِفَاتَةٌ، فَإِذَا عَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تُهْرِيقَانِ مِنَ الدُّمُوعِ، قَالَتْ :فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي مَا لَكَ؟ قَالَ : أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أُمَّتِي سَتَقْتُلُ ابْنِي هَذَا فَقُلْتُ: هَذَا؟ فَقَالَ : نَعَمْ، وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ مِنْ تُرْبَتِهِ حَمْرَاءَ، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ[32] قال الذهبي منقطع

হযরত উম্মুল ফযল বিনতে হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ''হে আল্লাহর রাসূল! গত রাতে আমি একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি।'' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ''সেটি কী?'' তিনি বললেন, ''স্বপ্নটি খুবই ভয়াবহ।''

তিনি আবার জিজ্ঞাসা করলেন, ''কী দেখেছ?'' তিনি বললেন, ''আমি দেখলাম, যেন আপনার শরীরের একটি অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে আমার কোলে রাখা হয়েছে।''

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ''তুমি শুভ স্বপ্ন দেখেছ। ইনশাআল্লাহ, ফাতিমা একটি পুত্রসন্তান প্রসব করবে, আর সে তোমার কোলে লালিত হবে।''

পরে ফাতিমা (রা.) হুসাইন (রা.)-কে জন্ম দিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কথামতো আমার কোলে লালিত হতে লাগলেন।

একদিন আমি হুসাইনকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এনে তাঁর কোলে রাখলাম। এরপর আমি অন্যদিকে তাকাতেই দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুই চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরছে।

আমি বললাম, ''হে আল্লাহর নবী! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোন। আপনি কেন কাঁদছেন?''

তিনি বললেন, ''জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আমার কাছে এসে আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আমার উম্মত আমার এই পুত্রকে হত্যা করবে।''

আমি বললাম, ''এই শিশুটিকে?'' তিনি বললেন, ''হ্যাঁ।'' এরপর তিনি আমাকে তার শাহাদাতের স্থানের লাল মাটিও এনে দেখিয়েছেন।''

ইমাম হাকিম বলেন: ''এই হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ, যদিও তাঁরা এটি বর্ণনা করেননি।'' ইমাম যাহাবী বলেন: ''তবে এর সনদ মুনকাতি (বিচ্ছিন্ন)।

আমিও হুসাইনের অংশ

.33

عَنْ يَعْلَى الْعَامِرِيِّ، أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى طَعَامٍ دُعُوا لَهُ قَالَ :فَاسْتَقْبَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَامَ الْقَوْمِ وَحُسَيْنٌ مَعَ الْغِلْمَانِ يَلْعَبُ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْخُذَهُ فَطَفِقَ الصَّبِيُّ يَفِرُّ هَا هُنَا مَرَّةً، وَهَا هُنَا مَرَّةً، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُضَاحِكُهُ حَتَّى أَخَذَهُ، قَالَ :فَوَضَعَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ قَفَاهُ، وَالْأُخْرَى تَحْتَ ذَقَنِهِ فَوَضَعَ فَاهُ عَلَى

[32] المستدرك على الصحيحين، حديث 4818، دار الكتب العلمية

فِيهِ يُقَبِّلُهُ، فَقَالَ: حُسَيْنٌ مِنِّي، وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ، أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنَ الْأَسْبَاطِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ [33]

হযরত ইয়া'লা আল-আমিরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে এমন এক দাওয়াতে যাচ্ছিলাম, যেখানে আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। পথে রাসূলুল্লাহ ﷺ সবার আগে ছিলেন। এমন সময় তিনি দেখলেন, হুসাইন শিশুদের সঙ্গে খেলছেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে কোলে নেওয়ার জন্য এগিয়ে গেলেন। কিন্তু শিশুসুলভ ভঙ্গিতে হুসাইন কখনো এদিকে, কখনো ওদিকে দৌড়ে পালাতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তাঁর সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করতে করতে অবশেষে তাঁকে ধরে ফেললেন।

এরপর তিনি এক হাত হুসাইনের ঘাড়ের নিচে এবং অন্য হাত থুতনির নিচে রাখলেন। তারপর তাঁর মুখে নিজের মুখ রেখে চুম্বন করলেন এবং বললেন:

"হুসাইন আমারই অংশ, আর আমিও হুসাইনের অংশ। আল্লাহ সেই ব্যক্তিকে ভালোবাসুন, যে হুসাইনকে ভালোবাসে। হুসাইন নবীদের বংশধরদের ন্যায় এক সম্মানিত বংশধর।"

ইমাম হাকিম বলেন:

"এই হাদীসটির সনদ সহীহ। তবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেননি।

.34

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ حَامِلٌ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ وَهُوَ يَقُولُ : اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَقَدْ رُوِيَ بِإِسْنَادٍ فِي الْحَسَنِ مِثْلُهُ، وَكِلَاهُمَا مَحْفُوظَانِ [34]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হুসাইন ইবনু আলী (রা.)-কে কোলে বহন করতে দেখেছি। তিনি তখন বলছিলেন: "হে আল্লাহ! আমি তাঁকে ভালোবাসি। অতএব আপনিও তাঁকে ভালোবাসুন।"

ইমাম হাকিম বলেন:

"এই হাদীসটির সনদ সহীহ। তবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেননি। হাসান (রা.) সম্পর্কে অনুরূপ একটি বর্ণনাও সহীহ সনদে এসেছে। উভয় বর্ণনাই সংরক্ষিত (মাহফূয)।

আমি আপনার কন্যার পুত্রের রক্তেরও প্রতিশোধ নেব

.35

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ " :أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ: إِنِّي قَتَلْتُ بِيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا سَبْعِينَ أَلْفًا، وَإِنِّي قَاتِلٌ بِابْنِ ابْنَتِكَ سَبْعِينَ أَلْفًا وَسَبْعِينَ أَلْفًا " هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ الشَّافِعِيِّ، وَفِي حَدِيثِ الْقَاضِي أَبِي بَكْرِ بْنِ كَامِلٍ :إِنِّي قَتَلْتُ عَلَى دَمِ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا، وَإِنِّي قَاتِلٌ عَلَى دَمِ ابْنِ ابْنَتِكَ، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ [35] قال الذهبي: على شرط مسلم

---

[33] المستدرك على الصحيحين، حديث 4820، دار الكتب العلمية

[34] المستدرك على الصحيحين، حديث 4821، دار الكتب العلمية

[35] المستدرك على الصحيحين، حديث 4822، دار الكتب العلمية

হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি ওহী প্রেরণ করে বলেন: "আমি ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়ার রক্তের প্রতিশোধে সত্তর হাজার মানুষকে ধ্বংস করেছি। আর আপনার কন্যার পুত্রের (হুসাইন)-এর রক্তের প্রতিশোধে সত্তর হাজারের সঙ্গে আরও সত্তর হাজার মানুষকে ধ্বংস করব।"

অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে: "আমি ইয়াহইয়া ইবনু যাকারিয়ার রক্তের প্রতিশোধ নিয়েছি। আর আমি আপনার কন্যার পুত্রের রক্তেরও প্রতিশোধ নেব।"

ইমাম হাকিম বলেন:

"এই হাদীসটির সনদ সহীহ। তবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেননি।"

ইমাম যাহাবী বলেন: "এটি ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ।

তিনি তাঁর কানে আযান দিয়েছিলেন

.36

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحُسَيْنِ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ [36]

হযরত আবু রাফি' (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, ফাতিমা (রা.) যখন হুসাইনকে জন্ম দিলেন, তখন তিনি তাঁর কানে আযান দিয়েছিলেন।

ইমাম হাকিম বলেন:

"এই হাদীসটির সনদ সহীহ। তবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেননি।

ফাতিমার দুই পুত্র ব্যতিক্রম

.37

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لِكُلِّ بَنِي أُمٍّ عَصَبَةٌ يَنْتَمُونَ إِلَيْهِمْ إِلَّا ابْنَيْ فَاطِمَةَ، فَأَنَا وَلِيُّهُمَا وَعَصَبَتُهُمَا، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ[37]

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "প্রত্যেক মায়ের সন্তান তার পিতৃবংশের আত্মীয়দের (আসাবাহ) সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়। কিন্তু ফাতিমার দুই পুত্র (হাসান ও হুসাইন) ব্যতিক্রম। আমি-ই তাঁদের অভিভাবক এবং আমি-ই তাঁদের পিতৃবংশের নিকটতম আত্মীয়।"

ইমাম হাকিম বলেন: "এই হাদীসটির সনদ সহীহ। তবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেননি।

সন্তান মানুষকে কৃপণ করে, ভীরু করে এবং শোকার্ত করে

.38

[36] المستدرك على الصحيحين، حديث 4827، دار الكتب العلمية

[37] المستدرك على الصحيحين، حديث 4770، دار الكتب العلمية

عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنَبِّهٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ :جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَسْتَبِقَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَضَمَّهُمَا إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : إِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ مَحْزَنَةٌ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ [38]

হযরত ইয়া'লা ইবনু মুনাব্বিহ আস-সাকাফী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হাসান ও হুসাইন দৌড় প্রতিযোগিতা করতে করতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন। তখন তিনি তাঁদের উভয়কে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। এরপর তিনি বললেন:

"সন্তান মানুষকে কৃপণ করে, ভীরু করে এবং শোকার্ত করে।"

ইমাম হাকিম বলেন: "এই হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। তবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেননি।

আমার সন্তানকে আমাকে দেখাও

.39

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ :لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ الْحَسَنَ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ، فَقَالَ : أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، قَالَ : بَلْ هُوَ حَسَنٌ فَلَمَّا وَلَدَتِ الْحُسَيْنَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ : أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، فَقَالَ : بَلْ هُوَ حُسَيْنٌ ثُمَّ لَمَّا وَلَدَتِ الثَّالِثَ جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ : أَرُونِي ابْنِي مَا سَمَّيْتُمُوهُ؟ قُلْتُ: سَمَّيْتُهُ حَرْبًا، قَالَ : بَلْ هُوَ مُحْسِنٌ ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا سَمَّيْتُهُمْ بِاسْمِ وَلَدِ هَارُونَ شَبَرٌ وَشُبَيْرٌ وَمُشْبِرٌ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ[39]" صحيح

হযরত আলী ইবনু আবী তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ফাতিমা (রা.) যখন হাসানকে জন্ম দিলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে বললেন, "আমার সন্তানকে আমাকে দেখাও। তোমরা তাঁর কী নাম রেখেছ?" আমি বললাম, "আমি তাঁর নাম 'হারব' রেখেছি।" তিনি বললেন, "না, তাঁর নাম হবে 'হাসান'।"

এরপর ফাতিমা (রা.) যখন হুসাইনকে জন্ম দিলেন, তখনও রাসূলুল্লাহ ﷺ এসে বললেন, "আমার সন্তানকে আমাকে দেখাও। তোমরা তাঁর কী নাম রেখেছ?" আমি বললাম, "আমি তাঁর নাম 'হারব' রেখেছি।" তিনি বললেন, "না, তাঁর নাম হবে 'হুসাইন'।"

পরে তৃতীয় সন্তান জন্মগ্রহণ করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ আবার এসে বললেন, "আমার সন্তানকে আমাকে দেখাও। তোমরা তাঁর কী নাম রেখেছ?" আমি বললাম, "আমি তাঁর নাম 'হারব' রেখেছি।" তিনি বললেন, "না, তাঁর নাম হবে 'মুহসিন'।"

এরপর তিনি বললেন, "আমি তাঁদের নাম রেখেছি হারূন (আলাইহিস সালাম)-এর সন্তানদের নামানুসারে—শাবার, শুবাইর ও মুশবির।"

ইমাম হাকিম বলেন:

"এই হাদীসটির সনদ সহীহ। তবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেননি।

এর কোনোটিই ঘটেনি

40.

[38] المستدرك على الصحيحين، حديث 4771، دار الكتب العلمية

[39] المستدرك على الصحيحين، حديث 4773، دار الكتب العلمية

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي إِحْدَى صَلاَتَيِ الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلاَةِ فَصَلَّى فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ صَلاَتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا . قَالَ أَبِي فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الصَّلاَةَ قَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ صَلاَتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ . قَالَ " كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ ".[40] صحيح

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু শাদ্দাদ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:
একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে ইশার দুই সালাতের (মাগরিব বা ইশা) কোনো একটির জন্য বের হয়ে এলেন। তখন তিনি হাসান অথবা হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-কে কোলে বহন করছিলেন। তিনি সামনে এসে শিশুটিকে নামিয়ে রাখলেন, তারপর তাকবীর বলে সালাত শুরু করলেন।
সালাতের এক পর্যায়ে তিনি সিজদায় গেলেন এবং একটি সিজদা এত দীর্ঘ করলেন যে,
আমার পিতা বলেন: আমি মাথা উঠিয়ে দেখলাম, শিশুটি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিঠের ওপর বসে আছে, আর তিনি সিজদায় রয়েছেন। তখন আমি আবার সিজদায় ফিরে গেলাম।
সালাত শেষ হলে লোকেরা বলল: "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সালাতের মধ্যে এমন একটি দীর্ঘ সিজদা করলেন যে, আমরা ধারণা করেছিলাম কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটেছে অথবা আপনার প্রতি ওহী নাযিল হচ্ছে।"
রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: "এর কোনোটিই ঘটেনি। তবে আমার এই সন্তানটি আমার পিঠে আরোহণ করেছিল। তাই আমি তাকে তাড়াতাড়ি নামিয়ে দিতে চাইনি; বরং সে যেন তার ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারে, সে জন্য অপেক্ষা করেছি।" হাদীসটি সহীহ।

আর শিশুটি তাঁর পিঠে চড়ে বসে আছেন

.41

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ :خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي إِحْدَى صَلَاتِي الْعَشِيِّ الظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ وَهُوَ حَامِلٌ أَحَدِ ابْنَيْهِ الْحَسَنِ أَوِ الْحُسَيْنِ، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَوَضَعَهُ عِنْدَ قَدَمِهِ الْيُمْنَى، فَسَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَجْدَةً أَطَالَهَا، قَالَ أَبِي :فَرَفَعْتُ رَأْسِي مِنْ بَيْنِ النَّاسِ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَاجِدٌ، وَإِذَا الْغُلَامُ رَاكِبٌ عَلَى ظَهْرِهِ فَعُدْتُ فَسَجَدْتُ، فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، قَالَ النَّاسُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ سَجَدْتَ فِي صَلَاتِكَ هَذِهِ سَجْدَةً مَا كُنْتَ تَسْجُدُهَا أَفَشَيْءٌ أُمِرْتَ بِهِ؟ أَوْ كَانَ يُوحَى إِلَيْكَ؟ قَالَ : كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ وَلَكِنِ ابْنِي ارْتَحَلَنِي، فَكَرِهْتُ أَنْ أَعْجَلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ،
هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ [41]

হযরত শাদ্দাদ ইবনুল হাদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

[40] سنن النسائي 1141
[41] المستدرك على الصحيحين، حديث 4775، دار الكتب العلمية

একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে যোহর বা আসরের সালাত আদায় করতে এলেন। তাঁর কোলে ছিল তাঁর দুই নাতির একজন—হাসান অথবা হুসাইন। তিনি সামনে এসে শিশুটিকে তাঁর ডান পায়ের পাশে রাখলেন। এরপর সালাত শুরু করলেন।

সালাতের এক পর্যায়ে তিনি এমন দীর্ঘ একটি সিজদা করলেন যে, আমার মনে হলো কোনো বিশেষ ঘটনা ঘটেছে। তখন আমি লোকদের মাঝখান থেকে মাথা তুলে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ সিজদায় আছেন, আর শিশুটি তাঁর পিঠে চড়ে বসে আছেন। তখন আমি আবার সিজদায় ফিরে গেলাম।

সালাত শেষে সাহাবিগণ বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আজ আপনি এমন দীর্ঘ সিজদা করলেন, যা আগে কখনো করেননি। আপনার প্রতি কি কোনো নির্দেশ নাযিল হয়েছিল, অথবা ওহী অবতীর্ণ হচ্ছিল?"

তিনি বললেন, "এর কোনোটিই নয়। তবে আমার এই সন্তানটি আমার পিঠে চড়েছিল। তাই আমি তাকে তাড়াহুড়ো করে নামিয়ে দিতে চাইনি; বরং সে তার ইচ্ছা পূর্ণ না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করেছি।"

ইমাম হাকিম বলেন: "এই হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। তবে তাঁরা এটি বর্ণনা করেননি।

যে তাঁদের দু'জনকে ভালোবাসে, সে আমাকে ভালোবাসে

.42

عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ ابْنَايَ، مَنْ أَحَبَّهُمَا أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَحَبَّنِي أَحَبَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَحَبَّهُ اللَّهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا أَبْغَضَنِي، وَمَنْ أَبْغَضَنِي أَبْغَضَهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُ اللَّهُ أَدْخَلَهُ النَّارَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ [42]

হযরত সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

"হাসান ও হুসাইন আমার দুই পুত্র। যে তাঁদের দু'জনকে ভালোবাসে, সে আমাকে ভালোবাসে। আর যে আমাকে ভালোবাসে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। আর আল্লাহ যাকে ভালোবাসেন, তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করান। পক্ষান্তরে, যে তাঁদের দু'জনকে ঘৃণা করে, সে আমাকে ঘৃণা করে। আর যে আমাকে ঘৃণা করে, আল্লাহ তাকে ঘৃণা করেন। আর আল্লাহ যাকে ঘৃণা করেন, তাঁকে জাহান্নামে প্রবেশ করান।"

ইমাম হাকিম বলেন:

"এই হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। তবে তাঁরা এটি বর্ণনা করেননি।

একজন তাঁর এক কাঁধে এবং অপরজন অন্য কাঁধে

.43

[42] المستدرك على الصحيحين، حديث 4776، دار الكتب العلمية

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، هَذَا عَلَى عَاتِقِهِ وَهَذَا عَلَى عَاتِقِهِ، وَهُوَ يَلْثِمُ هَذَا مَرَّةً وَهَذَا مَرَّةً، حَتَّى انْتَهَى إِلَيْنَا فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تُحِبُّهُمَا؟ فَقَالَ : نَعَمْ، مَنْ أَحَبَّهُمَا فَقَدْ أَحَبَّنِي، وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَقَدْ أَبْغَضَنِي، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ [43]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের কাছে বের হয়ে এলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হাসান ও হুসাইন। একজন তাঁর এক কাঁধে এবং অপরজন অন্য কাঁধে ছিলেন। তিনি কখনো একজনকে, আবার কখনো অন্যজনকে চুম্বন করছিলেন। এভাবে তিনি আমাদের কাছে এসে পৌঁছলেন।

তখন এক ব্যক্তি বলল, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি তাঁদের দু'জনকে ভালোবাসেন?"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ। যে তাঁদের দু'জনকে ভালোবাসে, সে আমাকে ভালোবাসে। আর যে তাঁদের দু'জনকে ঘৃণা করে, সে আমাকে ঘৃণা করে।"

ইমাম হাকিম বলেন:

"এই হাদীসটির সনদ সহীহ। তবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেননি।

আবার সিজদায় গেলে তাঁরা আবার তাঁর পিঠে উঠে যেতেন

.44

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْعِشَاءَ، فَكَانَ يُصَلِّي، فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا فَوَضَعَهُمَا وَضْعًا رَفِيقًا، فَإِذَا عَادَ عَادَا، فَلَمَّا صَلَّى جَعَلَ وَاحِدًا هَا هُنَا وَوَاحِدًا هَا هُنَا، فَجِئْتُهُ فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَذْهَبُ بِهِمَا إِلَى أُمِّهِمَا؟ قَالَ : لَا فَبَرَقَتْ بَرْقَةٌ، فَقَالَ : الْحَقَا بِأُمِّكُمَا، فَمَا زَالَا يَمْشِيَانِ فِي ضَوْئِهَا حَتَّى دَخَلَا . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ [44]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ইশার সালাত আদায় করছিলাম। তিনি যখন সিজদায় যেতেন, তখন হাসান ও হুসাইন তাঁর পিঠের ওপর লাফিয়ে উঠতেন। আর তিনি যখন সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন, তখন অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে তাঁদের একজন একজন করে নামিয়ে দিতেন। এরপর আবার সিজদায় গেলে তাঁরা আবার তাঁর পিঠে উঠে যেতেন।

সালাত শেষ হলে তিনি একজনকে এক কাঁধে এবং অন্যজনকে অন্য কাঁধে বসালেন। তখন আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাঁদের দু'জনকে তাঁদের মায়ের কাছে পৌঁছে দেব?" তিনি বললেন, "না।"

এমন সময় বিদ্যুৎ চমকাল। তখন তিনি বললেন, "তোমরা দু'জন তোমাদের মায়ের কাছে চলে যাও।" এরপর তারা সেই বিদ্যুতের আলোতেই হেঁটে হেঁটে তাদের মায়ের কাছে পৌঁছে গেলেন।

ইমাম হাকিম বলেন:

"এই হাদীসটির সনদ সহীহ। তবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেননি।

কে সর্বশ্রেষ্ঠ

[43] المستدرك على الصحيحين، حديث 4777، دار الكتب العلمية

[44] المستدرك على الصحيحين، حديث 4782، دار الكتب العلمية

.45

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ :صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ صَلَاةَ الْعَصْرِ، فَلَمَّا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ أَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ حَتَّى رَكِبَا عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَلَمَّا سَلَّمَ وَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَقْبَلَ الْحُسَيْنُ، فَحَمَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْحَسَنَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ، وَالْحُسَيْنَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ جَدًّا وَجَدَّةً؟ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ عَمًّا وَعَمَّةً؟ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ خَالًا وَخَالَةً؟ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ النَّاسِ أَبًا وَأُمًّا؟ هُمَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، جَدُّهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَجَدَّتُهُمَا خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ، وَأُمُّهُمَا فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَبُوهُمَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَعَمُّهُمَا جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَعَمَّتُهُمَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ، وَخَالُهُمَا الْقَاسِمُ بْنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَخَالَاتُهُمَا زَيْنَبُ، وَرُقَيَّةُ، وَأُمُّ كُلْثُومٍ بَنَاتُ رَسُولِ اللهِ ﷺ، جَدُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ، وَأَبُوهُمَا فِي الْجَنَّةِ، وَعَمُّهُمَا فِي الْجَنَّةِ، وَعَمَّتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ، وَخَالَاتُهُمَا فِي الْجَنَّةِ، وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ، وَمَنْ أَحَبَّهُمَا فِي الْجَنَّةِ [45]

হযরত ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ ﷺ আসরের সালাত আদায় করছিলেন। চতুর্থ রাকাআতে পৌঁছলে হাসান ও হুসাইন এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিঠে চড়ে বসলেন। সালাত শেষ করে তিনি তাঁদের দু'জনকে নিজের সামনে বসালেন। তারপর হাসানকে তাঁর ডান কাঁধে এবং হুসাইনকে তাঁর বাম কাঁধে উঠিয়ে নিলেন। এরপর তিনি বললেন:

"হে মানুষ! আমি কি তোমাদের এমন দুই ব্যক্তির কথা জানাব না, যাঁদের নানা-নানী মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ? আমি কি তোমাদের এমন দুই ব্যক্তির কথা জানাব না, যাঁদের চাচা-ফুফু মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ? আমি কি তোমাদের এমন দুই ব্যক্তির কথা জানাব না, যাঁদের মামা-খালা মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ? আমি কি তোমাদের এমন দুই ব্যক্তির কথা জানাব না, যাঁদের পিতা-মাতা মানুষের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ?"

"তাঁরা হলেন হাসান ও হুসাইন। তাঁদের নানা হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ, নানী হলেন খাদীজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রা.), মা হলেন ফাতিমা বিনতে রাসূলুল্লাহ ﷺ, বাবা হলেন আলী ইবনু আবী তালিব (রা.), চাচা হলেন জাফর ইবনু আবী তালিব (রা.), ফুফু হলেন উম্মে হানী বিনতে আবী তালিব (রা.), মামা হলেন কাসিম ইবনু রাসূলুল্লাহ ﷺ এবং খালারা হলেন যায়নাব, রুকাইয়্যা ও উম্মে কুলসুম—রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যাগণ।"

"তাঁদের নানা জান্নাতে, তাঁদের পিতা জান্নাতে, তাঁদের চাচা জান্নাতে, তাঁদের ফুফু জান্নাতে, তাঁদের খালারা জান্নাতে, তাঁরাও জান্নাতে। আর যে তাঁদের ভালোবাসবে, সেও জান্নাতে থাকবে। নোটঃ এই হাদিসের সনদ দূর্বল হলেও কথাগুলি সব সহীহ। অনেক সহীহ হাদিসে এই কথাগুলো রয়েছে।

অনুমতি পেলেন বৃষ্টির দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা

.46

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : اسْتَأْذَنَ مَلَكُ الْقَطْرِ رَبَّهُ أَنْ يَزُورَ النَّبِيَّ ﷺ ، فَأَذِنَ لَهُ ، فَكَانَ فِي يَوْمِ أُمِّ سَلَمَةَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : احْفَظِي عَلَيْنَا الْبَابَ ، لا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ ، فَبَيْنَمَا هِيَ عَلَى الْبَابِ ، إِذْ جَاءَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ

[45] الطبراني ، المعجم الكبير، ج 3 ص 66، حديث 2682 ، مكتبة ابن تيمية

، فَطَفِرَ ، فَاقْتَحَمَ ، فَفَتَحَ الْبَابَ ، فَدَخَلَ ، فَجَعَلَ يَتَوَثَّبُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيِّ ﷺ ، وَجَعَلَ النَّبِيُّ يَتَلَثَّمُهُ وَيُقَبِّلُهُ ، فَقَالَ لَهُ الْمَلَكُ : أَتُحِبُّهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : " أَمَا إِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُهُ ، إِنْ شِئْتَ أَرَيْتُكَ الْمَكَانَ الَّذِي يُقْتَلُ فِيهِ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقَبَضَ قَبْضَةً مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي يُقْتَلُ فِيهِ ، فَأَرَاهُ إِيَّاهُ ، فَجَاءَهُ بِسَهْلَةٍ أَوْ تُرَابٍ أَحْمَرَ " ، فَأَخَذَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ فَجَعَلَتْهُ فِي ثَوْبِهَا ، قَالَ ثَابِتٌ : كُنَّا نَقُولُ إِنَّهَا كَرْبَلاءُ [46]

হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

বৃষ্টির দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা তাঁর প্রতিপালকের কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাক্ষাৎ লাভের অনুমতি প্রার্থনা করলেন। আল্লাহ তাঁকে অনুমতি দিলেন। সেদিন ছিল উম্মে সালামা (রা.)-এর পালা। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বললেন, ''দরজায় পাহারা দাও, যেন কেউ আমাদের কাছে প্রবেশ না করে।''

উম্মে সালামা (রা.) দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় হুসাইন ইবনু আলী (রা.) এসে হঠাৎ দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিঠে লাফিয়ে উঠতে লাগলেন। আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে বারবার চুম্বন করতে ও আদর করতে লাগলেন।

তখন ফেরেশতা জিজ্ঞাসা করলেন, ''আপনি কি তাঁকে ভালোবাসেন?''

তিনি বললেন, ''হ্যাঁ।''

ফেরেশতা বললেন, ''জেনে রাখুন, আপনার উম্মত তাঁকে হত্যা করবে। আপনি চাইলে আমি আপনাকে সেই স্থান দেখিয়ে দিতে পারি, যেখানে তাঁকে হত্যা করা হবে।''

তিনি বললেন, ''হ্যাঁ।''

অতঃপর ফেরেশতা সেই স্থান থেকে এক মুঠো লাল মাটি (বা লাল বালু) এনে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখালেন। উম্মে সালামা (রা.) সেই মাটি নিয়ে তাঁর কাপড়ে সংরক্ষণ করে রাখলেন।

সাবিত (রহ.) বলেন, ''আমরা বলতাম, সেই স্থানই ছিল কারবালা।

হুসাইন, এগিয়ে যাও!

.47

رَوَى ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ فِي مُعْجَمِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ .قَالَ: كَانَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ .رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا .يَصْطَرِعَانِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: هِيَ حُسَيْنُ. فَقَالَتِ السَّيِّدَةُ فَاطِمَةُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لِمَ لَا تَقُولُ: هِي حَسَنٌ؟ فَقَالَ: إِنَّ جِبْرِيلَ يَقُولُ: هِي حُسَيْنُ [47]

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, হাসান ও হুসাইন (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে কুস্তি খেলছিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছিলেন, ''হুসাইন, এগিয়ে যাও! হুসাইন!''

তখন সাইয়্যিদাহ ফাতিমা (রা.) বললেন, ''হে আল্লাহর রাসূল! আপনি 'হাসান, এগিয়ে যাও' বলছেন না কেন?'' তিনি বললেন, ''জিবরীল (আলাইহিস সালাম) 'হুসাইন, এগিয়ে যাও' বলছেন।

48.

---

[46] أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البُستي (ت ٣٥٤ هـ) ، صحيح ابن حبان ، ذِكْرُ الإِخْبَارِ عَنْ قَتْلِ هَذِهِ الأُمَّةِ ابْنَ ابْنَةِ الْمُصْطَفَى ﷺ ، حديث 4855، دار ابن حزم – بيروت، 2012م

[47] محمد بن يوسف الصالحي الشامي (ت ٩٤٢ هـ) ، سبل الهدى والرشاد، في سيرة خير العباد ، ج 11 ص 63، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، 1993م

قَعدَ رَسُوْلُ اللهِ -ﷺ- مَوْضِعَ الجَنَائِزِ، فَطَلَعَ الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ، فَاعْتَرَكَا، فَقَالَ النَّبِيُّ -ﷺ-: (إِيْهاً حَسَنُ) .
فَقَالَ عَلِيٌّ: يَا رَسُوْلَ اللهِ! أَعَلَى حُسَيْنٍ تُوَالِيهِ؟
فَقَالَ: هَذَا جِبْرِيْلُ يَقُوْلُ: إِيْهاً حُسَيْنُ [48]

রাসূলুল্লাহ ﷺ জানাযার স্থানটিতে বসে ছিলেন। এমন সময় হাসান ও হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) এসে পরস্পর কুস্তি (ধস্তাধস্তি) করতে লাগলেন।
তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: "শাবাশ, হাসান!"
হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি হাসানের পক্ষ নিচ্ছেন?"
তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: "না, জিবরীল (আলাইহিস সালাম) বলছেন, 'শাবাশ, হুসাইন!'

49.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ الْحِزَامِيُّ، قَالَ: كَانَ جَسَدُ الْحُسَيْنِ شِبْهَ جَسَدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ [49] قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

মুহাম্মাদ ইবনু আদ্-দাহহাক ইবনু উসমান আল-হিযামী (রহ.) বলেন, "ইমাম হুসাইনের দেহাবয়ব রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দেহাবয়বের অনুরূপ ছিল।"
ইমাম হাইসামী বলেন:
"এ হাদীসটি ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেছেন। আর এর সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত।

আবু আবদিল্লাহ! ফুরাত নদীর তীরে ধৈর্য ধারণ করো।

.50

وَعَنْ نُجَيٍّ الْحَضْرَمِيِّ أَنَّهُ سَارَ مَعَ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَكَانَ صَاحِبَ مُطْهَرَتِهِ، فَلَمَّا حَاذَى نِينَوَى وَهُوَ مُنْطَلِقٌ إِلَى صِفِّينَ، فَنَادَى عَلِيٌّ :اصْبِرْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، اصْبِرْ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ بِشَطِّ الْفُرَاتِ .قُلْتُ :وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - ذَاتَ يَوْمٍ، وَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ، قُلْتُ :يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَغْضَبَكَ أَحَدٌ؟ مَا شَأْنُ عَيْنَيْكَ تَفِيضَانِ؟ قَالَ " : بَلْ قَامَ مِنْ عِنْدِي جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَبْلُ، فَحَدَّثَنِي أَنَّ الْحُسَيْنَ يُقْتَلُ بِشَطِّ الْفُرَاتِ ." قَالَ :فَقَالَ " :هَلْ لَكَ أَنْ أُشِمَّكَ مِنْ تُرْبَتِهِ؟ ." قُلْتُ :نَعَمْ .قَالَ :فَمَدَّ يَدَهُ، فَقَبَضَ قَبْضَةً مِنْ تُرَابٍ، فَأَعْطَانِيهَا، فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ أَنْ فَاضَتَا[50] قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَالطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَلَمْ يَنْفَرِدْ نُجَيٌّ بِهَذَا.

নুজাই আল-হাদরামী (রহ.) থেকে বর্ণিত,
তিনি হযরত আলী (রা.)-এর সঙ্গে সফরে ছিলেন এবং তাঁর অযুর পানির দায়িত্বে ছিলেন। হযরত আলী (রা.) যখন সিফফীনের পথে নীনাওয়া অঞ্চলের নিকট পৌঁছলেন, তখন তিনি উচ্চস্বরে বললেন: "হে আবু আবদিল্লাহ (হুসাইন)! ধৈর্য ধারণ করো। হে আবু আবদিল্লাহ! ফুরাত নদীর তীরে ধৈর্য ধারণ করো।"
আমি বললাম, "এর অর্থ কী?"

---

[48] سير أعلام النبلاء، ج 3 ص 284
[49] الطبراني (ت ٣٦٠ هـ) ، المعجم الكبير ، ج 3 ص 115، حديث 2845، مكتبة ابن تيمية
[50] الإمام أحمد بن حنبل ت 241 هـ ، المسند، ج 2 ص 77، ح 648، مؤسسة الرسالة

তিনি বললেন, ‘‘একদিন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, তাঁর দুই চোখ অশ্রুসজল। আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর নবী! কেউ কি আপনাকে কষ্ট দিয়েছে? আপনার চোখে অশ্রু কেন?’’’

তিনি বললেন, ‘‘না। কিছুক্ষণ আগে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আমার কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। তিনি আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, হুসাইন ফুরাত নদীর তীরে শহীদ হবেন।’’

এরপর তিনি বললেন, ‘‘আপনি কি তাঁর শাহাদাতের স্থানের মাটির ঘ্রাণ নিতে চান?’’

আমি বললাম, ‘‘জি, চাই।’’

তখন তিনি হাত বাড়িয়ে এক মুঠো মাটি তুলে আমাকে দিলেন। আমি তা হাতে নিয়ে আর আমার অশ্রু সংবরণ করতে পারলাম না।’’

ইমাম হাইসামী বলেন:

‘‘এ হাদীসটি ইমাম আহমদ, আবু ইয়া’লা, বাজ্জার ও তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত। আর এ বর্ণনায় নুজাই একক নন; অন্য বর্ণনাকারীরাও এটি বর্ণনা করেছেন।

লাল রঙের কিছু মাটি বের করে দেখালেন

.51

وَعَنْ عَائِشَةَ أَوْ أُمِّ سَلَمَةَ :أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - قَالَ لِإِحْدَاهُمَا " :لَقَدْ دَخَلَ عَلَيَّ الْبَيْتَ مَلَكٌ، فَلَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ قَبْلَهَا، قَالَ :إِنَّ ابْنَكَ هَذَا حُسَيْنٌ مَقْتُولٌ، وَإِنْ شِئْتَ أَرَيْتُكَ مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا ." قَالَ :فَأَخْرَجَ تُرْبَةً حَمْرَاءَ [51] قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

হযরত আয়িশা (রা.) অথবা উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত,

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁদের একজনকে বললেন: ‘‘এইমাত্র আমার কাছে এমন একজন ফেরেশতা এসেছিলেন, যিনি এর আগে কখনো আমার কাছে আসেননি। তিনি বললেন, ‘আপনার এই পুত্র—হুসাইন—শহীদ হবেন। আপনি চাইলে আমি আপনাকে সেই ভূমির মাটি দেখাতে পারি, যেখানে তাঁকে শহীদ করা হবে।’ অতঃপর তিনি লাল রঙের কিছু মাটি বের করে দেখালেন।

ইমাম হাইসামী বলেন: ‘‘এ হাদীসটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন। আর এর সকল বর্ণনাকারী সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারী।

.52

وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : دَخَلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَهُوَ يُوحَى إِلَيْهِ، فَنَزَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَهُوَ مُنْكَبٌّ، وَهُوَ عَلَى ظَهْرِهِ فَقَالَ جِبْرِيلُ لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -: أَتُحِبُّهُ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ " :يَا جِبْرِيلُ، وَمَا لِي لَا أُحِبُّ ابْنِي ." !قَالَ :فَإِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُهُ مِنْ بَعْدِكَ، فَمَدَّ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يَدَهُ، فَأَتَاهُ بِتُرْبَةٍ بَيْضَاءَ، فَقَالَ :فِي هَذِهِ الْأَرْضِ يُقْتَلُ ابْنُكَ هَذَا، وَاسْمُهَا الطَّفُّ، فَلَمَّا ذَهَبَ جِبْرِيلُ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - وَالْتَزَمَهُ فِي يَدِهِ يَبْكِي، فَقَالَ " :يَا عَائِشَةُ، إِنَّ جِبْرِيلَ أَخْبَرَنِي أَنَّ ابْنِي حُسَيْنًا مَقْتُولٌ فِي أَرْضِ الطَّفِّ، وَأَنَّ أُمَّتِي سَتُفْتَنُ بَعْدِي ." ثُمَّ خَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ، فِيهِمْ عَلِيٌّ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَحُذَيْفَةُ، وَعَمَّارٌ، وَأَبُو ذَرٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - وَهُوَ يَبْكِي، فَقَالُوا :مَا يُبْكِيكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ " :أَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنَّ ابْنِي الْحُسَيْنَ يُقْتَلُ بَعْدِي بِأَرْضِ الطَّفِّ، وَجَاءَنِي بِهَذِهِ التُّرْبَةِ، وَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهَا مَضْجَعَهُ ." قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ بِاخْتِصَارٍ كَثِيرٍ، وَأَوَّلُهُ :إِنَّ

[51] الإمام أحمد بن حنبل ت 241 هـ ، المسند، ج 44 ص 143، ح 26524، مؤسسة الرسالة

رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - أَجْلَسَ حُسَيْنًا عَلَى فَخِذِهِ، فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ. وَفِي إِسْنَادِ الْكَبِيرِ ابْنُ لَهِيعَةَ، وَفِي إِسْنَادِ الْأَوْسَطِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُ. [52]

হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

হুসাইন ইবনু আলী (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এলেন, তখন তাঁর প্রতি ওহী নাযিল হচ্ছিল। হুসাইন এসে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পিঠে উঠে বসলেন। তখন জিবরীল (আলাইহিস সালাম) বললেন, ''হে মুহাম্মাদ! আপনি কি তাঁকে ভালোবাসেন?''

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ''হে জিবরীল! আমি কেন আমার এই সন্তানকে ভালোবাসব না?''

জিবরীল বললেন, ''আপনার উম্মত আপনার পরে তাঁকে হত্যা করবে।'' এরপর তিনি তাঁর হাত বাড়িয়ে সাদা রঙের কিছু মাটি এনে বললেন, ''এই ভূমিতেই আপনার এই পুত্র শহীদ হবেন। এ স্থানের নাম 'তাফ'।''

জিবরীল (আলাইহিস সালাম) চলে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ ﷺ হাতে সেই মাটি নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাইরে এলেন। তিনি বললেন, ''হে আয়িশা! জিবরীল আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আমার পুত্র হুসাইন 'তাফ' নামক ভূমিতে শহীদ হবেন এবং আমার পরে আমার উম্মত কঠিন পরীক্ষায় পতিত হবে।''

এরপর তিনি তাঁর সাহাবিদের কাছে গেলেন। সেখানে আলী, আবু বকর, উমর, হুযাইফা, আম্মার ও আবু যার (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) উপস্থিত ছিলেন। তিনি কাঁদছিলেন। তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, ''হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন কাঁদছেন?''

তিনি বললেন, ''জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আমার পরে আমার পুত্র হুসাইন 'তাফ' ভূমিতে শহীদ হবেন। তিনি আমাকে এই মাটিও এনে দিয়েছেন এবং জানিয়েছেন যে, এখানেই তাঁর সমাধিস্থল হবে।''

ইমাম হাইসামী বলেন:

''এ হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর 'আল-কাবীর' ও 'আল-আওসাত' গ্রন্থে অনেক সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেছেন। 'আল-কাবীর'-এর সনদে ইবনু লাহীআহ রয়েছেন। আর 'আল-আওসাত'-এর সনদে এমন একজন বর্ণনাকারী আছেন, যাঁকে আমি চিনি না।

.53

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ :كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ جَالِسًا ذَاتَ يَوْمٍ فِي بَيْتِي، فَقَالَ : لَا يَدْخُلْ عَلَيَّ أَحَدٌ . فَانْتَظَرْتُ فَدَخَلَ الْحُسَيْنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَسَمِعْتُ نَشِيجَ رَسُولِ اللهِ ﷺ يَبْكِي، فَاطَّلَعْتُ فَإِذَا حُسَيْنٌ فِي حِجْرِهِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يَمْسَحُ جَبِينَهُ وَهُوَ يَبْكِي، فَقُلْتُ :وَاللهِ مَا عَلِمْتُ حِينَ دَخَلَ، فَقَالَ " :إِنَّ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ مَعَنَا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ :تُحِبُّهُ؟ قُلْتُ :أَمَّا مِنَ الدُّنْيَا فَنَعَمْ .قَالَ :إِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُ هَذَا بِأَرْضٍ يُقَالُ لَهَا كَرْبَلَاءُ ." فَتَنَاوَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ تُرْبَتِهَا، فَأَرَاهَا النَّبِيَّ ﷺ، فَلَمَّا أُحِيطَ بِحُسَيْنٍ حِينَ قُتِلَ، قَالَ :مَا اسْمُ هَذِهِ الْأَرْضِ؟ قَالُوا :كَرْبَلَاءُ .قَالَ :صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، أَرْضُ كَرْبٍ وَبَلَاءٍ [53] قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِأَسَانِيدَ، وَرِجَالُ أَحَدِهَا ثِقَاتٌ

হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

[52] الهيثمي (ت ٨٠٧ هـ)، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج 9 ص 187، ح 15114، مكتبة القدسي، القاهرة

[53] الإمام أحمد بن حنبل ت 241 هـ ، المسند، ج 3 ص 108، ح 2819، مؤسسة الرسالة

একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ঘরে বসেছিলেন। তিনি বললেন, "আমার কাছে যেন কেউ প্রবেশ না করে।" আমি দরজায় অপেক্ষা করছিলাম। এমন সময় হুসাইন (রা.) ভেতরে প্রবেশ করলেন। কিছুক্ষণ পর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। উঁকি দিয়ে দেখি, হুসাইন তাঁর কোলে বসে আছেন, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কপালে হাত বুলিয়ে কাঁদছেন।

আমি বললাম, "আল্লাহর কসম! তিনি কখন ভেতরে প্রবেশ করেছেন, আমি টেরই পাইনি।"

তিনি বললেন, "জিবরীল (আলাইহিস সালাম) আমার সঙ্গে ঘরে ছিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কি তাঁকে ভালোবাসেন?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ, দুনিয়াতে আমি তাঁকে ভালোবাসি।' তিনি বললেন, 'আপনার উম্মত তাঁকে 'কারবালা' নামক এক ভূমিতে হত্যা করবে।' এরপর জিবরীল (আলাইহিস সালাম) সেই ভূমির কিছু মাটি এনে আমাকে দেখালেন।" পরে যখন হুসাইন (রা.)-কে শহীদ করার জন্য চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হলো, তখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "এই ভূমির নাম কী?" লোকেরা বলল, "কারবালা।" তখন তিনি বললেন, "আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। এটি দুঃখ ও বিপদের ভূমি।"

ইমাম হাইসামী বলেন:

"এ হাদীসটি ইমাম তাবারানী একাধিক সনদে বর্ণনা করেছেন। আর সেগুলোর একটি সনদের সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত।"

তারা কি আমাকে বিশ্বাস করার পরও তাকে হত্যা করবে?

.54

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِنِسَائِهِ : لَا تُبْكُوا هَذَا الصَّبِيَّ - يَعْنِي حُسَيْنًا - قَالَ :وَكَانَ يَوْمَ أُمِّ سَلَمَةَ، فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الدَّاخِلَ، وَقَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ : لَا تَدَعِي أَحَدًا يَدْخُلُ عَلَيَّ، فَجَاءَ الْحُسَيْنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَلَمَّا نَظَرَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي الْبَيْتِ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ، فَأَخَذَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ، فَاحْتَضَنَتْهُ وَجَعَلَتْ تُنَاغِيهِ وَتُسْكِنُهُ، فَلَمَّا اشْتَدَّ فِي الْبُكَاءِ خَلَّتْ عَنْهُ، فَدَخَلَ حَتَّى جَلَسَ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ جِبْرِيلُ ﷺ :إِنَّ أُمَّتَكَ سَتَقْتُلُ ابْنَكَ هَذَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : يَقْتُلُونَهُ وَهُمْ مُؤْمِنُونَ بِي؟ قَالَ: نَعَمْ، يَقْتُلُونَهُ، فَتَنَاوَلَ جِبْرِيلُ تُرْبَةً، فَقَالَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ ﷺ قَدِ احْتَضَنَ حُسَيْنًا كَاسِفَ الْبَالِ، مَهْمُومًا، فَظَنَّتْ أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّهُ غَضِبَ مِنْ دُخُولِ الصَّبِيِّ عَلَيْهِ فَقَالَتْ :يَا نَبِيَّ اللهِ، جُعِلْتُ لَكَ الْفِدَاءَ، إِنَّكَ قُلْتَ لَنَا لَا تُبْكُوا هَذَا الصَّبِيَّ، وَأَمَرْتَنِي أَنْ لَا أَدَعَ يَدْخُلُ عَلَيْكَ، فَجَاءَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهَا، فَخَرَجَ إِلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ جُلُوسٌ، فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّ أُمَّتِي يَقْتُلُونَ هَذَا . وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، وَكَانَا أَجْرَأَ الْقَوْمِ عَلَيْهِ، فَقَالَا :يَا نَبِيَّ اللهِ يَقْتُلُونَهُ وَهُمْ مُؤْمِنُونَ؟ قَالَ : نَعَمْ، وَهَذِهِ تُرْبَتُهُ، وَأَرَاهُمْ إِيَّاهَا [54] قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ، وَفِي بَعْضِهِمْ ضَعْفٌ. قال الذهبي في السير: إِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

হযরত আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের বলেছিলেন, "এই শিশুটিকে (অর্থাৎ হুসাইনকে) কাঁদিও না।" সেদিন ছিল উম্মে সালামা (রা.)-এর পালা। এমন সময় জিবরীল (আলাইহিস সালাম) অবতীর্ণ হলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ ঘরের ভেতরে প্রবেশ করে উম্মে সালামা (রা.)-কে বললেন, "আমার কাছে কাউকে প্রবেশ করতে দিও না।"

---

[54] الطبراني (ت ٣٦٠ هـ) ، المعجم الكبير ، ج 8 ص 285، حديث 8096، مكتبة ابن تيمية

এমন সময় হুসাইন (রা.) এসে ঘরের ভেতরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখে প্রবেশ করতে চাইলেন। উম্মে সালামা (রা.) তাঁকে ধরে কোলে নিলেন এবং সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। কিন্তু তিনি খুব বেশি কান্না শুরু করলে তাঁকে ছেড়ে দিলেন। তখন তিনি ভেতরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কোলে বসলেন।

তখন জিবরীল (আলাইহিস সালাম) বললেন, "আপনার উম্মত আপনার এই পুত্রকে হত্যা করবে।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তারা কি আমাকে বিশ্বাস করার পরও তাকে হত্যা করবে?"

জিবরীল বললেন, "হ্যাঁ, তারা তাঁকে হত্যা করবে।" এরপর তিনি কিছু মাটি তুলে এনে বললেন, "অমুক স্থানে তাঁকে হত্যা করা হবে।"

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ হুসাইনকে বুকে জড়িয়ে গভীর চিন্তাগ্রস্ত ও বিষণ্ন অবস্থায় ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। উম্মে সালামা (রা.) মনে করলেন, হয়তো শিশুটি তাঁর কাছে প্রবেশ করায় তিনি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। তাই তিনি বললেন, "হে আল্লাহর নবী! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোন। আপনি আমাদের বলেছিলেন, 'এই শিশুটিকে কাঁদিও না', এবং আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন কাউকে আপনার কাছে প্রবেশ করতে না দিই। কিন্তু সে এলে আমি তাকে আর বাধা দিতে পারিনি।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে কোনো উত্তর দিলেন না। এরপর তিনি সাহাবিদের কাছে গেলেন। সেখানে আবু বকর ও উমর (রা.)-সহ অন্যান্য সাহাবি উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, "আমার উম্মত আমার এই পুত্রকে হত্যা করবে।"

তখন আবু বকর ও উমর (রা.) বললেন, "হে আল্লাহর নবী! তারা কি আপনার উপর ঈমান আনার পরও তাঁকে হত্যা করবে?"

তিনি বললেন, "হ্যাঁ। আর এই হলো সেই স্থানের মাটি।" এরপর তিনি তাঁদের সেই মাটি দেখালেন।

ইমাম হাইসামী বলেন: "এ হাদীসটি ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য, যদিও তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের মধ্যে কিছু দুর্বলতা রয়েছে। জাহাবী তাঁর সিয়ার গ্রন্থে বলেন, সনদ হাসান।

'অমুক স্থানে শহীদ হওয়া আমার কাছে এর চেয়ে অধিক প্রিয়

.55

عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ :قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: اسْتَأْذَنَنِي حُسَيْنٌ فِي الْخُرُوجِ، ... قَالَ : لَأَنْ أُقْتَلَ بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُسْتَحَلَّ بِي حَرَمُ اللهِ وَرَسُولِهِ . قَالَ :فَذَلِكَ الَّذِي سَلَى بِنَفْسِي عَنْهُ [55] قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

তাউস (রহ.) বলেন, ইবনু আব্বাস (রা.) বলেছেন, "হুসাইন (রা.) আমার কাছে (ইরাকের উদ্দেশ্যে) বের হওয়ার অনুমতি চাইলেন। ... তখন তিনি বললেন: 'অমুক স্থানে শহীদ হওয়া আমার কাছে এর চেয়ে অধিক প্রিয় যে, আমার কারণে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হারাম শরীফের সম্মান লঙ্ঘিত হোক।'

[55] الطبراني (ت ٣٦٠ هـ) ، المعجم الكبير ، ج 3 ص 119، حديث 2859، مكتبة ابن تيمية

ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, ‘‘এই কথাই আমাকে তাঁর ব্যাপারে কিছুটা সান্ত্বনা দিয়েছিল।’’
ইমাম হাইসামী বলেন:
‘‘এ হাদীসটি ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর সকল বর্ণনাকারী সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারী।

আমি হাসান ও হুসাইনকে এবং সৎ মুমিনদের আপনার নিকট আমানত হিসেবে সঁপে দিচ্ছি

.56

عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ :لَمَّا أُصِيبَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَامَ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ، إِلَى بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ :أَفَعَلْتُمُوهَا أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: اللهُمَّ أَسْتَوْدِعُكَهُما وَصَالِحَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقِيلَ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ قَالَ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ :ذَلِكَ شَيْخٌ قَدْ ذَهَبَ عَقْلُهُ" [56]
قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ بَزِيعٍ وَلَمْ أَعْرِفْهُ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.

হাবীব ইবনু ইয়াসার (রহ.) বলেন,
ইমাম হুসাইন ইবনু আলী (রা.) শহীদ হওয়ার পর যায়েদ ইবনু আরকাম (রা.) মসজিদের দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, ‘‘তোমরা কি সত্যিই এ কাজ করলে? আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: ‘হে আল্লাহ! আমি হাসান ও হুসাইনকে এবং সৎ মুমিনদের আপনার নিকট আমানত হিসেবে সঁপে দিচ্ছি।’
পরে উবাইদুল্লাহ ইবনু জিয়াদকে বলা হলো, ‘‘জায়েদ ইবনু আরকাম এ কথা বলেছেন।’’ তখন সে বলল, ‘‘তিনি একজন বৃদ্ধ; তাঁর বুদ্ধি লোপ পেয়েছে।’’
ইমাম হাইসামী বলেন: ‘‘এ হাদীসটি ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান ইবনু বাজী‘ রয়েছেন, তাঁকে আমি চিনি না। তবে বাকি সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত।’’

তারা তাঁকে প্রতারণা করেছে

.57

ثنا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، قَالَ :سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ حِينَ جَاءَ نَعْيُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، لَعَنَتْ أَهْلَ الْعِرَاقِ، وَقَالَتْ :قَتَلُوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ عَزَّوْهُ وَذَلُّوهُ لَعَنَهُمُ اللهُ[57]" قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ.

শাহর ইবনু হাওশাব (রহ.) বলেন, ইমাম হুসাইন ইবনু আলী (রা.)-এর শাহাদাতের সংবাদ পৌঁছলে আমি উম্মে সালামা (রা.)-কে বলতে শুনেছি, তিনি ইরাকবাসীদের ওপর লানত করে বলছিলেন: ‘‘তারা হুসাইনকে হত্যা করেছে। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুন! তারা তাঁকে প্রতারণা করেছে, অপমান করেছে। আল্লাহ তাদের ওপর লানত করুন।’’
ইমাম হাইসামী বলেন:
‘‘এ হাদীসটি ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য।

হত্যাকারী সিনান ইবনু আনাস প্রবেশ করল

.58

---

[56]الطبراني (ت ٣٦٠ هـ) ، المعجم الكبير ، ج 5 ص 185، حديث 5037، مكتبة ابن تيمية
[57] الطبراني (ت ٣٦٠ هـ) ، المعجم الكبير ، ج 23 ص 338، حديث 786، مكتبة ابن تيمية

حَدَّثَنِي أَسْلَمُ الْمِنْقَرِيُّ، قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى الْحَجَّاجِ، فَدَخَلَ سِنَانُ بْنُ أَنَسٍ قَاتِلُ الْحُسَيْنِ، فَإِذَا شَيْخٌ آدَمُ فِيهِ حِنَّاءٌ، طَوِيلُ الْأَنْفِ فِي وَجْهِهِ بَرَشٌ، فَأُوقِفَ بِحِيَالِ الْحَجَّاجِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ الْحَجَّاجُ، فَقَالَ : أَنْتَ قَتَلْتَ الْحُسَيْنَ؟ قَالَ: نَعَمْ .قَالَ : وَكَيْفَ صَنَعْتَ بِهِ؟ قَالَ: دَعَمْتُهُ بِالرُّمْحِ، وَهَبَرْتُهُ بِالسَّيْفِ هَبْرًا .فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ : أَمَا إِنَّكُمَا لَنْ تَجْتَمِعَا فِي دَارٍ [58] قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

আসলাম আল-মিনকারি (রহ.) বলেন, আমি হাজ্জাজের কাছে প্রবেশ করলাম। এমন সময় ইমাম হুসাইন (রা.)-এর হত্যাকারী সিনান ইবনু আনাসও সেখানে প্রবেশ করল। সে ছিল শ্যামবর্ণ বৃদ্ধ; দাড়িতে মেহেদি লাগানো ছিল, নাক ছিল লম্বা এবং মুখে দাগ ছিল। তাকে হাজ্জাজের সামনে দাঁড় করানো হলো।

হাজ্জাজ তাকে জিজ্ঞাসা করল, ''তুমিই কি হুসাইনকে হত্যা করেছ?'' সে বলল, ''হ্যাঁ।''

হাজ্জাজ বলল, ''তুমি তাঁকে কীভাবে হত্যা করেছিলে?''

সে বলল, ''আমি বর্শা দিয়ে তাঁকে আঘাত করেছি এবং তরবারি দিয়ে তাঁর দেহ টুকরো টুকরো করেছি।''

তখন হাজ্জাজ বলল, ''জেনে রাখো, তুমি এবং হুসাইন কখনো একই আবাসে (অর্থাৎ জান্নাতে) একত্র হবে না।''

ইমাম হাইসামী বলেন:

এ হাদীসটি ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত।

তবুও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দিয়ে যেতে আমার লজ্জা লাগত

.59

عَنْ إِبْرَاهِيمَ النخعي، قَالَ : لَوْ كُنْتُ فِيمَنْ قَتَلَ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، ثُمَّ غُفِرَ لِي، ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ، اسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَمُرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَيَنْظُرَ فِي وَجْهِي [59] قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

ইবরাহীম আন-নাখাঈ (রহ.) বলেন,

''আমি যদি তাদের অন্তর্ভুক্ত হতাম, যারা হুসাইন ইবনু আলী (রা.)-কে হত্যা করেছে, তারপর আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করতেন এবং জান্নাতে প্রবেশ করাতেন, তবুও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দিয়ে যেতে আমার লজ্জা লাগত, যেন তিনি আমার মুখের দিকে না তাকান।''

ইমাম হাইসামী বলেন:

''এ হাদীসটি ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত।

"হে আল্লাহর রাসূল! এ মাটি কী?"

60.

عَنْ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ، قَالَ :أَخْبَرَتْنِي أُمُّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ اضْطَجَعَ ذَاتَ يَوْمٍ لِلنَّوْمِ، فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ خَائِرُ النَّفْسِ، فَاضْطَجَعَ فَرَقَدَ، فَاسْتَيْقَظَ وَفِي يَدِهِ تُرْبَةٌ حَمْرَاءُ يُقَلِّبُهَا، فَقُلْتُ :مَا هَذِهِ التُّرْبَةُ

[58] الطبراني (ت ٣٦٠ هـ) ، المعجم الكبير ، ج 3 ص 111، حديث 2828، مكتبة ابن تيمية
[59] الطبراني (ت ٣٦٠ هـ) ، المعجم الكبير ، ج 3 ص 112، حديث 2829، مكتبة ابن تيمية

يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ " :أَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ أَنَّ هَذَا يُقْتَلُ بِأَرْضِ الْعِرَاقِ لِحُسَيْنٍ، فَقُلْتُ لِجِبْرِيلَ :أَرِنِي تُرْبَةَ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ فِيهَا، فَهَذِهِ تُرْبَتُهَا [60]

ওয়াহব ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু যাম'আ (রহ.) বলেন, আমাকে উম্মু সালামা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) জানিয়েছেন:

একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ বিশ্রামের জন্য শুয়েছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি জেগে উঠলেন, কিন্তু তাঁকে অত্যন্ত বিষণ্ন ও ভারাক্রান্ত মনে হচ্ছিল। এরপর তিনি আবার শুয়ে পড়লেন এবং ঘুমিয়ে গেলেন। পুনরায় জেগে ওঠার সময় তাঁর হাতে লাল বর্ণের কিছু মাটি ছিল, যা তিনি হাতে নাড়াচাড়া করছিলেন।

আমি বললাম,

"হে আল্লাহর রাসূল! এ মাটি কী?"

তিনি বললেন:

"জিবরীল আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আমার এই সন্তান হুসাইন ইরাকের এক ভূমিতে শহীদ হবে। তখন আমি জিবরীলকে বললাম, 'যে ভূমিতে সে শহীদ হবে, আমাকে সেই ভূমির মাটি দেখান।' তাই এ হচ্ছে সেই ভূমির মাটি।

শাহাদাতের পর তাঁর শিবির থেকে একটি উট ছিনিয়ে নেওয়া হয়

.61

ثنا ذُوَيْدٌ الْجُعْفِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ انْتُهِبَ جَزُورٌ مِنْ عَسْكَرِهِ، فَلَمَّا طُبِخَتْ إِذَا هِيَ دَمٌ فَأَكْفَؤُوهَا [61] قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

যুওয়াইদ আল-জুআফী (রহ.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

"ইমাম হুসাইন (রা.)-এর শাহাদাতের পর তাঁর শিবির থেকে একটি উট ছিনিয়ে নেওয়া হয়। পরে সেটি জবাই করে রান্না করা হলে দেখা গেল, গোশত রক্তে পরিণত হয়েছে। তখন তারা তা ফেলে দিল।"

ইমাম হাইসামী বলেন:

"এ হাদীসটি ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত।

যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এভাবে শিকলবন্দি অবস্থায় দেখতেন

.62

حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، قَالَ: أَبَى الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنْ يُسْتَأْسَرَ، فَقاتَلُوهُ فَقَتَلُوهُ، وَقَتَلُوا ابْنَيْهِ وَأَصْحَابَهُ الَّذِينَ قَاتَلُوا مِنْهُ بِمَكَانٍ يُقَالُ لَهُ الطَّفُّ، وَانْطُلِقَ بِعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، وَفَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ، وَسُكَيْنَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ إِلَى عُبَيْدِ اللهِ بْنِ زِيَادٍ، وَعَلِيٌّ يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ قَدْ بَلَغَ، فَبَعَثَ بِهِمْ إِلَى يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، فَأَمَرَ بِسُكَيْنَةَ فَجَعَلَهَا خَلْفَ سَرِيرِهِ لِئَلَّا تَرَى رَأْسَ أَبِيهَا وَذَوِي قَرابَتِهَا، وَعَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي غُلٍّ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ، فَضَرَبَ عَلَى ثَنِيَّتَيِ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ:

---

[60] الطبراني (ت ٣٦٠ هـ) ، المعجم الكبير ، ج 23 ص 308، حديث 697، مكتبة ابن تيمية

[61] الطبراني (ت ٣٦٠ هـ) ، المعجم الكبير ، ج 3 ص 121، حديث 2864، مكتبة ابن تيمية

نُفَلِّقُ هَامًا مِنْ رِجَالٍ أَحِبَّةٍ ... إِلَيْنَا وَهُمْ كَانُوا أَعَقَّ وَأَظْلَمَا

فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: {مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرٌ} [الحديد: ٢٢] . فَثَقُلَ عَلَى يَزِيدَ أَنْ يَتَمَثَّلَ بِبَيْتِ شِعْرٍ، وَتَلَا عَلِيٌّ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ يَزِيدُ: بَلْ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ويَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَمَا وَاللهِ لَوْ رَآنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ مَغْلُولِينَ لَأَحَبَّ أَنْ يُخَلِّيَنَا مِنَ الْغُلِّ . قَالَ: صَدَقْتَ، فَخَلُّوهُمْ مِنَ الْغُلِّ. قَالَ: وَلَوْ وَقَفْنَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ عَلَى بُعْدٍ لَأَحَبَّ أَنْ يُقَرِّبَنَا . قَالَ: صَدَقْتَ، فَقَرِّبُوهُمْ. فَجَعَلَتْ فَاطِمَةُ وَسُكَيْنَةُ يَتَطَاوَلَانِ لِتَرَيَا رَأْسَ أَبِيهِمَا، وَجَعَلَ يَزِيدُ يَتَطَاوَلُ فِي مَجْلِسِهِ لِيَسْتُرَ عَنْهُمَا رَأْسَ أَبِيهِمَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ فَجُهِّزُوا، فَأَصْلَحَ إِلَيْهِمْ، وَأُخْرِجُوا إِلَى الْمَدِينَةِ [62] رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

صَدَقْتَ، فَقَرِّبُوهُمْ. فَجَعَلَتْ فَاطِمَةُ وَسُكَيْنَةُ يَتَطَاوَلَانِ لِتَرَيَا رَأْسَ أَبِيهِمَا، وَجَعَلَ يَزِيدُ يَتَطَاوَلُ فِي مَجْلِسِهِ لِيَسْتُرَ عَنْهُمَا رَأْسَ أَبِيهِمَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهِمْ فَجُهِّزُوا، فَأَصْلَحَ إِلَيْهِمْ، وَأُخْرِجُوا إِلَى الْمَدِينَةِ رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

লাইস (রহ.) বলেন, হুসাইন ইবনু আলী (রা.) বন্দি হতে অস্বীকার করেছিলেন। ফলে তারা তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁকে শহীদ করে। তাঁর দুই পুত্র এবং তাঁর সঙ্গে যুদ্ধকারী সঙ্গীদেরও 'তাফ' নামক স্থানে শহীদ করা হয়।

এরপর আলী ইবনু হুসাইন, ফাতিমা বিনতে হুসাইন ও সুকাইনা বিনতে হুসাইনকে উবাইদুল্লাহ ইবনু জিয়াদের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সে সময় আলী ইবনু হুসাইন ছিলেন প্রাপ্তবয়স্ক এক যুবক। পরে তাদের ইয়াযীদ ইবনু মুয়াবিয়ার কাছে পাঠানো হয়।

ইয়াযীদ সুকাইনাকে তার আসনের পেছনে বসানোর নির্দেশ দিল, যাতে তিনি তাঁর পিতা ও স্বজনদের বিচ্ছিন্ন মস্তক দেখতে না পান। আর আলী ইবনু হুসাইনের গলায় তখন শিকল ছিল। এরপর ইয়াযীদ হুসাইন (রা.)-এর পবিত্র মস্তকের সামনের দাঁতে আঘাত করতে করতে এই কবিতার পঙ্‌ক্তি আবৃত্তি করল:

"আমরা এমন একদল প্রিয় মানুষের মাথা বিদীর্ণ করেছি,
যারা আমাদের প্রতি ছিল অধিক অবাধ্য ও অধিক যালিম।"

তখন আলী ইবনু হুসাইন (রা.) এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

"পৃথিবীতে কিংবা তোমাদের নিজেদের ওপর যে বিপদই আসে, তা আমি সৃষ্টি করার পূর্বেই এক কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। নিশ্চয়ই এটি আল্লাহর জন্য খুবই সহজ।" (সূরা আল-হাদীদ: ২২)

ইয়াযীদের কাছে বিষয়টি ভারী মনে হলো যে, সে কবিতা আবৃত্তি করল আর আলী (রা.) আল্লাহর কিতাব থেকে আয়াত তিলাওয়াত করলেন। তখন ইয়াযীদ বলল:

"বরং তোমাদের নিজেদের কৃতকর্মের কারণেই এ বিপদ এসেছে। আর আল্লাহ অনেক কিছু ক্ষমা করে দেন।"

তখন আলী ইবনু হুসাইন (রা.) বললেন: "আল্লাহর কসম! আজ যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের এভাবে শিকলবন্দি অবস্থায় দেখতেন, তবে তিনি অবশ্যই চাইতেন আমাদের শিকল খুলে দেওয়া হোক।"

ইয়াযীদ বলল, "তুমি সত্য বলেছ।" অতঃপর তাদের শিকল খুলে দেওয়া হলো।

---

[62] الطبراني (ت ٣٦٠ هـ) ، المعجم الكبير ، ج 3 ص 104، حديث 2806، مكتبة ابن تيمية

আলী (রা.) আবার বললেন: ''আর যদি আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সামনে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতাম, তবে তিনিও চাইতেন আমাদেরকে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হোক।''

ইয়াযীদ বলল, ''তুমি সত্য বলেছ।'' অতঃপর তাদেরকে কাছে আনা হলো।

এ সময় ফাতিমা ও সুকাইনা তাঁদের পিতার পবিত্র মস্তকটি দেখার জন্য উঁকি দিতে লাগলেন। আর ইয়াযীদ তার আসনে নিজেকে এমনভাবে সরাতে লাগল, যাতে তাঁদের দৃষ্টির আড়ালে সেই মস্তকটি থাকে।

এরপর ইয়াযীদ তাঁদের সফরের ব্যবস্থা করার নির্দেশ দিল, তাঁদের প্রতি সদ্ব্যবহার করল এবং তাঁদের মদিনায় পাঠিয়ে দিল।

ইমাম হাইসামী বলেন:

''এ হাদীসটি ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত।

দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিলেন

.63

عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ الْعُطَارِدِيَّ يَقُولُ " :لَا تَسُبُّوا عَلِيًّا وَلَا أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ، فَإِنَّ جَارًا لَنَا مِنْ بَلْهُجَيْمٍ قَالَ :أَلَمْ تَرَوْا إِلَى هَذَا الْفَاسِقِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ قَتَلَهُ اللهُ، فَرَمَاهُ اللهُ بِكَوْكَبَيْنِ فِي عَيْنَيْهِ، فَطَمَسَ اللهُ بَصَرَهُ [63] قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

কুররাহ ইবনু খালিদ (রহ.) বলেন, আমি আবু রজা আল-উতারিদী (রহ.)-কে বলতে শুনেছি: ''তোমরা আলী (রা.) ও এই আহলে বাইতকে গালি দিও না। আমাদের এক প্রতিবেশী, যে বালহুজাইম গোত্রের লোক ছিল, বলেছিল: 'তোমরা কি এই ফাসিক হুসাইন ইবনু আলীকে দেখনি? আল্লাহ তাকে হত্যা করেছেন।' এরপর আল্লাহ তার দুই চোখে দুটি উজ্জ্বল বস্তু (উল্কা/বিপদ) নিক্ষেপ করলেন এবং তার দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নিলেন।''

ইমাম হাইসামী বলেন:

''এ হাদীসটি ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর সকল বর্ণনাকারী সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারী।

অত্যন্ত নিকৃষ্ট পরিণতিতে মৃত্যুবরণ করেছে

64.

قَالَ عَطَاءُ بنُ مُسْلِمٍ الحَلَبِيُّ :قَالَ السُّدِّيُّ:

أَتيتُ كَرْبَلاَءَ تَاجِراً، فَعَمِلَ لَنَا شَيْخٌ مِنْ طَيِّءٍ طَعَاماً، فَتَعَشَّيْنَا عِنْدَهُ، فَذَكَرْنَا قَتْلَ الحُسَيْنِ، فَقُلْتُ :مَا شَارَكَ أَحَدٌ فِي قَتْلِهِ إِلاَّ مَاتَ مِيْتَةَ سُوءٍ.

فَقَالَ :مَا أَكْذَبَكُم، أَنَا مِمَّنْ شَرَكَ فِي ذَلِكَ.

فَلَمْ نَبْرَحْ حَتَّى دَنَا مِنَ السِّرَاجِ وَهُوَ يَتَّقِدُ بِنَفْطٍ، فَذَهَبَ يُخرِجُ الفَتِيْلَةَ بِأُصبُعِهِ، فَأَخَذَتِ النَّارُ فِيْهَا، فَذَهَبَ يُطفِئُهَا بِرِيقِهِ، فَعَلِقَتِ النَّارُ فِي لِحْيَتِهِ، فَعَدَا، فَأَلقَى نَفْسَهُ فِي المَاءِ، فَرَأَيْتُهُ كَأَنَّهُ حُمَمَةٌ [64]

---

[63] الطبراني (ت ٣٦٠ هـ) ، المعجم الكبير ، ج 3 ص 112، حديث 2830، مكتبة ابن تيمية

[64] الذهبي، سير أعلام النبلاء ج 3 ص 313

আতা ইবনু মুসলিম আল-হালাবী (রহ.) বলেন, সুদ্দী (রহ.) বলেছেন:

আমি ব্যবসার উদ্দেশ্যে কারবালায় গিয়েছিলাম। সেখানে তায় গোত্রের এক বৃদ্ধ আমাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করলেন। আমরা তাঁর বাড়িতে রাতের খাবার খেলাম। খাওয়ার সময় ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাতের প্রসঙ্গ উঠল।

আমি বললাম, "যে-ই তাঁর হত্যাকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছে, সে অবশ্যই অত্যন্ত নিকৃষ্ট পরিণতিতে মৃত্যুবরণ করেছে।"

বৃদ্ধটি বলল, "তোমরা মিথ্যা বলছ। আমিও তাঁর হত্যায় অংশ নিয়েছিলাম।"

আমরা তখনও সেখান থেকে উঠিনি। এমন সময় সে একটি প্রদীপের কাছে গেল, যাতে নাফতা (তেল) জ্বলছিল। সে আঙুল দিয়ে সলতেটি ঠিক করতে গেল। হঠাৎ আগুন তার আঙুলে লেগে গেল। সে মুখের লালা দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করল। কিন্তু আগুন তার দাড়িতে ছড়িয়ে পড়ল। তখন সে দৌড়ে গিয়ে পানিতে ঝাঁপ দিল।

সুদ্দী বলেন: "আমি তাকে এমন অবস্থায় দেখলাম, যেন সে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হয়ে কালো কয়লার টুকরোতে পরিণত হয়েছে।

তাজা রক্ত পাওয়া যেত

.65

عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ :قَالَ لِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ: أَيُّ وَاحِدٍ أَنْتَ إِنْ أَخْبَرْتَنِي أَيُّ عَلَامَةٍ كَانَتْ يَوْمَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ؟ قَالَ :قُلْتُ : لَمْ تُرْفَعْ حَصَاةٌ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَّا وُجِدَ تَحْتَهَا دَمٌ عَبِيطٌ . فَقَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ :إِنِّي وَإِيَّاكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَقَرِينَانِ [65] قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

যুহরী (রহ.) বলেন, আবদুল মালিক ইবনু মারওয়ান আমাকে বললেন, ‘‘তুমি যদি আমাকে বলতে পারো, হুসাইন ইবনু আলী (রা.)-এর শাহাদাতের দিন কী নিদর্শন প্রকাশ পেয়েছিল, তাহলে বুঝব তুমি প্রকৃত জ্ঞানী।’’

আমি বললাম, ‘‘বায়তুল মুকাদ্দাসে কোনো পাথর উল্টানো হলে তার নিচে তাজা রক্ত পাওয়া যেত।’’

তখন আবদুল মালিক বললেন, ‘‘এই বর্ণনার ব্যাপারে তুমি ও আমি একই সূত্রের জ্ঞান রাখি।’’

ইমাম হাইসামী বলেন:

‘‘এ হাদীসটি ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত।

শামের কোনো পাথর উল্টানো হলে

.66

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ» :مَا رُفِعَ بِالشَّامِ حَجَرٌ يَوْمَ قُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَّا عَنْ دَمٍ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ [66] قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

ইবনু শিহাব আয-যুহরী (রহ.) বলেন, ‘‘হুসাইন ইবনু আলী (রা.)-এর শাহাদাতের দিন শামের কোনো পাথর উল্টানো হলে তার নিচে রক্ত দেখা যেত।’’

---

[65] الطبراني (ت ٣٦٠ هـ) ، المعجم الكبير ، ج 3 ص 119، حديث 2856، مكتبة ابن تيمية

[66] الطبراني (ت ٣٦٠ هـ) ، المعجم الكبير ، ج 3 ص 113، حديث 2835، مكتبة ابن تيمية

ইমাম হাইসামী বলেন:
এ হাদীসটি ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর সকল বর্ণনাকারী সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারী।

আকাশ রক্তপিণ্ডের মতো

.67

أُمُّ حَكِيمٍ، قَالَتْ : قُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ وَأَنَا يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَةٌ، فَمَكَثَتِ السَّمَاءُ أَيَّامًا مِثْلَ الْعَلَقَةِ [67] قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ إِلَى أُمِّ حَكِيمٍ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

উম্মু হাকীম (রহ.) বলেন, ''ইমাম হুসাইন ইবনু আলী (রা.) যখন শহীদ হন, তখন আমি একটি অল্পবয়সী মেয়ে ছিলাম। তাঁর শাহাদাতের পর কয়েক দিন পর্যন্ত আকাশ রক্তপিণ্ডের মতো লাল হয়ে ছিল।''
ইমাম হাইসামী বলেন: এ হাদীসটি ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেছেন। উম্মু হাকীম পর্যন্ত সনদের সকল বর্ণনাকারী সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারী।

শহীদ হওয়ার দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল

.68

عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، قَالَ : لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ انْكَسَفَتِ الشَّمْسُ كَسْفَةً حَتَّى بَدَتِ الْكَوَاكِبُ نِصْفَ النَّهَارِ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهَا هِيَ [68] قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

আবু কাবীল (রহ.) বলেন, ''ইমাম হুসাইন ইবনু আলী (রা.) শহীদ হওয়ার দিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। এমনকি দিনের মধ্যভাগেই আকাশে তারাগুলো দেখা যাচ্ছিল। আমরা ধারণা করেছিলাম, বুঝি কিয়ামত এসে গেছে।''
ইমাম হাইসামী বলেন: এ হাদীসটি ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর সনদ হাসান।

তোমার এই বান্দা যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে, তবে তাকে আগুনের দিকে টেনে নিয়ে যাও

.69

اللالكائي بسنده: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ، قَالَ :أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، قَالَ :ثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، قَالَ :ثنا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ :سَمِعْتُ أَسْلَمَ، قَالَ :حَدَّثَنِي مَنْ كَانَ فِي الصَّفِّ يَوْمِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: ابْتَدَرَ رَجُلٌ فَقَالَ: أَيُّكُمُ الْحُسَيْنُ؟ قَالَ :كَانَ أَوَّلَنَا لَهُ إِجَابَةً، فَقَالَ :أَنَا الْحُسَيْنُ فَمَا تُرِيدُ يَا عَبْدَ اللَّهِ؟ قَالَ :أَبْشِرْ يَا عَدُوَّ اللَّهِ بِالنَّارِ، قَالَ :فَقَالَ: وَيْحَكَ أَنَا؟ قَالَ :نَعَمْ، قَالَ :وَلِمَ وَرَبٌّ رَحِيمٌ وَشَفَاعَةُ نَبِيٍّ مُطَاعٍ، اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ عَبْدُكَ كَاذِبًا فَجُرَّهُ إِلَى النَّارِ، وَاجْعَلْهُ الْيَوْمَ آيَةً لِأَصْحَابِهِ، قَالَ :فَمَا هُوَ إِلَّا أَنْ ثَنَى عَنَانَ فَرَسِهِ فَوَثَبَ بِهِ فَأَلْقَاهُ فِي حَيْزَتِهِ وَبَقِيَتْ رِجْلَاهُ فِي الرِّكَابِ، فَجَعَلَ يَضْرِبُهُ حَتَّى قَطَعَهُ، قَالَ :فَلَقَدْ رَأَيْتُ مَذَاكِيرَهُ تُسْحَبُ فِي الْأَرْضِ، فَقَالَ :فَوَاللَّهِ مَا عَجِبْنَا لِسُرْعَةِ إِجَابَةِ دُعَائِهِ، وَلَكِنْ لِوُقُوفِنَا حَتَّى قُتِلَ كَأَنَّ قُلُوبَنَا زُبَرَ الْحَدِيدِ [69]

---

[67] الطبراني (ت ٣٦٠ هـ) ، المعجم الكبير ، ج 3 ص 113، حديث 2836، مكتبة ابن تيمية
[68] الطبراني (ت ٣٦٠ هـ) ، المعجم الكبير ، ج 3 ص 114، حديث 2838، مكتبة ابن تيمية
[69] أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي اللالكائي (ت ٤١٨ هـ)، كرامات الأولياء للالكائي - من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي، ص 147، رقم 90، تحقيق: أحمد

ইমাম লালাকাঈ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর সনদে বর্ণনা করেছেন—

আসলাম (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, কারবালার দিন যারা যুদ্ধের সারিতে উপস্থিত ছিল, তাদের একজন আমাকে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন—

এক ব্যক্তি দ্রুত এগিয়ে এসে বলল, "তোমাদের মধ্যে হুসাইন কে?"

সবার আগে ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) নিজেই উত্তর দিলেন,

"আমিই হুসাইন। বলো, হে আল্লাহর বান্দা! তুমি কী চাও?"

লোকটি বলল, "হে আল্লাহর শত্রু! তোমাকে জাহান্নামের সুসংবাদ দিচ্ছি।"

ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, "হায় তোমার জন্য! আমি আল্লাহর শত্রু?"

সে বলল, "হ্যাঁ।"

তখন ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, "কেন? অথচ আমার প্রতিপালক তো পরম দয়ালু, আর আমার জন্য এমন এক নবীর শাফাআত রয়েছে, যাঁর শাফাআত আল্লাহর নিকট গৃহীত।

হে আল্লাহ! যদি তোমার এই বান্দা মিথ্যাবাদী হয়ে থাকে, তবে তাকে আগুনের দিকে টেনে নিয়ে যাও এবং আজই তাকে তার সঙ্গীদের জন্য একটি শিক্ষণীয় নিদর্শনে পরিণত কর।"

বর্ণনাকারী বলেন,

অতঃপর লোকটি তার ঘোড়ার লাগাম ঘুরিয়ে নিতে উদ্যত হলো। হঠাৎ ঘোড়াটি এমন লাফ দিল যে, সে জিনের ওপর থেকে ছিটকে পড়ে গেল। তার দুই পা রকাবে আটকে রইল। ঘোড়াটি তাকে টেনে নিয়ে দৌড়াতে লাগল এবং আঘাত করতে করতে তার দেহ ছিন্নভিন্ন করে ফেলল।

বর্ণনাকারী বলেন,

আল্লাহর কসম! আমি দেখেছি, তার গোপনাঙ্গ মাটির উপর ঘষটে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

তিনি আরও বলেন,

আল্লাহর শপথ! আমরা ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর দোআ এত দ্রুত কবুল হওয়ায় যতটা বিস্মিত হইনি, তার চেয়েও বেশি বিস্মিত হয়েছি এ কারণে যে, আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা দেখলাম, তবুও তাঁকে রক্ষা করতে এগিয়ে এলাম না; যেন আমাদের অন্তরগুলো লোহার খণ্ডে পরিণত হয়েছিল।

হুসাইনের লুটকারীকে নিয়ে যাও

.70

اللالكائي بسنده: أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيُّ، قَالَ :أنا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُبَيْشٍ، قَالَ :ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ :ثنا الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ :ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، قَالَ :قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ: كَانَ لَنَا جَلِيسٌ يَتَعَطَّرُ وَكَانَتْ رَائِحَةُ الْقَطِرَانِ تَغْلِبُ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ الْقَوْمِ :يَا أَبَا فُلَانٍ إِنَّكَ تَتَعَطَّرُ، وَإِنَّ رَائِحَةَ الْقَطِرَانِ تَغْلِبُ عَلَيْكَ، قَالَ :أَوَقَدْ وَجَدْتُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا :نَعَمْ، قَالَ :أَمَا إِنِّي سَأُحَدِّثُكُمْ، كُنْتُ فِيمَنْ سَلَبَ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ وَأَصْحَابَهُ، قَالَ :فَأُرِيتُ فِي الْمَنَامِ فَرَأَيْتُ كَأَنَّ النَّاسَ قَدْ حُشِرُوا وَخَرَجُوا عِطَاشًا، قَالَ :وَإِذَا رَجُلٌ

بن سعد بن حمدان الغامدي [ت ١٤٣٤ هـ]، الناشر: دار طيبة – السعودية، الطبعة: الثامنة، ١٤٢٣ هـ / ٢٠٠٣ م، عدد الأجزاء: ١ (هو الجزء ٩ من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)

قَاعِدٌ وَحَوْضٌ يَسْقِي النَّاسَ مِنْهُ، وَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْقِنِي، قَالَ :اسْقِهِ، قَالَ الرَّجُلُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ مِمَّنْ سَلَبَ الْحُسَيْنَ، فَقَالَ :اذْهَبُوا بِسَالِبِ الْحُسَيْنِ، فَأَسْقَوْهُ قَطِرَانًا، فَأَصْبَحْتُ وَإِنَّ رَائِحَةَ الْقَطِرَانِ لَتَغْلِبُ عَلَيَّ [70]

ইমাম লালাকাঈ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর সনদে বর্ণনা করেছেন—

আবুল আহওয়াস (রহিমাহুল্লাহ) বলেন, আবদুল মালিক ইবনু উমাইর (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন—আমাদের একজন নিয়মিত সঙ্গী ছিল। সে সর্বদা সুগন্ধি ব্যবহার করত, কিন্তু তার শরীর থেকে সবসময় আলকাতরার (তারের) দুর্গন্ধ বের হতো, যা সুগন্ধিকেও ছাপিয়ে যেত।

একদিন উপস্থিত লোকদের কেউ তাকে বলল,

"হে অমুকের পিতা! আপনি তো সুগন্ধি ব্যবহার করেন; কিন্তু আপনার শরীরে আলকাতরার গন্ধ এত প্রবল যে তা সুগন্ধিকে ঢেকে দেয়।"

সে বলল, "তোমরা কি সত্যিই এই গন্ধ অনুভব করছ?"

তারা বলল, "হ্যাঁ।"

তখন সে বলল, "আচ্ছা, তাহলে আমি তোমাদের এর কারণ বলছি। আমি সেই লোকদের একজন ছিলাম, যারা কারবালার দিন হুসাইন ইবনু আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং তাঁর সঙ্গীদের দেহ থেকে তাঁদের সামগ্রী লুট করেছিল।

এরপর আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন কিয়ামত সংঘটিত হয়েছে। মানুষ সবাই পুনরুত্থিত হয়েছে এবং প্রচণ্ড তৃষ্ণার্ত অবস্থায় রয়েছে। আমি দেখলাম, এক ব্যক্তি একটি হাউযের পাশে বসে মানুষকে সেখান থেকে পানি পান করাচ্ছেন। দেখলাম, তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ।

আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে একটু পানি পান করান।'

তিনি বললেন, 'তাকে পানি পান করাও।'

তখন সেই ব্যক্তি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! এ তো তাদের একজন, যারা হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর দেহ লুট করেছিল।'

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, 'হুসাইনের লুটকারীকে নিয়ে যাও।'

অতঃপর তারা তাকে পানির পরিবর্তে আলকাতরা পান করাল।

লোকটি বলেন, "ঘুম থেকে জেগে ওঠার পর থেকে আমার শরীরে আলকাতরার গন্ধ এমনভাবে লেগে আছে যে, তা অন্য সব সুগন্ধিকে ঢেকে ফেলে।"

তাঁর সঙ্গে সতেরো জন যুবক শহীদ হয়েছিলেন

.71

عَنْ مُنْذِرٍ الثَّوْرِيِّ، قَالَ :كُنَّا إِذَا ذَكَرْنَا حُسَيْنًا وَمَنْ قُتِلَ مَعَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَنَفِيَّةِ : قُتِلَ مَعَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ شَابًّا، كُلُّهُمُ ارْتَكَضَ فِي رَحِمِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا [71] قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ بِإِسْنَادَيْنِ، وَرِجَالُ أَحَدِهِمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.

---

[70] اللالكائي (ت ٤١٨ هـ)، كرامات الأولياء للالكائي، ص 148، رقم 91،

[71] الطبراني (ت ٣٦٠ هـ) ، المعجم الكبير ، ج 3 ص 119، حديث 2855، مكتبة ابن تيمية

মুনযির আস-সাওরী (রহ.) বলেন, আমরা যখনই ইমাম হুসাইন (রা.) এবং তাঁর সঙ্গে শহীদ হওয়া ব্যক্তিদের আলোচনা করতাম, তখন মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিয়্যাহ (রহ.) বলতেন: "তাঁর সঙ্গে সতেরো জন যুবক শহীদ হয়েছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকেই ফাতিমা (রা.)-এর গর্ভজাত ছিলেন।"

ইমাম হাইসামী বলেন:

"এ হাদীসটি ইমাম তাবারানী দুটি সনদে বর্ণনা করেছেন। এর একটি সনদের সকল বর্ণনাকারী সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারী।

তারা দু'জনও কতই না উত্তম আরোহী

.72

عَنْ عُمَرَ ﷺ، قَالَ :رَأَيْتُ الْحَسَنَ، وَالْحُسَيْنَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى عَاتِقِي النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ :نِعْمَ الْفَرَسُ تَحْتُكُمَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَنِعْمَ الْفَارِسَانِ [72] قال الهيثمي، رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى فِي الْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ،

হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি হাসান ও হুসাইন (রা.)-কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাঁধের ওপর বসা অবস্থায় দেখলাম। তখন আমি বললাম, "তোমাদের নিচে কী চমৎকার বাহন রয়েছে!"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, **"আর তারা দু'জনও কতই না উত্তম আরোহী!"**

ইমাম হাইসামী বলেন:

"এ হাদীসটি আবু ইয়া'লা বর্ণনা করেছেন। এর সকল বর্ণনাকারী সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারী।

73.

وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ - ﷺ - وَهُوَ يَمْشِي عَلَى أَرْبَعَةٍ، وَعَلَى ظَهْرِهِ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - وَهُوَ يَقُولُ " :نِعْمَ الْجَمَلُ جَمَلُكُمَا، وَنِعْمَ الْعِدْلَانِ أَنْتُمَا."

قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ مَسْرُوحٌ أَبُو شِهَابٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. [73]

হযরত জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আমি একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি চার হাত-পায়ে ভর দিয়ে চলছিলেন এবং তাঁর পিঠে হাসান ও হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) আরোহী ছিলেন। তিনি বলছিলেন:

"তোমাদের উট কতই না উত্তম! আর তোমরা দুজন কতই না উত্তম আরোহী!"

হাফিজ হাইসামী (রহ.) বলেন: এ হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর সনদে মাসরূহ আবু শিহাব রয়েছেন। তিনি একজন দুর্বল বর্ণনাকারী।

74.

وَعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي، فَجَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ - أَوْ أَحَدُهُمَا - فَرَكِبَ عَلَى ظَهْرِهِ، فَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَالَ بِيَدِهِ فَأَمْسَكَهُ أَوْ أَمْسَكَهُمَا، قَالَ " :نِعْمَ الْمَطِيَّةُ مَطِيَّتُكُمَا."

---

[72] أبو نعيم الأصبهاني (ت ٤٣٠هـ) ، فضائل الخلفاء الأربعة وغيرهم ، ص 121، حديث 135، دار البخاري للنشر والتوزيع، المدينة المنورة

[73] مجمع الزوائد، 15079

قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ. [74]

হযরত বারা ইবনু আযিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় হাসান ও হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা), অথবা তাঁদের একজন, এসে তাঁর পিঠে আরোহণ করলেন। তিনি যখন সিজদা থেকে মাথা উঠাতেন, তখন হাত দিয়ে তাঁদের ধরে রাখতেন যাতে তাঁরা পড়ে না যান।

এরপর তিনি বললেন: "তোমাদের বাহন কতই না উত্তম!"

হাফিজ হাইসামী (রহ.) বলেন:

এ হাদীসটি তাবারানী *আল-মু'জামুল আওসাত*-এ বর্ণনা করেছেন। এর সনদ হাসান (গ্রহণযোগ্য)।

75.

عَنْ سَلْمَانَ، قَالَ :كُنَّا حَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَاءَتْ أُمُّ أَيْمَنَ، فَقَالَتْ :يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدْ ضَلَّ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ .قَالَ :وَذَلِكَ زَادَ النَّهَارِ، يَقُولُ :ارْتِفَاعَ النَّهَارِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : قُومُوا فَاطْلُبُوا ابْنَيَّ . قَالَ :وَأَخَذَ كُلُّ رَجُلٍ تُجَاهَ وَجْهِهِ، وَأَخَذْتُ نَحْوَ النَّبِيِّ ﷺ، فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى أَتَى سَفْحَ جَبَلٍ، وَإِذَا الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا مُلْتَزِقٌ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ، وَإِذَا شُجَاعٌ قَائِمٌ عَلَى ذَنَبِهِ، يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ شِبْهُ النَّارِ، فَأَسْرَعَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فَالْتَفَتَ مُخاطِبًا لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ انْسَابَ فَدَخَلَ بَعْضَ الْأَحْجِرَةِ، ثُمَّ أَتَاهُمَا فَأَفْرَقَ بَيْنَهُمَا وَمَسَحَ وَجْهَهُمَا، وَقَالَ : بِأَبِي وَأُمِّي أَنْتُمَا مَا أَكْرَمَكُمَا عَلَى اللهِ . ثُمَّ حَمَلَ أَحَدَهُمَا عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْمَنِ، وَالْآخَرَ عَلَى عَاتِقِهِ الْأَيْسَرِ، فَقُلْتُ :طُوبَاكُمَا، نِعْمَ الْمَطِيَّةُ مَطِيَّتُكُمَا .فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : وَنِعْمَ الرَّاكِبانِ هُمَا، وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا [75] قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ أَحْمَدُ بْنُ رُشْدٍ الْهِلَالِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

হযরত সালমান (রা.) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বসেছিলাম। এমন সময় উম্মে আইমান (রা.) এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! হাসান ও হুসাইনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।" তখন দিনের বেশ কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "চলো, আমার দুই সন্তানকে খুঁজে বের করো।"

এরপর প্রত্যেকেই একেক দিকে তাঁদের খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে রইলাম। তিনি চলতে চলতে একটি পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছলেন। সেখানে দেখা গেল, হাসান ও হুসাইন পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আছেন। আর তাঁদের সামনে একটি বড় সাপ লেজের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে আছে, যার মুখ থেকে আগুনের মতো কিছু বের হচ্ছিল।

রাসূলুল্লাহ ﷺ দ্রুত তার দিকে এগিয়ে গেলে সাপটি তাঁর দিকে মুখ ফিরিয়ে নিল, তারপর সরে গিয়ে পাথরের ফাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দুই শিশুকে আলাদা করলেন, তাঁদের মুখমণ্ডলে স্নেহভরে হাত বুলিয়ে বললেন:

"আমার পিতা-মাতা তোমাদের জন্য উৎসর্গ হোন! আল্লাহর কাছে তোমরা কতই না সম্মানিত!"

এরপর তিনি একজনকে তাঁর ডান কাঁধে এবং অপরজনকে বাম কাঁধে বহন করলেন।

আমি বললাম, "তোমাদের জন্য সুসংবাদ! তোমাদের বাহন কতই না উত্তম!"

---

[74] مجمع الزوائد، 15080

[75] الطبراني (ت ٣٦٠ هـ) ، المعجم الكبير ، ج 3 ص 65، حديث 2677، مكتبة ابن تيمية

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

"আর তারা দু'জনও কতই না উত্তম আরোহী! আর তাঁদের পিতা তাঁদের উভয়ের চেয়েও শ্রেষ্ঠ।"

ইমাম হাইসামী বলেন:

"এ হাদীসটি ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর সনদে আহমদ ইবনু রুশদ আল-হিলালী রয়েছেন, তিনি দুর্বল।"

76.

وَعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - يَلْعَبَانِ بَيْنَ يَدَيْهِ - أَوْ فِي حِجْرِهِ - فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُحِبُّهُمَا؟ فَقَالَ " :وَكَيْفَ لَا أُحِبُّهُمَا وَهُمَا رَيْحَانَتَايَ مِنَ الدُّنْيَا أَشُمُّهُمَا ".

قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عَنْبَسَةَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. [76]

হযরত আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আমি একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করলাম। তখন হাসান ও হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) তাঁর সামনে অথবা তাঁর কোলে খেলছিলেন।

আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি তাঁদের দুজনকে ভালোবাসেন?"

তিনি বললেন: "আমি তাঁদেরকে কেন ভালোবাসব না? তারা তো দুনিয়ায় আমার দুই সুগন্ধি ফুল। আমি তাদের সুবাস গ্রহণ করি।"

হাফিজ হাইসামী (রহ.) বলেন: এ হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর সনদে হাসান ইবনু আনবাসাহ রয়েছেন। তিনি একজন দুর্বল বর্ণনাকারী।

77.

وَعَنْ سَعْدٍ - يَعْنِي ابْنَ أَبِي وَقَّاصٍ - قَالَ :دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ يَلْعَبَانِ عَلَى بَطْنِهِ، فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُحِبُّهُمَا؟ فَقَالَ " :وَمَا لِي لَا أُحِبُّهُمَا وَهُمَا رَيْحَانَتَايَ."

قال الهيثمي: رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ. [77]

হযরত সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

আমি একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে প্রবেশ করলাম। তখন হাসান ও হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) তাঁর উদরের ওপর খেলছিলেন।

আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি তাঁদের দুজনকে ভালোবাসেন?"

তিনি বললেন: "আমি তাঁদেরকে কেন ভালোবাসব না? তারা তো আমার দুই সুগন্ধি ফুল।"

হাফিজ হাইসামী (রহ.) বলেন:

এ হাদীসটি বাযযার বর্ণনা করেছেন। এর সকল বর্ণনাকারী সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারী।

তোমাদের সন্তানদের তিনটি বিষয়ের ওপর শিক্ষা দাও

78.

[76] مجمع الزوائد، حديث 15073

[77] مجمع الزوائد، حديث 15074

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ الله عَنْه مَرْفُوْعًا: أَدِّبُوا أَوْلادَكُمْ على ثلاثِ خِصالٍ :حُبِّ نَبِيِّكُمْ وَحُبِّ أَهْلَ بَيْتِهِ وقِراءَةِ القُرآنِ فإِنَّ حَمَلَةَ القُرآنِ فِي ظِلِّ الله يَوْمَ القِيامَةِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلاّ ظِلُّهُ مَعَ أَنْبِيائِهِ وأَصْفِيائِهِ [78] قيل ضعيف

হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"তোমরা তোমাদের সন্তানদের তিনটি বিষয়ের ওপর শিক্ষা দাও: তোমাদের নবীর প্রতি ভালোবাসা, তাঁর আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা এবং কুরআন তিলাওয়াত। কেননা, কুরআনের ধারকগণ কিয়ামতের দিন—যেদিন আল্লাহর ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না—আল্লাহর ছায়ায় তাঁর নবীগণ ও নির্বাচিত বান্দাদের সঙ্গে অবস্থান করবে।"

দ্রষ্টব্য: হাদীসটি দুর্বল (যঈফ) বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

.79

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَبْغَضُنَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَحَدٌ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ -هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ[79]" سكت عنه الذهبي

হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যে ব্যক্তি আমাদের আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে, আল্লাহ তাকে অবশ্যই জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন।"

ইমাম হাকিম বলেন:

"এই হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। তবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেননি।"

ইমাম যাহাবী এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।

তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেছি

.80

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " :يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، إِنِّي سَأَلْتُ اللَّهَ لَكُمْ ثَلَاثًا :أَنْ يُثَبِّتَ قَائِمَكُمْ، وَأَنْ يَهْدِيَ ضَالَّكُمْ، وَأَنْ يُعَلِّمَ جَاهِلَكُمْ، وَسَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَكُمْ جُوَدَاءَ نُجَدَاءَ رُحَمَاءَ، فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَصَلَّى، وَصَامَ ثُمَّ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ دَخَلَ النَّارَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ [80] قال الذهبي: على شرط مسلم

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"হে বানু আবদুল মুত্তালিব! আমি আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় প্রার্থনা করেছি—তিনি যেন তোমাদের অবিচল ব্যক্তিদের আরও দৃঢ় রাখেন, তোমাদের পথভ্রষ্টদের হিদায়াত দান করেন এবং তোমাদের অজ্ঞদের জ্ঞান দান করেন। আর আমি আল্লাহর কাছে এ দোয়াও করেছি যে, তিনি যেন তোমাদের দানশীল, সাহসী ও দয়ালু বানান।

---

[78] عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت ٩١١هـ)، الجامع الصغير وزيادته، رقم 1264،

[79] المستدرك على الصحيحين، حديث 4717، دار الكتب العلمية

[80] المستدرك على الصحيحين، حديث 4712، دار الكتب العلمية

কোনো ব্যক্তি যদি রুকন ও মাকামের মধ্যবর্তী স্থানে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে, রোযা রাখে, তারপর আল্লাহর সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করে যে, সে মুহাম্মাদের আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, তবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।"

ইমাম হাকিম বলেন:

"এই হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী হাসান-সহীহ। তবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেননি।"

ইমাম যাহাবী বলেন: "এটি ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী।

হে আল্লাহ! এঁরাই আমার পরিবার

.81

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: ﴿نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ﴾ [آل عمران: ٦١] دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " [81] قال الذهبي: على شرط البخاري ومسلم

হযরত সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হলো: "এসো, আমরা আমাদের সন্তানদের ও তোমাদের সন্তানদের, আমাদের নারীদের ও তোমাদের নারীদের, এবং আমাদের নিজেদের ও তোমাদের নিজেদেরকে ডেকে আনি..." (সূরা আলে ইমরান: ৬১)

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-কে ডাকলেন এবং বললেন: "হে আল্লাহ! এঁরাই আমার পরিবার (আহল)।"

ইমাম হাকিম বলেন: "এই হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। তবে তাঁরা এটি বর্ণনা করেননি।"

ইমাম যাহাবী বলেন: এটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ের শর্ত অনুযায়ী সহীহ।

.82

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " :إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ خَلِيفَتَيْنِ: كِتَابَ اللَّهِ، حَبْلٌ مَمْدُودٌ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، أَوْ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، وَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ [82] قال الهيثمي: رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَإِسْنَادُهُ جَيِّدٌ.

হযরত যায়েদ ইবনু সাবিত (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমি তোমাদের মাঝে দুটি উত্তরাধিকার (অমূল্য আমানত) রেখে যাচ্ছি: আল্লাহর কিতাব—যা আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত বিস্তৃত এক রজ্জু; এবং আমার বংশধর, অর্থাৎ আমার আহলে বাইত। এ দু'টি কখনো একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না, যতক্ষণ না তারা হাউযে কাওসারে আমার কাছে উপস্থিত হবে।"

ইমাম হাইসামী বলেন: "এ হাদীসটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন। এর সনদ জাইয়িদ (উত্তম)।

---

[81] المستدرك على الصحيحين، حديث 4719، دار الكتب العلمية

[82] الإمام أحمد بن حنبل، فضائل الصحابة، ج2 ص 603 حديث 1032

যে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, আমিও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব

.83

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :نَظَرَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَى عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، فَقَالَ : أَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ، وَسِلْمٌ لِمَنْ سَالَمَكُمْ -هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ [83] سكت عنه الذهبي

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইনের দিকে তাকিয়ে বললেন:

"যে তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে, আমিও তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। আর যে তোমাদের সঙ্গে শান্তি বজায় রাখবে, আমিও তার সঙ্গে শান্তি বজায় রাখব।"

ইমাম হাকিম বলেন: "এই হাদীসটি হাসান।" ইমাম যাহাবী এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।

কোনো প্রতিদান চাই না; তবে

84.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَى مَا أَتَيْتُكُمْ مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى أَجْرًا إِلَّا أَنْ تُوَادُّوا اللَّهَ وَأَنْ تَقَرَّبُوا إِلَيْهِ بِطَاعَتِهِ - هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، إِنَّمَا اتَّفَقَا فِي تَفْسِيرِ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ الزَّرَّادِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ فِي قُرْبَى آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"আমি তোমাদের কাছে যে সুস্পষ্ট প্রমাণ ও হিদায়াত নিয়ে এসেছি, তার বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না। তবে আমি চাই, তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো এবং তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জন করো।"

এরপর ইমাম হাকিম (রহ.) বলেন:

"এই হাদীসের সনদ সহীহ, যদিও ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এটি তাঁদের গ্রন্থে সংকলন করেননি। তবে তাঁরা উভয়েই এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে আবদুল মালিক ইবনু মাইসারাহ, তাউস এবং ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর বর্ণনা উল্লেখ করেছেন, যেখানে এ আয়াতকে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহলে বাইতের নিকটাত্মীয়দের (قربى آل محمد) সম্পর্কে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।"

ইমাম জাহাবী বলেন, সহীহ। [84]

ব্যাখ্যা: এ হাদীসটি সূরা আশ-শূরার ২৩ নম্বর আয়াতের তাফসীরের সঙ্গে সম্পর্কিত:

﴿قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾

"বলুন, আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না; তবে (চাই) নিকটাত্মীয়দের প্রতি ভালোবাসা।" (সূরা আশ-শূরা: ২৩)

ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ঈমান প্রবেশ করবে না

[83] المستدرك على الصحيحين، حديث 4713، دار الكتب العلمية

[84] আল-মুস্তাদরাক ৩৬৫৯।

85.

عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، قَالَ :قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ قُرَيْشًا إِذَا لَقِيَ بَعْضُهَا بَعْضًا لَقُوهَا بِبِشْرٍ حَسَنٍ، وَإِذَا لَقُونَا لَقُونَا بِوُجُوهٍ لَا نَعْرِفُهَا، قَالَ :فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَضَبًا شَدِيدًا، وَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَدْخُلُ قَلْبُ رَجُلٍ الْإِيمَانُ حَتَّى يُحِبَّكُمْ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ

হযরত আব্বাস ইবনু আবদুল মুত্তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি বললাম,

"হে আল্লাহর রাসূল! কুরাইশরা যখন নিজেদের মধ্যে একে অপরের সাক্ষাৎ করে, তখন তারা অত্যন্ত হাসিমুখে ও আন্তরিকতার সঙ্গে মিলিত হয়। কিন্তু আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে এমন মুখভঙ্গি করে, যা আমরা পছন্দ করি না (অর্থাৎ তারা আমাদের প্রতি অনাগ্রহ ও বিরূপতা প্রকাশ করে)।"

এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হলেন এবং বললেন: "সেই সত্তার শপথ, যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! কোনো ব্যক্তির অন্তরে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত ঈমান প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না সে তোমাদেরকে আল্লাহর জন্য এবং তাঁর রাসূলের জন্য ভালোবাসবে।"[85]

86.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ " :لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ نَفْسِهِ، وَأَهْلِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ، وَعِتْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِتْرَتِهِ، وَذَاتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ."

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَفِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، وَهُوَ سَيِّئُ الْحِفْظِ لَا يُحْتَجُّ بِهِ.

হযরত আবদুর রহমান ইবনু আবী লায়লা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"কোনো বান্দার ঈমান পূর্ণ হবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার নিজের প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয় হই; আমার পরিবার তার নিজের পরিবারের চেয়েও অধিক প্রিয় হয়; আমার বংশধর (আহলে বাইত) তার নিজের বংশধরদের চেয়েও অধিক প্রিয় হয়; এবং আমার সত্তা তার নিজের সত্তার চেয়েও অধিক প্রিয় হয়।"

হাইছামী বলেন, এ হাদীসটি তাবারানী তাঁর *আল-মু'জামুল আওসাত* ও *আল-মু'জামুল কাবীর*-এ বর্ণনা করেছেন। এর সনদে মুহাম্মাদ ইবনু আবদুর রহমান ইবনু আবী লায়লা রয়েছেন। তিনি দুর্বল স্মৃতিশক্তির অধিকারী; তাই তাঁর একক বর্ণনা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। [86]

আমি বলিঃ এই মর্মে অন্যান্য অনেক সহীহ হাদিস রয়েছে বিধায় অর্থের দিক থেকে এই হাদিস সহীহ।

সে একজন মুনাফিক

87.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : مَنْ أَبْغَضَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَهُوَ مُنَافِقٌ

---

[85] আল-মুস্তাদরাক ৫৪৩৩।

[86] মাজমাউজ্জাওয়াইদ ১/৮৮, হাদিস ২৯৬।

হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে ব্যক্তি আমাদের আহলে বাইতের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে, সে একজন মুনাফিক।[87]

88.

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ :أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - قَالَ " :الْزَمُوا مَوَدَّتَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ ; فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَهُوَ يَوَدُّنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَنْفَعُ عَبْدًا عَمَلُهُ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ حَقِّنَا."

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ وَغَيْرُهُ.

হযরত হাসান ইবনু আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:
"তোমরা আমাদের আহলে বাইতের প্রতি ভালোবাসা দৃঢ়ভাবে ধারণ করো। কেননা, যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে এমন অবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, সে আমাদের ভালোবাসে, সে আমাদের শাফাআতের মাধ্যমে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! কোনো বান্দার আমল তার কোনো উপকারে আসবে না, যতক্ষণ না সে আমাদের হক ও মর্যাদা যথাযথভাবে চিনে ও স্বীকার করে।"
হাইছামী বলেন, এ হাদীসটি তাবারানী *আল-মু'জামুল আওসাত*-এ বর্ণনা করেছেন। এর সনদে লায়স ইবনু আবী সুলাইমসহ কয়েকজন বর্ণনাকারী রয়েছেন। [88]

.89

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَعْرِفْ حَقَّ عِتْرَتِي وَالْأَنْصَارِ وَالْعَرَبِ، فَهُوَ لِإِحْدَى ثَلَاثٍ: إِمَّا مُنَافِقٌ، وَإِمَّا لِزِنْيَةٍ، وَإِمَّا لِغَيْرِ طُهْرٍ، أَيْ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ.

زَيْدُ بْنُ جُبَيْرَةَ غَيْرُ قَوِيٍّ فِي الرِّوَايَةِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:
"যে ব্যক্তি আমার আহলে বাইত, আনসার এবং আরবদের হক ও মর্যাদা যথাযথভাবে চিনে না, সে তিন শ্রেণির কোনো একটির অন্তর্ভুক্ত: হয় সে মুনাফিক, অথবা ব্যভিচারের সন্তান, অথবা তার মাতা তাকে অপবিত্র অবস্থায় গর্ভধারণ করেছিলেন।"
বাইহাকী বলেন, হাদীসটির সনদে যায়েদ ইবনু জুবাইর রয়েছেন। তিনি হাদীস বর্ণনায় শক্তিশালী (নির্ভরযোগ্য) নন। তাই হাদীসটির সনদ দুর্বল।[89]

90.

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : آخِرُ مَا تَكَلَّمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: اخْلُفُونِي فِي أَهْلِ بَيْتِي.

قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সর্বশেষ কথাগুলোর একটি ছিল: "আমার অবর্তমানে আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে আমার হক রক্ষা করবে (তাদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করবে এবং তাদের মর্যাদা সংরক্ষণ করবে)।"

---

[87] ইমাম আহমাদ, ফাদ্বাইলুস সাহাবাহ ২/১৬৬, হাদিস ১১২৬।
[88] মাজমাউজ্জাওয়াইদ ৯/১৭২, হাদিস ১৫০০৭।
[89] বাইহাকী, শুয়াবুল ঈমান ৩/১৬৩।

হাফিজ হাইসামী (রহ.) বলেন: এ হাদীসটি তাবারানী *আল-মু'জামুল আওসাত*-এ বর্ণনা করেছেন। এর সনদে 'আসিম ইবনু উবাইদুল্লাহ রয়েছেন, তিনি একজন দুর্বল বর্ণনাকারী। [90]

তাঁর কোমরে একটি ছুরি দিয়ে আঘাত করে

91.

عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حِينَ قُتِلَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اسْتُخْلِفَ، فَبَيْنَمَا هُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ إِذْ وَثَبَ عَلَيْهِ رَجُلٌ، فَطَعَنَهُ بِخِنْجَرٍ فِي وَرِكِهِ، فَتَمَرَّضَ مِنْهَا أَشْهُرًا، ثُمَّ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ، فَقَالَ: " يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ اتَّقُوا اللهَ فِينَا، فَإِنَّا أُمَرَاؤُكُمْ وَضِيفَانُكُمْ، وَنَحْنُ أَهْلُ الْبَيْتِ الَّذِي قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: ٣٣] . فَمَا زَالَ يَوْمَئِذٍ يَتَكَلَّمُ حَتَّى مَا يُرَى فِي الْمَسْجِدِ إِلَّا بَاكِيًا

আবু জামীলা (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) শাহাদাতবরণ করার পর হযরত হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) খলিফা নিযুক্ত হন। একদিন তিনি লোকদের নিয়ে সালাত আদায় করছিলেন। এমন সময় এক ব্যক্তি তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাঁর কোমরে একটি ছুরি দিয়ে আঘাত করে। এর ফলে তিনি কয়েক মাস অসুস্থ ছিলেন।

পরে তিনি সুস্থ হয়ে মিম্বরে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন:

"হে ইরাকবাসী! আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো। আমরা তোমাদের শাসক এবং তোমাদের অতিথি। আমরা সেই আহলে বাইত, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

'আল্লাহ তো কেবল এটাই চান যে, হে আহলে বাইত! তিনি তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে পবিত্র করবেন।' (সূরা আল-আহযাব: ৩৩)

তিনি সেদিন এত আবেগপূর্ণ ভাষণ দেন যে, মসজিদে উপস্থিত লোকদের মধ্যে এমন কেউ ছিল না, যে কাঁদছিল না। [91]

হাফিজ হাইসামী (রহ.) বলেন:

এ হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য (সিকাহ)।

কিয়ামতের দিন ইয়াহূদী হিসেবে উঠাবেন

92.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - فَسَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقُولُ " :أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ أَبْغَضَنَا - أَهْلَ الْبَيْتِ - حَشَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَهُودِيًّا ."فَقُلْتُ :يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى؟ قَالَ " :وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، احْتَجَرَ بِذَلِكَ مِنْ سَفْكِ دَمِهِ، وَأَنْ يُؤَدِّيَ الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ. مُثِّلَ لِي أُمَّتِي فِي الطِّينِ، فَمَرَّ بِي أَصْحَابُ الرَّايَاتِ فَاسْتَغْفَرْتُ لِعَلِيٍّ وَشِيعَتِهِ.

قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَفِيهِ مَنْ لَمْ أَعْرِفْهُمْ.

---

[90] মাজমাউজ্জাওয়াইদ ৯/১৬৩, হাদিস ১৪৯৬১।

[91] তাবারানী, আল-মুজামুল কাবীর ৩/৯৩, হাদিস ২৭৬১।

হযরত জাবির ইবনু আবদুল্লাহ আল-আনসারী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি:

"হে মানুষ! যে ব্যক্তি আমাদের—আহলে বাইতের—প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করবে, আল্লাহ তাকে কিয়ামতের দিন ইয়াহূদী হিসেবে উঠাবেন।"

আমি বললাম, "হে আল্লাহর রাসূল! যদিও সে রোযা রাখে এবং সালাত আদায় করে?"

তিনি বললেন: "হ্যাঁ, যদিও সে রোযা রাখে, সালাত আদায় করে এবং নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে। এসবের মাধ্যমে সে কেবল তার রক্তকে নিরাপদ করেছে এবং জিযিয়া প্রদান থেকে অব্যাহতি লাভ করেছে। আমাকে কাদামাটিতে আমার উম্মতকে প্রদর্শন করা হয়েছিল। তখন পতাকাবাহী বিভিন্ন দল আমার সামনে অতিক্রম করছিল। আমি আলীর জন্য এবং তাঁর অনুসারীদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছি।"

হাফিজ হাইসামী (রহ.) বলেন:

এ হাদীসটি তাবারানী *আল-মু'জামুল আওসাত*-এ বর্ণনা করেছেন। এর সনদে এমন কয়েকজন বর্ণনাকারী রয়েছেন, যাঁদের আমি চিনি না। [92]

জান্নাতে সর্বপ্রথম যে চারজন প্রবেশ করবে

93.

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّ أَوَّلَ أَرْبَعَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ أَنَا وَأَنْتَ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، وَذَرَارِيُّنَا خَلْفَ ظُهُورِنَا، وَأَزْوَاجُنَا خَلْفَ ذَرَارِيِّنَا، وَشِيعَتُنَا عَنْ أَيْمَانِنَا وَعَنْ شَمَائِلِنَا"

হযরত মুহাম্মাদ ইবনু উবাইদুল্লাহ ইবনু আবী রাফি' তাঁর পিতা থেকে, তিনি তাঁর দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেছেন:

"জান্নাতে সর্বপ্রথম যে চারজন প্রবেশ করবে, তারা হলো—আমি, তুমি, হাসান ও হুসাইন। আমাদের বংশধররা থাকবে আমাদের পেছনে, আমাদের স্ত্রীগণ থাকবে আমাদের বংশধরদের পেছনে, আর আমাদের অনুসারীরা থাকবে আমাদের ডান ও বাম পাশে। [93]

হাফিজ হাইসামী (রহ.) বলেন:

এ হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর সনদে ইয়াহইয়া ইবনু ইয়া'লা আল-আসলামী রয়েছেন। তিনি একজন দুর্বল বর্ণনাকারী।

নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর নৌকার মতো

94.

عَنْ حَنَشٍ الْكِنَانِيِّ، قَالَ :سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ، يَقُولُ :وَهُوَ آخِذٌ بِبَابِ الْكَعْبَةِ: أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ عَرَفَنِي فَأَنَا مَنْ عَرَفْتُمْ، وَمَنْ أَنْكَرَنِي فَأَنَا أَبُو ذَرٍّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ - هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ

হানাশ আল-কিনানী (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

---

[92] মাজমাউজ্জাওয়াইদ ৯/১৭২, হাদিস ১৫০০৯।

[93] তাবারানী, আল-মুজামুল কাবীর ৩/৪১, হাদিস ২৬২৪। ১/৩১৯ হা ৯৫০।

আমি হযরত আবু যর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে কাবা শরীফের দরজার কড়া ধরে বলতে শুনেছি: "হে মানুষ! তোমাদের মধ্যে যে আমাকে চেনে, সে তো চেনেই। আর যে আমাকে চেনে না, সে জেনে রাখুক—আমি আবু যর। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

'আমার আহলে বাইতের দৃষ্টান্ত হলো নূহ (আলাইহিস সালাম)-এর নৌকার মতো। যে তাতে আরোহণ করবে, সে মুক্তি পাবে; আর যে তা থেকে পিছিয়ে থাকবে, সে ডুবে যাবে।'"

ইমাম হাকিম (রহ.) বলেন:

এ হাদীসের সনদ ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ, যদিও ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এটি তাঁদের গ্রন্থে সংকলন করেননি। [94]

সকল বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে

95.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُمَّ كُلْثُومٍ، فَقَالَ :أَنْكِحْنِيهَا، فَقَالَ عَلِيٌّ :إِنِّي أَرْصُدُهَا لِابْنِ أَخِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، فَقَالَ عُمَرُ :أَنْكِحْنِيهَا فَوَاللَّهِ مَا مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ يَرْصُدُ مِنْ أَمْرِهَا مَا أَرْصُدُهُ، فَأَنْكَحَهُ عَلِيٌّ، فَأَتَى عُمَرُ الْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ :أَلَا تُهَنُّونَنِي؟ فَقَالُوا :بِمَنْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَقَالَ :بِأُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عَلِيٍّ وَابْنَةِ فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ : كُلُّ نَسَبٍ وَسَبَبٍ يَنْقَطِعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِلَّا مَا كَانَ مِنْ سَبَبِي وَنَسَبِي، فَأَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَسَبٌ وَسَبَبٌ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

হযরত আলী ইবনুল হুসাইন (রহ.) থেকে বর্ণিত:

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট তাঁর কন্যা উম্মে কুলসুমের জন্য বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। হযরত আলী (রা.) বললেন,

"আমি তাঁকে আমার ভাতিজা আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফরের জন্য নির্ধারণ করে রেখেছি।"

তখন হযরত উমর (রা.) বললেন, "তাঁকে আমার সঙ্গে বিবাহ দিন। আল্লাহর কসম! তাঁর ব্যাপারে আমার যে আকাঙ্ক্ষা, মানুষের আর কারও তেমন আকাঙ্ক্ষা নেই।"

অতঃপর হযরত আলী (রা.) তাঁর সঙ্গে উম্মে কুলসুমের বিবাহ সম্পন্ন করেন।

এরপর হযরত উমর (রা.) মুহাজির সাহাবীদের কাছে এসে বললেন,

"তোমরা কি আমাকে অভিনন্দন জানাবে না?"

তাঁরা বললেন, "কিসের জন্য, হে আমীরুল মুমিনীন?"

তিনি বললেন, "আলী-কন্যা এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর কন্যা উম্মে কুলসুমের সঙ্গে আমার বিবাহের জন্য। কেননা, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

'কিয়ামতের দিন সকল বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে; তবে আমার বংশ ও আমার বৈবাহিক সম্পর্ক ব্যতীত।'

তাই আমি চেয়েছি, আমার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর একটি বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হোক।"

---

[94] আল-মুস্তাদরাক ২/৩৭৩ হা ৩৩১২।

ইমাম হাকিম (রহ.) বলেন: "এ হাদীসের সনদ সহীহ। যদিও ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এটি তাঁদের গ্রন্থে সংকলন করেননি। [95]

মতভেদ থেকে নিরাপত্তার মাধ্যম

96.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : النُّجُومُ أَمَانٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنَ الْغَرَقِ، وَأَهْلُ بَيْتِي أَمَانٌ لِأُمَّتِي مِنَ الِاخْتِلَافِ، فَإِذَا خَالَفَتْهَا قَبِيلَةٌ مِنَ الْعَرَبِ اخْتَلَفُوا فَصَارُوا حِزْبَ إِبْلِيسَ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ، قال الذهبي: موضوع

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"নক্ষত্রমণ্ডলী পৃথিবীবাসীর জন্য (সমুদ্রে) ডুবে যাওয়া থেকে নিরাপত্তার মাধ্যম। আর আমার আহলে বাইত আমার উম্মতের জন্য মতভেদ থেকে নিরাপত্তার মাধ্যম। অতএব, আরবের কোনো গোত্র যদি তাদের বিরোধিতা করে, তবে তারা পরস্পর বিভক্ত হয়ে যাবে এবং শয়তানের দলে পরিণত হবে।"

ইমাম হাকিম (রহ.) বলেন: "এ হাদীসের সনদ সহীহ, যদিও ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এটি তাঁদের গ্রন্থে সংকলন করেননি।"

কিন্তু ইমাম যাহাবী (রহ.) এ মূল্যায়নের সঙ্গে একমত হননি; তিনি মন্তব্য করেছেন:

"এ হাদীসটি জাল (মাওযূ')। [96]

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সন্তুষ্টি

97.

عن ابن عباسٍ في قوله :﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ .قال :من رضا محمدٍ ﷺ ألا يدخُلَ أَحدٌ مِن أهل بيته النار

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) সূরা আদ্-দুহার এ আয়াত—

﴿وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾

"অচিরেই আপনার প্রতিপালক আপনাকে এমন দান করবেন যে, আপনি সন্তুষ্ট হবেন।" (সূরা আদ্-দুহা: ৫) এর তাফসীরে বলেন: "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সন্তুষ্টির একটি দিক হলো, তাঁর আহলে বাইতের কাউকে যেন জাহান্নামে প্রবেশ করতে না হয়।" [97]

যে ব্যক্তি এগুলোর হেফাজত করবে

98.

---

[95] আল-মুস্তাদরাক ৩/১৫৩ হা ৪৬৮৪।

[96] আল-মুস্তাদরাক ৩/১৬২ হা ৪৭১৫।

[97] তাফসীরে তাবারী

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ " :إِنَّ لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - حُرُمَاتٌ ثَلَاثٌ، مَنْ حَفِظَهُنَّ حَفِظَ اللَّهُ لَهُ أَمْرَ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ، وَمَنْ لَمْ يَحْفَظْهُنَّ لَمْ يَحْفَظِ اللَّهُ لَهُ شَيْئًا :حُرْمَةُ الْإِسْلَامِ، وَحُرْمَتِي، وَحُرْمَةُ رَحِمِي."

قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَلَمْ أَرَ مَنْ وَثَّقَهُ.[98]

হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"আল্লাহ তাআলার তিনটি পবিত্র মর্যাদা (হুরমত) রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলোর হেফাজত করবে, আল্লাহ তার দ্বীন ও দুনিয়ার বিষয়সমূহ হেফাজত করবেন। আর যে ব্যক্তি এগুলোর হেফাজত করবে না, আল্লাহ তার কোনো বিষয়ই সংরক্ষণ করবেন না। সেগুলো হলো—

(১) ইসলামের মর্যাদা,

(২) আমার মর্যাদা,

(৩) আমার আত্মীয়তার (আহলে বাইতের) মর্যাদা।"

হাফিজ হাইসামী (রহ.) বলেন:

এ হাদীসটি তাবারানী *আল-মু'জামুল কাবীর* ও *আল-মু'জামুল আওসাত*-এ বর্ণনা করেছেন। এর সনদে ইবরাহীম ইবনু হাম্মাদ রয়েছেন। তিনি একজন দুর্বল বর্ণনাকারী। তাঁকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন—এমন কাউকে আমি দেখিনি।

আমরা সবাই কিয়ামতের দিন একই স্থানে থাকব।

99.

عَنْ أَبِي فَاخِتَةَ ، قَالَ :قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : زَارَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ فَبَاتَ عِنْدَنَا، وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ نَائِمَانِ، فَاسْتَسْقَى الْحَسَنُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى قِرْبَةٍ لَنَا، فَجَعَلَ يَعْصِرُهَا فِي الْقَدَحِ، ثُمَّ يَسْقِيهِ، فَتَنَاوَلَهُ الْحُسَيْنُ لِيَشْرَبَ، فَمَنَعَهُ، وَبَدَأَ بِالْحَسَنِ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ :يَا رَسُولَ اللهِ، كَأَنَّهُ أَحَبُّهُمَا إِلَيْكَ، فَقَالَ :لَا، وَلَكِنَّهُ اسْتَسْقَى أَوَّلَ مَرَّةٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ :إِنِّي وَإِيَّاكِ وَهَذَيْنِ - وَأَحْسَبُهُ قَالَ :وَهَذَا الرَّاقِدُ - يَعْنِي عَلِيًّا - يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ[99]

আবু ফাখিতা (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন—

একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের বাড়িতে আগমন করলেন এবং আমাদের ঘরেই রাত্রিযাপন করলেন। তখন হাসান ও হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) ঘুমিয়ে ছিলেন। কিছুক্ষণ পর ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পানি চাইলে রাসূলুল্লাহ ﷺ উঠে আমাদের একটি পানির মশকের কাছে গেলেন। তিনি সেটি চেপে একটি পেয়ালায় পানি ঢেলে ইমাম হাসানকে পান করাতে লাগলেন।

---

[98] مجمع الزوائد، ج 1 ص 88 حديث 300

[99] أبو داود الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود (ت ٢٠٤ هـ)، مسند أبي داود الطيالسي، ج 1 ص 156 ح 186، الناشر: دار هجر – مصر، الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م، عدد الأجزاء: ٤

এ সময় ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)ও সেই পেয়ালাটি নিয়ে পানি পান করতে চাইলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে অপেক্ষা করতে বললেন এবং প্রথমে ইমাম হাসানকেই পানি পান করালেন।

তখন হযরত ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! মনে হচ্ছে, আপনি হাসানকেই তাঁদের দুজনের মধ্যে বেশি ভালোবাসেন।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "না, তা নয়। বরং সে-ই প্রথমে পানি চেয়েছিল।"

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন,

"নিশ্চয়ই আমি, তুমি (হে ফাতিমা), এ দুজন (হাসান ও হুসাইন)—এবং (বর্ণনাকারী বলেন, আমার ধারণা তিনি আরও বলেছিলেন) এই যে শায়িত ব্যক্তি—অর্থাৎ আলী—আমরা সবাই কিয়ামতের দিন একই স্থানে থাকব।

তুমি কি জানো না, তার কান্না আমাকে কষ্ট দেয়?

100.

وَعَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ - ﷺ - مِنْ بَيْتِ عَائِشَةَ، فَمَرَّ عَلَى بَيْتِ فَاطِمَةَ، فَسَمِعَ حُسَيْنًا يَبْكِي، فَقَالَ " :أَلَمْ تَعْلَمِي أَنَّ بُكَاءَهُ يُؤْذِينِي؟."

قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُ مُنْقَطِعٌ.[100]

ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘর থেকে বের হয়ে হযরত ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন। তিনি বললেন:

"তুমি কি জানো না, তার কান্না আমাকে কষ্ট দেয়?"

হাফিজ হাইসামী (রহ.) বলেন:

এ হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর সনদ মুনকাতি‘ (বিচ্ছিন্ন)।

هَذَا الَّذِي تَعْرِفُ الْبَطْحَاءُ وَطْأَتَهُ

যার পদচারণা মক্কার উপত্যকা চেনে

101.

ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেন,

ثنا سُلَيْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ، قَالَ " :كَانَ الْحُسَيْنُ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَأَرَادَ أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ، فَأَوْسَعَ النَّاسُ لَهُ، وَالْفَرَزْدَقُ بْنُ غَالِبٍ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَجُلٌ :يَا أَبَا فِرَاسٍ، مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ الْفَرَزْدَقُ:

هَذَا الَّذِي تَعْرِفُ الْبَطْحَاءُ وَطْأَتَهُ ... وَالْبَيْتُ يَعْرِفُهُ وَالْحِلُّ وَالْحَرَمُ

هَذَا ابْنُ خَيْرِ عِبَادِ اللهِ كُلِّهِمُ ... هَذَا التَّقِيُّ النَّقِيُّ الطَّاهِرُ الْعَلَمُ

يَكَادُ يُمْسِكُهُ عِرْفَانَ رَاحَتِهِ ... رُكْنُ الْحَطِيمِ لَدَيْهِ حِينَ يَسْتَلِمُ

إِذَا رَأَتْهُ قُرَيْشٌ قَالَ قَائِلُهَا ... إِلَى مَكَارِمِ هَذَا يَنْتَهِي الْكَرَمُ

---

[100] مجمع الزوائد، حديث 15188

يُغْضِي حَيَاءً وَيُغْضَى مِنْ مَهابَتِهِ ... فَمَا يُكَلَّمُ إِلَّا حِينَ يَبْتَسِمُ
فِي كَفِّهِ خَيْزُرَانٌ رِيحُهُ عَبَقٌ ... بِكَفِّ أَرْوَعَ فِي عِرْنِينِهِ شَمَمُ
مُشْتَقَّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ نَبْعَتُهُ ... طَابَتْ عَناصِرُهُ وَالْخَيْمُ وَالشِّيَمُ
لَا يَسْتَطِيعُ جَوَادٌ بَعْدَ غَايَتِهِمْ ... وَلَا يُدانِيهِمُ قَوْمٌ وَإِنْ كَرُمُوا
أَيُّ الْعَشائِرِ لَيْسَتْ فِي رِقَابِهِمُ ... لِأَوَّلِيَّةِ هَذَا أَوْ لَهُ نِعَمُ[101]"

সুলাইমান ইবনুল হাইসাম (রহ.) বলেন:

হযরত হুসাইন ইবনু আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) একদিন কাবা শরীফ তাওয়াফ করছিলেন। তিনি যখন হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ (ইস্তিলাম) করতে এগিয়ে গেলেন, তখন লোকেরা তাঁর জন্য পথ ছেড়ে দিল। সে সময় বিখ্যাত কবি আল-ফারাযদাক তাঁকে দেখছিলেন। একজন লোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করল, "হে আবু ফিরাস! এই ব্যক্তি কে?"

তখন ফারাযদাক এই বিখ্যাত কবিতাটি আবৃত্তি করলেন—

এ সেই মহান ব্যক্তি, যার পদচারণা মক্কার উপত্যকা চেনে;
কাবাঘর, হিল (হারামের বাইরে) ও হারাম—সবই তাঁকে চেনে।
তিনি আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দার (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) পুত্র;
তিনি পরহেযগার, পবিত্র, নিষ্কলুষ এবং সুপ্রসিদ্ধ মহামানব।
তিনি যখন হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করতে আসেন,
তখন যেন সেই পাথরও তাঁর হাতকে চিনে ধরে রাখতে চায়।
কুরাইশ যখন তাঁকে দেখে, তখন বলে—
মহত্ত্ব ও বংশীয় গৌরবের সর্বোচ্চ শিখর এই মানুষটির কাছেই এসে শেষ হয়েছে।
তিনি লজ্জাশীলতায় দৃষ্টি অবনত রাখেন,
আর মানুষ তাঁর মহিমায় সম্মানভরে দৃষ্টি নত করে।
কেউ তাঁর সঙ্গে কথা বলতে সাহস পায় না,
যতক্ষণ না তিনি নিজে মুচকি হাসেন।
তাঁর হাতে রয়েছে সুগন্ধি খেজুর-কাঠের ছড়ি;
তাঁর হাত সুগন্ধময়, আর তাঁর উন্নত নাসিকা তাঁর মর্যাদা ও আত্মমর্যাদার প্রতীক।
তাঁর বংশধারা উৎসারিত হয়েছে রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে;
তাঁর বংশ, চরিত্র, স্বভাব ও গুণাবলি সবই পবিত্র ও উৎকৃষ্ট।
কোনো উদার ব্যক্তি তাঁদের মহত্ত্বকে অতিক্রম করতে পারে না;
আর কোনো জাতিই তাঁদের সমকক্ষ হতে পারে না, তারা যতই সম্মানিত হোক না কেন।
কোন গোত্র আছে, যার ওপর তাঁদের অনুগ্রহ ও অগ্রগামিতার ঋণ নেই?
অথবা এমন কে আছে, যে তাঁদের অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়েছে?

আল্লাহর পর আমাদের মাথায় চুল গজিয়েছে তো তোমাদেরই কল্যাণে!

102.

عَنِ الحُسَيْنِ، قَالَ:

[101] الطبراني ، المعجم الكبير، ج 3 ص 101 ح 2800

صَعِدتُ المِنْبَرَ إِلَى عُمَرَ، فَقُلْتُ :انزِلْ عَنْ مِنْبَرِ أَبِي، وَاذْهَبْ إِلَى مِنْبَرِ أَبِيْكَ. فَقَالَ :إِنَّ أَبِي لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْبَرٌ! فَأَقْعَدَنِي مَعَهُ، فَلَمَّا نَزَلَ، قَالَ :أَيْ بُنَيَّ! مَنْ علَّمَكَ هَذَا؟ قُلْتُ :مَا عَلَّمَنِيْهِ أَحَدٌ. قَالَ :أَيْ بُنَيَّ! وَهَلْ أَنْبتَ عَلَى رُؤُوْسِنَا الشَّعْرَ إِلاَّ اللهُ ثُمَّ أَنْتُم!

وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ، وَقَالَ :أَيْ بُنَيَّ! لَوْ جَعَلْتَ تَأْتِينَا وَتَغْشَانَا

قال الذهبي: إِسْنَادُه صَحِيْحٌ. [102]

হযরত হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

একদিন আমি মিম্বারে উঠে হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললাম,

"আপনি আমার পিতার মিম্বার থেকে নেমে যান এবং আপনার পিতার মিম্বারে গিয়ে বসুন।"

তিনি বললেন, "আমার পিতার তো কোনো মিম্বারই ছিল না!" এরপর তিনি আমাকে নিজের পাশে বসালেন।

তিনি মিম্বার থেকে নেমে আমাকে বললেন, "হে বৎস! তোমাকে এ কথা কে শিখিয়েছে?"

আমি বললাম, "আমাকে কেউ শেখায়নি।"

তিনি বললেন, "হে বৎস! আল্লাহর পর আমাদের মাথায় চুল গজিয়েছে তো তোমাদেরই কল্যাণে!"

এরপর তিনি স্নেহভরে আমার মাথায় হাত রেখে বললেন,

"হে বৎস! তুমি যদি আমাদের কাছে আসতে এবং আমাদের সঙ্গে সময় কাটাতে, তাহলে খুব ভালো হতো।"

ইমাম যাহাবী (রহ.) বলেন: এর সনদ সহীহ।

আমার পিতার মিম্বার থেকে নেমে যান

103.

খতীব বাগদাদী তাঁর সনদে বর্ণনা করেন,

حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: أَتَيْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَصَعِدْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: انْزِلْ عَنْ مِنْبَرِ أَبِي، وَاذْهَبْ إِلَى مِنْبَرِ أَبِيكَ. فَقَالَ عُمَرُ: لَمْ يَكُنْ لِأَبِي مِنْبَرٌ. وَأَخَذَنِي وَأَجْلَسَنِي مَعَهُ، فَجَعَلْتُ أُقَلِّبُ خِنْصَرَ يَدِي. فَلَمَّا نَزَلَ انْطَلَقَ بِي إِلَى مَنْزِلِهِ، فَقَالَ لِي: مَنْ عَلَّمَكَ؟ فَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا عَلَّمَنِيهِ أَحَدٌ. قَالَ: يَا بُنَيَّ، لَوْ جَعَلْتَ تَغْشَانَا.

قَالَ: فَأَتَيْتُهُ يَوْمًا وَهُوَ خَالٍ بِمُعَاوِيَةَ، وَابْنُ عُمَرَ بِالْبَابِ، فَرَجَعَ ابْنُ عُمَرَ، وَرَجَعْتُ مَعَهُ. فَلَقِيَنِي بَعْدُ، فَقَالَ: لَمْ أَرَكَ؟ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي جِئْتُ وَأَنْتَ خَالٍ بِمُعَاوِيَةَ، وَابْنُ عُمَرَ بِالْبَابِ، فَرَجَعَ ابْنُ عُمَرَ، وَرَجَعْتُ مَعَهُ. فَقَالَ: أَنْتَ أَحَقُّ بِالْإِذْنِ مِنِ ابْنِ عُمَرَ، وَإِنَّمَا أَنْبَتَ مَا تَرَى فِي رُءُوسِنَا اللَّهُ، ثُمَّ أَنْتُمْ. [103]

হযরত হুসাইন ইবনু আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন: আমি একদিন হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে গেলাম। তিনি তখন মিম্বারের ওপর ছিলেন। আমি মিম্বারে উঠে বললাম, "আমার পিতার মিম্বার থেকে নেমে যান এবং আপনার পিতার মিম্বারে গিয়ে বসুন।"

---

[102] سير أعلام النبلاء ج 3 ص 285

[103] تاريخ بغداد ج 1 ص 151 العلمية // ابن حجر العسقلاني، المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية، ج 15 ص 760، الناشر: دار العاصمة، دار الغيث – السعودية، الطبعة: الأولى، ١٤١٩هـ، عدد الأجزاء: ١٩ / الإصابة في تمييز الصحابة ج 2 ص 69، دار الكتب العلمية

হযরত উমর (রা.) বললেন, "আমার পিতার তো কোনো মিম্বারই ছিল না।"
এরপর তিনি আমাকে ধরে নিজের পাশে বসালেন। আমি বসে আমার হাতের কনিষ্ঠ আঙুল নিয়ে খেলতে লাগলাম। তিনি মিম্বার থেকে নেমে আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং বললেন, "তোমাকে এ কথা কে শিখিয়েছে?"
আমি বললাম, "আল্লাহর কসম! আমাকে এ কথা কেউ শেখায়নি।"
তিনি বললেন, "হে বৎস! তুমি যদি আমাদের কাছে আসতে এবং আমাদের সঙ্গে মেলামেশা করতে, তাহলে খুব ভালো হতো।"
হযরত হুসাইন (রা.) বলেন:
একদিন আমি তাঁর কাছে গেলাম। তখন তিনি মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সঙ্গে নির্জনে আলোচনা করছিলেন। ইবনু উমর দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি ফিরে গেলেন, আমিও তাঁর সঙ্গে ফিরে এলাম।
পরে হযরত উমর (রা.) আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, "আমি তো তোমাকে দেখিনি!"
আমি বললাম, "হে আমীরুল মুমিনীন! আমি এসেছিলাম। কিন্তু আপনি মুয়াবিয়ার সঙ্গে নির্জনে ছিলেন। আর ইবনু উমর দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি ফিরে গেলে আমিও তাঁর সঙ্গে ফিরে আসি।"
তখন হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, "ইবনু উমরের চেয়ে তোমারই আগে প্রবেশের অধিকার ছিল। আল্লাহর পর আমাদের মাথায় যে সম্মান ও মর্যাদা তুমি দেখতে পাচ্ছ, তা তোমাদের (রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহলে বাইতের) কারণেই।

ইবনু হাজার আস্কালানী তাঁর আল-ইসাবাহ গ্রন্থে বলেন,

سنده صحيح وهو عند الخطيب.

এর সনদ সহীহ। ইমাম খতীব আল-বাগদাদী (রহ.) তাঁর গ্রন্থে এটি বর্ণনা করেছেন।

وروى الحاكم: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ :لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ مِنْكُمْ أَنَّكُمْ تُؤْنِسُونَ مِنِّي شِدَّةً وَغِلْظَةً، وَذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكُنْتُ عَبْدَهُ وَخَادِمَهُ، وَكَانَ كَمَا قَالَ اللَّهُ ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ فَكُنْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ كَالسَّيْفِ الْمُسْلُولِ إِلَّا أَنْ يَغْمِدَنِي أَوْ يَنْهَانِي عَنْ أَمَرٍ، فَأَكُفَّ وَإِلَّا أَقْدَمْتُ عَلَى النَّاسِ لِمَكَانِ لِينِهِ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَأَبُو صَالِحٍ فَقَدِ احْتَجَّ بِهِ الْبُخَارِيُّ، فَأَمَّا سَمَاعُ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ فَمُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَأَكْثَرُ أَئِمَّتِنَا عَلَى أَنَّهُ قَدْ سَمِعَ مِنْهُ، وَهَذِهِ تَرْجَمَةٌ مَعْرُوفَةٌ فِي الْمَسَانِيدِ (المستدرك، حديث 434)

ইমাম হাকিম (রহিমাহুল্লাহ) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন—
যখন উমার ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, তখন তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মিম্বারে আরোহণ করে মানুষের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তিনি প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন, তারপর বললেন—

"হে মানুষ! আমি জানি, তোমরা আমার মধ্যে কঠোরতা ও দৃঢ়তা দেখতে অভ্যস্ত। এর কারণ হলো, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম তাঁর একজন খাদেম ও সেবক হিসেবে। আর তিনি ছিলেন, যেমন আল্লাহ তাআলা তাঁকে বর্ণনা করেছেন—﴿بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾

'তিনি মুমিনদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ও পরম দয়ালু।'

আমি তাঁর সামনে খাপ থেকে বের করা তরবারির মতো ছিলাম। তিনি যখন আমাকে খাপে ঢুকিয়ে দিতেন (অর্থাৎ সংযত থাকতে বলতেন) অথবা কোনো বিষয়ে আমাকে নিষেধ করতেন, তখন আমি থেমে যেতাম। অন্যথায় তাঁর কোমল স্বভাবের কারণে মানুষের ব্যাপারে আমি দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যেতাম।"

এরপর ইমাম হাকিম বলেন—

"এই হাদীসের সনদ সহীহ। আবু সালিহ এমন একজন রাবী, যার হাদীস ইমাম বুখারী দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তবে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহিমাহুল্লাহ)-এর উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে সরাসরি শ্রবণ (সামা') প্রমাণিত কি না—এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। তবে আমাদের অধিকাংশ ইমামের মতে, তিনি উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট থেকে শ্রবণ করেছেন। আর এই বর্ণনাটি মুসনাদসমূহে সুপরিচিত।" (আল-মুস্তাদরাক, হাদীস নং ৪৩৪)

104.

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ أَتَى أَبَا هُرَيْرَةَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، فَقَالَ مَرْوَانُ لِأَبِي هُرَيْرَةَ :مَا وَجَدْتُ عَلَيْكَ فِي شَيْءٍ مُنْذُ اصْطَحَبْنَا إِلَّا فِي حُبِّكَ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ .قَالَ :فَتَحَفَّزَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَجَلَسَ، فَقَالَ :أَشْهَدُ لَخَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِبَعْضِ الطَّرِيقِ سَمِعَ رَسُولُ اللهِ ﷺ صَوْتَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ وَهُمَا يَبْكِيَانِ وَهُمَا مَعَ أُمِّهِمَا، فَأَسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى أَتَاهُمَا، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَهَا : مَا شَأْنُ ابْنَيَّ؟ فَقَالَتِ: الْعَطَشُ .قَالَ :فَأَخْلَفَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِلَى شَنَّةٍ يَبْتَغِي فِيهَا مَاءً، وَكَانَ الْمَاءُ يَوْمَئِذٍ أَعْذَارًا، وَالنَّاسُ يُرِيدُونَ الْمَاءَ، فَنَادَى : هَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعَهُ مَاءٌ؟ فَلَمْ يَبْقَ أَحَدٌ إِلَّا أَخْلَفَ بِيَدِهِ إِلَى كُلَّابِهِ يَبْتَغِي الْمَاءَ فِي شَنَّةٍ، فَلَمْ يَجِدْ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَطْرَةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : نَاوِلِينِي أَحَدَهُمَا، فَنَاوَلَتْهُ إِيَّاهُ مِنْ تَحْتِ الْخِدْرِ، فَرَأَيْتُ بَيَاضَ ذِرَاعَيْهَا حِينَ نَاوَلَتْهُ، فَأَخَذَهُ فَضَمَّهُ إِلَى صَدْرِهِ وَهُوَ يَطْغُو مَا يَسْكُتُ، فَأَدْلَعَ لَهُ لِسَانَهُ فَجَعَلَ يَمُصُّهُ حَتَّى هَدَأَ أَوْ سَكَنَ، فَلَمْ أَسْمَعْ لَهُ بُكَاءً، وَالْآخَرُ يَبْكِي كَمَا هُوَ مَا يَسْكُتُ، فَقَالَ : نَاوِلِينِي الْآخَرَ ، فَنَاوَلَتْهُ إِيَّاهُ فَفَعَلَ بِهِ كَذَلِكَ، فَسَكَتَا فَمَا أَسْمَعُ لَهُمَا صَوْتًا، ثُمَّ قَالَ : سِيرُوا ، فَصَدَعْنا يَمِينًا وَشِمَالًا عَنِ الظَّعائِنِ حَتَّى لَقِينَاهُ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ، فَأَنَا لَا أُحِبُّ هَذَيْنِ وَقَدْ رَأَيْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ ؟ [104]

قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

ইসহাক ইবনু আবী হাবীবাহ—যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুক্তদাস ছিলেন—তিনি আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন:

মারওয়ান ইবনুল হাকাম আবূ হুরাইরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু)-এর সেই অসুস্থতার সময় তাঁকে দেখতে এলেন, যে অসুস্থতায় তিনি ইন্তিকাল করেছিলেন। মারওয়ান বললেন,

[104] الطبراني، المعجم الكبير، ج 3 ص 50، حديث 2656

“আমাদের দীর্ঘ সঙ্গের মধ্যে তোমার একটি বিষয়ই আমার অপছন্দ হয়েছে—তা হলো, তোমার হাসান ও হুসাইনের প্রতি অতিরিক্ত ভালোবাসা।”

এ কথা শুনে আবূ হুরাইরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন,

“আমি সাক্ষ্য দিয়ে বলছি, আমরা একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে সফরে বের হয়েছিলাম। পথের এক পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ হঠাৎ হাসান ও হুসাইনের কান্নার শব্দ শুনতে পেলেন। তারা তাদের মায়ের সঙ্গে ছিল। তিনি দ্রুত তাদের দিকে এগিয়ে গেলেন।

আমি তাঁকে বলতে শুনলাম ‘আমার দুই ছেলের কী হয়েছে?’

তাঁদের মা বললেন, ‘তারা পিপাসার্ত।’

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি পানির মশকের কাছে গেলেন, যাতে হয়তো কিছু পানি পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সেদিন পানি ছিল খুবই দুর্লভ; লোকেরা সবাই পানির সন্ধান করছিল।

তিনি ঘোষণা করলেন, ‘তোমাদের কারও কাছে কি পানি আছে?’

তখন উপস্থিত প্রত্যেকে নিজ নিজ উটের জিনে ঝুলানো পানির মশক খুঁজতে লাগল। কিন্তু কেউ এক ফোঁটা পানিও পেল না।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘তাদের একজনকে আমার কাছে দাও।’

তাঁদের মা পর্দার আড়াল থেকে একটি শিশুকে তাঁর হাতে তুলে দিলেন। আমি তখন তাঁর দুই বাহুর শুভ্রতা দেখতে পেলাম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ শিশুটিকে নিজের বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সে তখনও তীব্রভাবে কাঁদছিল এবং কিছুতেই শান্ত হচ্ছিল না। তখন তিনি নিজের জিহ্বা শিশুটির সামনে বের করে দিলেন। শিশুটি তা চুষতে লাগল। এভাবে সে ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে গেল। এরপর আমি তার আর কোনো কান্নার শব্দ শুনিনি।

অপর শিশুটি তখনও আগের মতোই কাঁদছিল এবং কিছুতেই থামছিল না। তখন তিনি বললেন, ‘অপরজনকেও আমার কাছে দাও।’

তাঁদের মা তাকেও তাঁর হাতে তুলে দিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সঙ্গেও একই আচরণ করলেন। সেও শান্ত হয়ে গেল। এরপর আমি আর তাদের কারও কোনো কান্নার শব্দ শুনিনি।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ‘চলো, এগিয়ে চল।’

আমরা কাফেলার নারীদের ডান ও বাম দিক দিয়ে অতিক্রম করে আবার প্রধান পথে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলাম।

(আবূ হুরাইরা বলেন:) ‘আমি কীভাবে হাসান ও হুসাইনকে ভালোবাসব না, অথচ আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পক্ষ থেকে তাঁদের প্রতি এই ভালোবাসা ও স্নেহ নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছি?’

হাইসামী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন: “এ হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন, এবং এর সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য (ثقات)।”

আল্লাহ তাদের ঘরবাড়ি ও কবরগুলো আগুনে পরিপূর্ণ করে দিন

105.

عَنْ شَهْرِ بنِ حَوْشَبٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ -ﷺ - حِينَ أَتَاهَا قَتْلُ الحُسَيْنِ، فَقَالَتْ :قَدْ فَعلُوْهَا؟! مَلأَ اللهُ بُيُوتَهُم وَقُبُورَهُم نَاراً. وَوَقَعَتْ مَغْشِيَّةً عَلَيْهَا [105]

শাহর ইবনু হাওশাব (রহ.) বলেন:
আমি একদিন উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় তাঁর কাছে ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাতের সংবাদ পৌঁছল। তিনি বিস্ময় ও বেদনায় বলে উঠলেন:
"তারা কি সত্যিই এ কাজ করেছে? আল্লাহ তাদের ঘরবাড়ি ও কবরগুলো আগুনে পরিপূর্ণ করে দিন!"
এরপর তিনি গভীর শোকে অজ্ঞান হয়ে পড়লেন।

পবিত্র মস্তক ইয়াযীদ ইবনু মুয়াবিয়ার সামনে রাখা হলো

106.

لَمَّا وُضِعَ رَأْسُ الْحُسَيْنِ بَيْنَ يَدَيْ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ جَعَلَ يَنْكُتُ بِقَضِيبٍ كَانَ فِي يَدِهِ فِي ثَغْرِهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ :أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ أَخَذَ قَضِيبُكَ هَذَا مَأْخَذًا، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْشُفُهُ .ثُمَّ قَالَ لَهُ :أَمَا إِنَّ هَذَا سَيَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَفِيعُهُ مُحَمَّدٌ ﷺ، وَتَجِيءُ وَشَفِيعُكَ ابْنُ زِيَادٍ. ثُمَّ قَامَ فَوَلَّى .

وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا عَنْ أَبِي الْوَلِيدِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَسَدٍ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ : لَمَّا وُضِعَ رَأْسُ الْحُسَيْنِ بَيْنَ يَدَيْ يَزِيدَ، وَعِنْدَهُ أَبُو بَرْزَةَ جَعَلَ يَنْكُتُ بِالْقَضِيبِ عَلَى لِثَتِهِ وَيَقُولُ :يُفَلِّقْنَ هَامًا .فَقَالَ لَهُ أَبُو بَرْزَةَ :ارْفَعْ قَضِيبَكَ، فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْثِمُهُ.

قَالَ ابْنُ أَبِي الدُّنْيَا وَحَدَّثَنِي مَسْلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، عَنِ الْحُمَيْدِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ، سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ أَبِي حَفْصَةَ قَالَ :قَالَ الْحَسَنُ: لَمَّا جِيءَ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ جَعَلَ يَزِيدُ يَطْعَنُ بِالْقَضِيبِ [106]

যখন ইমাম হুসাইন (রা.)-এর পবিত্র মস্তক ইয়াযীদ ইবনু মুয়াবিয়ার সামনে রাখা হলো, তখন সে তার হাতে থাকা একটি লাঠি দিয়ে তাঁর মুখমণ্ডলে খোঁচা দিতে লাগল।
তখন হযরত আবু বারযা আল-আসলামী (রা.) তাকে বললেন: "আল্লাহর কসম! তোমার এই লাঠি এমন এক স্থানে আঘাত করছে, যেখানে আমি নিজ চোখে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে তাঁর ঠোঁট রেখে চুম্বন করতে দেখেছি।"
এরপর তিনি ইয়াযীদকে বললেন: "জেনে রেখো, কিয়ামতের দিন হুসাইন আসবেন, আর তাঁর সুপারিশকারী হবেন মুহাম্মাদ ﷺ। আর তুমি আসবে, তোমার সুপারিশকারী হবে ইবনু জিয়াদ।"
এ কথা বলে তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন।
অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে:
যখন ইমাম হুসাইন (রা.)-এর পবিত্র মস্তক ইয়াযীদের সামনে রাখা হলো এবং সেখানে আবু বারযা (রা.) উপস্থিত ছিলেন, তখন ইয়াযীদ একটি লাঠি দিয়ে তাঁর মাড়িতে খোঁচা দিতে দিতে কবিতা আবৃত্তি করছিল।

---

105 الذهبي، سير أعلام النبلاء ج3 ص 318
106 ابن كثير ت 774 هـ ، البداية والنهاية

তখন আবু বারযা (রা.) বললেন: ''তোমার লাঠি সরিয়ে নাও। আল্লাহর কসম! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এই স্থানেই চুম্বন করতে দেখেছি।''

আরও একটি বর্ণনায় হযরত হাসান আল-বাসরী (রহ.) বলেন,

''যখন ইমাম হুসাইন (রা.)-এর পবিত্র মস্তক আনা হলো, তখন ইয়াযীদ লাঠি দিয়ে তাতে খোঁচা দিতে লাগল।

সে একটি ছড়ি হাতে নিয়ে তাঁর ঠোঁটদ্বয় সরাতে লাগল

107.

عَنْ زَيْدِ بنِ أَرْقَمَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عُبَيْدِ اللهِ، فَأُتِيَ بِرَأْسِ الحُسَيْنِ، فَأَخَذَ قَضِيباً، فَجَعَلَ يَفْتَرُّ بِهِ عَنْ شَفَتَيْهِ، فَلَمْ أَرَ ثَغْراً كَانَ أَحْسَنَ مِنْهُ كَأَنَّهُ الدُّرُّ، فَلَمْ أَمْلِكْ أَنْ رَفَعْتُ صَوْتِي بِالبُكَاءِ.

فَقَالَ :مَا يُبْكِيْكَ أَيُّهَا الشَّيْخُ؟ قُلْتُ :يُبكِيْنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ - رَأَيْتُهُ يَمُصُّ مَوْضِعَ هَذَا القَضِيبِ، وَيَلثُمُهُ، وَيَقُوْلُ : اللَّهُمَّ إِنِّيْ أُحِبُّهُ، فَأَحِبَّهُ [107]

হযরত যায়েদ ইবনু আরকাম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

আমি উবাইদুল্লাহ (ইবনু যিয়াদ)-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর পবিত্র শির মোবারক আনা হলো। সে একটি ছড়ি হাতে নিয়ে তাঁর ঠোঁটদ্বয় সরাতে লাগল। আমি তাঁর মতো সুন্দর দাঁত আর কখনো দেখিনি; মনে হচ্ছিল যেন মুক্তার দানা।

আমি আর নিজেকে সংযত রাখতে পারলাম না; উচ্চস্বরে কেঁদে উঠলাম।

সে বলল,

"হে বৃদ্ধ! আপনাকে কাঁদাচ্ছে কী?"

আমি বললাম,

"আমাকে কাঁদাচ্ছে সেই দৃশ্য, যা আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছ থেকে দেখেছি। আমি তাঁকে এই ছড়ি যে স্থানে স্পর্শ করছে, সেই স্থান চুম্বন করতে এবং মুখে নিয়ে সোহাগ করতে দেখেছি। আর তাঁকে বলতে শুনেছি:

'হে আল্লাহ! আমি তাকে ভালোবাসি; অতএব আপনিও তাকে ভালোবাসুন।

আমাকে হত্যা না করা পর্যন্ত তাকে হত্যা করতে পারবে না

108.

وَلَمْ يَكُنْ بَقِيَ مِنْهُم إِلاَّ غُلاَمٌ كَانَ مَرِيضاً مَعَ النِّسَاءِ، فَأَمَرَ بِهِ عُبَيْدُ اللهِ لِيُقْتَلَ، فَطَرَحَتْ عَمَّتُهُ زَيْنَبُ نَفْسَهَا عَلَيْهِ، وَقَالَتْ :لاَ يُقتَلُ حَتَّى تَقْتُلُوْنِي.

فَرَقَّ لَهَا، وَجَهَّزَهُم إِلَى الشَّامِ، فَلَمَّا قَدِمُوا عَلَى يَزِيْدَ، جَمَعَ مَنْ كَانَ بِحَضرَتِهِ، وَهَنَّؤُوهُ: فَقَامَ رَجُلٌ أَحْمَرُ أَزرقُ، وَنَظَرَ إِلَى صَبِيَّةٍ مِنْهُم، فَقَالَ :هَبْهَا لِي يَا أَمِيْرَ المُؤْمِنِيْنَ.

فَقَالَتْ زَيْنَبُ :لاَ وَلاَ كرَامَةَ لَكَ إِلاَّ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ دِيْنِ اللهِ. فَقَالَ لَهُ يَزِيْدُ :كُفَّ.

---

[107] الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 3 ص 315

ثُمَّ أَدخَلَهُم إِلَى عِيَالِهِ، فَجَهَّزَهُم، وَحَمَلَهُم إِلَى المَدِيْنَةِ [108]

তাঁদের মধ্যে কেবল একজন কিশোর জীবিত ছিলেন। তিনি অসুস্থ থাকায় নারীদের সঙ্গে ছিলেন। উবাইদুল্লাহ (ইবনু যিয়াদ) তাঁকেও হত্যা করার নির্দেশ দিল।

তখন তাঁর ফুফু হযরত যায়নাব (রাদিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে বললেন:

"তোমরা আগে আমাকে হত্যা না করা পর্যন্ত তাকে হত্যা করতে পারবে না।"

তাঁর এই দৃঢ় অবস্থানে উবাইদুল্লাহ কোমল হল এবং তাঁকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকল। এরপর তিনি তাঁদেরকে শামের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দিল।

তাঁরা যখন ইয়াযীদের দরবারে উপস্থিত হলেন, তখন ইয়াযীদ তার সভাসদদের একত্র করল। তারা তাকে অভিনন্দন জানাতে লাগল।

এমন সময় সেখানে উপস্থিত এক লালবর্ণ, নীলচোখ ব্যক্তি আহলে বাইতের এক কিশোরীর দিকে তাকিয়ে বলল:

"হে আমীরুল মুমিনীন! এই মেয়েটিকে আমাকে দান করে দিন।"

তখন হযরত যায়নাব (রাদিয়াল্লাহু আনহা) দৃঢ়ভাবে বললেন:

"না, কখনো নয়! তোমার এ অধিকার নেই, যদি না তুমি আল্লাহর দ্বীন থেকে বেরিয়ে যাও।"

ইয়াযীদ তখন লোকটিকে বলল:

"চুপ থাকো!"

এরপর ইয়াযীদ তাঁদেরকে তার পরিবারের নারীদের কাছে থাকার ব্যবস্থা করে দিল, তাঁদের যাত্রার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করল এবং সম্মানের সঙ্গে তাঁদেরকে মদীনায় পাঠিয়ে দিল।

ইমাম মুহাম্মাদ আল-বাকির (রা)র জবানে শাহাদাতে ইমাম হুসাইন (রা)

109.

حَدَّثَنَا عَمَّارٌ الدُّهْنِيُّ: قُلْتُ لأَبِي جَعْفَرٍ البَاقِرِ :حَدِّثْنِي بِقَتْلِ الحُسَيْنِ.

فَقَالَ :مَاتَ مُعَاوِيَةُ، فَأَرْسَلَ الوَلِيْدُ بنُ عُتْبَةَ وَالِي المَدِيْنَةِ إِلَى الحُسَيْنِ لِيُبَايِعَ، فَقَالَ :أَخِّرْنِي.

وَرَفَقَ بِهِ، فَأَخَّرَهُ، فَخَرَجَ إِلَى مَكَّةَ، فَأَتَاهُ رُسُلُ أَهْلِ الكُوْفَةِ، وَعَلَيْهَا النُّعْمَانُ بنُ بَشِيْرٍ، فَبَعثَ الحُسَيْنُ ابْنَ عَمِّهِ مُسْلِمَ بنَ عَقِيْلٍ :أَنْ سِرْ، فَانظُرْ مَا كَتَبُوا بِهِ.

فَأَخَذَ مُسْلِمٌ دَلِيلَيْنِ وَسَارَ، فَعطِشُوا فِي البَرِّيَّةِ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا.

وَكَتَبَ مُسْلِمٌ إِلَى الحُسَيْنِ يَسْتَعْفِيهِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ :امْضِ إِلَى الكُوْفَةِ.

وَلَمْ يُعْفِهِ، فَقَدِمَهَا، فَنَزَلَ عَلَى عَوْسَجَةٍ، فَدَبَّ إِلَيْهِ أَهْلُ الكُوْفَةِ، فَبَايَعَهُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً.

فَقَامَ عُبَيْدُ اللهِ بنُ مُسْلِمٍ؛ فَقَالَ لِلنُّعْمَانِ :إِنَّكَ لَضَعِيْفٌ!

قَالَ :لأَنْ أَكُوْنَ ضَعِيفاً أَحبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكُوْنَ قَوِيّاً فِي مَعصِيَةِ اللهِ، وَمَا كُنْتُ لأَهْتِكَ سِتراً سَتَرَهُ اللهُ.

وَكَتَبَ بِقَوْلِهِ إِلَى يَزِيْدَ، وَكَانَ يَزِيْدُ سَاخِطاً عَلَى عُبَيْدِ اللهِ بنِ زِيَادٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِرِضَاهُ عَنْهُ، وَأَنَّهُ وَلاَّهُ الكُوْفَةَ مُضَافاً إِلَى البَصْرَةِ، وَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يَقتُلَ مُسْلِماً.

আম্মার আদ-দুহনী (রহ.) বলেন:

আমি ইমাম আবু জা'ফর আল-বাকির (রহ.)-কে বললাম,

---

[108] الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 3 ص 309

"আপনি আমাকে ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাতের ঘটনা বর্ণনা করুন।"
তিনি বললেন:
মুয়াবিয়া মৃত্যুবরণ করলে মদীনার গভর্নর ওয়ালিদ ইবনু উতবা ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে লোক পাঠালেন, যাতে তিনি ইয়াযীদের হাতে বাইআত করেন।
ইমাম হুসাইন (রা.) বললেন,
"আমাকে কিছু সময় দিন।"
ওয়ালিদ তাঁর সঙ্গে নম্র আচরণ করলেন এবং তাঁকে সময় দিলেন। এরপর ইমাম হুসাইন (রা.) মক্কায় চলে গেলেন।
এদিকে কুফাবাসীরা, তখন যার গভর্নর ছিলেন নু'মান ইবনু বাশীর (রাদিয়াল্লাহু আনহু), ইমাম হুসাইন (রা.)-এর কাছে একের পর এক চিঠি পাঠাতে লাগল।
তখন ইমাম হুসাইন (রা.) তাঁর চাচাতো ভাই মুসলিম ইবনু আকীলকে বললেন:
"তুমি কুফায় যাও এবং তারা যা লিখেছে, তার বাস্তবতা যাচাই করে দেখো।"
মুসলিম ইবনু আকীল দুজন পথপ্রদর্শক নিয়ে রওনা হলেন। পথে মরুভূমিতে তাঁরা প্রচণ্ড তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লেন এবং তাঁদের একজন পথপ্রদর্শক মারা গেল।
তখন মুসলিম ইবনু আকীল ইমাম হুসাইন (রা.)-এর কাছে পত্র লিখে ফিরে আসার অনুমতি চাইলেন। কিন্তু ইমাম হুসাইন (রা.) তাঁকে লিখলেন:
"তুমি কুফার দিকে এগিয়ে যাও।"
তিনি তাঁকে ফিরে আসার অনুমতি দিলেন না।
অতঃপর মুসলিম ইবনু আকীল কুফায় পৌঁছে আউসাজাহর বাড়িতে অবস্থান নিলেন। ধীরে ধীরে কুফাবাসীরা তাঁর কাছে আসতে লাগল এবং বারো হাজার লোক তাঁর হাতে ইমাম হুসাইন (রা.)-এর পক্ষে বাইআত করল।
এদিকে উবাইদুল্লাহ ইবনু মুসলিম (অর্থাৎ ইবনু যিয়াদ) বলল নু'মান ইবনু বাশীরকে:
"আপনি খুবই দুর্বল।"
নু'মান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) জবাব দিলেন:
"আল্লাহর অবাধ্যতায় শক্তিশালী হওয়ার চেয়ে আল্লাহর আনুগত্যে দুর্বল হওয়াই আমার কাছে অধিক প্রিয়। আর আল্লাহ যে বিষয় গোপন রেখেছেন, আমি কখনো তা প্রকাশ করব না।"
এরপর তাঁর এ বক্তব্য ইয়াযীদের কাছে লিখে পাঠানো হলো। তখন ইয়াযীদ উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদের ওপর অসন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু পরে সে তার প্রতি সন্তুষ্টি প্রকাশ করল এবং তাকে বসরার সঙ্গে কুফারও গভর্নর নিযুক্ত করল। একই সঙ্গে তাকে নির্দেশ দিল:
"মুসলিম ইবনু আকীলকে হত্যা করো।

فَأَسرعَ عُبَيْدُ اللهِ فِي وُجُوهِ أَهْلِ البَصْرَةِ إِلَى الكُوْفَةِ مُتَلَثِّماً، فَلاَ يَمرُّ بِمَجْلِسٍ، فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِم إِلاَّ قَالُوا :وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا ابْنَ رَسُوْلِ اللهِ - يَظنُّونَهُ الحُسَيْنَ.-

فَنَزَلَ القَصْرَ؛ ثُمَّ دَعَا مَوْلًى لَهُ، فَأَعْطَاهُ ثَلاَثَةَ آلاَفِ دِرْهَمٍ، وَقَالَ :اذهَبْ حَتَّى تَسْأَلَ عَنِ الَّذِي يُبَايِعُ أَهْلَ الكُوْفَةِ، فَقُلْ :أَنَا غَرِيْبٌ، جِئْتُ بِهَذَا المَالِ يَتَقَوَّى بِهِ.

فَخَرَجَ، وَتَلَطَّفَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى شَيْخٍ يَلِي البَيْعَةَ، فَأَدخلَهُ عَلَى مُسْلِمٍ، وَأَعْطَاهُ الدَّرَاهِمَ، وَبَايَعَهُ، وَرَجَعَ، فَأَخْبَرَ عُبَيْدَ اللهِ.

وَتَحوَّلَ مُسْلِمٌ إِلَى دَارِ هَانِئِ بنِ عُرْوَةَ الْمُرَادِيِّ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ :مَا بَالُ هَانِئٍ لَمْ يَأْتِنَا؟

فَخَرَجَ إِلَيْهِ مُحَمَّدُ بنُ الأَشْعَثِ، وَغَيْرُهُ، فَقَالُوا :إِنَّ الأَمِيْرَ قَدْ ذَكَرَكَ.

فَرَكِبَ مَعَهُم، وَأَتَاهُ وَعِنْدَهُ شُرَيْحٌ القَاضِي، فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ :أَتَتْكَ بِحَائِنِ رِجْلاَهُ

فَلَمَّا سَلَّمَ، قَالَ :يَا هَانِئُ! أَيْنَ مُسْلِمٌ؟

قَالَ :مَا أَدْرِي.

এরপর উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদ বসরার নেতৃস্থানীয় লোকদের নিয়ে দ্রুত কুফার উদ্দেশে রওনা হলো। সে মুখ ঢেকে (ছদ্মবেশে) প্রবেশ করছিল। পথে যে মজলিসের পাশ দিয়েই সে অতিক্রম করত এবং সালাম দিত, লোকেরা মনে করত তিনি ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)। তাই তারা বলত:

"আপনার ওপরও শান্তি বর্ষিত হোক, হে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৌহিত্র!"

অবশেষে সে গভর্নরের প্রাসাদে গিয়ে উঠল।

এরপর সে তার এক দাসকে তিন হাজার দিরহাম দিয়ে বলল:

"যাও, খোঁজ নিয়ে দেখো—কুফাবাসীরা কার হাতে বাইআত করছে। তাকে বলবে, 'আমি একজন বিদেশী। এই অর্থ নিয়ে এসেছি, যাতে এ আন্দোলনের কাজে ব্যয় করা যায়।'"

লোকটি বের হয়ে অত্যন্ত কৌশলে এমন এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছাল, যিনি বাইআতের ব্যবস্থা করতেন। তিনি তাকে মুসলিম ইবনু আকীলের কাছে নিয়ে গেলেন। সে অর্থ তাঁর হাতে তুলে দিল এবং তাঁর হাতে বাইআত করল। পরে ফিরে এসে উবাইদুল্লাহকে সব খবর জানিয়ে দিল।

এদিকে মুসলিম ইবনু আকীল হানি ইবনু উরওয়া আল-মুরাদীর বাড়িতে আশ্রয় নিলেন।

উবাইদুল্লাহ বলল:

"হানিকে তো অনেক দিন দেখি না। সে আমাদের কাছে আসছে না কেন?"

তখন মুহাম্মাদ ইবনুল আশ'আস এবং আরও কয়েকজন তাঁর কাছে গেলেন এবং বললেন:

"আমীর আপনাকে স্মরণ করেছেন।"

হানি তাঁদের সঙ্গে রওনা হয়ে উবাইদুল্লাহর কাছে গেলেন। সে সময় বিচারক শুরাইহও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

হানি প্রবেশ করলে উবাইদুল্লাহ একটি কবিতার অংশ আবৃত্তি করে বলল:

"যে বিশ্বাসঘাতককে তুমি আশ্রয় দিয়েছ, সে-ই নিজের পায়ে হেঁটে তোমার কাছে এসে পৌঁছেছে।"

এরপর হানি সালাম দিলে উবাইদুল্লাহ সরাসরি জিজ্ঞাসা করল:

"হে হানি! মুসলিম ইবনু আকীল কোথায়?"

হানি জবাব দিলেন:

"আমি জানি না।

فَخَرَجَ إِلَيْهِ صَاحِبُ الدَّرَاهِمِ، فَلَمَّا رَآهُ، قَطَعَ بِهِ، وَقَالَ :أَيُّهَا الأَمِيْرُ! وَاللهِ مَا دَعَوتُهُ إِلَى مَنْزِلِي، وَلَكِنَّهُ جَاءَ، فَرَمَى نَفْسَهُ عَلَيَّ.

قَالَ :ائْتِنِي بِهِ.

قَالَ :وَاللهِ لَوْ كَانَ تَحْتَ قَدَمَيَّ، مَا رَفَعْتُهُمَا عَنْهُ.

فَضَرَبَهُ بِعَصاً، فَشَجَّهُ، فَأَهْوَى هَانِئٌ إِلَى سَيْفِ شُرَطِيٍّ يَسْتَلُّهُ، فَمَنَعَهُ، وَقَالَ :قَدْ حَلَّ دَمُكَ.

وَسَجَنَهُ، فطَارَ الخَبرُ إِلَى مَذْحِجٍ، فَإِذَا عَلَى بَابِ القَصْرِ جَلَبَةٌ، وَبلغَ مُسلِماً الخبرُ، فَنَادَى بِشعَارِهِ، فَاجتَمَعَ إِلَيْهِ أَرْبَعُوْنَ أَلْفاً، فَعَبَّأَهُم، وَقَصَدَ القَصْرَ، فَبَعَثَ عُبَيْدُ اللهِ إِلَى وُجُوهِ أَهْلِ الكُوْفَةِ، فَجَمَعَهُم عِنْدَهُ، وَأَمَرَهُم، فَأَشْرَفُوا مِنَ القَصْرِ عَلَى عَشَائِرِهِم، فَجَعَلُوا يُكَلِّمُونَهُم، فَجَعَلُوا يَتَسَلَّلُوْنَ حَتَّى بَقِيَ مُسْلِمٌ فِي خَمْسِ مائَةٍ، وَقَدْ كَانَ كَتَبَ إِلَى الحُسَيْنِ لِيُسرِعَ، فَلَمَّا دَخَلَ اللَّيْلُ، ذهبَ أُوْلَئِكَ، حَتَّى بَقِيَ مُسْلِمٌ وَحدَهُ يَتردَّدُ فِي الطُّرُقِ.

فَأَتَى بَيْتاً! فَخَرَجَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ، فَقَالَ :اسْقِنِي.

فَسَقَتْهُ، ثُمَّ دَخَلَتْ، وَمَكَثَتْ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ خَرَجَتْ، فَإِذَا بِهِ عَلَى البَابِ، فَقَالَتْ :يَا هَذَا، إِنَّ مَجْلِسَكَ مَجْلِسُ رِيْبَةٍ،

فَقُمْ.

فَقَالَ :أَنَا مُسْلِمُ بنُ عَقِيْلٍ، فَهَلْ مَأْوَىً؟

قَالَتْ :نَعَمْ.

এরপর গুপ্তচর (যে তিন হাজার দিরহাম নিয়ে মুসলিম ইবনু আকীলের কাছে গিয়েছিল) সামনে এলো। হানি তাকে দেখামাত্র বুঝতে পারলেন যে, তিনিই গুপ্তচর ছিলেন। তখন তিনি বললেন: "হে আমীর! আল্লাহর কসম, আমি তাকে আমার বাড়িতে ডেকে আনিনি। সে নিজেই এসে আমার ঘরে আশ্রয় নিয়েছে।"

উবাইদুল্লাহ বলল: "তাকে আমার কাছে হাজির করো।"

হানি বললেন:

"আল্লাহর কসম! সে যদি আমার পায়ের নিচেও থাকত, তবুও আমি তাকে তোমার হাতে তুলে দেওয়ার জন্য পা সরাতাম না।"

তখন উবাইদুল্লাহ একটি লাঠি দিয়ে তাঁকে আঘাত করল এবং তাঁর মাথা ফাটিয়ে দিল। হানি পাশের এক প্রহরীর তরবারি টেনে নেওয়ার চেষ্টা করলেন; কিন্তু তাঁকে বাধা দেওয়া হলো।

উবাইদুল্লাহ বলল:

"এখন তোমার রক্ত হালাল হয়ে গেছে।"

এরপর তাকে কারাগারে বন্দি করা হলো।

এই সংবাদ দ্রুত মাযহিজ গোত্রের লোকদের কাছে পৌঁছে গেল। মুহূর্তের মধ্যে গভর্নরের প্রাসাদের সামনে জনসমাগম ও উত্তেজনা সৃষ্টি হলো। এ খবর মুসলিম ইবনু আকীলের কাছেও পৌঁছল।

তিনি তাঁর নির্ধারিত আহ্বানসূচক ধ্বনি উচ্চারণ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে চল্লিশ হাজার লোক তাঁর চারপাশে সমবেত হলো। তিনি তাঁদের যুদ্ধের জন্য সারিবদ্ধ করে গভর্নরের প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলেন।

অন্যদিকে উবাইদুল্লাহ কুফার প্রভাবশালী নেতাদের প্রাসাদে ডেকে আনল এবং তাদের নির্দেশ দিল, যেন তারা প্রাসাদের ছাদ থেকে নিজ নিজ গোত্রের লোকদের সঙ্গে কথা বলে। তারা লোকদের ভয় দেখাতে ও নিরুৎসাহিত করতে লাগল। ফলে একে একে সবাই সরে যেতে শুরু করল। অবশেষে মুসলিম ইবনু আকীলের সঙ্গে মাত্র পাঁচশত লোক অবশিষ্ট রইল।

এরই মধ্যে মুসলিম ইবনু আকীল ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে দ্রুত কুফায় আসার জন্য চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

কিন্তু রাত নেমে এলে সেই পাঁচশত লোকও তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। শেষ পর্যন্ত মুসলিম ইবনু আকীল সম্পূর্ণ একা হয়ে কুফার অলিগলিতে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

অবশেষে তিনি একটি বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালেন। তখন সেখান থেকে এক মহিলা বেরিয়ে এলেন। মুসলিম ইবনু আকীল বললেন,

"আমাকে একটু পানি পান করান।"

তিনি তাঁকে পানি পান করালেন। এরপর ঘরে ফিরে গেলেন। কিছুক্ষণ পর আবার বাইরে এসে দেখলেন, তিনি এখনো দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন।

মহিলা বললেন,

"হে লোক! এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে থাকা সন্দেহজনক। আপনি এখান থেকে চলে যান।"

তখন তিনি বললেন,

"আমি মুসলিম ইবনু আকীল। আপনার কাছে কি আমার আশ্রয়ের কোনো ব্যবস্থা হতে পারে?"

মহিলা বললেন,

"হ্যাঁ, হতে পারে।

فَأَدْخَلَتْهُ، وَكَانَ ابْنُهَا مَوْلَىً لِمُحَمَّدِ بنِ الأَشْعَثِ، فَانْطَلَقَ إِلَى مَوْلاَهُ، فَأَعلَمَهُ، فَبَعثَ عُبَيْدُ اللهِ الشُّرَطَ إِلَى مُسْلِمٍ، فَخَرَجَ، وَسَلَّ سَيْفَهُ، وَقَاتَلَ، فَأَعْطَاهُ ابْنُ الأَشْعَثِ أَمَاناً، فَسَلَّمَ نَفْسَهُ، فَجَاءَ بِهِ إِلَى عُبَيْدِ اللهِ، فَضَرَبَ عُنُقَهُ، وَأَلقَاهُ إِلَى النَّاسِ، وَقَتَلَ هَانِئاً، فَقَالَ الشَّاعِرُ

فَإِنْ كُنْتِ لاَ تَدْرِينَ مَا المَوْتُ فَانْظُرِي ... إِلَى هَانِئٍ فِي السُّوقِ وَابْنِ عَقِيْلِ

أَصَابَهُمَا أَمْرُ الأَمِيْرِ فَأَصْبَحَا ... أَحَادِيْثَ مَنْ يَسْعَى بِكُلِّ سَبِيلِ

أَيَرْكَبُ أَسْمَاءُ الهَمَالَيجَ آمِناً ... وَقَدْ طَلَبَتْهُ مَذْحِجٌ بِقَتِيْلِ

يَعنِي :أَسْمَاءَ بنَ خَارِجَةَ.

قَالَ :وَأَقبلَ حُسَيْنٌ عَلَى كِتَابِ مُسْلِمٍ، حَتَّى إِذَا كَانَ عَلَى سَاعَةٍ مِنَ القَادِسِيَّةِ، لَقيَهُ رَجُلٌ؛ فَقَالَ لِلْحُسَيْنِ :ارْجِعْ، لَمْ أَدَعْ لَكَ وَرَائِي خَيْراً.

فَهَمَّ أَنْ يَرْجِعَ، فَقَالَ إِخوَةُ مُسْلِمٍ :وَاللهِ لاَ نَرجِعُ حَتَّى نَأْخُذَ بِالثَّأْرِ، أَوْ نُقتَلَ.

فَقَالَ :لاَ خَيْرَ فِي الحَيَاةِ بَعْدَكُم.

وَسَارَ، فَلَقِيَتْهُ خَيلُ عُبَيْدِ اللهِ، فَعَدَلَ إِلَى كَرْبَلاَءَ، وَأَسندَ ظَهْرَهُ إِلَى قُصَيْمَيا حَتَّى لاَ يُقَاتَلَ إِلاَّ مِنْ وَجهٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ مَعَهُ خَمْسَةٌ وَأَرْبَعُوْنَ فَارِساً، وَنَحْوٌ مِنْ مائَةِ رَاجِلٍ.

وَجَاءَ عُمَرُ بنُ سَعْدِ بنِ أَبِي وَقَّاصٍ - وَقَدْ وَلاَّهُ عُبَيْدُ اللهِ بنُ زِيَادٍ عَلَى العَسْكَرِ - وَطلبَ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ أَنْ يَعْفِيَهُ مِنْ ذَلِكَ، فَأَبَى. [109]

মহিলাটি তাঁকে ঘরে আশ্রয় দিলেন। কিন্তু তাঁর ছেলে মুহাম্মাদ ইবনুল আশ'আসের একজন মুক্তদাস ছিল। সে তার প্রভুর কাছে গিয়ে মুসলিম ইবনু আকীলের অবস্থানের খবর জানিয়ে দিল।

তখন উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদ প্রহরীদের মুসলিম ইবনু আকীলকে গ্রেফতার করার জন্য পাঠাল।

---

[109] الذهبي، سير أعلام النبلاء ج 3 ص 306

মুসলিম ইবনু আকীল বেরিয়ে এসে তরবারি খাপ থেকে বের করলেন এবং বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করলেন। পরে ইবনুল আশ'আস তাঁকে নিরাপত্তার অঙ্গীকার (আমান) দিলেন। তখন তিনি আত্মসমর্পণ করলেন।

তাঁকে উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদের সামনে উপস্থিত করা হলো। উবাইদুল্লাহ তাঁর শিরশ্ছেদ করল এবং তাঁর দেহ নিচে জনতার সামনে নিক্ষেপ করল। একই সঙ্গে হানি ইবনু উরওয়াকেও হত্যা করল।

এ উপলক্ষে এক কবি বলেন—

যদি তুমি না-জানো মৃত্যু কাকে বলে,
তবে বাজারে পড়ে থাকা হানি ও ইবনু আকীলের দেহের দিকে তাকাও।
শাসকের আদেশ তাদের ওপর কার্যকর হয়েছে;
আজ তারা সর্বত্র মানুষের আলোচনার বিষয়।
আসমা কি নিরাপদে আরামদায়ক উটে চড়ে চলতে পারে,
যখন মাযহিজ গোত্র তাদের নিহত ব্যক্তির প্রতিশোধ দাবি করছে?

এখানে আসমা বলতে আসমা ইবনু খারিজা-কে বোঝানো হয়েছে।

এরপর ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মুসলিম ইবনু আকীলের চিঠির ভিত্তিতে কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তিনি যখন কাদিসিয়্যা থেকে প্রায় এক ঘণ্টার দূরত্বে পৌঁছলেন, তখন এক ব্যক্তি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বলল:

"আপনি ফিরে যান। আমি আপনার পেছনে কোনো কল্যাণের চিহ্ন রেখে আসিনি।"

এ কথা শুনে ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ফিরে যাওয়ার কথা চিন্তা করলেন। কিন্তু মুসলিম ইবনু আকীলের ভাইয়েরা বললেন:

"আল্লাহর কসম! আমরা ফিরে যাব না; হয় আমরা আমাদের ভাইয়ের রক্তের প্রতিশোধ নেব, নয়তো শহীদ হব।"

তখন ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন:

"তোমাদের পরে জীবনের আর কোনো কল্যাণ নেই।"

এরপর তিনি যাত্রা অব্যাহত রাখলেন। পথে উবাইদুল্লাহর অশ্বারোহী বাহিনীর মুখোমুখি হলে তিনি কারবালার দিকে সরে গেলেন এবং এমন একটি স্থানে অবস্থান নিলেন, যেখানে তাঁর পেছন দিকটি একটি উঁচু ভূমির সঙ্গে লাগানো ছিল, যাতে শত্রুরা কেবল সামনের দিক থেকেই আক্রমণ করতে পারে।

তাঁর সঙ্গে তখন ৪৫ জন অশ্বারোহী এবং প্রায় ১০০ জন পদাতিক ছিলেন।

এদিকে উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদ উমর ইবনু সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস-কে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করল। উমর ইবনু সা'দ উবাইদুল্লাহর কাছে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রার্থনা করেছিল; কিন্তু উবাইদুল্লাহ তা প্রত্যাখ্যান করল।

অথচ এখন তারাই আমাদের হত্যা করছে

110.

فَقَالَ الحُسَيْنُ :اخْتَارُوا وَاحِدَةً مِنْ ثَلاَثٍ: إِمَّا أَنْ تَدَعُوْنِي، فَأَلْحَقَ بِالثُّغُوْرِ؛ وَإِمَّا أَنْ أَذهَبَ إِلَى يَزِيْدَ، أَوْ أُرَدَّ إِلَى المَدِيْنَةِ. فَقَبِلَ عُمَرُ ذَلِكَ، وَكَتَبَ بِهِ إِلَى عُبَيْدِ اللهِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ :لاَ وَلاَ كَرَامَةَ حَتَّى يَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِي.

فَقَالَ الحُسَيْنُ :لاَ وَاللهِ!

وَقَاتَلَ، فَقُتِلَ أَصْحَابُهُ، مِنْهُم بِضْعَةَ عَشَرَ شَابّاً مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ.

قَالَ :وَيَجِيْءُ سَهْمٌ، فَيَقَعُ بِابْنٍ لَهُ صَغِيْرٍ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْهُ، وَيَقُوْلُ:

اللَّهُمَّ احْكُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا، دَعَوْنَا لِيَنْصُرُونَا، ثُمَّ يَقْتُلُوْنَنَا. [110]

তখন ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন:

"তোমরা আমাকে তিনটি প্রস্তাবের যে কোনো একটি গ্রহণ করার সুযোগ দাও:

(১) আমাকে ছেড়ে দাও, আমি সীমান্তে (মুসলিমদের রণক্ষেত্রে) গিয়ে অবস্থান করব।

(২) অথবা আমাকে ইয়াযীদের কাছে যেতে দাও।

(৩) অথবা আমাকে মদীনায় ফিরে যেতে দাও।"

উমর ইবনু সা'দ এ প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং বিষয়টি লিখে উবাইদুল্লাহ (ইবনু যিয়াদ)-এর কাছে পাঠালেন। কিন্তু উবাইদুল্লাহ জবাবে লিখল:

"না, কখনো নয়! যতক্ষণ না সে আমার হাতে হাত রেখে আত্মসমর্পণ করে।"

তখন ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন:

"আল্লাহর কসম! কখনোই না।"

এরপর যুদ্ধ শুরু হলো। তাঁর সঙ্গীরা একে একে শহীদ হয়ে গেলেন। তাঁদের মধ্যে তাঁর আহলে বাইতের প্রায় এক ডজন তরুণও ছিলেন।

বর্ণনাকারী বলেন:

এরপর একটি তীর এসে তাঁর এক ছোট শিশুপুত্রের গায়ে বিদ্ধ হলো। ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) শিশুটির রক্ত মুছতে মুছতে বলছিলেন:

"হে আল্লাহ! আমাদের ও আমাদের এই জাতির মধ্যে আপনি ফয়সালা করে দিন। তারা আমাদেরকে সাহায্য করার জন্য আহ্বান করেছিল; অথচ এখন তারাই আমাদের হত্যা করছে।"

শামবাসীদের একজন তাঁকে অভিশাপ দিল

111.

حَدَّثَنِي شَدَّادُ بنُ عَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ وَاثِلَةَ بنَ الأَسْقَعِ وَقَدْ جِيْءَ بِرَأْسِ الحُسَيْنِ، فَلعَنَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَغضِبَ وَاثِلَةَ، وَقَامَ، وَقَالَ:

وَاللهِ لاَ أَزَالُ أُحِبُّ عَلِيّاً وَوَلَدَيْهِ بَعْدَ أَنْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ -ﷺ – فِي مَنْزِلِ أُمِّ سَلَمَةَ، وَأَلْقَى عَلَى فَاطِمَةَ وَابْنَيْهَا وَزَوْجِهَا كِسَاءً خَيْبَرِيّاً، ثُمَّ قَالَ: {إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ البَيْتِ وَيُطَهِّرَكُم تَطْهِيْراً} [111]

শাদ্দাদ ইবনু আবদুল্লাহ (রহ.) বলেন:

আমি ওয়াসিলা ইবনুল আসকা' (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি। তখন ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর পবিত্র শির মোবারক আনা হয়েছিল। এমন সময় শামবাসীদের একজন তাঁকে অভিশাপ দিল। এতে ওয়াসিলা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন:

---

[110] الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج 3 ص 308

[111] الذهبي، سير أعلام النبلاء ج 3 ص 314

"আল্লাহর কসম! আমি আলী এবং তাঁর দুই পুত্রকে সর্বদা ভালোবাসতেই থাকব। কেননা, আমি উম্মু সালামা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর ঘরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তিনি ফাতিমা, তাঁর দুই পুত্র এবং তাঁর স্বামী আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর ওপর একটি খাইবারি চাদর জড়িয়ে দিয়ে এ আয়াত তিলাওয়াত করেছিলেন:

﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾

"আল্লাহ তো কেবল এটাই চান যে, হে আহলে বাইত! তিনি তোমাদের থেকে অপবিত্রতা দূর করে দেবেন এবং তোমাদেরকে পরিপূর্ণরূপে পবিত্র করবেন।" (সূরা আল-আহযাব: ৩৩)

মুহাররমের নবম দিন বাদ আসর

112.

التَّاسِعُ مِنْ مُحَرَّم: بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ يَوْمِئِذٍ، هَذَا وَحُسَيْنٌ جَالِسٌ أَمَامَ خَيْمَتِهِ مُحْتَبِيًا بِسَيْفِهِ، وَنَعَسَ فَخَفَقَ بِرَأْسِهِ، وَسَمِعَتْ أُخْتُهُ زَيْنَبُ الضَّجَّةَ فَدَنَتْ مِنْهُ فَأَيْقَظَتْهُ، فَرَجَعَ بِرَأْسِهِ كَمَا هُوَ، وَقَالَ :إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ لِي : إِنَّكَ تَرُوحُ إِلَيْنَا [112]

সেদিন আসরের সালাতের পর ইমাম হুসাইন (রা.) নিজের তাঁবুর সামনে তরবারির ওপর ভর দিয়ে বসেছিলেন। কিছুক্ষণ পর তাঁর তন্দ্রা এলো এবং তাঁর মাথা ঝুঁকে পড়ল।

তাঁর বোন হযরত যায়নাব (রা.) যুদ্ধের কোলাহল শুনে তাঁর কাছে এসে তাঁকে জাগিয়ে তুললেন। তিনি আবার আগের মতো মাথা নিচু করলেন এবং বললেন:

"আমি স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি। তিনি আমাকে বলেছেন, 'তুমি শীঘ্রই আমাদের কাছে চলে আসবে।

কারবালার রাতের ঘটনা:

.113

في ليلة كربلاء، قال لأخيه العباس رضي الله عنهما: ارْجِعْ فَارْدُدْهُمْ هَذِهِ الْعَشِيَّةَ، لَعَلَّنَا نُصَلِّي لِرَبِّنَا هَذِهِ اللَّيْلَةَ وَنَدْعُوهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، فَقَدْ عَلِمَ اللَّهُ مِنِّي أَنِّي أُحِبُّ الصَّلَاةَ لَهُ، وَتِلَاوَةَ كِتَابِهِ، وَالِاسْتِغْفَارَ وَالدُّعَاءَ.[113]

ইমাম হুসাইন (রা.) তাঁর ভাই আব্বাস (রা.)-কে বললেন:

"তুমি তাদের কাছে ফিরে যাও এবং আজ রাত পর্যন্ত তাদেরকে ফিরিয়ে রাখতে চেষ্টা করো। হয়তো আমরা এ রাতটি আমাদের প্রতিপালকের ইবাদতে কাটাতে পারব—তাঁর জন্য সালাত আদায় করব, তাঁর কাছে দোয়া করব এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করব। আল্লাহ ভালো করেই জানেন যে, আমি তাঁর জন্য সালাত আদায় করতে, তাঁর কিতাব তিলাওয়াত করতে, অধিক পরিমাণে ইস্তিগফার করতে এবং তাঁর কাছে দোয়া করতে অত্যন্ত ভালোবাসি।

আবুল ফিদা তাঁর তারীখে বলেন,

---

[112] ابن كثير، البداية والهاية

[113] ابن كثير، البداية والنهاية

وَكَانَ الْحُسَيْنُ وَأَصْحَابُهُ يُصَلُّونَ اللَّيْلَ كُلَّهُ، وَيَدْعُونَ، فَلَمَّا أَصْبَحُوا، رَكِبَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ فِي أَصْحَابِهِ، وَذَلِكَ يَوْمُ عَاشُورَاءَ مِنَ السَّنَةِ الْمَذْكُورَةِ، وَعَبَّأَ الْحُسَيْنُ أَصْحَابَهُ، وَهُمْ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ فَارِسًا، وَأَرْبَعُونَ رَاجِلًا، ثُمَّ حَمَلُوا عَلَى الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ، وَاسْتَمَرَّ الْقِتَالُ إِلَى وَقْتِ الظُّهْرِ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَصَلَّى الْحُسَيْنُ وَأَصْحَابُهُ صَلَاةَ الْخَوْفِ، وَاشْتَدَّ بِالْحُسَيْنِ الْعَطَشُ، فَتَقَدَّمَ لِيَشْرَبَ، فَرُمِيَ بِسَهْمٍ فَوَقَعَ فِي فَمِهِ، وَنَادَى شِمْرٌ: وَيْحَكُمْ، مَا تَنْتَظِرُونَ بِالرَّجُلِ؟ اقْتُلُوهُ. فَضَرَبَهُ زُرْعَةُ بْنُ شَرِيكٍ عَلَى كَتِفِهِ، وَضَرَبَهُ آخَرُ عَلَى عَاتِقِهِ، وَطَعَنَهُ سِنَانُ بْنُ أَنَسٍ النَّخَعِيُّ بِالرُّمْحِ، فَوَقَعَ، فَنَزَلَ إِلَيْهِ فَذَبَحَهُ وَاحْتَزَّ رَأْسَهُ. وَقِيلَ: إِنَّ الَّذِي نَزَلَ وَاحْتَزَّ رَأْسَهُ هُوَ شِمْرٌ الْمَذْكُورُ، وَجَاءَ بِهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ سَعْدٍ، فَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ جَمَاعَةً فَوَطِئُوا صَدْرَ الْحُسَيْنِ وَظَهْرَهُ بِخُيُولِهِمْ.

ثُمَّ بَعَثَ بِالرُّؤُوسِ وَالنِّسَاءِ وَالْأَطْفَالِ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ، فَجَعَلَ ابْنُ زِيَادٍ يَقْرَعُ فَمَ الْحُسَيْنِ بِقَضِيبٍ فِي يَدِهِ، فَقَالَ لَهُ زَيْدُ بْنُ أَرْقَمَ: ارْفَعْ هٰذَا الْقَضِيبَ، فَوَالَّذِي لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ، لَقَدْ رَأَيْتُ شَفَتَيْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى هَاتَيْنِ الشَّفَتَيْنِ. ثُمَّ بَكَى. وَرُوِيَ أَنَّهُ قُتِلَ مَعَ الْحُسَيْنِ مِنْ أَوْلَادِ عَلِيٍّ أَرْبَعَةٌ، هُمُ: الْعَبَّاسُ، وَجَعْفَرٌ، وَمُحَمَّدٌ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَمِنْ أَوْلَادِ الْحُسَيْنِ أَرْبَعَةٌ، وَقُتِلَ عِدَّةٌ مِنْ أَوْلَادِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَمِنْ أَوْلَادِ عَقِيلٍ.

ثُمَّ بَعَثَ ابْنُ زِيَادٍ بِالرُّؤُوسِ وَبِالنِّسَاءِ وَبِالْأَطْفَالِ إِلَى يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، فَوَضَعَ يَزِيدُ رَأْسَ الْحُسَيْنِ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَاسْتَحْضَرَ النِّسَاءَ وَالْأَطْفَالَ، ثُمَّ أَمَرَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ أَنْ يُجَهِّزَهُمْ بِمَا يُصْلِحُهُمْ، وَأَنْ يَبْعَثَ مَعَهُمْ أَمِينًا يُوصِلُهُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَجَهَّزَهُمْ إِلَى الْمَدِينَةِ. وَلَمَّا وَصَلُوا إِلَيْهَا لَقِيَهُمْ نِسَاءُ بَنِي هَاشِمٍ حَاسِرَاتٍ، وَفِيهِنَّ ابْنَةُ عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَهِيَ تَبْكِي وَتَقُولُ:

مَاذَا تَقُولُونَ إِنْ قَالَ النَّبِيُّ لَكُمْ
مَاذَا فَعَلْتُمْ وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ
بِعِتْرَتِي وَبِأَهْلِي بَعْدَ مُفْتَقَدِي
مِنْهُمْ أُسَارَى وَصَرْعَى ضُرِّجُوا بِدَمِ
مَا كَانَ هٰذَا جَزَائِي إِذْ نَصَحْتُ لَكُمْ
أَنْ تَخْلُفُونِي بِسُوءٍ فِي ذَوِي رَحِمِي

وَاخْتُلِفَ فِي مَوْضِعِ رَأْسِ الْحُسَيْنِ، فَقِيلَ: جُهِّزَ إِلَى الْمَدِينَةِ وَدُفِنَ عِنْدَ أُمِّهِ، وَقِيلَ: دُفِنَ عِنْدَ بَابِ الْفَرَادِيسِ، وَقِيلَ: إِنَّ خُلَفَاءَ مِصْرَ نَقَلُوا مِنْ عَسْقَلَانَ رَأْسًا إِلَى الْقَاهِرَةِ وَدَفَنُوهُ بِهَا، وَبَنَوْا عَلَيْهِ مَشْهَدًا يُعْرَفُ بِمَشْهَدِ الْحُسَيْنِ.

ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সঙ্গীরা সারা রাত নামাজ পড়তে ও দোয়া করতে কাটালেন। সকাল হলে উমর ইবনু সা'দ তার সঙ্গীদের নিয়ে অগ্রসর হলো। সেটি ছিল উক্ত বছরের আশুরার দিন।

ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সঙ্গীদের যুদ্ধের জন্য সাজালেন। তাঁরা ছিলেন বত্রিশজন অশ্বারোহী এবং চল্লিশজন পদাতিক। এরপর তারা হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সঙ্গীদের ওপর আক্রমণ করল। সেদিন যোহরের সময় পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকে। তখন হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু ও তাঁর সঙ্গীরা সালাতুল খাওফ আদায় করেন।

হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর পিপাসা তীব্র হয়ে উঠল। তিনি পানি পান করার জন্য এগিয়ে গেলেন। তখন তাঁর দিকে একটি তীর নিক্ষেপ করা হলো, যা তাঁর মুখে এসে পড়ল। শিমর

চিৎকার করে বলল, "ধিক তোমাদের! লোকটির ব্যাপারে তোমরা আর কী অপেক্ষা করছ? তাকে হত্যা করো।"

এরপর যুর'আহ ইবনু শারীক তাঁর হাতের তালুতে আঘাত করল, আরেকজন তাঁর কাঁধে আঘাত করল, এবং সিনান ইবনু আনাস আন-নাখঈ তাঁকে বর্শা দিয়ে বিদ্ধ করল। ফলে তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন। এরপর সে নেমে এসে তাঁকে হত্যা করল এবং তাঁর শির মুবারক বিচ্ছিন্ন করল। আবার বলা হয়েছে, যে ব্যক্তি নেমে এসে তাঁর শির বিচ্ছিন্ন করেছিল, সে ছিল উক্ত শিমর। পরে সে তা উমর ইবনু সা'দের কাছে নিয়ে আসে। এরপর উমর ইবনু সা'দ কয়েকজনকে নির্দেশ দিলে তারা ঘোড়া দিয়ে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর বুক ও পিঠ পদদলিত করে।

এরপর মাথাগুলো, নারী ও শিশুদের উবাইদুল্লাহ ইবনু যিয়াদের কাছে পাঠানো হলো। ইবনু যিয়াদ তার হাতে থাকা একটি লাঠি দিয়ে হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর মুখে আঘাত করতে লাগল। তখন যায়েদ ইবনু আরকাম রাদিয়াল্লাহু আনহু তাকে বললেন, "এই লাঠিটি সরাও। সেই সত্তার শপথ, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দুই ঠোঁটকে এই দুই ঠোঁটের ওপর দেখেছি।" এরপর তিনি কেঁদে ফেললেন।

বর্ণিত আছে, হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সঙ্গে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর সন্তানদের মধ্যে চারজন শহীদ হন। তাঁরা হলেন: আব্বাস, জাফর, মুহাম্মাদ এবং আবু বকর। হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর সন্তানদের মধ্যেও চারজন শহীদ হন। এ ছাড়া আবদুল্লাহ ইবনু জাফরের সন্তানদের মধ্য থেকে এবং আকীলের সন্তানদের মধ্য থেকেও কয়েকজন শহীদ হন।

এরপর ইবনু যিয়াদ মাথাগুলো, নারী ও শিশুদের ইয়াযীদ ইবনু মু'আবিয়ার কাছে পাঠাল। ইয়াযীদ হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শির তার সামনে রাখল এবং নারী ও শিশুদের উপস্থিত করাল। তারপর সে নু'মান ইবনু বাশীরকে নির্দেশ দিল, যেন তাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করে দেয় এবং তাদের সঙ্গে একজন বিশ্বস্ত লোক পাঠায়, যে তাদেরকে মদীনায় পৌঁছে দেবে। সে তাদেরকে মদীনায় পাঠানোর ব্যবস্থা করল।

তারা যখন মদীনায় পৌঁছাল, তখন বনী হাশিমের নারীরা মাথা অনাবৃত অবস্থায় তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাদের মধ্যে আকীল ইবনু আবী তালিবের এক কন্যাও ছিলেন। তিনি কাঁদছিলেন এবং বলছিলেন:

"তোমরা কী জবাব দেবে, যদি নবী ﷺ তোমাদের বলেন:
'হে শেষ উম্মত! তোমরা কী করেছ?
আমার বিদায়ের পর আমার বংশধর ও পরিবার-পরিজনের সঙ্গে কী আচরণ করেছ?
তাদের কেউ বন্দী, আর কেউ রক্তে রঞ্জিত হয়ে নিহত।
আমি যখন তোমাদের কল্যাণ কামনা করেছিলাম, তখন কি এটাই ছিল আমার প্রতিদান—
আমার আত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে তোমরা আমার পরে এমন মন্দ আচরণ করবে?'

ইমাম হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর শির মুবারক কোথায় রাখা হয়েছে, এ বিষয়ে মতভেদ আছে। বলা হয়েছে, তা মদীনায় পাঠানো হয় এবং তাঁর মায়ের পাশে দাফন করা হয়। আবার বলা হয়েছে, তা বাবুল ফারাদীসের কাছে দাফন করা হয়। আরও বলা হয়েছে, মিসরের খলিফারা

আসকালান থেকে একটি শির কায়রোতে স্থানান্তর করেন এবং সেখানে দাফন করেন। তার ওপর একটি মাজার নির্মাণ করেন, যা "মাশহাদুল হুসাইন" নামে পরিচিত। [114]

শাহাদাতের দিনের প্রভাতে ইমাম হুসাইন (রা.)-এর দোয়া:

.114

دُعَاءُ الإِمَامِ صَبِيْحَةَ يَوْمِ الشَّهَادَةِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ ثِقَتِي فِي كُلِّ كَرْبٍ وَرَجَائِي فِي كُلِّ شِدَّةٍ، وَأَنْتَ لِي فِي كُلِّ أَمْرٍ نَزَلَ بِي ثِقَةٌ وَعُدَّةٌ، فَكَمْ مِنْ هَمٍّ يَضْعُفُ فِيهِ الْفُؤَادُ، وَتَقِلُّ فِيهِ الْحِيلَةُ، وَيَخْذُلُ فِيهِ الصَّدِيقُ، وَيَشْمَتُ فِيهِ الْعَدُوُّ، فَأَنْزَلْتُهُ بِكَ وَشَكَوْتُهُ إِلَيْكَ، رَغْبَةً فِيكَ إِلَيْكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، فَفَرَّجْتَهُ وَكَشَفْتَهُ وَكَفَيْتَنِيهِ، فَأَنْتَ وَلِيُّ كُلِّ نِعْمَةٍ، وَصَاحِبُ كُلِّ حَسَنَةٍ، وَمُنْتَهَى كُلِّ غَايَةٍ. [115]

"হে আল্লাহ! প্রতিটি দুঃসময়ে আপনিই আমার ভরসা, প্রতিটি সংকটে আপনিই আমার আশা। আমার ওপর আপতিত প্রতিটি বিষয়ে আপনিই আমার নির্ভরতা ও সম্বল।

কত দুশ্চিন্তা এমন এসেছে, যাতে হৃদয় দুর্বল হয়ে পড়ে, উপায়-উপকরণ অপ্রতুল হয়ে যায়, বন্ধু সঙ্গ ত্যাগ করে এবং শত্রু আনন্দ প্রকাশ করে। তখন আমি সে দুঃখ আপনারই কাছে নিবেদন করেছি এবং আপনারই নিকট অভিযোগ করেছি—আপনার প্রতি আকাঙ্ক্ষা থেকে, আপনাকেই আশ্রয় করে, আপনাকে ছাড়া অন্য কারও কাছে নয়।

অতঃপর আপনিই তা দূর করেছেন, সেই বিপদ অপসারণ করেছেন এবং আমাকে তা থেকে রক্ষা করেছেন।

অতএব, আপনিই প্রতিটি নিয়ামতের অভিভাবক, প্রতিটি কল্যাণের দাতা এবং প্রতিটি আকাঙ্ক্ষার চূড়ান্ত গন্তব্য।"

আমাদের মতো ব্যক্তিরা গোপনে বায়আত করে না

.115

مِثْلُنَا لَا يُبَايِعُ سِرًّا، وَلَكِنَّا نُبَايِعُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ إِذَا أَصْبَحْنَا.

وَقَالَ أَبُو عُمَرَ:

لَمَّا مَاتَ مُعَاوِيَةُ، وَأَفْضَتِ الْخِلَافَةُ إِلَى يَزِيدَ، وَذَلِكَ فِي سَنَةِ سِتِّينَ، وَرَدَتْ بَيْعَتُهُ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ بِالْمَدِينَةِ؛ لِيَأْخُذَ الْبَيْعَةَ عَلَى أَهْلِهَا، فَأَرْسَلَ إِلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ وَإِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ لَيْلًا، فَأُتِيَ بِهِمَا، فَقَالَ :بَايِعَا.

فَقَالَا: مِثْلُنَا لَا يُبَايِعُ سِرًّا، وَلَكِنَّا نُبَايِعُ عَلَى رُءُوسِ النَّاسِ إِذَا أَصْبَحْنَا.

---

[114] আবুল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইসমাঈল ইবনু আলী ইবনু মাহমুদ ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু উমর ইবনু শাহানশাহ ইবনু আইয়ূব, উপাধি আল-মালিক আল-মুয়াইয়াদ, হামা নগরীর শাসক (মৃত্যু: ৭৩২ হিজরি), আল-মুখতাসার ফী আখবারিল বাশার (মানবজাতির ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ), খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৯১। প্রকাশক: আল-মাতবা'আতুল হুসাইনিয়্যাহ আল-মিসরিয়্যাহ (মিশরীয় হুসাইনিয়া প্রেস)। প্রথম সংস্করণ। মোট খণ্ড: ৪।

[115] ابن كثير، البداية والنهاية

فَرَجَعَا إِلَى بُيُوتِهِمَا، وَخَرَجَا مِنْ لَيْلَتِهِمَا إِلَى مَكَّةَ، وَذَلِكَ لَيْلَةَ الْأَحَدِ لِلَيْلَتَيْنِ بَقِيَتَا مِنْ رَجَبٍ. فَأَقَامَ الْحُسَيْنُ بِمَكَّةَ شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ وَشَوَّالَ وَذَا الْقَعْدَةِ، وَخَرَجَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ يُرِيدُ الْكُوفَةَ. [116]

ইমাম হুসাইন (রা.) ও আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.) বলেছিলেন: "আমাদের মতো ব্যক্তিরা গোপনে বায়আত করে না। আমরা মানুষের সামনে প্রকাশ্যেই বায়আত করি।"

আবু উমর (রহ.) বলেন:

৬০ হিজরিতে মুয়াবিয়া (রা.) ইন্তিকাল করলে খেলাফত ইয়াযীদ ইবনু মুয়াবিয়ার হাতে যায়। ইয়াযীদের পক্ষ থেকে মদিনার গভর্নর ওয়ালিদ ইবনু উতবাকে নির্দেশ দেওয়া হয়, যেন তিনি মদিনাবাসীর কাছ থেকে বায়আত গ্রহণ করেন।

তিনি রাতে ইমাম হুসাইন ইবনু আলী (রা.) এবং আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.)-কে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা উপস্থিত হলে তিনি বললেন, "আপনারা বায়আত করুন।"

তাঁরা উভয়ে বললেন: "আমাদের মতো ব্যক্তিরা গোপনে বায়আত করে না। আমরা মানুষের সামনে প্রকাশ্যেই বায়আত করি।"

এরপর তাঁরা নিজ নিজ ঘরে ফিরে গেলেন এবং সেই রাতেই মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তা ছিল রজব মাসের শেষ দুই রাতের একটি—রবিবারের রাত।

ইমাম হুসাইন (রা.) শাবান, রমজান, শাওয়াল ও জিলকদ মাস মক্কায় অবস্থান করেন। এরপর জিলহজ্জের ৮ তারিখ (ইয়াওমুত তারওয়িয়াহ)-এ তিনি কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

হক (সত্য) আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সঙ্গে রয়েছে

.116

عَنْ عَلِيٍّ، رضي الله عنه قَالَ لَقَدْ عَهِدَ إِلَىَّ النَّبِيُّ الأُمِّيُّ ﷺ " أَنَّهُ لاَ يُحِبُّكَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَبْغَضُكَ إِلاَّ مُنَافِقٌ [117]

صحيح

হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

"নিরক্ষর নবী ﷺ আমার কাছে এ অঙ্গীকার করে গেছেন যে, আমাকে কেবল একজন মুমিনই ভালোবাসবে, আর আমাকে কেবল একজন মুনাফিকই ঘৃণা করবে।" এ হাদীসটি সহীহ।

.117

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : رَحِمَ اللَّهُ عَلِيًّا اللَّهُمَّ أَدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ" [118]

হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"আল্লাহ আলীর প্রতি রহম করুন। হে আল্লাহ! সত্যকে আলীর সঙ্গে রাখুন, তিনি যেদিকেই থাকুন না কেন।"

ইমাম হাকিম বলেন:

"এই হাদীসটি ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। তবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেননি।

---

116 الاستيعاب في معرفة الأصحاب

117 سنن الترمذي، حديث 3736

118المستدرك على الصحيحين، حديث 4629، دار الكتب العلمية

.118

عَنْ جُرَيِّ بْنِ كُلَيْبٍ الْعَامِرِيِّ قَالَ :لَمَّا سَارَ عَلِيٌّ إِلَى صِفِّينَ كَرِهْتُ الْقِتَالَ، فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلْتُ عَلَى مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ فَقَالَتْ : مِمَّنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، قَالَتْ : مِنْ أَيِّهِمْ؟ قُلْتُ: مِنْ بَنِي عَامِرٍ، قَالَتْ : رُحْبًا عَلَى رُحْبٍ، وَقُرْبًا عَلَى قُرْبٍ، تَجِيءُ مَا جَاءَ بِكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: سَارَ عَلِيٌّ إِلَى صِفِّينَ وَكَرِهْتُ الْقِتَالَ، فَجِئْنَا إِلَى هَا هُنَا، قَالَتْ : أَكُنْتَ بَايَعْتَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَتْ : فَارْجِعْ إِلَيْهِ، فَكُنْ مَعَهُ، فَوَاللَّهِ مَا ضَلَّ، وَلَا ضَلَّ بِهِ -هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ [119] قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ جُرَيِّ بْنِ سَمُرَةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ. (14769)

জুরাই ইবনু কুলাইব আল-আমিরী (রহ.) বলেন,
হযরত আলী (রা.) যখন সিফফীনের দিকে রওনা হলেন, তখন আমি যুদ্ধ অপছন্দ করলাম। তাই আমি মদিনায় চলে এলাম এবং মায়মূনা বিনতে হারিস (রা.)-এর কাছে প্রবেশ করলাম।
তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ‘‘তুমি কোথাকার লোক?’’
আমি বললাম, ‘‘কুফার।’’
তিনি বললেন, ‘‘কুফার কোন গোত্রের?’’
আমি বললাম, ‘‘বানু আমির গোত্রের।’’
তিনি বললেন, ‘‘স্বাগতম, আন্তরিক স্বাগতম। কী কারণে এসেছ?’’
আমি বললাম, ‘‘হযরত আলী (রা.) সিফফীনের দিকে রওনা হয়েছেন। আমি যুদ্ধ পছন্দ করিনি, তাই এখানে চলে এসেছি।’’
তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘তুমি কি তাঁর হাতে বায়আত করেছিলে?’’
আমি বললাম, ‘‘হ্যাঁ।’’
তিনি বললেন, ‘‘তাহলে তাঁর কাছেই ফিরে যাও এবং তাঁর সঙ্গেই থাকো। আল্লাহর কসম! তিনি নিজে পথভ্রষ্ট হননি এবং তাঁর মাধ্যমে কেউ পথভ্রষ্টও হয়নি।’’
ইমাম হাকিম বলেন:
‘‘এই হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমের শর্ত অনুযায়ী সহীহ। তবে তাঁরা এটি বর্ণনা করেননি।
হাইসামী (রহ.) বলেন: এ হাদীসটি ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর সকল বর্ণনাকারী সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। তবে জুরাই ইবনু সামুরা তাঁদের অন্তর্ভুক্ত নন; তিনি একজন নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) বর্ণনাকারী।

119.

عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ:كُنَّا جُلُوسًا نَنْتَظِرُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَخَرَجَ عَلَيْنَا مِنْ بَعْضِ بُيُوتِ نِسَائِهِ، قَالَ :فَقُمْنَا مَعَهُ، فَانْقَطَعَتْ نَعْلُهُ، فَتَخَلَّفَ عَلَيْهَا عَلِيٌّ يَخْصِفُهَا، فَمَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَمَضَيْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ يَنْتَظِرُهُ وَقُمْنَا مَعَهُ، فَقَالَ " :إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلِ هَذَا الْقُرْآنِ، كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنْزِيلِهِ "، فَاسْتَشْرَفْنَا وَفِينَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ " :لَا، وَلَكِنَّهُ خَاصِفُ النَّعْلِ ." قَالَ :فَجِئْنَا نُبَشِّرُهُ، قَالَ :وَكَأَنَّهُ قَدْ

[119] المستدرك على الصحيحين، حديث 4680، دار الكتب العلمية

سَمِعَهُ [120] (حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير فطر: وهو ابن خليفة المخزومي، فقد روى له البخاري مقروناً، وقد توبع. وقال الهيثمي: وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ فِطْرِ بْنِ خَلِيفَةَ، وَهُوَ ثِقَةٌ.)

হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অপেক্ষায় বসে ছিলাম। কিছুক্ষণ পর তিনি তাঁর স্ত্রীদের কোনো এক ঘর থেকে বের হয়ে আমাদের কাছে এলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে চলতে শুরু করলাম।

পথে তাঁর জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেল। তখন হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তা সেলাই করার জন্য পিছনে থেকে গেলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ সামনে এগিয়ে গেলেন এবং আমরাও তাঁর সঙ্গে চললাম। এরপর তিনি থেমে হযরত আলীর জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন, আমরাও তাঁর সঙ্গে অপেক্ষা করছিলাম।

তখন তিনি বললেন:

"তোমাদের মধ্যে এমন একজন আছেন, যিনি এই কুরআনের সঠিক ব্যাখ্যা ও অর্থ প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ করবেন, যেমন আমি এর অবতীর্ণ হওয়ার জন্য যুদ্ধ করেছি।"

এ কথা শুনে আমরা আগ্রহভরে তাকালাম। আমাদের মধ্যে হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) উপস্থিত ছিলেন।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: "না, তিনি নন; বরং তিনি হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি এখন জুতা সেলাই করছেন।" অর্থাৎ হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)।

আবু সাঈদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন: আমরা হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে এ সুসংবাদ দিতে গেলাম। কিন্তু মনে হলো, তিনি যেন ইতোমধ্যেই এ সংবাদ শুনে ফেলেছিলেন।

120.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ - يَقُولُ " :عَلِيٌّ مَعَ الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ مَعَ عَلِيٍّ لَا يَفْتَرِقَانِ حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ."

قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الصَّغِيرِ وَالْأَوْسَطِ، وَفِيهِ صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ. [121]

হযরত উম্মে সালামা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন:

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

"আলী কুরআনের সঙ্গে আছেন এবং কুরআন আলীর সঙ্গে আছে। তারা কখনো একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না, যতক্ষণ না তারা আমার কাছে হাউযে কাওসারে এসে উপস্থিত হবে।"

হাইসামী (রহ.) বলেন:

এ হাদীসটি ইমাম তাবারানী তাঁর *আল-মু'জামুস সগীর* ও *আল-মু'জামুল আওসাত*-এ বর্ণনা করেছেন। তবে এর সনদে সালিহ ইবনু আবী আল-আসওয়াদ রয়েছেন, তিনি দুর্বল (যঈফ) রাবী।

121.

---

[120] الإمام أحمد، المسند، ج 18 ص 295، حديث 11773، الرسالة

[121] مجمع الزوائد حديث 14767

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - لِعَلِيٍّ " :يَا عَلِيُّ، مَنْ فَارَقَنِي فَارَقَ اللَّهَ، وَمَنْ فَارَقَكَ يَا عَلِيُّ فَارَقَنِي." قال الهيثمي: رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. [122]

হযরত আবু যার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে উদ্দেশ্য করে বলেছেন:

"হে আলী! যে ব্যক্তি আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, সে আল্লাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। আর হে আলী! যে ব্যক্তি তোমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, সে আমার থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়।"

হাইসামী (রহ.) বলেন:

এ হাদীসটি ইমাম বাযযার বর্ণনা করেছেন। এর সকল বর্ণনাকারী নির্ভরযোগ্য (সিকাহ)।

যে দুই দলের মধ্যে অধিক হকের ওপর থাকবে

.122

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ ذَكَرَ قَوْمًا يَكُونُونَ فِي أُمَّتِهِ يَخْرُجُونَ فِي فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ سِيمَاهُمُ التَّحَالُقُ قَالَ " هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ - أَوْ مِنْ أَشَرِّ الْخَلْقِ - يَقْتُلُهُمْ أَدْنَى الطَّائِفَتَيْنِ إِلَى الْحَقِّ [123]

হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ এমন এক সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, যারা তাঁর উম্মতের মধ্যে আবির্ভূত হবে। তারা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদের সময় বের হবে। তাদের অন্যতম চিহ্ন হবে মাথা মুণ্ডন করা। এরপর তিনি বলেন, ‘‘তারা সৃষ্টির নিকৃষ্টতম (অথবা নিকৃষ্টতমদের অন্তর্ভুক্ত)। তাদেরকে যে দুই দলের মধ্যে অধিক হকের ওপর থাকবে, সেই দলই হত্যা করবে।

.123

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ - يَعْنِي الْخُدْرِيَّ - قَالَ : كُنَّا عِنْدَ بَيْتِ النَّبِيِّ - ﷺ - فِي نَفَرٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، فَقَالَ " :أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟ ." قَالُوا :بَلَى .قَالَ " :خِيَارُكُمُ الْمُوفُونَ الْمُطِيبُونَ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْحَفِيَّ التَّقِيَّ "، قَالَ :وَمَرَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ " :الْحَقُّ مَعَ ذَا الْحَقُّ مَعَ ذَا. قال الهيثمي: رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. [124]

হযরত আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

আমরা একদল মুহাজির ও আনসার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গৃহের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি বললেন: ‘‘আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোকদের সম্পর্কে জানিয়ে দেব?’’

তাঁরা বললেন, ‘‘অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল!’’

তিনি বললেন: ‘‘তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তারা, যারা অঙ্গীকার পূর্ণ করে, পবিত্র ও সৎচরিত্রের অধিকারী। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরহেযগার, সচ্চরিত্র ও বিনয়ী ব্যক্তিদের ভালোবাসেন।’’

এমন সময় হযরত আলী ইবনু আবী তালিব (রা.) সেখান দিয়ে অতিক্রম করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: ‘‘হক (সত্য) এই ব্যক্তির সঙ্গে; হক এই ব্যক্তির সঙ্গে।’’

ইমাম হাইসামী বলেন: ‘‘এ হাদীসটি আবু ইয়া’লা বর্ণনা করেছেন। এর সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত।

.124

---

[122] مجمع الزوائد حديث 14771

[123] صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب ذِكْرِ الْخَوَارِجِ وَصِفَاتِهِمْ ، حديث 1065

[124] مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، كتاب الفتن، باب فيما كان في الجمل وصفين وغيرهما، حديث 12027

عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، قَالَ :بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ حُذَيْفَةَ، إِذْ قَالَ : كَيْفَ أَنْتُمْ وَقَدْ خَرَجَ أَهْلُ بَيْتِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي فِتْنَتَيْنِ يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ وُجُوهَ بَعْضٍ بِالسَّيْفِ؟ ، فَقُلْنَا :يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ، قَالَ : أَيْ وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا ﷺ بِالْحَقِّ إِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ ، فَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ :يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَكَيْفَ نَصْنَعُ إِنْ أَدْرَكْنَا ذَلِكَ الزَّمَانَ؟، قَالَ : انْظُرُوا الْفِرْقَةَ الَّتِي تَدْعُو إِلَى أَمْرِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَالْزَمُوهَا فَإِنَّهَا عَلَى الْهُدَى [125] قال الهيثمي: رَوَاهُ الْبَزَّارُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ. (12032)

হযরত যায়েদ ইবনু ওয়াহব (রহ.) বলেন,

একদিন আমরা হুযাইফা (রা.)-এর কাছে বসে ছিলাম। তিনি বললেন: ''তোমাদের কী অবস্থা হবে, যখন তোমাদের নবীর আহলে বাইত দুই দলে বিভক্ত হবে এবং তোমরা একে অপরের মুখে তরবারির আঘাত করবে?''

আমরা বললাম, ''হে আবু আবদুল্লাহ! এমন কি সত্যিই ঘটবে?''

তিনি বললেন, ''হ্যাঁ, সেই সত্তার শপথ, যিনি মুহাম্মাদ ﷺ-কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন, তা অবশ্যই ঘটবে।''

তখন উপস্থিত একজন জিজ্ঞাসা করলেন, ''হে আবু আবদুল্লাহ! যদি আমরা সেই সময়ে উপস্থিত থাকি, তাহলে কী করব?''

তিনি বললেন, ''তোমরা সেই দলকে অনুসরণ করবে, যারা আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর অবস্থানের দিকে আহ্বান করবে। তাদের সঙ্গেই থাকো; কেননা তারাই হিদায়াতের ওপর রয়েছে।''

ইমাম হাইসামী বলেন: ''এ হাদীসটি ইমাম বাজ্জার বর্ণনা করেছেন। এর সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত।'' (মাজমাউয যাওয়ায়েদ, হাদীস নং ১২০৩২)

যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালোবাসেন

.125

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ .رضى الله عنه .أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ " قَالَ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَاهَا فَلَمَّا أَصْبَحَ النَّاسُ، غَدَوْا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَاهَا فَقَالَ " أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ". فَقَالُوا يَشْتَكِي عَيْنَيْهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ " فَأَرْسِلُوا إِلَيْهِ فَأْتُونِي بِهِ ". فَلَمَّا جَاءَ بَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ، وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأَ حَتَّى كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعٌ، فَأَعْطَاهُ الرَّايَةَ. فَقَالَ عَلِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا فَقَالَ " انْفُذْ عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، وَأَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللَّهِ فِيهِ، فَوَاللَّهِ لأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ النَّعَمِ ". [126]

হযরত সাহল ইবনু সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

[125] أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق بن خلاد بن عبيد الله العتكي المعروف بالبزار (ت ٢٩٢ هـ)، مسند البزار المنشور باسم البحر الزخار، حديث 2810، الناشر: مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة الطبعة: الأولى، (بدأت ١٩٨٨ م، وانتهت ٢٠٠٩ م)، عدد الأجزاء: ١٨

[126] صحيح البخاري، حديث 3701

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: ''আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা প্রদান করব, যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন।''

সেদিন রাতভর লোকেরা আলোচনা করতে লাগল, পতাকাটি কার হাতে দেওয়া হবে। সকাল হলে সবাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উপস্থিত হলো, প্রত্যেকেই আশা করছিল যে পতাকাটি তাকেই দেওয়া হবে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন, ''আলী ইবনু আবী তালিব কোথায়?''

লোকেরা বলল, ''হে আল্লাহর রাসূল! তাঁর চোখে ব্যথা।''

তিনি বললেন, ''তাঁকে ডেকে নিয়ে আসো।''

তাঁকে আনা হলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দুই চোখে নিজের পবিত্র লালা লাগিয়ে তাঁর জন্য দোয়া করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এমনভাবে সুস্থ হয়ে গেলেন, যেন তাঁর কোনো কষ্টই ছিল না। এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাতে যুদ্ধের পতাকা তুলে দিলেন।

হযরত আলী (রা.) বললেন, ''হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করব, যতক্ষণ না তারা আমাদের মতো (মুসলিম) হয়ে যায়?''

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

''ধীরে-সুস্থে অগ্রসর হও। তাদের এলাকায় পৌঁছে প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান করো এবং ইসলামে আল্লাহ তাদের ওপর যে অধিকারসমূহ নির্ধারণ করেছেন, তা তাদের জানিয়ে দাও। আল্লাহর কসম! তোমার মাধ্যমে যদি আল্লাহ একজন মানুষকেও হিদায়াত দান করেন, তবে তা তোমার জন্য লাল উটের (আরবদের কাছে সর্বাধিক মূল্যবান সম্পদ) চেয়েও উত্তম।''

.126

عَنْ سَلَمَةَ، قَالَ كَانَ عَلِيٌّ قَدْ تَخَلَّفَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي خَيْبَرَ وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ فَقَالَ أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ ﷺ، فَلَمَّا كَانَ مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا اللَّهُ فِي صَبَاحِهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ أَوْ لَيَأْخُذَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْ قَالَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَيْهِ ". فَإِذَا نَحْنُ بِعَلِيٍّ وَمَا نَرْجُوهُ، فَقَالُوا هَذَا عَلِيٌّ. فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ. [127]

হযরত সালামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

খায়বার অভিযানের সময় হযরত আলী (রা.) চোখের ব্যথার কারণে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে যেতে পারেননি। তিনি বললেন, ''আমি কি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে যেতে না পেরে পিছিয়ে থাকব?'' এরপর তিনি রওনা হয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হলেন।

যে রাতের পরের সকালে আল্লাহ খায়বার বিজয় দান করেছিলেন, সেই রাতে রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

''আগামীকাল আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা দেব—(অথবা তিনি পতাকা গ্রহণ করবেন)—যাকে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ভালোবাসেন, অথবা যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে। আল্লাহ তাঁর হাতেই বিজয় দান করবেন।''

আমরা তখন আলীর কথা ভাবিনি। এমন সময় লোকেরা বলল, ''এই যে আলী!''

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাতে পতাকা তুলে দিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর হাতেই বিজয় দান করলেন।

---

[127] صحيح البخاري، حديث 3702

তুমি আমার অংশ, আর আমি তোমার অংশ

.127

قال البخاري جَزْمًا: وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَلِيٍّ: أَنْتَ مِنِّي وَأَنَا مِنْكَ. وَقَالَ عُمَرُ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهْوَ عَنْهُ رَاضٍ. [128]

ইমাম বুখারী (রহ.) দৃঢ়ভাবে (জাযমের সঙ্গে) বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেছিলেন: "তুমি আমার অংশ, আর আমি তোমার অংশ।"
আর হযরত উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেছেন এমন অবস্থায় যে, তিনি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

বসে পড়ো, হে আবু তুরাব!

128.

دَخَلَ عَلِيٌّ عَلَى فَاطِمَةَ ثُمَّ خَرَجَ فَاضْطَجَعَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " أَيْنَ ابْنُ عَمِّكِ ". قَالَتْ فِي الْمَسْجِدِ. فَخَرَجَ إِلَيْهِ فَوَجَدَ رِدَاءَهُ قَدْ سَقَطَ عَنْ ظَهْرِهِ، وَخَلَصَ التُّرَابُ إِلَى ظَهْرِهِ، فَجَعَلَ يَمْسَحُ التُّرَابَ عَنْ ظَهْرِهِ فَيَقُولُ " اجْلِسْ يَا أَبَا تُرَابٍ ". مَرَّتَيْنِ. [129]

একদিন হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হযরত ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর কাছে এসে আবার বের হয়ে মসজিদে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।
রাসূলুল্লাহ ﷺ ফাতিমা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার চাচাতো ভাই কোথায়?"
তিনি বললেন, "তিনি মসজিদে আছেন।"
তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কাছে গেলেন। দেখলেন, তাঁর চাদর পিঠ থেকে সরে গেছে এবং তাঁর পিঠে মাটি লেগে গেছে। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে তাঁর পিঠের মাটি ঝাড়তে ঝাড়তে বললেন: "বসে পড়ো, হে আবু তুরাব! বসে পড়ো, হে আবু তুরাব!" (দু'বার বললেন)।

যে মর্যাদায় হারুন মূসার কাছে ছিলেন

.129

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِعَلِيٍّ " أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي [130]

রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন, "তুমি আমার কাছে সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত, যে মর্যাদায় হারূন মূসার কাছে ছিলেন। তবে আমার পরে আর কোনো নবী নেই।"

সমালোচনা করতে তোমাকে কী বাধা দিচ্ছে?

.130

أَمَّرَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ سَعْدًا فَقَالَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا التُّرَابِ فَقَالَ أَمَّا مَا ذَكَرْتُ ثَلاَثًا قَالَهُنَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلَنْ أَسُبَّهُ لأَنْ تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَهُ خَلَّفَهُ فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَلَّفْتَنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَمَا تَرْضَى أَنْ

---

[128] صحيح البخاري، تعليق
[129] صحيح البخاري، حديث 3703
[130] صحيح مسلم 2404

تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نُبُوَّةَ بَعْدِي " . وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَوْمَ خَيْبَرَ " لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ " . قَالَ فَتَطَاوَلْنَا لَهَا فَقَالَ " ادْعُوا لِي عَلِيًّا " . فَأُتِيَ بِهِ أَرْمَدَ فَبَصَقَ فِي عَيْنِهِ وَدَفَعَ الرَّايَةَ إِلَيْهِ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ { فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ} دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَنًا وَحُسَيْنًا فَقَالَ " اللَّهُمَّ هَؤُلاَءِ أَهْلِي " .[131]

হযরত সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত,

মুয়াবিয়া ইবনু আবী সুফিয়ান (রা.) সা'দ (রা.)-কে আমীর বানালেন অতঃপর বললেন, ''আবু তুরাব (আলী)-এর সমালোচনা করতে তোমাকে কী বাধা দিচ্ছে?''

তিনি বললেন, ''রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর সম্পর্কে যে তিনটি কথা বলেছেন, সেগুলো স্মরণ থাকায় আমি কখনো তাঁর সমালোচনা করতে পারি না। আল্লাহর কসম! ঐ তিনটির যেকোনো একটি আমার জন্য লাল উটের চেয়েও অধিক প্রিয়।''

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, যখন তিনি এক অভিযানে আলীকে (মদিনায়) রেখে গেলেন। তখন আলী বললেন, ''হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি আমাকে নারী ও শিশুদের সঙ্গে রেখে যাচ্ছেন?''

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন: ''তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, আমার কাছে তোমার মর্যাদা মূসার কাছে হারূনের মর্যাদার মতো? তবে আমার পরে আর কোনো নবী নেই।''

আর আমি তাঁকে খায়বারের দিন বলতে শুনেছি:

''আমি আগামীকাল এমন এক ব্যক্তির হাতে পতাকা অর্পণ করব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালোবাসেন।''

আমরা সবাই সেই পতাকা পাওয়ার আশায় অপেক্ষা করতে লাগলাম। তখন তিনি বললেন, ''আলীকে আমার কাছে ডাকো।''

তাঁকে আনা হলো। তাঁর চোখে ব্যথা ছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর চোখে নিজের পবিত্র লালা লাগালেন এবং তাঁর হাতে পতাকা তুলে দিলেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর হাতেই বিজয় দান করলেন।

আর যখন এই আয়াত নাযিল হলো:

﴿فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ﴾

''বলুন, এসো, আমরা আমাদের সন্তানদের ও তোমাদের সন্তানদের ডেকে আনি...'' (সূরা আলে ইমরান: ৬১)

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ আলী, ফাতিমা, হাসান ও হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-কে ডেকে বললেন: ''হে আল্লাহ! এঁরাই আমার আহল (আমার পরিবার)।''

ইমাম নববী বলেন,

قَوْلُهُ (إِنَّ مُعَاوِيَةَ قَالَ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسُبَّ أَبَا تُرَابٍ) قَالَ الْعُلَمَاءُ الْأَحَادِيثُ الْوَارِدَةُ الَّتِي فِي ظَاهِرِهَا دَخَلٌ عَلَى صَحَابِيٍّ يَجِبُ تَأْوِيلُهَا قَالُوا وَلَا يَقَعُ فِي رِوَايَاتِ الثِّقَاتِ إِلَّا مَا يُمْكِنُ تَأْوِيلُهُ فَقَوْلُ مُعَاوِيَةَ هَذَا لَيْسَ فِيهِ تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ أَمَرَ سَعْدًا بِسَبِّهِ وَإِنَّمَا سَأَلَهُ عَنِ السَّبَبِ الْمَانِعِ لَهُ مِنَ السَّبِّ كَأَنَّهُ يَقُولُ هَلِ امْتَنَعْتَ تَوَرُّعًا أَوْ خَوْفًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَ تَوَرُّعًا وَإِجْلَالًا لَهُ عَنِ السَّبِّ فَأَنْتَ مُصِيبٌ مُحْسِنٌ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ فَلَهُ

[131] صحيح مسلم، حديث 2404

جَوَابٌ آخَرُ ولَعَلَّ سَعْدًا قَدْ كَانَ فِي طَائِفَةٍ يَسُبُّونَ فَلَمْ يَسُبَّ مَعَهُمْ وَعَجَزَ عَنِ الْإِنْكَارِ وَأَنْكَرَ عَلَيْهِمْ فَسَأَلَهُ هَذَا السُّؤَالَ قَالُوا وَيَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا آخَرَ أَنَّ مَعْنَاهُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُخَطِّئَهُ فِي رَأْيِهِ وَاجْتِهَادِهِ وَتُظْهِرَ لِلنَّاسِ حُسْنَ رَأْيِنَا وَاجْتِهَادِنَا وَأَنَّهُ أَخْطَأَ قَوْلُهُ

"মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলেছিলেন: 'আবু তুরাব (অর্থাৎ আলী)-কে গালি দিতে তোমাকে কী বাধা দিয়েছে?'

আলিমগণ বলেন, যেসব হাদীসের বাহ্যিক অর্থে কোনো সাহাবীর প্রতি আপাত দোষারোপ বা সমালোচনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়, সেগুলোর যথাযথ ব্যাখ্যা (তাওয়ীল) করা আবশ্যক। তাঁরা আরও বলেন, নির্ভরযোগ্য (সিকাহ) বর্ণনাকারীদের রেওয়ায়েতে এমন কিছুই আসে না, যার গ্রহণযোগ্য কোনো ব্যাখ্যা সম্ভব নয়।

অতএব, মুয়াবিয়া (রা.)-এর এই কথায় এমন কোনো স্পষ্ট বক্তব্য নেই যে, তিনি সা'দ (রা.)-কে আলী (রা.)-কে গালি দিতে আদেশ করেছিলেন। বরং তিনি শুধু জানতে চেয়েছেন, কী কারণে সা'দ (রা.) তাঁকে গালি দেননি।

অর্থ যেন এই:

"তুমি কি তাকওয়া ও পরহেযগারির কারণে, অথবা তাঁর মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে গালি দেওয়া থেকে বিরত ছিলে? নাকি অন্য কোনো কারণে?"

যদি কারণ হয়ে থাকে তাকওয়া ও তাঁর মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা, তবে তুমি সঠিক কাজই করেছ এবং উত্তম আচরণ প্রদর্শন করেছ। আর যদি অন্য কোনো কারণ হয়ে থাকে, তাহলে তার ভিন্ন উত্তর হতে পারে।

আলিমগণ আরও বলেন, এটাও সম্ভব যে, সা'দ (রা.) এমন একদল লোকের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, যারা আলী (রা.) সম্পর্কে কটু কথা বলছিল। কিন্তু তিনি তাঁদের সঙ্গে এতে অংশ নেননি; আবার কোনো কারণে তাঁদেরকে বাধা দিতেও সক্ষম হননি। তাই মুয়াবিয়া (রা.) তাঁকে এ প্রশ্ন করেছিলেন।

আরও একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হলো:

"তোমাকে কী বাধা দিয়েছে আলীর (রা.) মতামত ও ইজতিহাদকে ভুল বলা থেকে এবং মানুষের কাছে আমাদের মতামত ও ইজতিহাদকে সঠিক এবং তাঁর ইজতিহাদকে ভুল বলে প্রকাশ করা থেকে?"

অর্থাৎ এখানে "সাব্ (سبّ)" শব্দটি সরাসরি গালিগালাজের অর্থে না হয়ে, তাঁর রাজনৈতিক ইজতিহাদের সমালোচনা বা ভুল মনে করা—এই অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। [132]

তবে শুধু গালি নয়

তবে শুধু গালি নয়, উমাইয়াদের আমলে মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে মসজিদের মিম্বরে জুমার খুতবায় লানত দেয়া হতো। ইবনু হাজার আস্কালানী ফাতহুলবারীতে বলেন,

وَاتَّخَذُوا لَعْنَه عَلى المَنَابِرِ سُنَّةً

তারা মিম্বরে মিম্বরে তাঁকে (আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে) গালি দেয়াকে সুন্নাত বানিয়েছিল।

---

[132] নববী, শারহে মুসলিম ১৫/১৭৫-১৭৬।

আলী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে নিন্দাবাদের কারণে হাসান বাসরী হাদিস বর্ণনায় মাওলা আলীর নাম নিতে পারতেন না। এগুলী প্রমাণিত সত্য। যাহাবীর মতে মুয়াবিয়া রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর সাথে সন্ধিতে ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর একটি শর্ত ছিল উনার সামনে যেন কেউ মাওলা আলী রাদ্বিয়াল্লাহুকে গালি দিতে না পারে।

.131

جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَسَبَّ عَلِيًّا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَحَصَبَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ " :يَا عَدُوَّ اللَّهِ آذَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ :﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ﴾ الأحزاب: ٥٧ لَوْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَيًّا لَآذَيْتَهُ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ [133]

শামের এক ব্যক্তি হযরত ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর সামনে হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে গালি দিল। তখন ইবনু আব্বাস (রা.) তাকে কংকর নিক্ষেপ করে বললেন: "হে আল্লাহর শত্রু! তুমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে কষ্ট দিয়েছ।"

এরপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا﴾

"নিশ্চয় যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশাপ দিয়েছেন এবং তাদের জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (সূরা আল-আহযাব: ৫৭)

এরপর তিনি বললেন: "আজ যদি রাসূলুল্লাহ ﷺ জীবিত থাকতেন, তবে তুমি তাঁকেই কষ্ট দিতে।"

ইমাম হাকিম বলেন:

"এই হাদীসটির সনদ সহীহ। তবে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এটি বর্ণনা করেননি।"

আমি যার মাওলা আলী তার মাওলা

.132

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ [134] صحيح

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, আমি যার মাওলা (অভিভাবক, বন্ধু ও নিকটতম), আলীও তার মাওলা।

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ فَدَخَلَ عَلَيْهِ سَعْدٌ فَذَكَرُوا عَلِيًّا فَنَالَ مِنْهُ فَغَضِبَ سَعْدٌ وَقَالَ تَقُولُ هَذَا لِرَجُلٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ . يَقُولُ " مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَعَلِيٌّ مَوْلاَهُ " . وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى إِلاَّ أَنَّهُ لاَ نَبِيَّ بَعْدِي " . وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ " لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ الْيَوْمَ رَجُلاً يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ "

সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

মু'আবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর কোনো এক হজের সফরে (মদিনায়) আগমন করেন। তখন সা'দ তাঁর কাছে প্রবেশ করেন। একপর্যায়ে সেখানে আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর আলোচনা

---

133 *আল-মুস্তাদরাক 'আলাস সহীহাইন*, হাদিস নং ৪৬১৮।

134 সুনান আত-তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব 'আন রাসূলিল্লাহ ﷺ(রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গুণাবলি ও মর্যাদা বিষয়ক অধ্যায়), আলী ইবনু আবী তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মর্যাদা সম্পর্কিত অধ্যায়। তাঁর দুটি কুনিয়াত ছিল: আবু তুরাব এবং আবুল হাসান। হাদিস নং: ৩৭১৩।

উঠল। তখন মু'আবিয়া তাঁর সম্পর্কে কিছু সমালোচনামূলক কথা বললেন। এতে সা'দ রাদিয়াল্লাহু আনহু ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, ''আপনি কি এমন একজন ব্যক্তির সম্পর্কে এ ধরনের কথা বলছেন, যার ব্যাপারে আমি স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

'আমি যার মাওলা (অভিভাবক, বন্ধু ও প্রিয়জন), আলীও তার মাওলা।'

আর আমি তাঁকে বলতে শুনেছি: 'হে আলী! আমার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ঠিক তেমন, যেমন মূসার সঙ্গে হারূনের সম্পর্ক ছিল; তবে আমার পরে আর কোনো নবী নেই।'

এবং আমি তাঁকে আরও বলতে শুনেছি: 'আজ আমি অবশ্যই সেই ব্যক্তির হাতে পতাকা অর্পণ করব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে, এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালোবাসেন।' 135

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ :شَهِدْتُ عَلِيًّا، فِي الرَّحَبَةِ يَنْشُدُ النَّاسَ :أَنْشُدُ اللهَ مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ " :مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ " لَمَّا قَامَ فَشَهِدَ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ :فَقَامَ اثْنَا عَشَرَ بَدْرِيًّا، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَحَدِهِمْ، فَقَالُوا :نَشْهَدُ أَنَّا سَمِعْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ " :أَلَسْتُ أَوْلَى بِالْمُسْلِمِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، وَأَزْوَاجِي أُمَّهَاتُهُمْ؟ " فَقُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ " :فَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ"

আবদুর রহমান ইবনু আবী লায়লা (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

আমি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে রাহাবা নামক স্থানে বলতে শুনেছি। তিনি উপস্থিত লোকদের উদ্দেশে বললেন:

''আমি আল্লাহর নামে তোমাদেরকে শপথ করে জিজ্ঞাসা করছি, তোমাদের মধ্যে কে কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গাদীরে খুম-এর দিন এ কথা বলতে শুনেছ— 'যার আমি মাওলা, আলীও তার মাওলা।' যে শুনেছে, সে যেন দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দেয়।''

আবদুর রহমান বলেন, তখন বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বারোজন সাহাবি দাঁড়িয়ে গেলেন। যেন আমি এখনও তাদের একজনকে আমার চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি।

তাঁরা বললেন, ''আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে গাদীরে খুমের দিন বলতে শুনেছি: 'আমি কি মুমিনদের ওপর তাদের নিজেদের থেকেও অধিক অধিকারী নই? আর আমার স্ত্রীগণ কি তাদের মায়ের মর্যাদাসম্পন্ন নন?'

আমরা বললাম, 'হ্যাঁ, অবশ্যই, হে আল্লাহর রাসূল!'

তখন তিনি বললেন, 'অতএব, যার আমি মাওলা, আলীও তার মাওলা। হে আল্লাহ! যে তাকে ভালোবাসে ও তার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখে, আপনি তার বন্ধু হোন; আর যে তার সঙ্গে শত্রুতা করে, আপনি তার শত্রু হোন।' **136**

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ :كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي سَفَرٍ، فَنَزَلْنَا بِغَدِيرِ خُمٍّ، فَنُودِيَ فِينَا :الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ، وَكُسِحَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ تَحْتَ شَجَرَتَيْنِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، وَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ " :أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ؟ " قَالُوا: بَلَى، قَالَ " :أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ؟ " قَالُوا:

135 সুনান ইবনু মাজাহ, হা ১২১।

136 মুসনাদ আহমাদ, ২/২৬৮, হাদিস ৯৬১।

بَلَى، قَالَ :فَأَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ، فَقَالَ " :مَنْ) ١ (كُنْتُ مَوْلَاهُ، فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اللهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ " قَالَ: فَلَقِيَهُ عُمَرُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ " :لَهُ هَنِيئًا يَا ابْنَ أَبِي طَالِبٍ، أَصْبَحْتَ وَأَمْسَيْتَ مَوْلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ، وَمُؤْمِنَةٍ

বারা ইবনু ‘আযিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:
আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে ছিলাম। পথিমধ্যে আমরা গাদীরে খুম নামক স্থানে অবতরণ করলাম। তখন ঘোষণা করা হলো, “সকলেই নামাজের জন্য একত্রিত হোন।”
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য দুটি গাছের নিচের স্থান পরিষ্কার করা হলো। তিনি যোহরের নামাজ আদায় করলেন। এরপর তিনি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাত ধরে বললেন,
“তোমরা কি জানো না যে, আমি মুমিনদের ওপর তাদের নিজেদের থেকেও অধিক অধিকারী?”
সাহাবিগণ বললেন, “হ্যাঁ, অবশ্যই।”
তিনি আবার বললেন, “তোমরা কি জানো না যে, আমি প্রত্যেক মুমিনের ওপর তার নিজের থেকেও অধিক অধিকারী?”
তাঁরা বললেন, “হ্যাঁ, অবশ্যই।”
তখন তিনি আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাত ধরে বললেন,
“যার আমি মাওলা, আলীও তার মাওলা। হে আল্লাহ! যে আলীকে ভালোবাসে ও তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখে, আপনি তার বন্ধু হোন; আর যে তাঁর সঙ্গে শত্রুতা করে, আপনি তার শত্রু হোন।”
বারা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,
এরপর উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন,
“অভিনন্দন, হে আবু তালিবের পুত্র! আজ থেকে আপনি প্রত্যেক মুমিন পুরুষ ও প্রত্যেক মুমিন নারীর মাওলা হয়েছেন। [137]

আমি জ্ঞানের নগরী, আর আলী তার প্রবেশদ্বার

133.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ" :أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا، فَمَنْ أَرَادَ الْمَدِينَةَ، فَلْيَأْتِ الْبَابَ

ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: “আমি জ্ঞানের নগরী, আর আলী তার প্রবেশদ্বার। সুতরাং যে ব্যক্তি এই নগরীতে (জ্ঞান অর্জনের জন্য) প্রবেশ করতে চায়, সে যেন সেই প্রবেশদ্বার দিয়েই প্রবেশ করে। [138]

তাহকীকঃ

হাকিম বলেন,

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يخَرِّجَاهُ،
لِيَعْلَمَ الْمُسْتَفِيدُ لِهَذَا الْعِلْمِ أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ فَهْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ مَأْمُونٌ حَافِظٌ، وَلِهَذَا الْحَدِيثِ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ

137 মুসনাদ আহমাদ ৩০/৪৩০, হাদিস ১৮৪৭৯। আর-রিসালাহ
138 হাকিম, আল-মুস্তাদরাক আলাস সহীহাইন, ৬/৫১, হাদিস ৪৬৮৬ / ৪৬৮৭ / ৪৬৮৮।

"এটি একটি সহীহ সনদবিশিষ্ট হাদিস, যদিও ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এটি তাঁদের গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করেননি।
যাতে এ জ্ঞানের অন্বেষণকারী অবগত হন যে, হুসাইন ইবনু ফাহম ইবনু আবদুর রহমান একজন বিশ্বস্ত (ثقة), আমানতদার (مأمون) এবং হাফিয (حافظ) রাবী।
এ হাদিসটির পক্ষে সুফিয়ান আস-সাওরী (রহিমাহুল্লাহ)-এর বর্ণিত আরেকটি সহীহ সনদযুক্ত শাহিদ (সমর্থক বর্ণনা) রয়েছে।"

ইমাম আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন সিদ্দীক আল-হাসানী আল-মাগরিবী আল-গুমারী রাহিমাহুল্লাহ (ওফাত ১৩৮০ হিঃ) এই হাদিসটিকে সহীহ সাব্যস্ত করে একটি কিতাব লিখেছেন। ২১৭ পৃষ্ঠা। কিতাবের নাম

فَتْحُ المَلِكِ العَلِيِّ بِصِحَّةِ حَدِيْثِ بَابِ مَدِيْنَةِ العِلْمِ عَلِي رضي الله عنه

ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেন,

عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَنَا دَارُ الْحِكْمَةِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا " . هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مُنْكَرٌ . وَرَوَى بَعْضُهُمْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شَرِيكٍ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ عَنِ الصُّنَابِحِيِّ وَلاَ نَعْرِفُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ احِدٍ مِنَ الثِّقَاتِ غير شَرِيكٍ . وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:
"আমি প্রজ্ঞার গৃহ, আর আলী তার প্রবেশদ্বার।"
এরপর ইমাম তিরমিযী বলেন: "এই হাদিসটি গরীব (একক সূত্রে বর্ণিত) এবং মুনকার।"
তিনি আরও বলেন:
"কিছু বর্ণনাকারী এই হাদিসটি শারীক থেকে বর্ণনা করেছেন, তবে তারা সেখানে 'আস-সুনাবিহী' (রাবীর) উল্লেখ করেননি। আর আমরা এই হাদিসটি শারীক ছাড়া অন্য কোনো নির্ভরযোগ্য (ثقة) বর্ণনাকারীর মাধ্যমে জানি না।"
তিনি আরও বলেন: "এ বিষয়ে ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকেও একটি বর্ণনা রয়েছে।[139]

ফাতিমা (আলাইহাস সালাম) জান্নাতের নারীদের নেত্রী

.134

عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ» :نَزَلَ مَلَكٌ مِنَ السَّمَاءِ فَاسْتَأْذَنَ اللَّهَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيَّ لَمْ يَنْزِلْ قَبْلَهَا، فَبَشَّرَنِي أَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ [140] قال الذهبي: صحيح

হযরত হুযাইফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,
"আকাশ থেকে এক ফেরেশতা অবতীর্ণ হয়েছেন। তিনি এর আগে কখনো পৃথিবীতে অবতরণ করেননি। তিনি আল্লাহর কাছে আমার প্রতি সালাম পেশ করার অনুমতি চেয়ে তা লাভ করেছেন। এরপর তিনি আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, ফাতিমা জান্নাতের নারীদের নেত্রী।"

---

[139] সুনান তিরমিযী, হাদিস ৩৭২৩।

[140] المستدرك على الصحيحين، حديث 4721، دار الكتب العلمية

ইমাম যাহাবী বলেন: "এ হাদীসটি সহীহ।"

যে ফাতেমাকে অসন্তুষ্ট করবে

.135

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ .رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّي، فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِي [141]

হযরত মিসওয়ার ইবনু মাখরামা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, ফাতিমা আমারই একটি অংশ। অতএব, যে তাকে অসন্তুষ্ট করবে, সে আমাকে অসন্তুষ্ট করবে।

.136

سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَهُوَ يَقُولُ " إِنَّ بَنِي هِشَامِ بْنِ الْمُغِيرَةِ اسْتَأْذَنُونِي أَنْ يُنْكِحُوا ابْنَتَهُمْ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَلاَ آذَنُ لَهُمْ ثُمَّ ثُمَّ لاَ آذَنُ لَهُمْ ثُمَّ لاَ آذَنُ لَهُمْ إِلاَّ أَنْ يُحِبَّ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي وَيَنْكِحَ ابْنَتَهُمْ فَإِنَّمَا ابْنَتِي بَضْعَةٌ مِنِّي يَرِيبُنِي مَا رَابَهَا وَيُؤْذِينِي مَا آذَاهَا [142]

হযরত মিসওয়ার ইবনু মাখরামা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিম্বরের ওপর বলতে শুনেছি:

"বনু হিশাম ইবনু মুগীরাহ আমার কাছে অনুমতি চেয়েছে, তারা যেন তাদের কন্যার সঙ্গে আলী ইবনু আবী তালিবের বিবাহ দিতে পারে। কিন্তু আমি তাদের অনুমতি দিচ্ছি না, না, আমি তাদের অনুমতি দিচ্ছি না, না, আমি তাদের অনুমতি দিচ্ছি না—যতক্ষণ না আলী ইবনু আবী তালিব আমার কন্যাকে তালাক দিয়ে তাদের কন্যাকে বিবাহ করতে চান।

কারণ, আমার কন্যা ফাতিমা আমারই একটি অংশ। যা তাকে কষ্ট দেয়, তা আমাকে কষ্ট দেয়; আর যা তাকে দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন করে, তা আমাকেও দুঃখিত ও উদ্বিগ্ন করে।

.137

وَإِنِّي لَسْتُ أُحَرِّمُ حَلاَلاً وَلاَ أُحِلُّ حَرَامًا وَلَكِنْ وَاللَّهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدًا [143]

"আমি কোনো হালালকে হারাম করছি না এবং কোনো হারামকে হালালও করছি না। তবে আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসূলের কন্যা এবং আল্লাহর শত্রুর কন্যা কখনো একই ব্যক্তির সংসারে একত্রে থাকবে না।"

.138

أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ خَطَبَ بِنْتَ أَبِي جَهْلٍ وَعِنْدَهُ فَاطِمَةُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَاطِمَةُ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ لَهُ إِنَّ قَوْمَكَ يَتَحَدَّثُونَ أَنَّكَ لاَ تَغْضَبُ لِبَنَاتِكَ وَهَذَا عَلِيٌّ نَاكِحًا ابْنَةَ أَبِي جَهْلٍ . قَالَ الْمِسْوَرُ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ فَسَمِعْتُهُ حِينَ تَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ " أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَنْكَحْتُ أَبَا الْعَاصِ بْنَ الرَّبِيعِ فَحَدَّثَنِي فَصَدَقَنِي وَإِنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ مُضْغَةٌ مِنِّي وَإِنَّمَا أَكْرَهُ أَنْ يَفْتِنُوهَا وَإِنَّهَا وَاللَّهِ لاَ تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ وَبِنْتُ عَدُوِّ اللَّهِ عِنْدَ رَجُلٍ وَاحِدٍ أَبَدًا " . قَالَ فَتَرَكَ عَلِيٌّ الْخِطْبَةَ . [144]

---

[141] صحيح البخاري، حديث 3767

[142] صحيح مسلم، باب فَضَائِلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ، حديث 2449

[143] صحيح مسلم، باب فَضَائِلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ، حديث 2449

[144] صحيح مسلم، باب فَضَائِلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ، حديث 2449

হযরত মিসওয়ার ইবনু মাখরামা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন,

হযরত আলী ইবনু আবী তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আবু জাহলের কন্যাকে বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। তখন তাঁর স্ত্রী ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কন্যা হযরত ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)। এ সংবাদ শুনে হযরত ফাতিমা (রা.) রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এসে বললেন, ''লোকেরা বলাবলি করছে যে, আপনি আপনার কন্যাদের ব্যাপারে রাগ করেন না। আর এই যে আলী আবু জাহলের কন্যাকে বিয়ে করতে যাচ্ছেন!''

মিসওয়ার (রা.) বলেন, তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ দাঁড়ালেন। আমি তাঁকে তাশাহহুদ পাঠ করার পর বলতে শুনেছি:

''অতঃপর, আমি আমার কন্যা যায়নাবকে আবুল আস ইবনু রাবী'র সঙ্গে বিবাহ দিয়েছিলাম। সে আমাকে যা বলেছিল, তা সত্যই বলেছিল এবং আমার সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার রক্ষা করেছিল। নিশ্চয়ই মুহাম্মাদের কন্যা ফাতিমা আমারই একটি অংশ। আমি আশঙ্কা করি, তাকে (তার দ্বীনের ব্যাপারে) পরীক্ষার সম্মুখীন করা হবে।

আল্লাহর কসম! আল্লাহর রাসূলের কন্যা এবং আল্লাহর শত্রুর কন্যা কখনো একই ব্যক্তির সংসারে একত্রে থাকবে না।''

মিসওয়ার (রা.) বলেন, এরপর হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) সেই বিয়ের প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেন।

.139

أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا فَاطِمَةَ ابْنَتَهُ فَسَارَّهَا فَبَكَتْ ثُمَّ سَارَّهَا فَضَحِكَتْ فَقَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لِفَاطِمَةَ مَا هَذَا الَّذِي سَارَّكِ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَبَكَيْتِ ثُمَّ سَارَّكِ فَضَحِكْتِ قَالَتْ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي بِمَوْتِهِ فَبَكَيْتُ ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ مَنْ يَتْبَعُهُ مِنْ أَهْلِهِ فَضَحِكْتُ . [145]

হযরত আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর কন্যা ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে ডাকলেন এবং তাঁর কানে গোপনে কিছু বললেন। এতে তিনি কেঁদে ফেললেন। এরপর আবার তাঁর কানে গোপনে কিছু বললেন। তখন তিনি হাসলেন।

হযরত আয়িশা (রা.) বলেন, আমি ফাতিমা (রা.)-কে জিজ্ঞাসা করলাম, ''রাসূলুল্লাহ ﷺ আপনাকে কী বললেন যে, প্রথমে আপনি কাঁদলেন, তারপর হাসলেন?''

তিনি বললেন, ''তিনি প্রথমে আমাকে গোপনে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর ইন্তিকাল নিকটবর্তী। তাই আমি কেঁদেছিলাম। এরপর তিনি আমাকে জানালেন যে, তাঁর পরিবারের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম তাঁর সঙ্গে মিলিত হব। তাই আমি হাসলাম।

কি সেই গোপন কথা?

.140

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنَّ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ عِنْدَهُ لَمْ يُغَادِرْ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَأَقْبَلَتْ فَاطِمَةُ تَمْشِي مَا تُخْطِئُ مِشْيَتُهَا مِنْ مِشْيَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا فَلَمَّا رَآهَا رَحَّبَ بِهَا فَقَالَ " مَرْحَبًا بِابْنَتِي " . ثُمَّ أَجْلَسَهَا عَنْ يَمِينِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ سَارَّهَا فَبَكَتْ بُكَاءً شَدِيدًا فَلَمَّا رَأَى جَزَعَهَا سَارَّهَا الثَّانِيَةَ فَضَحِكَتْ . فَقُلْتُ لَهَا خَصَّكِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ بَيْنِ

[145] صحيح مسلم، باب فَضَائِلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ، حديث 2450

نِسَائِهِ بِالسِّرَارِ ثُمَّ أَنْتِ تَبْكِينَ فَلَمَّا قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَأَلْتُهَا مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ مَا كُنْتُ أُفْشِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سِرَّهُ . قَالَتْ فَلَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قُلْتُ عَزَمْتُ عَلَيْكِ بِمَا لِي عَلَيْكِ مِنَ الْحَقِّ لَمَا حَدَّثْتِنِي مَا قَالَ لَكِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ أَمَّا الآنَ فَنَعَمْ أَمَّا حِينَ سَارَّنِي فِي الْمَرَّةِ الأُولَى فَأَخْبَرَنِي " أَنَّ جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ وَإِنَّهُ عَارَضَهُ الآنَ مَرَّتَيْنِ وَإِنِّي لاَ أُرَى الأَجَلَ إِلاَّ قَدِ اقْتَرَبَ فَاتَّقِي اللَّهَ وَاصْبِرِي فَإِنَّهُ نِعْمَ السَّلَفُ أَنَا لَكِ " . قَالَتْ فَبَكَيْتُ بُكَائِي الَّذِي رَأَيْتِ فَلَمَّا رَأَى جَزَعِي سَارَّنِي الثَّانِيَةَ فَقَالَ " يَا فَاطِمَةُ أَمَا تَرْضَىْ أَنْ تَكُونِي سَيِّدَةَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ أَوْ سَيِّدَةَ نِسَاءِ هَذِهِ الأُمَّةِ. قَالَتْ فَضَحِكْتُ ضَحِكِي الَّذِي رَأَيْتِ . [146]

হযরত আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সকল স্ত্রী তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় হযরত ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর চলার ধরন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চলার ধরন থেকে বিন্দুমাত্র ভিন্ন ছিল না।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে দেখে সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়ে বললেন, ‘‘স্বাগতম, হে আমার কন্যা!’’ এরপর তাঁকে নিজের ডান পাশে অথবা বাম পাশে বসালেন। তারপর তাঁর কানে গোপনে কিছু বললেন। এতে তিনি প্রবলভাবে কেঁদে উঠলেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর দুঃখ দেখে আবার তাঁর কানে গোপনে কিছু বললেন। তখন তিনি হাসলেন।

আমি (আয়িশা) তাঁকে বললাম, ‘‘রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের মধ্য থেকে শুধু তোমাকেই গোপন কথা বললেন, আর তুমি কাঁদলে!’’

রাসূলুল্লাহ ﷺ চলে যাওয়ার পর আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘‘তিনি তোমাকে কী বলেছিলেন?’’

তিনি বললেন, ‘‘আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোপন কথা প্রকাশ করতে পারি না।’’

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর আমি তাঁকে বললাম, ‘‘তোমার ওপর আমার যে অধিকার আছে, তার দোহাই দিয়ে বলছি, আজ আমাকে বলো, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে কী বলেছিলেন।’’

তিনি বললেন, ‘‘এখন বলছি। প্রথমবার তিনি আমাকে গোপনে বলেছিলেন:

‘জিবরীল (আ.) প্রতি বছর একবার বা দু’বার আমার সঙ্গে কুরআন পুনরালোচনা করতেন। এবার তিনি আমার সঙ্গে দু’বার পুনরালোচনা করেছেন। তাই আমি মনে করছি, আমার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এসেছে। অতএব তুমি আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্য ধারণ করো। আমি তোমার জন্য কতই না উত্তম পূর্বসূরি!’

এ কথা শুনেই আমি কেঁদেছিলাম, যেমনটি আপনি দেখেছেন।

এরপর তিনি আমার দুঃখ দেখে দ্বিতীয়বার গোপনে বললেন:

‘হে ফাতিমা! তুমি কি এতে সন্তুষ্ট নও যে, তুমি মুমিন নারীদের নেত্রী হবে?’ অথবা তিনি বলেছেন: ‘এই উম্মতের নারীদের নেত্রী হবে?’ এ কথা শুনে আমি হাসলাম, যেমনটি আপনি দেখেছেন।

আলী আমার কাছে তোমার চেয়েও অধিক সম্মানিত ও প্রিয়

141.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَلَى عَلِيٍّ وَفَاطِمَةَ وَهُمَا يضحكانِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيَّ ﷺ سَكَتَا فَقَالَ لَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ : مَا لَكُمَا كُنْتُمَا تَضْحَكَانِ، فَلَمَّا رَأَيْتُمَانِي سَكَتُّما؟ فَبَادَرَتْ فَاطِمَةُ فَقَالَتْ: بِأَبِي أَنْتَ يَا رَسُولَ اللهِ

[146] صحيح مسلم، باب فَضَائِلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ ، حديث 2450

قَالَ هَذَا: أَنَا أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ مِنْكِ، فَقُلْتُ :بَلْ أَنَا أَحَبُّ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنْكَ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، وَقَالَ : يَا بُنَيَّةُ لَكِ رِقَّةُ الْوَلَدِ، وَعَلِيٌّ أَعَزُّ عَلَيَّ مِنْكِ [147] قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,
একদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতিমা (রা.)-এর কাছে গেলেন। তখন তাঁরা উভয়ে হাসছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখামাত্র তাঁরা চুপ হয়ে গেলেন।
রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, ''তোমাদের কী হয়েছে? একটু আগে তো তোমরা হাসছিলে, আর আমাকে দেখেই চুপ হয়ে গেলে!''
তখন হযরত ফাতিমা (রা.) বললেন, ''হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা আপনার জন্য উৎসর্গ হোক। আলী বলছিলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তোমার চেয়ে বেশি প্রিয়।' আর আমি বললাম, 'বরং আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে তোমার চেয়ে বেশি প্রিয়।'''
এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ ﷺ মুচকি হেসে বললেন:
''হে আমার কন্যা! তোমার প্রতি সন্তানের প্রতি স্বাভাবিক কোমলতা ও স্নেহ রয়েছে। কিন্তু আলী আমার কাছে তোমার চেয়েও অধিক সম্মানিত ও প্রিয়।''
ইমাম হাইসামী বলেন:
''এ হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর সকল বর্ণনাকারী সহীহ হাদীসের বর্ণনাকারী।

তোমাকে এবং তোমার সন্তানদের শাস্তি দেবেন না

142.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِفَاطِمَةَ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ غَيْرُ مُعَذِّبِكِ، وَلَا وَلَدِكِ [148] قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে বলেছেন,
''নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তোমাকে এবং তোমার সন্তানদের শাস্তি দেবেন না।''
ইমাম হাইসামী বলেন: ''এ হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত।

তোমার অসন্তুষ্টিতে অসন্তুষ্ট

143.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ :قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِفَاطِمَةَ : إِنَّ اللهَ يَغْضَبُ لِغَضَبِكِ وَيَرْضَى لِرِضَاكِ [149] قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.

হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে বলেছেন,

---

147 الطبراني (ت ٣٦٠ هـ) ، المعجم الكبير ، ج 11 ص 66، حديث 11063، مكتبة ابن تيمية
148 الطبراني (ت ٣٦٠ هـ) ، المعجم الكبير ، ج 11 ص 263، حديث 11685، مكتبة ابن تيمية
149 الطبراني (ت ٣٦٠ هـ) ، المعجم الكبير ، ج 22 ص 401، حديث 1001، مكتبة ابن تيمية

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার অসন্তুষ্টিতে অসন্তুষ্ট হন এবং তোমার সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট হন।"
ইমাম হাইসামী বলেন: "এ হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর সনদ হাসান (উত্তম)।

ফাত্তিমার বিবাহ আলীর সাথে

.144

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : إِنَّ اللهَ أَمَرَنِي أَنْ أُزَوِّجَ فَاطِمَةَ مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا [150]
قال الهيثمي: رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.

হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,
"নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন আমি ফাতিমার বিবাহ আলীর সঙ্গে সম্পন্ন করি।"
ইমাম হাইসামী বলেন: "এ হাদীসটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন। এর সকল বর্ণনাকারী বিশ্বস্ত।

145.

خُطْبَةُ الإِمَامِ عَلِي بْنِ الحُسَيْنِ فِي مَجْلِسِ احْتِفَالِ يَزِيْدَ بِرُؤُوْسِ الشُّهَدَاءِ

শহীদদের পবিত্র মস্তক নিয়ে ইয়াযীদের বিজয়োৎসবের সভায় ইমাম আলী ইবনুল হুসাইন (যায়নুল আবিদীন)-এর ঐতিহাসিক ভাষণ

وَرُوِيَ: أَنَّ يَزِيدَ أَمَرَ بِمِنْبَرٍ وَخَطِيبٍ، لِيَذْكُرَ لِلنَّاسِ مَسَاوِئَ لِلْحُسَيْنِ وَأَبِيهِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ، فَصَعِدَ الْخَطِيبُ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَأَكْثَرَ الْوَقِيعَةَ فِي عَلِيٍّ وَالْحُسَيْنِ، وَأَطْنَبَ فِي تَقْرِيظِ مُعَاوِيَةَ وَيَزِيدَ، فَصَاحَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ: وَيْلَكَ، أَيُّهَا الْخَاطِبُ! اشْتَرَيْتَ رِضَا الْمَخْلُوقِ بِسَخَطِ الْخَالِقِ؟ فَتَبَوَّأْ مَقْعَدَكَ مِنَ النَّارِ.
ثُمَّ قَالَ: يَا يَزِيدُ! ائْذَنْ لِي حَتَّى أَصْعَدَ هَذِهِ الْأَعْوَادَ، فَأَتَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ فِيهِنَّ لِلَّهِ رِضًا، وَلِهَؤُلَاءِ الْجَالِسِينَ أَجْرٌ وَثَوَابٌ.
فَأَبَى يَزِيدُ، فَقَالَ النَّاسُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! ائْذَنْ لَهُ لِيَصْعَدَ، فَلَعَلَّنَا نَسْمَعُ مِنْهُ شَيْئًا.
فَقَالَ لَهُمْ: إِنْ صَعِدَ الْمِنْبَرَ هَذَا لَمْ يَنْزِلْ إِلَّا بِفَضِيحَتِي وَفَضِيحَةِ آلِ أَبِي سُفْيَانَ.
فَقَالُوا: وَمَا قَدْرُ مَا يُحْسِنُ هَذَا؟
فَقَالَ: إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ قَدْ زُقُّوا الْعِلْمَ زَقًّا.
وَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَذِنَ لَهُ بِالصُّعُودِ.
فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ خَطَبَ خُطْبَةً أَبْكَى مِنْهَا الْعُيُونَ، وَأَوْجَلَ مِنْهَا الْقُلُوبَ، فَقَالَ فِيهَا:

[150] الطبراني (ت ٣٦٠ هـ) ، المعجم الكبير ، ج 10 ص 156، حديث 10305، مكتبة ابن تيمية

أَيُّهَا النَّاسُ! أُعْطِينَا سِتًّا، وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ: أُعْطِينَا الْعِلْمَ، وَالْحِلْمَ، وَالسَّمَاحَةَ، وَالْفَصَاحَةَ، وَالشَّجَاعَةَ، وَالْمَحَبَّةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وَفُضِّلْنَا بِأَنَّ مِنَّا النَّبِيُّ الْمُخْتَارُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَمِنَّا الصِّدِّيقُ، وَمِنَّا الطَّيَّارُ، وَمِنَّا أَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ الرَّسُولِ، وَمِنَّا سَيِّدَةُ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ فَاطِمَةُ الْبَتُولُ، وَمِنَّا سِبْطَا هَذِهِ الْأُمَّةِ، وَسَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

فَمَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي أَنْبَأْتُهُ بِحَسَبِي وَنَسَبِي:

أَنَا ابْنُ مَكَّةَ وَمِنًى، أَنَا ابْنُ زَمْزَمَ وَالصَّفَا، أَنَا ابْنُ مَنْ حَمَلَ الزَّكَاةَ بِأَطْرَافِ الرِّدَاءِ، أَنَا ابْنُ خَيْرِ مَنِ ائْتَزَرَ وَارْتَدَى، أَنَا ابْنُ خَيْرِ مَنِ انْتَعَلَ وَاحْتَفَى، أَنَا ابْنُ خَيْرِ مَنْ طَافَ وَسَعَى، أَنَا ابْنُ خَيْرِ مَنْ حَجَّ وَلَبَّى، أَنَا ابْنُ مَنْ حُمِلَ عَلَى الْبُرَاقِ فِي الْهَوَاءِ، أَنَا ابْنُ مَنْ أُسْرِيَ بِهِ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، فَسُبْحَانَ مَنْ أَسْرَى، أَنَا ابْنُ مَنْ بَلَغَ بِهِ جِبْرِيلُ إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، أَنَا ابْنُ مَنْ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ مِنْ رَبِّهِ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، أَنَا ابْنُ مَنْ صَلَّى بِمَلَائِكَةِ السَّمَاءِ، أَنَا ابْنُ مَنْ أَوْحَى إِلَيْهِ الْجَلِيلُ مَا أَوْحَى، أَنَا ابْنُ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى، أَنَا ابْنُ عَلِيٍّ الْمُرْتَضَى، أَنَا ابْنُ مَنْ ضَرَبَ خَرَاطِيمَ الْخَلْقِ حَتَّى قَالُوا: لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، أَنَا ابْنُ مَنْ ضَرَبَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ بِسَيْفَيْنِ، وَطَعَنَ بِرُمْحَيْنِ، وَهَاجَرَ الْهِجْرَتَيْنِ، وَبَايَعَ الْبَيْعَتَيْنِ، وَصَلَّى الْقِبْلَتَيْنِ، وَقَاتَلَ بِبَدْرٍ وَحُنَيْنٍ، وَلَمْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ.

أَنَا ابْنُ صَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ، وَوَارِثِ النَّبِيِّينَ، وَقَامِعِ الْمُلْحِدِينَ، وَيَعْسُوبِ الْمُسْلِمِينَ، وَنُورِ الْمُجَاهِدِينَ، وَزَيْنِ الْعَابِدِينَ، وَتَاجِ الْبَاكِينَ، وَأَصْبَرِ الصَّابِرِينَ، وَأَفْضَلِ الْقَائِمِينَ مِنْ آلِ يَاسِينَ، وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.

أَنَا ابْنُ الْمُؤَيَّدِ بِجِبْرِيلَ، الْمَنْصُورِ بِمِيكَائِيلَ، أَنَا ابْنُ الْمُحَامِي عَنْ حَرَمِ الْمُسْلِمِينَ، وَقَاتِلِ النَّاكِثِينَ وَالْقَاسِطِينَ وَالْمَارِقِينَ، وَالْمُجَاهِدِ أَعْدَاءَهُ النَّاصِبِينَ، وَأَفْخَرِ مَنْ مَشَى مِنْ قُرَيْشٍ أَجْمَعِينَ، وَأَوَّلِ مَنْ أَجَابَ وَاسْتَجَابَ لِلَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَقْدَمِ السَّابِقِينَ، وَقَاصِمِ الْمُعْتَدِينَ، وَمُبِيرِ الْمُشْرِكِينَ، وَسَهْمٍ مِنْ مَرَامِي اللَّهِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ، وَلِسَانِ حِكْمَةِ الْعَابِدِينَ، وَنَاصِرِ دِينِ اللَّهِ، وَوَلِيِّ أَمْرِ اللَّهِ، وَبُسْتَانِ حِكْمَةِ اللَّهِ، وَعَيْبَةِ عِلْمِ اللَّهِ، سَمْحٍ سَخِيٍّ، بَهْلُولٍ زَكِيٍّ، أَبْطَحِيٍّ رَضِيٍّ مَرْضِيٍّ، مِقْدَامٍ هَمَّامٍ، صَابِرٍ صَوَّامٍ، مُهَذَّبٍ قَوَّامٍ، شُجَاعٍ قُمْقَامٍ، قَاطِعِ الْأَصْلَابِ، وَمُفَرِّقِ الْأَحْزَابِ، أَرْبَطِهِمْ جَنَانًا، وَأَطْبَقِهِمْ عِنَانًا، وَأَجْرَئِهِمْ لِسَانًا، وَأَمْضَاهُمْ عَزِيمَةً، وَأَشَدِّهِمْ شَكِيمَةً، أَسَدٍ بَاسِلٍ، وَغَيْثٍ هَاطِلٍ، يَطْحَنُهُمْ فِي الْحُرُوبِ. إِذَا ازْدَلَفَتِ الْأَسِنَّةُ، وَقَرُبَتِ الْأَعِنَّةُ. طَحْنَ الرَّحَى، وَيَذْرُوهُمْ ذَرْوَ الرِّيحِ الْهَشِيمَ، لَيْثِ الْحِجَازِ، وَصَاحِبِ الْإِعْجَازِ، وَكَبْشِ الْعِرَاقِ، الْإِمَامِ بِالنَّصِّ وَالِاسْتِحْقَاقِ، مَكِّيٍّ مَدَنِيٍّ، أَبْطَحِيٍّ تِهَامِيٍّ، خَيْفِيٍّ عَقَبِيٍّ، بَدْرِيٍّ أُحُدِيٍّ، شَجَرِيٍّ مُهَاجِرِيٍّ، مِنَ الْعَرَبِ سَيِّدُهَا، وَمِنَ الْوَغَى لَيْثُهَا، وَارِثِ الْمَشْعَرَيْنِ، وَأَبِي السِّبْطَيْنِ، الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ، مُظْهِرِ الْعَجَائِبِ، وَمُفَرِّقِ الْكَتَائِبِ، وَالشِّهَابِ الثَّاقِبِ، وَالنُّورِ الْعَاقِبِ، أَسَدِ اللَّهِ الْغَالِبِ، مَطْلُوبِ كُلِّ طَالِبٍ، وَغَالِبِ كُلِّ غَالِبٍ، ذَاكَ جَدِّي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.

أَنَا ابْنُ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ، أَنَا ابْنُ سَيِّدَةِ النِّسَاءِ، أَنَا ابْنُ الطُّهْرِ الْبَتُولِ، أَنَا ابْنُ بِضْعَةِ الرَّسُولِ.

قَالَ: وَلَمْ يَزَلْ يَقُولُ: «أَنَا، أَنَا» حَتَّى ضَجَّ النَّاسُ بِالْبُكَاءِ وَالنَّحِيبِ، وَخَشِيَ يَزِيدُ أَنْ تَكُونَ فِتْنَةٌ، فَأَمَرَ الْمُؤَذِّنَ أَنْ يُؤَذِّنَ، فَقَطَعَ عَلَيْهِ الْكَلَامَ وَسَكَتَ.

فَلَمَّا قَالَ الْمُؤَذِّنُ :**اللَّهُ أَكْبَرُ**، قَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ: كَبَّرْتَ كَبِيرًا لَا يُقَاسُ، وَلَا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسِّ، لَا شَيْءَ أَكْبَرُ مِنَ اللَّهِ.

فَلَمَّا قَالَ :**أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ**، قَالَ عَلِيٌّ: شَهِدَ بِهَا شَعْرِي وَبَشَرِي، وَلَحْمِي وَدَمِي، وَمُخِّي وَعَظْمِي.

فَلَمَّا قَالَ :**أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ**، الْتَفَتَ عَلِيٌّ مِنْ أَعْلَى الْمِنْبَرِ إِلَى يَزِيدَ، وَقَالَ:

يَا يَزِيدُ! مُحَمَّدٌ هَذَا جَدِّي أَمْ جَدُّكَ؟ فَإِنْ زَعَمْتَ أَنَّهُ جَدُّكَ فَقَدْ كَذَبْتَ، وَإِنْ قُلْتَ: إِنَّهُ جَدِّي، فَلِمَ قَتَلْتَ عِتْرَتَهُ؟

বর্ণিত আছে, ইয়াজিদ একটি মিম্বর ও একজন খতিবের ব্যবস্থা করল, যাতে সে মানুষের সামনে ইমাম হুসাইন ও তাঁর পিতা আলী (আলাইহিমাস সালাম)-এর বিরুদ্ধে নানা দোষারোপ ও নিন্দাবাদ উল্লেখ করে।

অতঃপর খতিব মিম্বরে আরোহণ করল। সে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর আলী ও হুসাইন (আলাইহিমাস সালাম)-এর বিরুদ্ধে অত্যধিক কটূক্তি ও নিন্দাবাদ করতে লাগল। একই সঙ্গে মুয়াবিয়া ও ইয়াজিদের প্রশংসায় দীর্ঘ বক্তব্য দিতে লাগল।

তখন আলী ইবনুল হুসাইন (রহিমাহুল্লাহ) তাকে উদ্দেশ করে উচ্চস্বরে বললেন: "ধ্বংস হোক তোমার! হে বক্তা! তুমি কি সৃষ্টিকর্তার অসন্তুষ্টির বিনিময়ে সৃষ্টির সন্তুষ্টি ক্রয় করেছ? তাহলে জাহান্নামেই তোমার আসন প্রস্তুত করে নাও।"

এরপর তিনি ইয়াজিদকে বললেন: "হে ইয়াজিদ! আমাকে অনুমতি দাও, যেন আমি এই কাঠের মিম্বরে আরোহণ করতে পারি এবং এমন কিছু কথা বলতে পারি, যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি রয়েছে এবং এই উপস্থিত শ্রোতাদের জন্য রয়েছে সওয়াব ও কল্যাণ।"

কিন্তু ইয়াজিদ অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানাল।

তখন উপস্থিত লোকেরা বলল: "হে আমীরুল মুমিনীন! তাঁকে মিম্বরে আরোহণের অনুমতি দিন। হয়তো আমরা তাঁর কাছ থেকে কিছু উপকারী কথা শুনতে পারব।"

ইয়াজিদ বলল: "সে যদি এই মিম্বরে আরোহণ করে, তবে আমার এবং আবু সুফিয়ানের বংশের অপমান ও মুখোশ উন্মোচন না করে আর নামবে না।"

লোকেরা বলল: "এ ছেলেটির এমন কী যোগ্যতা আছে?"

ইয়াজিদ উত্তর দিল: "সে এমন এক পরিবারের সন্তান, যাদেরকে জ্ঞান অতি অল্প বয়স থেকেই পূর্ণভাবে পান করানো হয়েছে।"

লোকেরা ক্রমাগত অনুরোধ করতে থাকল। অবশেষে ইয়াজিদ তাঁকে মিম্বরে আরোহণের অনুমতি দিতে বাধ্য হলো।

অতঃপর আলী ইবনুল হুসাইন (রহিমাহুল্লাহ) মিম্বরে আরোহণ করলেন। তিনি আল্লাহ তা'আলার প্রশংসা ও গুণগান করলেন। তারপর এমন এক ভাষণ দিলেন, যার ফলে মানুষের চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল এবং হৃদয়সমূহ ভয়ে, বেদনায় ও আবেগে কেঁপে উঠল।

তিনি তাঁর ভাষণে বললেন—

"হে মানুষ! আমাদেরকে ছয়টি গুণ দান করা হয়েছে এবং সাতটি বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে আমাদেরকে অন্যদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে।

আমাদেরকে দান করা হয়েছে—জ্ঞান, সহিষ্ণুতা, উদারতা, বাগ্মিতা, বীরত্ব এবং মুমিনদের অন্তরে ভালোবাসা।

আর আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করা হয়েছে এ কারণে যে, আমাদের মধ্য থেকেই আবির্ভূত হয়েছেন নির্বাচিত নবী হযরত মুহাম্মদ ﷺ; আমাদের মধ্য থেকেই রয়েছেন সিদ্দীক; আমাদের মধ্য থেকেই রয়েছেন তাইয়্যার (দুই ডানাবিশিষ্ট জান্নাতী বীর); আমাদের মধ্য থেকেই রয়েছেন আল্লাহর সিংহ ও রাসূলের সিংহ; আমাদের মধ্য থেকেই রয়েছেন সমগ্র বিশ্বের নারীদের নেত্রী ফাতিমা আল-বাতুল; এবং আমাদের মধ্য থেকেই রয়েছেন এ উম্মতের দুই সিবত (নবীদৌহিত্র), জান্নাতের যুবকদের দুই নেতা—হাসান ও হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)।

যে আমাকে চেনে, সে তো চেনেই। আর যে আমাকে চেনে না, আমি তাকে আমার বংশপরিচয় ও মর্যাদার পরিচয় দিচ্ছি।

"আমি মক্কা ও মিনার সন্তান। আমি জমজম ও সাফার সন্তান। আমি তাঁর সন্তান, যিনি নিজের চাদরের প্রান্তে বহন করে দান-সদকা বিতরণ করতেন। আমি সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সন্তান, যিনি বস্ত্র পরিধান করেছেন ও চাদর জড়িয়েছেন। আমি সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সন্তান, যিনি জুতা পরেছেন বা খালি পায়ে চলেছেন। আমি সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সন্তান, যিনি কাবা তাওয়াফ করেছেন ও সাফা-মারওয়ার মধ্যে সাঈ করেছেন। আমি সেই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সন্তান, যিনি হজ করেছেন এবং 'লাব্বাইক' ধ্বনি উচ্চারণ করেছেন।

আমি তাঁর সন্তান, যাঁকে আকাশপথে বুরাকের উপর আরোহন করানো হয়েছিল। আমি তাঁর সন্তান, যাঁকে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—পবিত্র সেই মহান সত্তা, যিনি তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি তাঁর সন্তান, যাঁকে জিবরীল (আলাইহিস সালাম) সিদরাতুল মুনতাহা পর্যন্ত নিয়ে গিয়েছিলেন। আমি তাঁর সন্তান, যিনি তাঁর প্রতিপালকের এত নিকটবর্তী হয়েছিলেন যে, দুই ধনুকের দূরত্ব বা তারও কম ব্যবধান অবশিষ্ট ছিল। আমি তাঁর সন্তান, যিনি আকাশের ফেরেশতাদের নিয়ে সালাত আদায় করেছিলেন। আমি তাঁর সন্তান, যাঁর প্রতি মহান আল্লাহ ওহি প্রেরণ করেছিলেন।

আমি মুহাম্মদ আল-মুস্তফা ﷺ-এর সন্তান। আমি আলী আল-মুরতাদা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর সন্তান। আমি তাঁর সন্তান, যিনি মানুষের অহংকার ও শক্তির মূলে আঘাত হেনেছিলেন, যতক্ষণ না তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ঘোষণা করেছিল। আমি তাঁর সন্তান, যিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সম্মুখে দুই তরবারি হাতে যুদ্ধ করেছেন, দুই বর্শা দ্বারা আক্রমণ করেছেন, দুইবার হিজরত করেছেন, দুইবার বাইআত গ্রহণ করেছেন, দুই কিবলার দিকে সালাত আদায় করেছেন, বদর ও হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং কখনো এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহর সঙ্গে কুফরি করেননি।

আমি সৎ মুমিনদের ইমাম ও আদর্শ ব্যক্তির সন্তান। আমি নবীদের উত্তরাধিকারীর সন্তান। আমি নাস্তিক ও সত্যবিমুখদের দমনকারীর সন্তান। আমি মুসলমানদের ইমামের সন্তান। আমি মুজাহিদদের আলোর সন্তান। আমি ইবাদতগুজারদের শোভা, ক্রন্দনকারীদের মুকুট, ধৈর্যশীলদের মধ্যে সর্বাধিক ধৈর্যশীল ব্যক্তির সন্তান। আমি আলে ইয়াসীনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইবাদতকারীদের একজনের সন্তান এবং বিশ্বজগতের প্রতিপালকের প্রেরিত রাসূলের বংশধর।"

"আমি তাঁর সন্তান, যিনি জিবরীলের মাধ্যমে সমর্থিত এবং মীকাঈলের মাধ্যমে সাহায্যপ্রাপ্ত ছিলেন। আমি তাঁর সন্তান, যিনি মুসলমানদের পবিত্র সীমান্ত ও মর্যাদার রক্ষক ছিলেন; যিনি নাকিসীন (অঙ্গীকারভঙ্গকারী), কাসিতীন (অত্যাচারী) ও মারিকীন (ধর্মত্যাগী বিদ্রোহী)-দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন; যিনি তাঁর বিদ্বেষী শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিলেন।

আমি তাঁর সন্তান, যিনি সমগ্র কুরাইশের মধ্যে সর্বাধিক গৌরবময় ছিলেন; যিনি মুমিনদের মধ্যে সর্বপ্রথম আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন; যিনি অগ্রগামীদের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিলেন; যিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের দমনকারী, মুশরিকদের ধ্বংসকারী এবং মুনাফিকদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নিক্ষিপ্ত তীরস্বরূপ ছিলেন।

আমি তাঁর সন্তান, যিনি ছিলেন ইবাদতগুজারদের প্রজ্ঞার ভাষা, আল্লাহর দীনের সাহায্যকারী, আল্লাহর আদেশের অভিভাবক, আল্লাহর প্রজ্ঞার উদ্যান এবং আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার।

তিনি ছিলেন উদার ও দানশীল, প্রজ্ঞাবান ও পবিত্র, আবতাহ অঞ্চলের সন্তান, আল্লাহর সন্তুষ্টিপ্রাপ্ত ও মানুষের প্রিয়; ছিলেন বীর, দৃঢ়সংকল্প, ধৈর্যশীল, অধিক রোজাদার, সুশীল, অধিক ইবাদতকারী এবং অসীম সাহসের অধিকারী।

তিনি ছিলেন বংশপরম্পরার অহংকার চূর্ণকারী, শত্রুদলসমূহকে ছত্রভঙ্গকারী; হৃদয়ে সর্বাধিক দৃঢ়, নেতৃত্বে সর্বাধিক সুদৃঢ়, বক্তব্যে সর্বাধিক সাহসী, সংকল্পে সর্বাধিক অটল এবং বীরত্বে সর্বাধিক শক্তিমান।

তিনি ছিলেন এক দুর্ধর্ষ সিংহ এবং অঝোর বর্ষণকারী মেঘের ন্যায় কল্যাণময়। যুদ্ধক্ষেত্রে যখন বর্শার ফলকসমূহ এগিয়ে আসত এবং অশ্বের লাগামসমূহ নিকটবর্তী হতো, তখন তিনি শত্রুদের এমনভাবে পিষ্ট করতেন যেমন চাকি শস্যকে পিষে ফেলে; আর তাদেরকে এমনভাবে ছিন্নভিন্ন করে দিতেন যেমন বাতাস শুকনো খড়কুটো উড়িয়ে নিয়ে যায়।

তিনি ছিলেন হিজাজের সিংহ, অলৌকিক গৌরবের অধিকারী, ইরাকের বীরপুরুষ; স্পষ্ট দলিল ও প্রাপ্যতার ভিত্তিতে ইমাম। তিনি ছিলেন মক্কী ও মাদানী, আবতাহী ও তিহামী, খাইফ ও আকাবার স্মৃতিবিজড়িত, বদর ও উহুদের বীর, বৃক্ষতলে বাইআতকারী এবং হিজরতকারী।

আরবদের মধ্যে তিনি ছিলেন তাদের নেতা, যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের সিংহ; দুই পবিত্র মাশ'আরের (আরাফাত ও মুযদালিফা) উত্তরাধিকারী; দুই সিবতের পিতা—হাসান ও হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর পিতা।

তিনি ছিলেন বিস্ময়কর কীর্তির প্রকাশক, শত্রু-বাহিনী ভঙ্গকারী, দীপ্তিমান উল্কাতুল্য, উজ্জ্বল নূরস্বরূপ, আল্লাহর বিজয়ী সিংহ। প্রত্যেক অনুসন্ধানকারীর আকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিত্ব, এবং প্রত্যেক বিজয়ীর ওপর বিজয়ী।

তিনি হলেন আমার দাদা—আলী ইবন আবি তালিব।

"আমি ফাতিমা আয-যাহরার সন্তান। আমি নারীদের নেত্রীর সন্তান। আমি পবিত্রা বাতূলের সন্তান। আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ এর কলিজার টুকরোর সন্তান।"

বর্ণনাকারী বলেন, তিনি বারবার "আমি..., আমি..." বলতে থাকলেন। এভাবে বলতে বলতে উপস্থিত জনতা কান্না ও আহাজারিতে ফেটে পড়ল।

ইয়াজিদ আশঙ্কা করল যে, এ ঘটনা জনমনে প্রবল আলোড়ন ও বিদ্রোহের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাই সে মুয়াজ্জিনকে আযান দেওয়ার নির্দেশ দিল। ফলে তাঁর বক্তব্য মাঝপথে থেমে গেল এবং তিনি নীরব হলেন।

যখন মুয়াজ্জিন বললেন: "আল্লাহু আকবার"

তখন আলী ইবনুল হুসাইন (রহিমাহুল্লাহ) বললেন:

"তুমি এমন এক মহান সত্তার মহিমা ঘোষণা করেছ, যাঁকে কোনো কিছুর সঙ্গে তুলনা করা যায় না, যাঁকে ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধিও করা যায় না। আল্লাহর চেয়ে বড় আর কিছুই নেই।"

অতঃপর যখন মুয়াজ্জিন বললেন: "আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ"

তখন তিনি বললেন: "আমার চুল, আমার চামড়া, আমার গোশত, আমার রক্ত, আমার মগজ ও আমার অস্থি—সবই এই সাক্ষ্যের সাক্ষ্য দেয়।"

আর যখন মুয়াজ্জিন বললেন: "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" তখন আলী ইবনুল হুসাইন (রহিমাহুল্লাহ) মিম্বরের উপর থেকে ইয়াজিদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন: "হে ইয়াজিদ! এই মুহাম্মদ ﷺ কি আমার নানা, না তোমার নানা? যদি তুমি দাবি কর যে তিনি তোমার নানা, তবে

তুমি মিথ্যা বলেছ। আর যদি স্বীকার কর যে তিনি আমার নানা, তাহলে কেন তুমি তাঁর পরিবার-পরিজনকে হত্যা করলে?” [151]

.146

ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)’র আন্দোলনের চিরন্তন যৌক্তিকতা

তাঁর ভাই মুহাম্মদ ইবন আলী (ইবনুল হানাফিয়্যাহ)-এর প্রতি লিখিত ওসিয়তনামা

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ، هٰذَا ما أَوْصَى بِهِ الحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ إِلَى أَخِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِي المَعْرُوفِ بِابْنِ الحَنَفِيَّةِ: إِنَّ الحُسَيْنَ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ.. جَاءَ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِ الْحَقِّ، وَأَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارَ حَقٌّ، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ.

إِنِّي لَمْ أَخْرُجْ أَشِرًا وَلَا بَطِرًا، وَلَا مُفْسِدًا، وَلَا ظَالِمًا، وَإِنَّمَا خَرَجْتُ أَطْلُبُ الإِصْلَاحَ فِي أُمَّةِ جَدِّي مُحَمَّدٍ ﷺ، أُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ المُنْكَرِ، وَأَسِيرَ بِسِيرَةِ جَدِّي وَسِيْرَةِ أَبِي عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَسِيرَةِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ. فَمَنْ قَبِلَنِي بِقَبُولِ الحَقِّ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالحَقِّ، وَمَنْ رَدَّ عَلَيَّ هٰذَا، صَبَرْتُ حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنِي وَبَيْنَ القَوْمِ بِالحَقِّ، وَيَحْكُمَ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ، وَهُوَ خَيْرُ الحَاكِمِينَ.

هٰذِهِ وَصِيَّتِي إِلَيْكَ يَا أَخِي ، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ، عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْهِ أُنِيبُ. وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ، وَعَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى، وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ.

ثُمَّ طَوَى الْحُسَيْنُ كِتَابَهُ هَذَا، وَخَتَمَهُ بِخَاتَمِهِ، وَدَفَعَهُ إِلَى أَخِيهِ مُحَمَّدٍ، ثُمَّ وَدَّعَهُ وَخَرَجَ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ يُرِيدُ مَكَّةَ فِي جَمِيعِ أَهْلِ بَيْتِهِ، وَذَلِكَ لِثَلَاثِ لَيَالٍ مَضَيْنَ مِنْ شَهْرِ شَعْبَانَ سَنَةَ سِتِّينَ، فَلَزِمَ الطَّرِيقَ الْأَعْظَمَ، فَجَعَلَ يَسِيرُ وَهُوَ يَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾ **الْقَصَصِ: ٢١**.

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

এটি সেই ওসিয়ত, যা আলী ইবন আবি তালিবের পুত্র হুসাইন ইবন আলী তাঁর ভাই মুহাম্মদ ইবন আলী, যিনি ইবনুল হানাফিয়্যাহ নামে পরিচিত, তাঁর উদ্দেশ্যে লিখে গেছেন।

নিশ্চয় হুসাইন সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; তিনি একক, তাঁর কোনো শরিক নেই। আর মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। তিনি সত্য নিয়ে সত্যের পক্ষ থেকেই আগমন করেছেন। জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য, কিয়ামত অবশ্যই আসবে—এতে কোনো সন্দেহ নেই, এবং আল্লাহ কবরবাসীদের পুনরুত্থিত করবেন।

আমি অহংকারবশত, ভোগবিলাসের উদ্দেশ্যে, অশান্তি সৃষ্টি করতে কিংবা জুলুম করার জন্য বের হইনি। বরং আমি আমার নানা মুহাম্মদ ﷺ-এর উম্মতের সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে বের হয়েছি। আমি সৎকাজের আদেশ দিতে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করতে চাই। আমি আমার নানা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আদর্শ, আমার পিতা আলী ইবন আবি তালিবের আদর্শ এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ অনুসরণ করতে চাই।

151

1. আল্লামা আবুল মুআয়্যাদ আল-মুওয়াফ্ফাক ইবন আহমদ আল-মাক্কী আল-খাওয়ারিজমী আল-হানাফী (মৃত্যু ৫৬৮ হিজরি), *মাকতালুল হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৬–৭৮, প্রকাশনা: আনওয়ারুল হুদা, ইরান, ১৪১৮ হিজরি।
2. আল্লামা আবু মুহাম্মদ আহমদ ইবন আ‘ছাম আল-কূফী (মৃত্যু ৩১৪ হিজরি), *কিতাবুল ফুতূহ*, খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ১৩২, প্রকাশনা: দারুল আদওয়া, বৈরুত, ১৪১১ হিজরি।

অতএব, যে আমাকে সত্যের ভিত্তিতে গ্রহণ করবে, আল্লাহই সত্যের অধিক হকদার। আর যে আমার এ আহ্বান প্রত্যাখ্যান করবে, আমি ধৈর্য ধারণ করব, যতক্ষণ না আল্লাহ আমার ও এ জাতির মধ্যে সত্যের ভিত্তিতে ফয়সালা করেন। তিনি আমার ও তাদের মধ্যে বিচার করবেন, আর তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক।

হে আমার ভাই! এটাই তোমার প্রতি আমার ওসিয়ত। আমার তাওফিক কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আমি তাঁরই উপর ভরসা করেছি এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তন করি।

তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক, এবং তাদের উপরও, যারা হিদায়াতের অনুসরণ করে। আল্লাহ মহান ও সর্বোচ্চ; তাঁর সাহায্য ব্যতীত কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই।

এরপর ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এ পত্রটি ভাঁজ করলেন, নিজের মোহর দ্বারা সিলমোহর করলেন এবং তাঁর ভাই মুহাম্মদের হাতে তুলে দিলেন। তারপর তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাতের অন্ধকারে মক্কার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর সমগ্র পরিবারবর্গ।

এ ঘটনা ঘটেছিল ৬০ হিজরির শা'বান মাসের তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর। তিনি প্রধান সড়ক ধরে অগ্রসর হতে লাগলেন এবং পথ চলতে চলতে এ আয়াত তিলাওয়াত করছিলেন—

﴿فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ﴾

"অতঃপর তিনি সেখান থেকে ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় বেরিয়ে পড়লেন এবং চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে লাগলেন। তিনি বললেন: 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে জালিম সম্প্রদায়ের হাত থেকে রক্ষা করুন।' (সূরা আল-কাসাস, ২৮:২১)।[152]

147.

ইয়াযীদ কর্তৃক হারামাইন শরীফাইনে আক্রমণ ও ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ভূমিকা

ইয়াযীদ কর্তৃক হারামাইন শরীফাইনে আক্রমণ আক্ষরিক অর্থে প্রমাণ করে দিল যে ইয়াযীদের ব্যাপারে ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর ভূমিকাই সঠিক ছিল।

যাহাবী তাঁর সিয়ার গ্রন্থে ইয়াযীদের তরজমায় বলেন,

افْتَتَحَ دَوْلَتَهُ بِمَقْتَلِ الشَّهِيْدِ الحُسَيْنِ، وَاخْتَتَمَهَا بِوَاقِعَةِ الحَرَّةِ، فَمَقَتَهُ النَّاسُ، وَلَمْ يُبَارَكْ فِي عُمُرِهِ.

"সে (ইয়াযীদ) তার শাসনকালের সূচনা করেছিল শহীদ ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে, আর সমাপ্তি ঘটিয়েছিল হাররার মর্মান্তিক ঘটনার মাধ্যমে। ফলে মানুষ তাকে ঘৃণা করতে শুরু করল এবং তার জীবনে কোনো বরকত রাখা হয়নি।

ইয়াযীদ কর্তৃক মদীনা শরীফে আক্রমণ

قال الحافظ ابن حجر في الفتح:

وَكَانَتْ وَقْعَةُ الْحَرَّةِ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، وَسَبَبُهَا أَنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ خَلَعُوا بَيْعَةَ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ لَمَّا بَلَغَهُمْ مَا يَتَعَمَّدُهُ مِنَ الْفَسَادِ، فَأَمَّرَ الْأَنْصَارُ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، وَأَمَّرَ الْمُهَاجِرُونَ عَلَيْهِمْ عَبْدَ اللَّهِ

---

152 আবুল মুয়াইয়্যাদ আল-মুওয়াফফাক ইবন আহমদ আল-মাক্কী আল-খাওয়ারিজমী (মৃত্যু ৫৬৮ হিজরি), *মাকতালুল হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহু*, পৃষ্ঠা ২৭৩। আনোয়ারুল হুদা, ইরান, ১৪১৮ হি।

بْنَ مُطِيعٍ الْعَدَوِيَّ، وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ مُسْلِمَ بْنَ عُقْبَةَ الْمُرِّيَّ فِي جَيْشٍ كَثِيرٍ فَهَزَمَهُمْ وَاسْتَبَاحُوا الْمَدِينَةَ وَقَتَلُوا ابْنَ حَنْظَلَةَ، وَقُتِلَ مِنْ الْأَنْصَارِ شَيْءٌ كَثِيرٌ جِدًّا.

হাফেয ইবনু হাজার আল-আসকালানী (রহ.) 'ফাতহুল বারী'-তে বলেন:

"হাররার ঘটনা ৬৩ হিজরিতে সংঘটিত হয়। এর কারণ ছিল, মদীনাবাসীরা ইয়াযীদ ইবনু মুয়াবিয়ার বাইআত প্রত্যাহার করে নিয়েছিল; কারণ তারা তার ইচ্ছাকৃত নানা অনাচার ও দুর্নীতির খবর জানতে পেরেছিল।

তখন আনসারগণ তাদের নেতা হিসেবে আবদুল্লাহ ইবনু হানযালা ইবনু আবী আমিরকে এবং মুহাজিরগণ তাদের নেতা হিসেবে আবদুল্লাহ ইবনু মুতী' আল-আদাওয়ীকে মনোনীত করেন।

অতঃপর ইয়াযীদ ইবনু মুয়াবিয়া তাদের বিরুদ্ধে মুসলিম ইবনু উকবা আল-মুররীকে একটি বিশাল সেনাবাহিনীসহ প্রেরণ করে। সে তাদের পরাজিত করে এবং মদীনাকে সৈন্যদের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। এ সময় আবদুল্লাহ ইবনু হানযালা শহীদ হন এবং আনসারদের মধ্য থেকেও অত্যন্ত বিপুল সংখ্যক লোক নিহত হন।

وَبَايَعَ مُسْلِمُ النَّاسَ عَلَى أَنَّهُمْ خَوَلٌ لِيَزِيدَ يَحْكُمُ فِي دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَهْلِهِمْ بِمَا شَاءَ

"মুসলিম ইবনু উকবা লোকদের কাছ থেকে এ শর্তে বাইআত গ্রহণ করেছিল যে, তারা ইয়াযীদের দাস। তাদের রক্ত, সম্পদ ও পরিবার-পরিজন সম্পর্কে ইয়াযীদ যা ইচ্ছা তাই করার অধিকার রাখে।

قال في لسان الميزان:

ثُمَّ إِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ خَلَعُوا يَزِيدَ فِي سَنَةِ ثَلَاثٍ وَسِتِّينَ، فَجَهَّزَ إِلَيْهِمْ مُسْلِمَ بْنَ عُقْبَةَ الْمُرِّيَّ فِي جَيْشٍ حَافِلٍ، فَقَاتَلَهُمْ فَهَزَمَهُمْ، وَقُتِلَ مِنْهُمْ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَأَبْنَائِهِمْ، وَمِنْ أَكَابِرِ التَّابِعِينَ وَفُضَلَائِهِمْ، وَاسْتَبَاحَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ نَهْبًا وَقَتْلًا، ثُمَّ بَايَعَ مَنْ بَقِيَ عَلَى أَنَّهُمْ عَبِيدٌ لِيَزِيدَ، وَمَنِ امْتَنَعَ قَتَلَهُ.

ثُمَّ تَوَجَّهَ إِلَى مَكَّةَ لِحَرْبِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَمَاتَ فِي الطَّرِيقِ، وَعَهِدَ إِلَى الْحُصَيْنِ بْنِ نُمَيْرٍ، فَسَارَ بِالْجَيْشِ إِلَى مَكَّةَ، فَحَاصَرَ ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَنَصَبُوا الْمَنْجَنِيقَ عَلَى الْكَعْبَةِ، فَهَوَتْ أَرْكَانُهَا، ثُمَّ احْتَرَقَتْ، وَفِي أَثْنَاءِ ذَلِكَ وَرَدَ الْخَبَرُ بِمَوْتِ يَزِيدَ، فَرَحَلَ الْعَسْكَرُ.

ইবনু হাজার আল-আসকালানী *লিসানুল মীযান* গ্রন্থে বলেন—

অতঃপর ৬৩ হিজরিতে মদীনাবাসী ইয়াযীদের আনুগত্য প্রত্যাখ্যান করল। তখন ইয়াযীদ মুসলিম ইবনু উকবা আল-মুর্রীকে এক বিশাল বাহিনীসহ তাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করল। সে মদীনাবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের পরাজিত করল। এ যুদ্ধে বহু সাহাবী, তাঁদের সন্তান, তাবেয়ীদের প্রবীণ ব্যক্তিত্ব এবং বহু সম্মানিত নেককার মানুষ নিহত হন।

এরপর মুসলিম ইবনু উকবা টানা তিন দিন ধরে মদীনাকে লুণ্ঠন ও হত্যাযজ্ঞের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। তারপর যারা জীবিত ছিল, তাদের ইয়াযীদের দাস হিসেবে বাইআত করতে বাধ্য করে। আর যে এতে অস্বীকৃতি জানায়, তাকে হত্যা করা হয়।

এরপর সে মক্কায় আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে রওনা হয়। কিন্তু পথেই তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্বে সে হুসাইন ইবনু নুমাইরকে সেনাপতির দায়িত্ব দিয়ে যায়।

হুসাইন ইবনু নুমাইর সেনাবাহিনী নিয়ে মক্কায় পৌঁছে ইবনু যুবাইরকে অবরোধ করে। তারা কাবা শরীফকে লক্ষ্য করে মাঞ্জানীক (পাথর নিক্ষেপকারী যুদ্ধযন্ত্র) স্থাপন করে গোলাবর্ষণ শুরু করে। এতে কাবা শরীফের প্রাচীর ও কোণসমূহ ভেঙে পড়ে, অতঃপর তাতে আগুন ধরে যায়। এ অবস্থায় ইয়াযীদের মৃত্যুসংবাদ পৌঁছলে শামি বাহিনী অবরোধ প্রত্যাহার করে ফিরে যায়।

قَالَ ابْنُ حَزْمٍ (ت ٤٥٦هـ):

وَبُويِعَ يَزِيدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، إِذْ مَاتَ أَبُوهُ؛ يُكْنَى أَبَا خَالِدٍ. وَامْتَنَعَ عَنْ بَيْعَتِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ.

فَأَمَّا الْحُسَيْنُ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالرَّحْمَةُ، فَنَهَضَ إِلَى الْكُوفَةِ، فَقُتِلَ قَبْلَ دُخُولِهَا. وَهِيَ ثَالِثَةُ مَصَائِبِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ، أَوْ رَابِعَتُهَا بَعْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَخُرُومِهِ؛ لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ اسْتُضِيمُوا فِي قَتْلِهِ ظُلْمًا عَلَانِيَةً.

وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ، فَاسْتَجَارَ بِمَكَّةَ، فَبَقِيَ هُنَالِكَ، إِلَى أَنْ أَغْزَى يَزِيدُ الْجُيُوشَ إِلَى الْمَدِينَةِ، حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَإِلَى مَكَّةَ، حَرَمِ اللَّهِ تَعَالَى.

فَقَتَلَ بَقَايَا الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ يَوْمَ الْحَرَّةِ، وَهِيَ أَيْضًا أَكْبَرُ مَصَائِبِ الْإِسْلَامِ وَخُرُومِهِ؛ لِأَنَّ أَفَاضِلَ الْمُسْلِمِينَ، وَبَقِيَّةَ الصَّحَابَةِ، وَخِيَارَ الْمُسْلِمِينَ مِنْ جِلَّةِ التَّابِعِينَ قُتِلُوا جَهْرًا ظُلْمًا فِي الْحَرْبِ وَصَبْرًا.

وَجَالَتِ الْخَيْلُ فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَرَاثَتْ وَبَالَتْ فِي الرَّوْضَةِ بَيْنَ الْقَبْرِ وَالْمِنْبَرِ، وَلَمْ تُصَلَّ جَمَاعَةٌ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا كَانَ فِيهِ أَحَدٌ، حَاشَا سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، فَإِنَّهُ لَمْ يُفَارِقِ الْمَسْجِدَ.

وَلَوْلَا شَهَادَةُ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَمَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عِنْدَ مُجْرِمِ بْنِ عُقْبَةَ الْمُرِّيِّ بِأَنَّهُ مَجْنُونٌ، لَقُتِلَ.

وَأُكْرِهَ النَّاسُ عَلَى أَنْ يُبَايِعُوا يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ عَلَى أَنَّهُمْ عَبِيدٌ لَهُ، إِنْ شَاءَ بَاعَ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ.

وَذَكَرَ لَهُ بَعْضُهُمُ الْبَيْعَةَ عَلَى حُكْمِ الْقُرْآنِ وَسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، فَضُرِبَ عُنُقُهُ صَبْرًا.

وَهَتَكَ مُسْرِفٌ . أَوْ مُجْرِمٌ . الْإِسْلَامَ هَتْكًا، وَأَنْهَبَ الْمَدِينَةَ ثَلَاثًا، وَاسْتُخِفَّ بِأَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَمُدَّتِ الْأَيْدِي إِلَيْهِمْ، وَانْتُهِبَتْ دُورُهُمْ.

وَانْتَقَلَ هَؤُلَاءِ إِلَى مَكَّةَ شَرَّفَهَا اللَّهُ تَعَالَى، فَحُوصِرَتْ، وَرُمِيَ الْبَيْتُ بِحِجَارَةِ الْمَنْجَنِيقِ، تَوَلَّى ذَلِكَ الْحُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ السَّكُونِيُّ فِي جُيُوشِ أَهْلِ الشَّامِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ مُجْرِمَ بْنَ عُقْبَةَ الْمُرِّيَّ مَاتَ بَعْدَ وَقْعَةِ الْحَرَّةِ بِثَلَاثِ لَيَالٍ، وَوَلِيَ مَكَانَهُ الْحُصَيْنُ بْنُ نُمَيْرٍ.

وَأَخَذَ اللَّهُ تَعَالَى يَزِيدَ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، فَمَاتَ بَعْدَ الْحَرَّةِ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَأَزْيَدَ مِنْ شَهْرَيْنِ، وَانْصَرَفَتِ الْجُيُوشُ عَنْ مَكَّةَ.

وَمَاتَ يَزِيدُ فِي نِصْفِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ، وَلَهُ نَيِّفٌ وَثَلَاثُونَ سَنَةً.[153]

ইবনু হাযম (রহ.) (মৃত্যু ৪৫৬ হিজরি) বলেন:

---

[153] أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري (ت ٤٥٦هـ)، رسائل ابن حزم الأندلسي، ج2 ص140، الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر

মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইয়াযীদ ইবনু মুয়াবিয়ার হাতে বাইআত সম্পন্ন হয়। তাঁর কুনিয়াত ছিল আবু খালিদ। তবে হযরত হুসাইন ইবনু আলী ইবনু আবী তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর ইবনু আওয়াম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর হাতে বাইআত করতে অস্বীকৃতি জানান।

হযরত হুসাইন (আলাইহিস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহ) কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হন; কিন্তু সেখানে পৌঁছার আগেই তাঁকে শহীদ করা হয়। ইসলামের ইতিহাসে এটি ছিল আমীরুল মুমিনীন উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাতের পর তৃতীয় বৃহত্তম বিপর্যয়; অথবা উমর ইবনুল খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শাহাদাতকেও গণনা করলে চতুর্থ। কারণ, প্রকাশ্য দিবালোকে জুলুমের মাধ্যমে মুসলিমরা তাঁর হত্যার শিকার হয়েছিল।

আর আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মক্কায় আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখানেই অবস্থান করতে থাকেন। এরপর ইয়াযীদ সেনাবাহিনী প্রেরণ করে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর পবিত্র নগরী মদীনা এবং আল্লাহ তাআলার পবিত্র নগরী মক্কার দিকে।

হাররার দিনে সেই বাহিনী মুহাজির ও আনসার সাহাবিদের অবশিষ্ট ব্যক্তিদের হত্যা করে। এটিও ইসলামের ইতিহাসের অন্যতম ভয়াবহ বিপর্যয় ও বিরাট ক্ষতি। কারণ, সে সময় মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ, জীবিত সাহাবিগণ এবং বিশিষ্ট তাবিঈদের অনেককে প্রকাশ্যে অন্যায়ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে এবং বন্দী অবস্থায় হত্যা করা হয়।

ঘোড়াগুলো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদের ভেতরে অবাধে চলাফেরা করে। তারা কবর ও মিম্বরের মধ্যবর্তী রওযায় মল-মূত্র ত্যাগ করে। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদে জামাতে সালাত বন্ধ হয়ে যায়; সেখানে কেউ থাকতেন না। তবে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (রহ.) ব্যতিক্রম ছিলেন; তিনি মসজিদ ত্যাগ করেননি।

যদি আমর ইবনু উসমান ইবনু আফফান ও মারওয়ান ইবনুল হাকাম মুজরিম ইবনু উকবার কাছে এ সাক্ষ্য না দিতেন যে, তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন, তাহলে তাকেও হত্যা করা হতো। লোকদের জোরপূর্বক ইয়াযীদের হাতে এ শর্তে বাইআত করানো হয় যে, তারা তার দাস; সে চাইলে তাদের বিক্রি করতে পারে, চাইলে মুক্ত করে দিতে পারে।

তাদের মধ্যে একজন বলেছিলেন, "আমরা আল্লাহর কিতাব ও রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ অনুযায়ী বাইআত করব।" তখন তাকে হত্যা করার নির্দেশ দেওয়া হয় এবং তার গর্দান কেটে ফেলা হয়।

মুসরিফ (অর্থাৎ মুজরিম) ইবনু উকবা ইসলামের মর্যাদাকে চরমভাবে লঙ্ঘন করে। সে তিন দিন ধরে মদীনাকে সৈন্যদের জন্য লুণ্ঠনের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিদের অবমাননা করা হয়, তাঁদের ওপর হাত তোলা হয় এবং তাঁদের ঘরবাড়ি লুট করা হয়।

এরপর অনেকে আল্লাহ তাআলার সম্মানিত নগরী মক্কায় আশ্রয় নেন। কিন্তু মক্কাও অবরুদ্ধ করা হয় এবং মঞ্জনীক (পাথর নিক্ষেপকারী যুদ্ধযন্ত্র) দিয়ে কাবা শরীফ লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করা হয়।

এ অভিযানের নেতৃত্ব দেয় হুসাইন ইবনু নুমাইর আস-সাকূনী, শামের সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে। কারণ, মুজরিম ইবনু উকবা আল-মুররী হাররার ঘটনার তিন দিন পর মারা যায় এবং তার স্থলাভিষিক্ত হয় হুসাইন ইবনু নুমাইর।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা ইয়াযীদকে পরাক্রমশালী সত্তার ন্যায় পাকড়াও করলেন। হাররার ঘটনার দুই মাসের কিছু বেশি এবং তিন মাসেরও কম সময় পর ইয়াযীদ মারা যায়। এরপর শামের সেনাবাহিনী মক্কা থেকে ফিরে যায়।

ইয়াযীদ ৬৪ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসের মধ্যভাগে মৃত্যুবরণ করে। তখন তার বয়স ছিল ত্রিশের কিছু বেশি। (৩৮ বছর)

قال ابن تيمية:

فَإِنَّ أَهْلَ الْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ نَقَضُوا بَيْعَتَهُ وَأَخْرَجُوا نُوَّابَهُ وَأَهْلَهُ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ جَيْشًا؛ وَأَمَرَهُ إذَا لَمْ يُطِيعُوهُ بَعْدَ ثَلَاثٍ أَنْ يَدْخُلَهَا بِالسَّيْفِ وَيُبِيحَهَا ثَلَاثًا فَصَارَ عَسْكَرُهُ فِي الْمَدِينَةِ النَّبَوِيَّةِ ثَلَاثًا يَقْتُلُونَ وَيَنْهَبُونَ وَيَفْتَضُّونَ الْفُرُوجَ الْمُحَرَّمَةَ. ثُمَّ أَرْسَلَ جَيْشًا إلَى مَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ فَحَاصَرُوا مَكَّةَ وَتُوُفِّيَ يَزِيدُ وَهُمْ مُحَاصِرُونَ مَكَّةَ وَهَذَا مِنْ الْعُدْوَانِ وَالظُّلْمِ الَّذِي فُعِلَ بِأَمْرِهِ[154] .

ইবনু তাইমিয়্যা বলেন:

"মদীনার অধিবাসীরা ইয়াযীদের বাইআত ভঙ্গ করল এবং তার প্রতিনিধিদের ও পরিবারের সদস্যদের মদীনা থেকে বের করে দিল। তখন ইয়াযীদ তাদের বিরুদ্ধে একটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করল। সে সেনাপতিকে নির্দেশ দিল, যদি তারা তিন দিন পরও আনুগত্য স্বীকার না করে, তবে তরবারি দ্বারা মদীনায় প্রবেশ করবে এবং তিন দিনের জন্য মদীনাকে সৈন্যদের জন্য উন্মুক্ত করে দেবে।

অতঃপর তার সেনাবাহিনী তিন দিন মদীনায় অবস্থান করল। তারা হত্যা করল, লুণ্ঠন চালাল এবং অবৈধভাবে সম্মানিত নারীদের সম্ভ্রমহানি করল।

এরপর ইয়াযীদ মক্কা মুকাররমার দিকে আরেকটি বাহিনী পাঠাল। তারা মক্কা অবরোধ করে রাখল। এ অবস্থাতেই ইয়াযীদের মৃত্যু হয়, যখন তার সেনাবাহিনী এখনও মক্কা অবরোধ করে রেখেছিল।

এগুলো ছিল সেই সীমালঙ্ঘন ও জুলুম, যা তার নির্দেশেই সংঘটিত হয়েছিল।

ইমাম যাহাবী *সিয়ার আ'লামিন নুবালা* গ্রন্থে বলেন:

ওয়াকিদী একটি সনদে বর্ণনা করেছেন:

لَمَّا وَثَبَ أَهْلُ الحَرَّةَ، وَأَخْرَجُوا بَنِي أُمَيَّةَ مِنَ المَدِيْنَةِ، بَايَعُوا ابْنَ الغَسِيْلِ عَلَى المَوْتِ، فَقَالَ: يَا قَوْمُ! وَاللهِ مَا خَرَجْنَا حَتَّى خِفْنَا أَنْ نُرجَمَ مِنَ السَّمَاءِ، رَجُلٌ يَنْكِحُ أُمَّهَاتِ الأَوْلاَدِ، وَالبَنَاتِ، وَالأَخَوَاتِ، وَيَشرَبُ الخَمْرَ، وَيَدَعُ الصَّلاَةَ.

যখন হাররার ঘটনার সময় মদিনাবাসীরা বিদ্রোহ করল এবং বনী উমাইয়াকে মদিনা থেকে বের করে দিল, তখন তারা ইবনুল গাসীল (আবদুল্লাহ ইবন হানযালা)-এর হাতে মৃত্যুর উপর বায়আত করল।

তখন তিনি বললেন:

'হে জনগণ! আল্লাহর কসম, আমরা বিদ্রোহ করিনি, যতক্ষণ না আমাদের আশঙ্কা হলো যে আকাশ থেকে আমাদের উপর পাথর বর্ষিত হবে।

---

[154] مجموع الفتاوى ج 3 ص 412

এমন এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমরা দাঁড়িয়েছি, যে দাসী-মাতাদের (উম্মাহাতুল আওলাদ), কন্যাদের এবং বোনদের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে, মদ পান করে এবং সালাত পরিত্যাগ করে। [155]

ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী *তারীখুল খুলাফা* গ্রন্থে বলেন:

وَمَا أَدْرَاكَ مَا وَقْعَةُ الْحَرَّةِ؟ ذَكَرَهَا الْحَسَنُ مَرَّةً فَقَالَ:

وَاللَّهِ مَا كَادَ يَنْجُو مِنْهُمْ أَحَدٌ، قُتِلَ فِيهَا خَلْقٌ مِنَ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَمِنْ غَيْرِهِمْ، وَنُهِبَتِ الْمَدِينَةُ، وَافْتُضَّ فِيهَا أَلْفُ عَذْرَاءَ، فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

قَالَ ﷺ: مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَخَافَهُ اللَّهُ، وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَكَانَ سَبَبُ خَلْعِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَهُ أَنَّ يَزِيدَ أَسْرَفَ فِي الْمَعَاصِي.

وَأَخْرَجَ الْوَاقِدِيُّ مِنْ طُرُقٍ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَنْظَلَةَ الْغَسِيلَ قَالَ:

وَاللَّهِ مَا خَرَجْنَا عَلَى يَزِيدَ حَتَّى خِفْنَا أَنْ نُرْمَى بِالْحِجَارَةِ مِنَ السَّمَاءِ، إِنَّهُ رَجُلٌ يَنْكِحُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ، وَالْبَنَاتِ، وَالْأَخَوَاتِ، وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ، وَيَدَعُ الصَّلَاةَ.

قَالَ الذَّهَبِيُّ:

وَلَمَّا فَعَلَ يَزِيدُ بِأَهْلِ الْمَدِينَةِ مَا فَعَلَ، مَعَ شُرْبِهِ الْخَمْرَ وَإِتْيَانِهِ الْمُنْكَرَاتِ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ النَّاسُ، وَخَرَجَ عَلَيْهِ غَيْرُ وَاحِدٍ، وَلَمْ يُبَارِكِ اللَّهُ فِي عُمُرِهِ، وَسَارَ جَيْشُ الْحَرَّةِ إِلَى مَكَّةَ لِقِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَمَاتَ أَمِيرُ الْجَيْشِ بِالطَّرِيقِ، فَاسْتَخْلَفَ عَلَيْهِ أَمِيرًا، وَأَتَوْا مَكَّةَ، فَحَاصَرُوا ابْنَ الزُّبَيْرِ وَقَاتَلُوهُ وَرَمَوْهُ بِالْمَنْجَنِيقِ، وَذَلِكَ فِي صَفَرَ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَسِتِّينَ، وَاحْتَرَقَتْ مِنْ شَرَارِ نِيرَانِهِمْ أَسْتَارُ الْكَعْبَةِ وَسَقْفُهَا وَقَرْنَا الْكَبْشِ الَّذِي فَدَى اللَّهُ بِهِ إِسْمَاعِيلَ، وَكَانَا فِي السَّقْفِ، وَأَهْلَكَ اللَّهُ يَزِيدَ فِي نِصْفِ شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ مِنْ هَذَا الْعَامِ.

তুমি কি জানো 'ওয়াক'আতুল হাররাহ' (হাররার মর্মান্তিক ঘটনা) কী?

হাসান (আল-বাসরী) একবার এ ঘটনার উল্লেখ করে বলেছিলেন:

'আল্লাহর কসম! সেদিন খুব কম লোকই তাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। এতে বহু সাহাবি (রাদিয়াল্লাহু আনহুম) এবং অন্যান্য লোক নিহত হয়েছিলেন। মদিনা লুণ্ঠিত হয়েছিল এবং এক হাজার কুমারী নারীর সতীত্ব নষ্ট করা হয়েছিল। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: "যে ব্যক্তি মদিনাবাসীদের ভীত-সন্ত্রস্ত করবে, আল্লাহ তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবেন। তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সমস্ত মানুষের লানত।" (এ হাদিস মুসলিম বর্ণনা করেছেন।)

এরপর সুয়ূতী বলেন: "মদিনাবাসীরা ইয়াজিদকে অপসারণ করার কারণ ছিল, সে পাপাচারে সীমালঙ্ঘন করেছিল।"

ওয়াকিদী বিভিন্ন সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, আবদুল্লাহ ইবন হানযালা আল-গাসীল বলেছিলেন:

"আল্লাহর কসম! আমরা ইয়াজিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিনি, যতক্ষণ না আমাদের আশঙ্কা হলো যে আকাশ থেকে আমাদের উপর পাথর বর্ষিত হবে।

---

[155] ইমাম শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন উসমান আদ্-যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরি), *সিয়ার আ'লামিন নুবালা*, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩২৪, প্রকাশনা: মুয়াসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ২৫।

সে এমন ব্যক্তি, যে দাসী-মাতাদের (উম্মাহাতুল আওলাদ), কন্যাদের ও বোনদের সঙ্গে অবৈধ সম্পর্ক করে, মদ পান করে এবং সালাত ত্যাগ করে।"

ইমাম যাহাবী বলেন:

"ইয়াজিদ মদিনাবাসীদের সঙ্গে যা করেছিল, এবং তার মদ্যপান ও নানা অপকর্মের কারণে মানুষ তার বিরুদ্ধে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। অনেকেই তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। আল্লাহ তার জীবনে কোনো বরকত দেননি।

এরপর হাররার সেনাবাহিনী মক্কার দিকে অগ্রসর হয় ইবন যুবাইরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য। কিন্তু পথেই সেনাপতি মারা যায়। তখন তার স্থলাভিষিক্ত আরেকজনকে করা হয়।

তারা মক্কায় পৌঁছে ইবন যুবাইরকে অবরোধ করে, যুদ্ধ করে এবং মঞ্জনীক (পাথর নিক্ষেপকারী যুদ্ধযন্ত্র) দ্বারা আক্রমণ চালায়। এটি ছিল ৬৪ হিজরির সফর মাসে।

তাদের আগুনের স্ফুলিঙ্গ থেকে কাবা শরীফের গিলাফ, ছাদ এবং সেই দু'টি ভেড়ার শিং পুড়ে যায়, যেগুলোর দ্বারা আল্লাহ তাআলা সাইয়্যিদুনা ইসমাঈল (আলাইহিস সালাম)-এর পরিবর্তে কুরবানি গ্রহণ করেছিলেন এবং যা কাবার ছাদের মধ্যে সংরক্ষিত ছিল।

অবশেষে আল্লাহ ৬৪ হিজরির একই বছরের রবিউল আউয়াল মাসের মাঝামাঝি সময়ে ইয়াজিদকে ধ্বংস করেন (মৃত্যু দেন)।"

روى الخلال ت 311 هـ في كتاب السنة:

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ :ثَنَا مُهَنَّى، قَالَ :سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ :هُوَ فَعَلَ بِالْمَدِينَةَ مَا فَعَلَ؟ قُلْتُ :وَمَا فَعَلَ؟ قَالَ :قَتَلَ بِالْمَدِينَةِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَفَعَلَ، قُلْتُ :وَمَا فَعَلَ؟ قَالَ :نَهَبَهَا، قُلْتُ :فَيُذْكَرُ عَنْهُ الْحَدِيثُ؟ قَالَ :لَا يُذْكَرُ عَنْهُ الْحَدِيثُ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَكْتُبَ عَنْهُ حَدِيثًا، قُلْتُ لِأَحْمَدَ :وَمَنْ كَانَ مَعَهُ بِالْمَدِينَةِ حِينَ فَعَلَ مَا فَعَلَ؟ قَالَ :أَهْلُ الشَّامِ؟ قُلْتُ لَهُ :وَأَهْلُ مِصْرَ، قَالَ :لَا، إِنَّمَا كَانَ أَهْلُ مِصْرَ مَعَهُمْ فِي أَمْرِ عُثْمَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ [156]

খাল্লাল (মৃত্যু: ৩১১ হিজরি) তাঁর *আস-সুন্নাহ* গ্রন্থে বর্ণনা করেন:

মুহাম্মাদ ইবনু আলী বলেন, মুহান্না বলেন: আমি ইমাম আহমদ (রহ.)-কে ইয়াযীদ ইবনু মুয়াবিয়া ইবনু আবী সুফিয়ান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি বললেন: "সে কি মদীনায় যা করেছে, তা-ই তো করেছে!"

আমি বললাম: "সে কী করেছিল?"

তিনি বললেন: "সে মদীনায় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবিদের বহুজনকে হত্যা করেছিল।"

আমি আবার বললাম: "আর কী করেছিল?"

তিনি বললেন: "সে মদীনাকে লুণ্ঠন করেছিল।"

আমি বললাম: "তাহলে কি তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা হবে?"

তিনি বললেন: "না, তার থেকে হাদীস বর্ণনা করা হবে না। এবং কারও জন্যই তার থেকে হাদীস লিখে রাখা উচিত নয়।"

---

[156] أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخَلَّال البغدادي الحنبلي (ت ٣١١هـ)، السنة، ج3 ث520 رقم 845 المحقق: د. عطية الزهراني، الناشر: دار الراية – الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤١٠هـ - ١٩٨٩م، عدد الأجزاء: ٧

আমি ইমাম আহমদকে জিজ্ঞাসা করলাম: "মদীনায় যখন সে এসব করেছিল, তখন তার সঙ্গে কারা ছিল? শামবাসীরা?"

আমি আরও বললাম: "মিশরবাসীরাও কি ছিল?"

তিনি বললেন: "না। মিশরবাসীরা তাদের সঙ্গে কেবল উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ঘটনার সময় ছিল।"

روى أبو نعيم: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ :لَقَدْ رَأَيْتُنِي لَيَالِيَ الْحَرَّةِ وَمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَيْرِي وَمَا يَأْتِي وَقْتُ صَلَاةٍ إِلَّا سَمِعْتُ الْأَذَانَ مِنَ الْقَبْرِ ثُمَّ أَتَقَدَّمُ فَأُقِيمُ وَأُصَلِّي وَإِنَّ أَهْلَ الشَّامِ لَيَدْخُلُونَ الْمَسْجِدَ زُمَرًا فَيَقُولُونَ: انْظُرُوا إِلَى الشَّيْخِ الْمَجْنُونِ (دلائل النبوة حديث 510)

ইমাম আবু নু'আইম (রহিমাহুল্লাহ) সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন—

''হাররার ঘটনার সেই রাতগুলোতে আমি এমন অবস্থায় ছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদে আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। যখনই কোনো সালাতের সময় হতো, আমি পবিত্র কবর শরীফের দিক থেকে আজানের ধ্বনি শুনতে পেতাম। তখন আমি সামনে এগিয়ে গিয়ে ইকামত দিতাম এবং সালাত আদায় করতাম।

এদিকে শামের সৈন্যরা দলবদ্ধভাবে মসজিদে প্রবেশ করত এবং বলত, 'এই পাগল বুড়োটার দিকে দেখো!' (দালায়িলুন নুবুওয়াহ, হাদীস নং ৫১০)

روى الدارمي: عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : " لَمَّا كَانَ أَيَّامُ الْحَرَّةِ لَمْ يُؤَذَّنْ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثًا، وَلَمْ يُقَمْ وَلَمْ يَبْرَحْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ لَا يَعْرِفُ وَقْتَ الصَّلَاةِ إِلَّا بِهَمْهَمَةٍ يَسْمَعُهَا مِنْ قَبْرِ النَّبِيِّ (سنن الدارمي ، حديث 93)

ইমাম দারিমী (রহিমাহুল্লাহ) সাঈদ ইবনু আবদুল আযীয (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন— ''হাররার ঘটনার সময় টানা তিন দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদে (মসজিদে নববীতে) আজান দেওয়া হয়নি, ইকামতও বলা হয়নি।

আর সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহিমাহুল্লাহ) মসজিদ ত্যাগ করেননি। তিনি সালাতের সময় অন্য কোনো উপায়ে জানতে পারতেন না; কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবর শরীফের দিক থেকে একটি মৃদু গুঞ্জনধ্বনি শুনে সালাতের সময় হয়েছে বলে বুঝতে পারতেন।''

(সুনান আদ-দারিমী, হাদীস নং ৯৩)

قال السيوطي: وَأَخْرَجَ أبو نعيم فِي دَلَائِلِ النُّبُوَّةِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :لَقَدْ رَأَيْتُنِي لَيَالِيَ الْحَرَّةِ وَمَا فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَيْرِي وَمَا يَأْتِي وَقْتُ صَلَاةٍ إِلَّا سَمِعْتُ الْأَذَانَ مِنَ الْقَبْرِ.

وَأَخْرَجَ الزُّبَيْرُ بْنُ بَكَّارٍ فِي أَخْبَارِ الْمَدِينَةِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ قَالَ :لَمْ أَزَلْ أَسْمَعُ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ فِي قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيَّامَ الْحَرَّةِ حَتَّى عَادَ النَّاسُ، وَأَخْرَجَ ابن سعد فِي الطَّبَقَاتِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَانَ يُلَازِمُ الْمَسْجِدَ أَيَّامَ الْحَرَّةِ وَالنَّاسُ يَقْتَتِلُونَ قَالَ :فَكُنْتُ إِذَا حَانَتِ الصَّلَاةُ أَسْمَعُ أَذَانًا يَخْرُجُ مِنْ قِبَلِ الْقَبْرِ الشَّرِيفِ، وَأَخْرَجَ الدَّارِمِيُّ فِي سَنَدِهِ قَالَ :أَنْبَأَنَا مروان بن محمد عَنْ سعيد بن عبد العزيز قَالَ: لَمَّا كَانَ أَيَّامُ

الْحَرَّةِ لَمْ يُؤَذَّنْ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثًا وَلَمْ يُقَمْ، وَلَمْ يَبْرَحْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ الْمَسْجِدَ وَكَانَ لَا يَعْرِفُ وَقْتَ الصَّلَاةِ إِلَّا بِهَمْهَمَةٍ يَسْمَعُهَا مِنْ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ (الحاوي للفتاوي ج 2 ص 179)

ইমাম সুয়ূতী (রহিমাহুল্লাহ) বলেন—

ইমাম আবু নু'আইম তাঁর *দালায়িলুন নুবুওয়াহ* গ্রন্থে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন—

''হাররার ঘটনার সেই রাতগুলোতে আমি এমন অবস্থায় ছিলাম যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদে আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না। সালাতের সময় হলেই আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবর শরীফের দিক থেকে আজানের ধ্বনি শুনতে পেতাম।''

আর যুবাইর ইবনু বাক্কার তাঁর *আখবারুল মাদীনাহ* গ্রন্থে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন—

''হাররার দিনগুলোতে লোকজন ফিরে আসার আগ পর্যন্ত আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবর শরীফের দিক থেকে আজান ও ইকামতের ধ্বনি শুনতে থাকতাম।''

আর ইবনু সা'দ তাঁর *আত-তাবাকাত* গ্রন্থে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহিমাহুল্লাহ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

হাররার ঘটনার সময়, যখন লোকেরা পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করছিল, তখন তিনি সর্বদা মসজিদে অবস্থান করতেন। তিনি বলেন, ''যখনই সালাতের সময় হতো, আমি পবিত্র কবর শরীফের দিক থেকে আজানের ধ্বনি শুনতে পেতাম।''

আর ইমাম দারিমী তাঁর *সুনান*-এ মারওয়ান ইবনু মুহাম্মাদ, তিনি সাঈদ ইবনু আবদুল আযীয থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন—

''হাররার ঘটনার সময় টানা তিন দিন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মসজিদে আজান দেওয়া হয়নি এবং ইকামতও বলা হয়নি। অথচ সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহিমাহুল্লাহ) মসজিদ ত্যাগ করেননি। তিনি সালাতের সময় অন্য কোনো উপায়ে জানতে পারতেন না; কেবল রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কবর শরীফের দিক থেকে একটি মৃদু গুঞ্জনধ্বনি শুনে সালাতের সময় হয়েছে বলে বুঝতে পারতেন।'' (আল-হাবী লিল-ফাতাওয়া, খণ্ড ২, পৃ. ১৭৯)

148.

তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতা এবং সমগ্র মানুষের লানত

البخاري عَنْ أَنَسٍ .رضى الله عنه .عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " **الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، مِنْ كَذَا إِلَى كَذَا، لاَ يُقْطَعُ شَجَرُهَا، وَلاَ يُحْدَثُ فِيهَا حَدَثٌ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ** ".

ইমাম বুখারী আনাস ইবন মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, নবী ﷺ বলেছেন:

''মদিনা একটি হারাম (পবিত্র ও সংরক্ষিত এলাকা)। এর অমুক স্থান থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত এর সীমানা। এর গাছপালা কাটা যাবে না এবং এর মধ্যে কোনো নতুন অনাচার (ফিতনা,

অপরাধ বা শরিয়তবিরোধী কাজ) সংঘটিত করা যাবে না। যে ব্যক্তি এতে কোনো অনাচার সৃষ্টি করবে, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সমস্ত মানুষের লানত।"[157]

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ " **الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ** ". وَقَالَ " ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ ".

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"মদিনা একটি পবিত্র সংরক্ষিত এলাকা (হারাম)। এর সীমানা আইর পর্বত থেকে অমুক স্থান পর্যন্ত। যে ব্যক্তি এতে কোনো অনাচার, ফিতনা বা অপরাধ সৃষ্টি করবে, অথবা কোনো অপরাধীকে আশ্রয় দেবে, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সমগ্র মানুষের লানত। তার কোনো ফরজ বা নফল ইবাদতই কবুল করা হবে না।"

তিনি আরও বলেন:

"সমস্ত মুসলমানের নিরাপত্তা ও অঙ্গীকার এক ও অভিন্ন। সুতরাং যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের প্রদত্ত নিরাপত্তা-অঙ্গীকার ভঙ্গ করবে, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সমগ্র মানুষের লানত। তার কোনো ফরজ বা নফল ইবাদতই কবুল করা হবে না।"

আরও বলেন:

"যে ব্যক্তি তার প্রকৃত অভিভাবক ও মালিকদের অনুমতি ছাড়া অন্য কোনো সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্পর্ক বা আনুগত্য স্থাপন করবে, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সমগ্র মানুষের লানত। তার কোনো ফরজ বা নফল ইবাদতই কবুল করা হবে না।" [158]

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ سَعْدًا .رضى الله عنه .قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " **لاَ يَكِيدُ أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَحَدٌ إِلاَّ انْمَاعَ كَمَا يَنْمَاعُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ** "

সাইয়্যিদাহ আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন: আমি সা'দ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি: যে-ই মদিনাবাসীদের ক্ষতি করার বা তাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে এমনভাবে ধ্বংস করবেন, যেমন লবণ পানিতে মিশে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। [159].

مجمع الزوائد:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أَمِيرًا مِنْ أُمَرَاءِ الْفِتْنَةِ قَدِمَ الْمَدِينَةَ، وَكَانَ قَدْ ذَهَبَ بَصَرُ جَابِرٍ فَقِيلَ لِجَابِرٍ :لَوْ تَنَحَّيْتَ عَنْهُ، فَخَرَجَ يَمْشِي بَيْنَ ابْنَيْهِ فَنُكِبَ فَقَالَ :تَعِسَ مَنْ أَخَافَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ابْنَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا :يَا أَبَتِ، وَكَيْفَ أَخَافَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ مَاتَ؟ قَالَ :سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " :**مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَقَدْ أَخَافَ مَا بَيْنَ جَنْبَيَّ**. رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত:

---

157 ইমাম মুহাম্মদ ইবন ইসমাঈল আল-বুখারী (মৃত্যু ২৫৬ হিজরি), *সহীহ আল-বুখারী*, হাদিস নং ১৮৬৭।

158 *সহীহ আল-বুখারী*, হাদিস নং ১৮৭০।

159 *সহীহ আল-বুখারী*, হাদিস নং ১৮৭৭।

“ফিতনার যুগের এক শাসক মদিনায় আগমন করল। তখন জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর দৃষ্টিশক্তি চলে গিয়েছিল। তাঁকে বলা হলো:

‘আপনি যদি তার কাছ থেকে দূরে সরে থাকতেন!’

তখন তিনি তাঁর দুই পুত্রের মাঝখানে ভর দিয়ে বের হলেন। চলতে গিয়ে হোঁচট খেলেন এবং বললেন:

‘ধ্বংস হোক সেই ব্যক্তির, যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভীত-সন্ত্রস্ত করেছে!’

তাঁর দুই পুত্রের একজন (অথবা উভয়ের একজন) বললেন:

‘হে পিতা! সে কীভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে ভীত করেছে, অথচ তিনি তো ইন্তিকাল করেছেন?’

জাবির (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন:

‘আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি:

مَنْ أَخَافَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ فَقَدْ أَخَافَ مَا بَيْنَ جَنْبَيَّ

“যে ব্যক্তি মদিনাবাসীদের ভীত-সন্ত্রস্ত করে, সে যেন আমার এ দুই পার্শ্বের মধ্যস্থিত সত্তাকেই (অর্থাৎ আমাকে) ভীত-সন্ত্রস্ত করেছে।”

এরপর হাইসামী বলেন:

“এ হাদিসটি ইমাম আহমদ বর্ণনা করেছেন, এবং এর সকল রাবী সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের রাবীগণের অন্তর্ভুক্ত।”[160]

উবাদাহ ইবন সামিত (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ - أَنَّهُ قَالَ: "**اللَّهُمَّ مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ، وَأَخَافَهُمْ فَأَخِفْهُ، وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ**." رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ.

“হে আল্লাহ! যে ব্যক্তি মদিনাবাসীদের উপর জুলুম করবে এবং তাদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবে, আপনি তাকে ভীত-সন্ত্রস্ত করুন। তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাগণ এবং সমগ্র মানুষের লানত বর্ষিত হোক। তার কোনো ফরজ বা নফল আমলই কবুল করা হবে না।”

এরপর হাইসামী বলেন: “এ হাদিসটি তাবারানী *আল-মু‘জামুল আওসাত* ও *আল-মু‘জামুল কাবীর*-এ বর্ণনা করেছেন। এর সকল বর্ণনাকারী সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের বর্ণনাকারীদের অন্তর্ভুক্ত।”[161]

149.

ইমাম হাসান ও হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমার অনুরুধ রাখলেন সাইয়্যিদুনা বিলাল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

আবুল হাসান আল-গাসসানী তাঁর সনদে বর্ণনা করেন, যিনি ৩১৫ হিজরিতে ইন্তিকাল করেছেন:

---

160 *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ*, হাদিস নং ৫৮২২।

161 *মাজমাউয যাওয়ায়িদ ওয়া মানবাউল ফাওয়ায়িদ*, হাদিস নং ৫৮২৩।

"আমাদেরকে আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান ইবনে বিলাল ইবনে আবিদ-দারদা হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমার পিতা মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি তাঁর পিতা সুলাইমান ইবনে বিলাল থেকে, তিনি উম্মুদ দারদা থেকে, তিনি আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে..."

لَمَّا دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، سَأَلَ بِلَالٌ أَنْ يَقْدَمَ الشَّامَ، فَفَعَلَ ذٰلِكَ، قَالَ: وَأَخِي أَبُو رُوَيْحَةَ الَّذِي آخَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَنَزَلَ دَارِيًّا فِي خَوْلَانَ، فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ إِلَى قَوْمٍ مِنْ خَوْلَانَ، فَقَالَا لَهُمْ: قَدْ جِئْنَاكُمْ خَاطِبَيْنِ، وَقَدْ كُنَّا كَافِرَيْنِ فَهَدَانَا اللَّهُ، وَمَمْلُوكَيْنِ فَأَعْتَقَنَا اللَّهُ، وَفَقِيرَيْنِ فَأَغْنَانَا اللَّهُ، فَإِنْ تُزَوِّجُونَا فَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَإِنْ تَرُدُّونَا فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَزَوَّجُوهُمَا.

ثُمَّ إِنَّ بِلَالًا رَأَى فِي مَنَامِهِ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ: مَا هٰذِهِ الْجَفْوَةُ يَا بِلَالُ؟ أَمَا آنَ أَنْ تَزُورَنِي؟ فَانْتَبَهَ حَزِينًا وَجِلًا خَائِفًا، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَقَصَدَ الْمَدِينَةَ، فَأَتَى قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَعَلَ يَبْكِي عِنْدَهُ، وَجَعَلَ يُمَرِّغُ وَجْهَهُ عَلَيْهِ.

وَأَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا، فَجَعَلَ يَضُمُّهُمَا وَيُقَبِّلُهُمَا، فَقَالَا لَهُ: يَا بِلَالُ، نَشْتَهِي أَنْ نَسْمَعَ أَذَانَكَ الَّذِي كُنْتَ تُؤَذِّنُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السَّحَرِ، فَفَعَلَ.

فَعَلَا سَطْحَ الْمَسْجِدِ، فَوَقَفَ مَوْقِفَهُ الَّذِي كَانَ يَقِفُ فِيهِ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ» ارْتَجَّتِ الْمَدِينَةُ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ» زَادَ تَعَاجِيجُهَا، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: «أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنْ خُدُورِهِنَّ، فَقَالُوا: أَبُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟

فَمَا رُؤِيَ يَوْمٌ أَكْثَرَ بَاكِيًا وَلَا بَاكِيَةً بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: تُوُفِّيَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثِينَ وَمِائَتَيْنِ.

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন শাসনভার গ্রহণ করেন, তখন বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নিকট শাম দেশে যাওয়ার অনুমতি চান। তিনি তাঁকে অনুমতি দেন। তখন তাঁর সেই ভাই আবূ রুওয়াইহাহও তাঁর সাথে ছিলেন, যাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন। অতঃপর তাঁরা খাওলান গোত্রের একটি এলাকার "দারিয়া" নামক স্থানে বসবাস করেন। একদিন বিলাল ও তাঁর ভাই খাওলান গোত্রের এক সম্প্রদায়ের নিকট বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে গেলেন। তাঁরা বললেন:

"আমরা তোমাদের নিকট বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আমরা একসময় কাফির ছিলাম—আল্লাহ আমাদের হিদায়াত দিয়েছেন। আমরা দাস ছিলাম—আল্লাহ আমাদের মুক্ত করেছেন। আমরা দরিদ্র ছিলাম—আল্লাহ আমাদের ধনী করেছেন। যদি তোমরা আমাদের সাথে বিবাহ দাও, তবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আর যদি প্রত্যাখ্যান করো, তবে আল্লাহ ব্যতীত কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই।"

অতঃপর তারা তাঁদের সাথে বিবাহ দিল।

এরপর এক রাতে বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বপ্নে নবী ﷺ-কে দেখলেন। নবী ﷺ তাঁকে বলছেন: **"হে বিলাল! এ কেমন দূরত্ব ও অবহেলা? এখনো কি তোমার আমার যিয়ারতের সময় হয়নি?"** তখন তিনি দুঃখিত, আতঙ্কিত ও ভীত অবস্থায় জেগে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর বাহনে আরোহণ করে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। অতঃপর নবী ﷺ-এর কবরের নিকট এসে কাঁদতে লাগলেন এবং নিজের মুখমণ্ডল কবরে ঘষতে লাগলেন।

এমন সময় হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা সেখানে এলেন। তিনি তাঁদেরকে আলিঙ্গন ও চুম্বন করতে লাগলেন।

তাঁরা বললেন: ''হে বিলাল! আমরা আপনার সেই আযান শুনতে চাই, যা আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য সাহরীর সময় দিতেন।'' তখন বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু সম্মত হলেন। তিনি মসজিদের ছাদে উঠলেন এবং সেই স্থানে দাঁড়ালেন, যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি আযান দিতেন।

যখন তিনি ''আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার'' বললেন, তখন সমগ্র মদীনা কেঁপে উঠল।

যখন বললেন, ''আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই'', তখন মানুষের ক্রন্দন আরও বেড়ে গেল।

আর যখন বললেন, ''আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল'', তখন পর্দানশীন নারীরাও ঘর থেকে বের হয়ে এলেন এবং বলতে লাগলেন:

''রাসূলুল্লাহ ﷺ কি পুনরায় প্রেরিত হয়েছেন?''

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর সেদিনের চেয়ে অধিক পুরুষ ও নারীকে আর কোনো দিন এত বেশি কাঁদতে দেখা যায়নি।

আবুল হাসান বলেন:

ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান ২৩২ হিজরিতে ইন্তিকাল করেন।[162]

ইমাম হাকিমের শায়খ আবু আহমাদ আল-হাকিম (৩৮৭ হি) [163] বলেনঃ

---

[162] মুহাম্মদ ইবনুল ফাইদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনিল ফাইয়াদ, আবুল হাসান — যিনি আবুল ফাইদ আল-গাসসানী নামেও পরিচিত (মৃত্যু: ৩১৫ হিজরি), *আখবার ওয়া হিকায়াত লি আবিল হাসান আল-গাসসানী*, পৃষ্ঠা ৪৫। তাহকীক: ইবরাহীম সালিহ (মৃত্যু: ১৪৪৩ হিজরি)। প্রকাশক: দারুল বাশায়ির, বৈরুত। মোট পৃষ্ঠা: ৫৮।

[163] আবূ আহমদ আল-হাকিম — তিনি হলেন ইমাম, হাফিয, মহান আল্লামা, নির্ভরযোগ্য মুহাদ্দিস, খুরাসানের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ইসহাক আন-নাইসাবূরী আল-কারাবীসী, যিনি ''আল-হাকিম আল-কবীর'' নামে পরিচিত। তিনি বহু খণ্ডে ''আল-কুনা'' গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি ছিলেন জ্ঞানের সমুদ্রসম। তাঁর ছাত্র হাকিম ইবনুল বাইয়্যি' — যিনি *আল-মুস্তাদরাক* গ্রন্থের রচয়িতা — তাঁকে উল্লেখ করে বলেন:

''তিনি ছিলেন তাঁর যুগে এ বিদ্যার ইমাম। তিনি ছিলেন অত্যন্ত অধিক গ্রন্থপ্রণেতা এবং সহীহ হাদীসের শর্ত, নাম ও কুনিয়াত সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী।''

তিনি বিশ বছরের কিছু বেশি বয়সে হাদীস অধ্যয়ন শুরু করেন।

হাকিম আরও বলেন:

''আবূ আহমদ ছিলেন নেককার ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত, সালাফদের সুন্নাহর উপর অবিচল, এবং আহলে বাইত ও সাহাবাগণের ব্যাপারে আমাদের আকীদা অনুযায়ী গ্রন্থ রচনাকারীদের একজন।''

তিনি বিভিন্ন স্থানে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন এবং সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমের উপর, তেমনি জামে' তিরমিযীর উপর গ্রন্থ রচনা করেন।

তাঁর জীবনী ও মহৎ কীর্তিসমূহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ হয়েছে নিম্নোক্ত গ্রন্থসমূহে:

- আল-মুনতাযাম ৭/১৪৬
- তাযকিরাতুল হুফ্ফায ৩/৯৭৬–৯৭৯
- আল-ইবার ৩/৯–১০
- মিরআতুল জানান ২/৪০৮
- আন-নুজূমুয জাহিরাহ ৪/১৫৪
- শাযারাতুয যাহাব ৩/৯৩।

ইমাম যাহাবী বলেন, আবূ আহমদ আল-হাকিম বলেছেন:

أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بنُ الفَيْضِ بِدِمَشْقَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إبراهيم بن مُحَمَّدِ بنِ سُلَيْمَانَ بنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي سُلَيْمَانَ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ عُمَرُ الشَّامَ سَأَلَ بِلاَلٌ أَنْ يُقِرَّه بِهِ فَفَعَلَ قَالَ: وَأَخِي أَبُو رُوَيْحَةَ الَّذِي آخَى رَسُوْلُ اللهِ -ﷺ- بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَنَزَلَ بداريًا فِي خَوْلاَنَ فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوْهُ إِلَى قَوْمٍ مِنْ خَوْلاَنَ فَقَالُوا: إِنَّا قَدْ أَتَيْنَاكُم خَاطِبِيْنَ وَقَدْ كُنَّا كَافِرِيْنَ فَهَدَانَا اللهُ وَمَمْلُوْكِيْنَ فَأَعْتَقَنَا اللهُ وَفَقِيْرِيْنَ فَأَغْنَانَا اللهُ فَإِنْ تُزَوِّجُوْنَا فَالحَمْدُ للهِ وَإِن تَرُدُّوْنَا فَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ فَزَوَّجُوْهُمَا.

ثُمَّ إِنَّ بِلاَلاً رَأَى النَّبِيَّ ﷺ فِي مَنَامِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ: "مَا هَذِهِ الجَفْوَةُ يَا بِلاَلُ؟ أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَزُوْرَنِي"؟ فَانْتَبَهَ حَزِيْناً وَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَقَصَدَ المَدِيْنَةَ فَأَتَى قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَ يَبْكِي عِنْدَهُ وَيُمرّغ وَجْهَهُ عَلَيْهِ فَأَقْبَلَ الحَسَنُ وَالحُسَيْنُ فَجَعَلَ يَضُمُّهُمَا وَيُقَبِّلُهُمَا فَقَالاَ لَهُ: يَا بِلاَلُ! نَشْتَهِي أَنْ نَسْمَعَ أَذَانَكَ. فَفَعَلَ وَعَلاَ السَّطْحَ وَوَقَفَ فَلَمَّا أَنْ قَالَ: الله أَكْبَرُ الله أَكْبَرُ ارْتَجَّتِ المَدِيْنَةُ فَلَمَّا أَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهَ ازْدَادَ رجَّتُهَا فَلَمَّا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُوْلُ اللهِ خَرَجَتِ العَوَاتِقُ مِنْ خُدُوْرِهِنَّ وَقَالُوا: بُعِثَ رَسُوْلُ اللهِ فَمَا رُؤِيَ يومٌ أَكْثَرَ بَاكِياً وَلاَ بَاكِيَةً بِالمَدِيْنَةِ بَعْدَ رَسُوْلِ اللهِ -ﷺ- مِنْ ذَلِكَ اليَوْمِ.

"মুহাম্মদ ইবনুল ফাইদ দামেস্কে আমাদেরকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আবূ ইসহাক ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান ইবনে আবিদ-দারদা আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমার পিতা তাঁর পিতা সুলাইমান থেকে, তিনি উম্মুদ দারদা থেকে, তিনি আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন যে—

উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন শামে প্রবেশ করেন, তখন বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নিকট আবেদন করেন যেন তিনি তাঁকে সেখানে অবস্থানের অনুমতি দেন। তিনি অনুমতি দেন।

বিলাল বলেন: 'আমার ভাই আবূ রুওয়াইহাহ—যাঁর সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন—তিনি খাওলানের দারিয়া এলাকায় বসবাস করতেন। অতঃপর তিনি ও তাঁর ভাই খাওলানের এক সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে বললেন:

আমরা তোমাদের কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আমরা একসময় কাফির ছিলাম, আল্লাহ আমাদের হিদায়াত দিয়েছেন। আমরা দাস ছিলাম, আল্লাহ আমাদের মুক্ত করেছেন। আমরা দরিদ্র ছিলাম, আল্লাহ আমাদের ধনী করেছেন। যদি তোমরা আমাদের সাথে বিবাহ দাও, তবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আর যদি প্রত্যাখ্যান করো, তবে আল্লাহ ব্যতীত কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই।'

অতঃপর তারা তাঁদের সাথে বিবাহ দিল।

এরপর বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বপ্নে নবী ﷺ-কে দেখলেন। নবী ﷺ বলছেন:

'হে বিলাল! এ কেমন দূরত্ব ও অবহেলা? এখনো কি তোমার আমার যিয়ারতের সময় হয়নি?' তখন তিনি দুঃখিত অবস্থায় জেগে উঠলেন। তিনি তাঁর বাহনে আরোহণ করে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। অতঃপর নবী ﷺ-এর কবরের নিকট এসে কাঁদতে লাগলেন এবং নিজের মুখমণ্ডল তার উপর ঘষতে লাগলেন।

এমন সময় হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা আগমন করলেন। তিনি তাঁদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ও চুম্বন করতে লাগলেন।

তাঁরা বললেন: 'হে বিলাল! আমরা আপনার আযান শুনতে চাই।'

তখন তিনি সম্মত হলেন। তিনি ছাদে উঠলেন এবং দাঁড়ালেন। যখন তিনি বললেন:

'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার'

তখন সমগ্র মদীনা কেঁপে উঠল।

যখন বললেন: 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই'

তখন মদীনার কম্পন আরও বেড়ে গেল।

আর যখন বললেন: 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল'

তখন যুবতী নারীরাও নিজেদের ঘর থেকে বের হয়ে এলেন এবং বলতে লাগলেন:

'রাসূলুল্লাহ ﷺ কি পুনরায় প্রেরিত হয়েছেন?'

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর মদীনায় সেদিনের চেয়ে অধিক কান্নারত পুরুষ ও নারী আর কখনো দেখা যায়নি।"

ইমাম যাহাবী তাঁর *তারীখ* গ্রন্থে বলেন:

"এর সনদ ভালো। এতে কোনো দুর্বল বর্ণনাকারী নেই। তবে ইবরাহীম মাজহূল। কারণ মুহাম্মদ ইবনুল ফাইদ আল-গাসসানী ছাড়া আর কেউ তাঁর থেকে বর্ণনা করেননি। এবং উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি ২৩২ হিজরিতে ইন্তিকাল করেছেন।" [164]

আর ইমাম যাহাবী *সিয়ার* গ্রন্থে বলেন:

"এর সনদ দুর্বল এবং এটি মুনকার।" [165]

ইবনু আসাকির (৫৭১হি) তাঁর সনদে বর্ণনা করেনঃ

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْجَابِيَةَ سَأَلَ بِلَالٌ أَنْ يُقْدِمَ الشَّامَ، فَفَعَلَ ذٰلِكَ، قَالَ: وَأَخِي أَبُو رُوَيْحَةَ الَّذِي آخَى بَيْنَهُ وَبَيْنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَنَزَلَ دَارِيًّا فِي خَوْلَانَ، فَأَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ إِلَى قَوْمٍ مِنْ خَوْلَانَ، فَقَالَ لَهُمْ: قَدْ جِئْنَاكُمْ خَاطِبَيْنِ، وَقَدْ كُنَّا كَافِرِينَ فَهَدَانَا اللَّهُ، وَمَمْلُوكِينَ فَأَعْتَقَنَا اللَّهُ، وَفَقِيرِينَ فَأَغْنَانَا اللَّهُ، فَإِنْ تُزَوِّجُونَا فَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَإِنْ تَرُدُّونَا فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَزَوَّجُوهُمَا.

ثُمَّ إِنَّ بِلَالًا رَأَى فِي مَنَامِهِ النَّبِيَّ ﷺ وَهُوَ يَقُولُ لَهُ: مَا هٰذِهِ الْجَفْوَةُ يَا بِلَالُ؟ أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَزُورَنِي يَا بِلَالُ؟ فَانْتَبَهَ حَزِينًا وَجِلًا خَائِفًا، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَقَصَدَ الْمَدِينَةَ، فَأَتَى قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ، فَجَعَلَ يَبْكِي عِنْدَهُ وَيُمَرِّغُ وَجْهَهُ عَلَيْهِ.

---

[164] ইমাম যাহাবী (মৃত্যু: ৭৪৮ হিজরি), *তারীখুল ইসলাম ওয়া ওয়াফায়াতুল মাশাহীর ওয়াল আ'লাম*, "ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান আশ-শামী" শিরোনাম, ১৭তম খণ্ড, ৬৭ পৃষ্ঠা। তাহকীক: উমর আবদুস সালাম আত-তাদমুরী। প্রকাশক: দারুল কিতাব আল-আরাবী, বৈরুত। দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৩ হিজরি / ১৯৯৩ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ৫২।

[165] ইমাম যাহাবী (মৃত্যু: ৭৪৮ হিজরি), *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, "সাবিকূনাল আউয়ালূন — বিলাল ইবনে রবাহ" অধ্যায়, ৩য় খণ্ড, ২১৮ পৃষ্ঠা। প্রকাশক: দারুল হাদীস, কায়রো। সংস্করণ: ১৪২৭ হিজরি / ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ১৮।

وَأَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، فَجَعَلَ يَضُمُّهُمَا وَيُقَبِّلُهُمَا، فَقَالَا لَهُ: يَا بِلَالُ، نَشْتَهِي أَنْ نَسْمَعَ أَذَانَكَ الَّذِي كُنْتَ تُؤَذِّنُهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي السَّحَرِ، فَفَعَلَ.

فَعَلَا سَطْحَ الْمَسْجِدِ، فَوَقَفَ مَوْقِفَهُ الَّذِي كَانَ يَقِفُ فِيهِ، فَلَمَّا أَنْ قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ارْتَجَّتِ الْمَدِينَةُ.

فَلَمَّا أَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ» زَادَ تَعَاجِيجُهَا.

فَلَمَّا أَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ خَرَجَ الْعَوَاتِقُ مِنْ خُدُورِهِنَّ، فَقَالُوا: أَبُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ؟

فَمَا رُئِيَ يَوْمٌ أَكْثَرَ بَاكِيًا وَلَا بَاكِيَةً بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ.

আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন জাবিয়ায় প্রবেশ করেন, তখন বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু শামে যাওয়ার অনুমতি চান। তিনি তাঁকে অনুমতি দেন।

বিলাল বলেন:

"আমার ভাই আবূ রুওয়াইহাহ — যার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন — তিনি খাওলানের দারিয়া এলাকায় বসবাস করতেন। অতঃপর তিনি ও তাঁর ভাই খাওলানের এক সম্প্রদায়ের কাছে গেলেন এবং বললেন:

'আমরা তোমাদের কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আমরা একসময় কাফির ছিলাম, আল্লাহ আমাদের হিদায়াত দিয়েছেন। আমরা দাস ছিলাম, আল্লাহ আমাদের মুক্ত করেছেন। আমরা দরিদ্র ছিলাম, আল্লাহ আমাদের ধনী করেছেন। যদি তোমরা আমাদের সাথে বিবাহ দাও, তবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আর যদি প্রত্যাখ্যান করো, তবে আল্লাহ ব্যতীত কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই।'

অতঃপর তারা তাঁদের সাথে বিবাহ দিল।

এরপর বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বপ্নে নবী ﷺ-কে দেখলেন। নবী ﷺ তাঁকে বলছেন:

'হে বিলাল! এ কেমন দূরত্ব ও অবহেলা? এখনো কি তোমার আমার যিয়ারতের সময় হয়নি, হে বিলাল?'

তখন তিনি দুঃখিত, আতঙ্কিত ও ভীত অবস্থায় জেগে উঠলেন। তিনি তাঁর বাহনে আরোহণ করে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। অতঃপর নবী ﷺ-এর কবরের নিকট এসে কাঁদতে লাগলেন এবং নিজের মুখমণ্ডল তার উপর ঘষতে লাগলেন।

এমন সময় হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা আগমন করলেন। তিনি তাঁদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন ও চুম্বন করতে লাগলেন।

তাঁরা বললেন:

'হে বিলাল! আমরা আপনার সেই আযান শুনতে চাই, যা আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য সাহরীর সময় দিতেন।'

তখন তিনি সম্মত হলেন।

তিনি মসজিদের ছাদে উঠলেন এবং সেই স্থানে দাঁড়ালেন, যেখানে তিনি দাঁড়াতেন। যখন তিনি বললেন:

'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার'

তখন সমগ্র মদীনা কেঁপে উঠল।

যখন বললেন: 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই'

তখন মদীনার ক্রন্দন আরও বেড়ে গেল।
আর যখন বললেন: 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল'
তখন যুবতী নারীরাও নিজেদের ঘর থেকে বের হয়ে এলেন এবং বলতে লাগলেন:
'রাসূলুল্লাহ ﷺ কি পুনরায় প্রেরিত হয়েছেন?'
রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর সেদিনের চেয়ে অধিক কান্নারত পুরুষ ও নারী আর কোনো দিন দেখা যায়নি। [166]

উসুদুল গাবাহ কিতাবে ইবনুল আছীর (৬৩০হি) বলেন

وَرَوَى أَبُو الدَّرْدَاءِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا دَخَلَ مِنْ فَتْحِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَى الْجَابِيَةِ، سَأَلَهُ بِلَالٌ أَنْ يُقِرَّهُ بِالشَّامِ، فَفَعَلَ ذٰلِكَ، قَالَ: وَأَخِي أَبُو رُوَيْحَةَ الَّذِي آخَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنِي وَبَيْنَهُ؟ قَالَ: وَأَخُوكَ، فَنَزَلَا دَارِيًّا فِي خَوْلَانَ، فَقَالَا لَهُمْ: قَدْ أَتَيْنَاكُمْ خَاطِبَيْنِ، وَقَدْ كُنَّا كَافِرِينَ فَهَدَانَا اللَّهُ، وَكُنَّا مَمْلُوكِينَ فَأَعْتَقَنَا اللَّهُ، وَكُنَّا فُقَرَاءَ فَأَغْنَانَا اللَّهُ، فَإِنْ تُزَوِّجُونَا فَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَإِنْ تَرُدُّونَا فَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَزَوَّجُوهُمَا.

ثُمَّ إِنَّ بِلَالًا رَأَى النَّبِيَّ ﷺ فِي مَنَامِهِ وَهُوَ يَقُولُ: «مَا هٰذِهِ الْجَفْوَةُ يَا بِلَالُ؟ أَمَا آنَ لَكَ أَنْ تَزُورَنَا؟ فَانْتَبَهَ حَزِينًا، فَرَكِبَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَأَتَى قَبْرَ النَّبِيِّ ﷺ، وَجَعَلَ يَبْكِي عِنْدَهُ وَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ.

فَأَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، فَجَعَلَ يُقَبِّلُهُمَا وَيَضُمُّهُمَا، فَقَالَا لَهُ: نَشْتَهِي أَنْ تُؤَذِّنَ فِي السَّحَرِ.

فَعَلَا سَطْحَ الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا قَالَ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ» ارْتَجَّتِ الْمَدِينَةُ.

فَلَمَّا قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ، زَادَتْ رَجَّتُهَا.

فَلَمَّا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» خَرَجَ النِّسَاءُ مِنْ خُدُورِهِنَّ، فَمَا رُئِيَ يَوْمٌ أَكْثَرَ بَاكِيًا وَبَاكِيَةً مِنْ ذٰلِكَ الْيَوْمِ.

আবূ দারদা রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন যে, উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু যখন বাইতুল মাকদিস বিজয়ের পর জাবিয়ায় প্রবেশ করেন, তখন বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু তাঁর নিকট আবেদন করেন যেন তিনি তাঁকে শামে অবস্থান করার অনুমতি দেন। তিনি অনুমতি দেন। বিলাল বলেন, ''আমার ভাই আবূ রুওয়াইহাহ, যার সাথে রাসূলুল্লাহ ﷺ আমার ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করেছিলেন।'' তখন উমর বললেন, ''আর তোমার ভাইও।''

অতঃপর তাঁরা খাওলানের দারিয়া নামক স্থানে বসবাস করতে লাগলেন। একদিন তাঁরা এক সম্প্রদায়ের কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে গেলেন এবং বললেন:

''আমরা তোমাদের কাছে বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এসেছি। আমরা একসময় কাফির ছিলাম, আল্লাহ আমাদের হিদায়াত দিয়েছেন। আমরা দাস ছিলাম, আল্লাহ আমাদের মুক্ত করেছেন। আমরা দরিদ্র ছিলাম, আল্লাহ আমাদের ধনী করেছেন। যদি তোমরা আমাদের সাথে বিবাহ দাও, তবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। আর যদি প্রত্যাখ্যান করো, তবে আল্লাহ ছাড়া কোনো শক্তি ও ক্ষমতা নেই।''

---

[166] ইবনু আসাকির (৪৯৯–৫৭১ হিজরি), *তারীখু মাদীনাতি দিমাশক*, ৭ম খণ্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা, জীবনী নং ৪৯৩: ''ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান ইবনে বিলাল ইবনে আবিদ-দারদা আল-আনসারী, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবী আবূ দারদার বংশধর, আবূ ইসহাক।'' গবেষণা ও তাহকীক: মুহিব্বুদ্দীন আবূ সাঈদ উমর ইবনে গারামাহ আল-আমরাওয়ী। প্রকাশক: দারুল ফিকর লিত্তিবা'আহ ওয়ান-নাশর ওয়াত-তাওযী'। প্রকাশকাল: ১৪১৫ হিজরি / ১৯৯৫ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ৮০।

অতঃপর তারা তাঁদের সাথে বিবাহ দিল।

এরপর বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বপ্নে নবী ﷺ-কে দেখলেন। নবী ﷺ তাঁকে বললেন:

"হে বিলাল! এ কেমন দূরত্ব ও অবহেলা? এখনো কি তোমার আমাদের যিয়ারত করার সময় হয়নি?"

তখন তিনি দুঃখিত অবস্থায় জেগে উঠলেন। তিনি মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন এবং নবী ﷺ-এর কবরের নিকট উপস্থিত হয়ে কাঁদতে লাগলেন এবং নিজের মুখমণ্ডল সেখানে ঘষতে লাগলেন।

এমন সময় হাসান ও হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুমা আগমন করলেন। তিনি তাঁদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং চুম্বন করতে লাগলেন।

তাঁরা বললেন:

"আমরা চাই আপনি আবার সাহরীর সময়ের সেই আযান দিন।"

তখন তিনি মসজিদের ছাদে উঠলেন। যখন তিনি "আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার" বললেন, তখন সমগ্র মদীনা কেঁপে উঠল।

যখন বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই", তখন সেই আবেগ ও কান্না আরও বেড়ে গেল।

আর যখন বললেন, "আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল", তখন নারীরা তাঁদের ঘর থেকে বের হয়ে এলেন।

সেদিন এমন অবস্থা হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর আর কোনো দিন মদীনায় এত বেশি কান্নারত পুরুষ ও নারী দেখা যায়নি। [167]

ইমাম আবদুল গনী আল-মাকদিসী (মৃত্যু: ৬০০ হিজরি) *আল-কামাল* গ্রন্থে বলেন:

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর তিনি শামের দামেস্কে বসবাস করেন। তিনি ছিলেন নবী ﷺ-এর মুয়াজ্জিন।

বর্ণনা অনুযায়ী, নবী ﷺ-এর পর তিনি আর কারও জন্য আযান দেননি, শুধু একবার—যখন তিনি নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনায় এসেছিলেন। তখন সাহাবীগণ তাঁর কাছে আযান দেওয়ার অনুরোধ করেন। তিনি তাঁদের জন্য আযান দেন, কিন্তু আযান সম্পূর্ণ করতে পারেননি।

আর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তিনি খিলাফতকালে আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহুর জন্যও আযান দিয়েছিলেন।" [168]

---

[167] আবুল হাসান আলী ইবনে আবিল কারাম মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল করীম ইবনে আবদুল ওয়াহিদ আশ-শাইবানী আল-জাযারী, যিনি ইযযুদ্দীন ইবনুল আসীর নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু: ৬৩০ হিজরি), *উসদুল গাবাহ ফী মা'রিফাতিস সাহাবাহ*, "বিলাল ইবনে রবাহ" পরিচ্ছেদ, ১ম খণ্ড, ৪১৫ পৃষ্ঠা, জীবনী নং ৪৯৩। তাহকীক: আলী মুহাম্মদ মুআওয়াদ ও আদিল আহমদ আবদুল মাওজুদ। প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ। প্রথম সংস্করণ, ১৪১৫ হিজরি / ১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ৮।

[168] আবূ মুহাম্মদ আবদুল গনী ইবনে আবদুল ওয়াহিদ আল-মাকদিসী (মৃত্যু: ৬০০ হিজরি), *আল-কামাল ফী আসমায়ির রিজাল* (এটি কুতুবে সিত্তার বর্ণনাকারীদের সম্পর্কে রচিত প্রথম গ্রন্থ এবং ইমাম মিযযীর *তাহযীবুল কামাল*-এর মূল ভিত্তি), ১ম খণ্ড, ১৯৫ পৃষ্ঠা, 'বা' অক্ষর অধ্যায়, "বিলাল ইবনে রবাহ আল-কুরাশী আত-তাইমী" পরিচ্ছেদ।

এই ঘটনাটি (সাইয়্যিদুনা বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনায় আগমন এবং আযান দেওয়ার ঘটনা) সিবত ইবনুল জাওযী (মৃত্যু: ৬৫৪ হিজরি) তাঁর *মিরআতুয্-যামান ফী তাওয়ারীখিল আ'ইয়ান* গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। [169]

এই ঘটনাটি ইবনু মানযূর (মৃত্যু: ৭১১ হিজরি) তাঁর *মুখতাসারু তারীখি দিমাশক* গ্রন্থেও উল্লেখ করেছেন। [170]

ইমাম জামালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ আল-মিযযী (মৃত্যু: ৭৪২ হিজরি) বলেন:

"এ কথাও বলা হয় যে, নবী ﷺ-এর ইন্তিকালের পর তিনি আর কারও জন্য আযান দেননি; তবে একবার তিনি নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনায় আগমন করলে সাহাবীগণ তাঁর কাছে আযান দেওয়ার অনুরোধ করেন। তখন তিনি আযান দেন, কিন্তু আযান সম্পূর্ণ করেননি।

আর একটি বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, তিনি আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর খেলাফতকালে তাঁর জন্যও আযান দিয়েছিলেন।" [171]

ইমাম তাকিয়্যুদ্দীন আস-সুবকী (মৃত্যু: ৭৫৬ হিজরি) বলেন:

"বিলাল ইবনে রবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু, যিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুয়াজ্জিন, তিনি শাম থেকে মদীনায় নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করেছিলেন। আমরা এ ঘটনা তাঁর পর্যন্ত পৌঁছানো একটি উত্তম (জাইয়িদ) সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছি।" [172]

তাঁর কুনিয়াত ছিল আবূ আবদুল্লাহ। আবার বলা হয়েছে আবূ আমর, আবূ আবদুল করীম এবং আবূ আবদুর রহমান। তিনি ছিলেন আবূ বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু-এর মুক্তকৃত দাস।

গবেষণা ও তাহকীক: শাদী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালিম আলে নু'মান।

প্রকাশক: কুয়েতের *কুরআন, সুন্নাহ ও ইসলামী জ্ঞানবিষয়ক মুদ্রণ ও প্রকাশনা পরিচর্যা বিষয়ক সাধারণ কর্তৃপক্ষ* এবং *শারিকাতু গিরাস লিদ্-দি'আয়াহ ওয়াল ই'লান ওয়ান-নাশর ওয়াত-তাওযী'*, কুয়েত।

প্রথম সংস্করণ: ১৪৩৭ হিজরি / ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ।

মোট খণ্ড: ১০।

[169] শামসুদ্দীন আবুল মুযাফফর ইউসুফ ইবনে কিযওগলী ইবনে আবদুল্লাহ, যিনি "সিবত ইবনুল জাওযী" নামে প্রসিদ্ধ (৫৮১–৬৫৪ হিজরি), *মিরআতুয্-যামান ফী তাওয়ারীখিল আ'ইয়ান*, ৫ম খণ্ড, ৩৩৬ পৃষ্ঠা। প্রকাশক: দারুর রিসালাহ আল-আলামিয়্যাহ, দামেস্ক, সিরিয়া। প্রথম সংস্করণ, ১৪৩৪ হিজরি / ২০১৩ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ২৩।

[170] মুহাম্মদ ইবনে মুকাররম ইবনে আলী, আবুল ফাযল, জামালুদ্দীন ইবনু মানযূর আল-আনসারী আর-রুওয়াইফিঈ আল-ইফরীকী (মৃত্যু: ৭১১ হিজরি), *মুখতাসারু তারীখি দিমাশক লি ইবনি আসাকির*, "ইবরাহীম নামধারীদের আলোচনা" অধ্যায়, "ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আল-হাসান" পরিচ্ছেদ, ৪র্থ খণ্ড, ১১৭ পৃষ্ঠা। তাহকীক: রূহিয়্যাহ আন-নাহহাস, রিয়াদ আবদুল হামিদ মুরাদ এবং মুহাম্মদ মুতী'। প্রকাশক: দারুল ফিকর লিত্তিবা'আহ ওয়াত-তাওযী' ওয়ান-নাশর, দামেস্ক, সিরিয়া। প্রথম সংস্করণ: ১৪০২ হিজরি / ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ২৯।

[171] জামালুদ্দীন আবুল হাজ্জাজ ইউসুফ আল-মিযযী (৬৫৪–৭৪২ হিজরি), *তাহযীবুল কামাল ফী আসমায়ির রিজাল*, "বিলাদ ও বিলাল নামধারীদের আলোচনা" অধ্যায়, "বিলাল ইবনে রবাহ আল-কুরাশী আত-তাইমী" পরিচ্ছেদ। তাঁর কুনিয়াত ছিল আবূ আবদুল্লাহ; আবার বলা হয়েছে আবূ আবদুর রহমান এবং আবূ আবদ। ৪র্থ খণ্ড, ২৮৯ পৃষ্ঠা। তাহকীক, পাঠ-সম্পাদনা ও টীকা: ড. বাশশার আওয়াদ মারূফ। প্রকাশক: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, বৈরুত। প্রথম সংস্করণ: ১৪০০–১৪১৩ হিজরি / ১৯৮০–১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ৩৫।

[172] ইমাম তাকিয়্যুদ্দীন আস-সুবকী (মৃত্যু: ৭৫৬ হিজরি), *শিফাউস সিকাম ফী যিয়ারতি খাইরিল আনাম* ﷺ, তৃতীয় অধ্যায়: "নবী ﷺ-এর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর সম্পর্কে সুস্পষ্ট বর্ণনাসমূহ", পৃষ্ঠা ১৮৪। প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ। প্রকাশনা: ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।

ইমাম ইবনু নাসিরুদ্দীন আদ-দিমাশকী (মৃত্যু: ৮৪২ হিজরি) বলেন:

"বর্ণিত হয়েছে যে, বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহু স্বপ্নে নবী ﷺ-কে দেখলেন। নবী ﷺ তাঁকে বললেন: এ কেমন দূরত্ব ও অবহেলা? এখনো কি তোমার আমার যিয়ারতের সময় হয়নি?' তখন তিনি জেগে উঠলেন এবং তাঁর বাহনে আরোহণ করে মদীনায় আগমন করলেন। বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সেখানে আযান দিয়েছিলেন। ফলে সমগ্র মদীনা আন্দোলিত হয়ে উঠেছিল। সেদিনের চেয়ে অধিক কান্নারত মানুষ আর কোনো দিন দেখা যায়নি। [173]

ইবনু আদ্-দিয়া আল-মাক্কী আল-হানাফী (মৃত্যু: ৮৫৪ হিজরি) এ ঘটনাটি ইবনু আসাকিরের সূত্রে উল্লেখ করেছেন এবং বলেন:

"এই হাদীস দ্বারা দলীল গ্রহণের ভিত্তি শুধু স্বপ্নের ঘটনাটি নয়; বরং বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর কর্মও এর ভিত্তি। তিনি একজন সাহাবী ছিলেন, বিশেষত এ ঘটনা উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেলাফতকালে সংঘটিত হয়েছিল, যখন বহু সাহাবী জীবিত ও উপস্থিত ছিলেন। এ ঘটনা তাঁদের অজানা ছিল না।

অতএব, সাহাবায়ে কিরামের যুগে বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর এ সফর নবী ﷺ-এর যিয়ারত ও তাঁকে সালাম প্রদানের উদ্দেশ্যেই ছিল।

অনুরূপভাবে তাবেঈদের যুগের সূচনালগ্নে উমর ইবনে আবদুল আযীযও শাম থেকে ডাকবাহক প্রেরণ করতেন নবী ﷺ-এর দরবারে সালাম পৌঁছে দেওয়ার জন্য।" [174]

ইমাম আল-ফাইয়ূমী (মৃত্যু: ৮৭০ হিজরি) বলেন:

"ইবনু আবদিল বার বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন:

উম্মুদ দারদা আমাকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন: আবূ দারদা আমাকে বলেছেন—

বিলাল দারিয়ায় অবস্থান করছিলেন। তিনি স্বপ্নে নবী ﷺ-কে দেখলেন। নবী ﷺ তাঁকে বললেন: 'হে বিলাল! এ কেমন দূরত্ব ও অবহেলা? এখনো কি তোমার আমার যিয়ারতের সময় হয়নি?' তখন তিনি আতঙ্কিত অবস্থায় জেগে উঠলেন। তিনি তাঁর উষ্ট্রীতে আরোহণ করে মদীনায় আগমন করলেন এবং হুজরার সামনে মাটির উপর নিজের দুই গাল ঘষতে লাগলেন।

অতঃপর তিনি হাসান ও হুসাইনকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, চুম্বন করলেন এবং কাঁদতে লাগলেন। মুসলমানেরাও কাঁদতে লাগলেন।

তাঁরা বললেন: 'হে আবূ আবদুল্লাহ! আমরা আপনাকে আল্লাহর ওয়াস্তে অনুরোধ করছি, আপনি আমাদের সেই আযান শুনিয়ে দিন, যা আপনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জন্য সাহরীর সময় দিতেন।'

---

[173] মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ (আবূ বকর) ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুজাহিদ আল-কায়সী আদ-দিমাশকী আশ-শাফিঈ, শামসুদ্দীন, যিনি "ইবনু নাসিরুদ্দীন" নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু: ৮৪২ হিজরি), *সলওয়াতুল কাঈব বি-ওফাতিল হাবীব* ﷺ, পৃষ্ঠা ১৬৯, "বিলালের আযান মুসলমানদের হৃদয়কে আলোড়িত করেছিল" শিরোনাম। তাহকীক: সালিহ ইউসুফ মাআতূক ও হাশিম সালিহ মান্না। প্রকাশক: দারুল বুহূস লিদ্দিরাসাতিল ইসলামিয়্যাহ, সংযুক্ত আরব আমিরাত। মোট পৃষ্ঠা: ২১০।

[174] মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনিদ্-দিয়া মুহাম্মদ আল-কুরাশী আল-উমারী আল-মাক্কী আল-হানাফী, বাহাউদ্দীন আবুল বাকা, যিনি "ইবনুদ্-দিয়া" নামে প্রসিদ্ধ (মৃত্যু: ৮৫৪ হিজরি), *তারীখু মাক্কাতিল মুশাররাফাহ ওয়াল মাসজিদিল হারাম ওয়াল মাদীনাতিশ শরীফাহ ওয়াল কবরিশ শরীফ*। "নবী ﷺ-এর যিয়ারতের বিধান ও তার ফযীলত" অধ্যায়, পৃষ্ঠা ৩৩৮। তাহকীক: আলা ইবরাহীম ও আইমান নাসর। প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন। দ্বিতীয় সংস্করণ: ১৪২৪ হিজরি / ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ। মোট পৃষ্ঠা: ৩৪৮।

যখন সাহরীর সময় হলো, তখন তিনি সেই স্থানে আরোহণ করলেন, যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি নবী ﷺ-এর জন্য আযান দিতেন।

যখন তিনি বললেন: 'আল্লাহু আকবার'

তখন সমগ্র মদীনা কেঁপে উঠল।

যখন তিনি কালিমার সাক্ষ্য উচ্চারণ করলেন, তখন সেই আবেগ ও আলোড়ন আরও বৃদ্ধি পেল।

আর যখন তিনি বললেন: 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল'

তখন যুবতী নারীরা নিজেদের ঘর থেকে বের হয়ে এসে বলতে লাগলেন:

'রাসূলুল্লাহ ﷺ কি পুনরায় প্রেরিত হয়েছেন?'

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর আর কোনো দিন এত অধিক কান্নারত পুরুষ ও নারী দেখা যায়নি, যতটা সেই দিন দেখা গিয়েছিল।'' [175]

ইমাম আস-সামহূদী (মৃত্যু: ৯১১ হিজরি) বলেন:

''যাঁরা শাম থেকে মদীনায় নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুয়াজ্জিন বিলাল ইবনে রবাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন।

ইবনু আসাকির আবূ দারদা ﷺ থেকে একটি উত্তম (জাইয়িদ) সনদে এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।''

এরপর তিনি বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর স্বপ্নে নবী ﷺ-কে দেখা, মদীনায় আগমন, কবর যিয়ারত এবং আযান দেওয়ার ঘটনাটি উল্লেখ করেন। [176]

ইমাম জালালুদ্দীন আস-সুয়ূতী (মৃত্যু: ৯১১ হিজরি) তাঁর *আয-যিয়াদাত 'আলাল মা'ওদূ'আত* [177] গ্রন্থে এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন।

তবে এর অর্থ এই নয় যে, তিনি নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর (শাদ্দুর রিহাল) সম্পর্কে ইবনু তাইমিয়্যার মত গ্রহণ করেছিলেন। বরং ইমাম সুয়ূতী ছিলেন আহলুস সুন্নাহর একজন মহান ইমাম।

ইমাম হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ আল-মাগরিবী (মৃত্যু: ১১১৯ হিজরি) তাঁর *আল-বাদরুত তাম্মা* গ্রন্থে এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন এবং বলেছেন:

''ইবনু আসাকির একটি উত্তম (জাইয়িদ) সনদের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন...''

---

[175] আবূ মুহাম্মদ হাসান ইবনে আলী ইবনে সুলাইমান আল-বদর আল-ফাইয়ূমী আল-কাহিরী (৮০৪–৮৭০ হিজরি), *ফাতহুল কারীবিল মুজীব 'আলা আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব* — ইমাম আল-মুনযিরী (মৃত্যু: ৬৫৬ হিজরি)-এর *আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব* গ্রন্থের ব্যাখ্যা। ২য় খণ্ড, ৪২২ পৃষ্ঠা। 'পবিত্রতা' অধ্যায়, 'ওযুর প্রতি যত্নশীল থাকা এবং ওযু নবায়নের উৎসাহ' শীর্ষক আলোচনা। প্রথম সংস্করণ: ১৪৩৯ হিজরি / ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ।

[176] আলী ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে আহমদ আল-হাসানী আশ-শাফিঈ, নূরুদ্দীন আবুল হাসান আস-সামহূদী (মৃত্যু: ৯১১ হিজরি), *ওয়াফাউল ওয়াফা বি-আখবারি দারিল মুস্তাফা*, ৪র্থ খণ্ড, ১৮২ পৃষ্ঠা।

অষ্টম অধ্যায়: নবী ﷺ-এর যিয়ারত। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ: যিয়ারতের অন্যান্য দলীল, যদিও সেগুলোর মধ্যে 'যিয়ারত' শব্দটি সরাসরি উল্লেখিত নয়। প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত। প্রথম সংস্করণ: ১৪১৯ হিজরি। মোট খণ্ড: ৪।

[177] জালালুদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে আবী বকর আস-সুয়ূতী (মৃত্যু: ৯১১ হিজরি), *আয-যিয়াদাত 'আলাল মা'ওদূ'আত*, যা *যাইলুল লা-আ'লাঈল মাসনূ'আহ* নামেও পরিচিত, ১ম খণ্ড, ৪০৬ পৃষ্ঠা।

তাহকীক: রামিয খালিদ হাজ হাসান। প্রকাশক: মাকতাবাতুল মা'আরিফ লিন্নাশর ওয়াত্-তাওযী', রিয়াদ, সৌদি আরব। প্রথম সংস্করণ: ১৪৩১ হিজরি / ২০১০ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ২।

এরপর তিনি সাইয়্যিদুনা বিলাল রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাম থেকে মদীনায় নবী ﷺ-এর কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে আগমন, স্বপ্নে নবী ﷺ-কে দেখা এবং মদীনায় আযান দেওয়ার ঘটনাটি উল্লেখ করেন। [178]

মানাকিবে ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

ইমাম যাহাবী বলেন,

الإِمَامُ السَّيِّدُ، رَيْحَانَةُ رَسُوْلِ اللهِ -ﷺ- وَسِبْطُهُ، وَسَيِّدُ شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ، أَبُو مُحَمَّدٍ القُرَشِيُّ، الهَاشِمِيُّ، المَدَنِيُّ، الشَّهِيْدُ.

مَوْلِدُهُ :فِي شَعْبَانَ، سَنَةَ ثَلاَثٍ مِنَ الهِجْرَةِ.

وَقِيْلَ :فِي نِصْفِ رَمَضَانَهَا.

وَحَفِظَ عَنْ جَدِّهِ أَحَادِيْثَ، وَعَنْ أَبِيْهِ وَأُمِّهِ.

حَدَّثَ عَنْهُ :ابْنُه؛ الحَسَنُ بنُ الحَسَنِ، وَسُوَيْدُ بنُ غَفَلَةَ، وَأَبُو الحَوْرَاءِ)٢ (السَّعْدِيُّ، وَالشَّعْبِيُّ، وَهُبَيْرَةُ بنُ يَرِيْمَ، وَأَصْبَغُ بنُ نُبَاتَةَ، وَالمُسَيَّبُ بنُ نَجَبَةَ.

وَكَانَ يُشْبِهُ جَدَّهُ رَسُوْلَ اللهِ -ﷺ-

عَنْ أَبِي الحَوْرَاءِ:

قُلْتُ لِلْحَسَنِ :مَا تَذكُرُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ - ﷺ -؟

قَالَ :أَذْكُرُ أَنِّي أَخذْتُ تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلتُهَا فِي فِيَّ، فَنَزَعهَا رَسُوْلُ اللهِ - ﷺ - بِلُعَابِهَا، فَجَعَلَهَا فِي التَّمْرِ.

فَقِيْلَ :يَا رَسُوْلَ اللهِ! وَمَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ هَذِهِ التَّمْرَةِ لِهَذَا الصَّبِيِّ؟

قَالَ : إِنَّا - آلَ مُحَمَّدٍ - لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ.

তিনি ছিলেন ইমাম, সম্মানিত নেতা, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুগন্ধি ফুল (রাইহানা), তাঁর দৌহিত্র (সিবত) এবং জান্নাতের যুবকদের নেতা। তাঁর কুনিয়াত ছিল আবু মুহাম্মদ। তিনি ছিলেন কুরাইশী, হাশিমী, মাদানী এবং পরবর্তীকালে শাহাদাতবরণকারী।

জন্ম: হিজরী তৃতীয় সালের শা'বান মাসে।

অন্য বর্ণনা মতে, একই বছরের ১৫ই রমযানে তাঁর জন্ম হয়।

তিনি তাঁর নানা রাসূলুল্লাহ ﷺ থেকে কয়েকটি হাদীস সংরক্ষণ করেছেন। এছাড়া তাঁর পিতা ও মাতার কাছ থেকেও হাদীস বর্ণনা করেছেন।

---

178 হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সাঈদ আল-লাঈ, যিনি আল-মাগরিবী নামে পরিচিত (মৃত্যু: ১১১৯ হিজরি), *আল-বাদরুত তাম্মা শারহু বুলূগুল মারাম*, ৫ম খণ্ড, ৪১২ পৃষ্ঠা। "ফাওয়াত ও ইহসার" অধ্যায়ের অন্তর্গত "নবী ﷺ-এর যিয়ারত ওয়াজিব না মুস্তাহাব—এ বিষয়ে মতভেদ" শীর্ষক দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। তাহকীক: আলী ইবনে আবদুল্লাহ আয-যাবন। প্রকাশক: দার হিজর। মোট খণ্ড: ১০।

তাঁর থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাঁর পুত্র হাসান ইবনুল হাসান, সুওয়াইদ ইবনু গাফালা, আবুল হাওরা আস-সা'দী, আশ-শা'বী, হুবাইরা ইবনু ইয়ারীম, আসবাগ ইবনু নুবাতা এবং মুসাইয়্যাব ইবনু নাজাবাহ প্রমুখ।

তিনি আকৃতি ও অবয়বে তাঁর নানা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে অত্যন্ত সাদৃশ্যপূর্ণ ছিলেন।

আবুল হাওরা (রহ.) বলেন:

আমি হযরত হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে জিজ্ঞাসা করলাম,

"রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর স্মৃতি থেকে আপনার কী মনে আছে?"

তিনি বললেন:

"আমার মনে আছে, আমি একবার সদকার খেজুরের স্তূপ থেকে একটি খেজুর নিয়ে মুখে দিয়েছিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ নিজ হাতে সেটি আমার মুখ থেকে বের করে আবার খেজুরের স্তূপে ফিরিয়ে রাখলেন।"

তখন একজন বললেন,

"হে আল্লাহর রাসূল! এই একটি খেজুর যদি এ শিশুটি খেত, তাতে কী এমন ক্ষতি হতো?"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

"আমরা, অর্থাৎ মুহাম্মদ ﷺ-এর পরিবার—আমাদের জন্য সদকা (যাকাত) হালাল নয়।

وَقَدْ كَانَ هَذَا الإِمَامُ سَيِّداً، وَسِيماً، جَمِيْلاً، عَاقِلاً، رَزِيناً، جَوَاداً، مُمَدَّحاً، خَيِّراً، دَيِّناً، وَرِعاً، مُحتشِماً، كَبِيرَ الشَّأْنِ.

وَكَانَ مِنْكَاحاً، مِطْلاَقاً، تَزَوَّجَ نَحْواً مِنْ سَبْعِيْنَ امْرَأَةً، وَقَلَّمَا كَانَ يُفَارِقُهُ أَرْبَعُ ضَرَائِرَ.

عَنْ جَعْفَرٍ الصَّادِقِ :أَنَّ عَلِيّاً قَالَ: يَا أَهْلَ الكُوْفَةِ! لاَ تُزَوِّجُوا الحَسَنَ، فَإِنَّهُ مِطْلاَقٌ.

فَقَالَ رَجُلٌ :وَاللهِ لَنُزَوِّجَنَّهُ، فَمَا رَضِيَ أَمْسَكَ، وَمَا كَرِهَ طَلَّقَ.

قَالَ ابْنُ سِيْرِيْنَ :تَزَوَّجَ الحَسَنُ امْرَأَةً، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِمائَةِ جَارِيَةٍ، مَعَ كُلِّ جَارِيَةٍ أَلْفُ دِرْهَمٍ

وَكَانَ يُعطِي الرَّجُلَ الوَاحِدَ مائَةَ أَلْفٍ.

وَقِيْلَ :إِنَّهُ حَجَّ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، وَحَجَّ كَثِيْراً مِنْهَا مَاشِياً مِنَ المَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ، وَنَجَائِبُهُ تُقَادُ مَعَهُ.

ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন একজন মহান নেতা, সুদর্শন, অত্যন্ত সুন্দর চেহারার অধিকারী, প্রজ্ঞাবান, গম্ভীর ও স্থিরচরিত্র, উদার, প্রশংসিত, সৎ, ধার্মিক, পরহেযগার, লজ্জাশীল এবং মহান মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি।

তিনি বহু বিবাহ করতেন এবং বহু তালাকও দিয়েছেন। বলা হয়, তিনি প্রায় সত্তরজন নারীকে বিবাহ করেছিলেন। সাধারণত তাঁর একসঙ্গে চারজন স্ত্রী থাকতেন।

ইমাম জা'ফর আস-সাদিক (রহ.) বর্ণনা করেন যে, হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছিলেন:

"হে কুফাবাসী! তোমরা হাসানের সঙ্গে বিবাহ দিও না; কারণ তিনি অধিক তালাক দেন।"

তখন এক ব্যক্তি বললেন:

"আল্লাহর কসম! আমরা অবশ্যই তাঁর সঙ্গে বিবাহ দেব। তিনি যদি স্ত্রীকে পছন্দ করেন, তবে তাকে রেখে দেবেন; আর যদি অপছন্দ করেন, তবে তালাক দেবেন।"

ইবনু সিরীন (রহ.) বলেন:

ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এক নারীকে বিবাহ করলে তাঁর কাছে একশত দাসী পাঠাতেন। প্রত্যেক দাসীর সঙ্গে এক হাজার দিরহাম করে দিতেন।

এছাড়াও তিনি একজন ব্যক্তিকেও কখনো কখনো এক লক্ষ দিরহাম পর্যন্ত দান করতেন।

আরও বর্ণিত হয়েছে যে,

তিনি অন্তত পনেরোবার হজ পালন করেছিলেন। এর অনেকবারই তিনি মদীনা থেকে মক্কা পর্যন্ত পায়ে হেঁটে হজে গিয়েছিলেন, অথচ তাঁর উৎকৃষ্ট উটগুলো তাঁর সঙ্গে চলত (কিন্তু তিনি নিজে সেগুলোতে আরোহণ করতেন না)।

মানাকিব — হাদীস শরীফ থেকে

150.

سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ إِلَى جَنْبِهِ، يَنْظُرُ إِلَى النَّاسِ مَرَّةً وَإِلَيْهِ مَرَّةً، وَيَقُولُ " ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ [179]

হযরত আবু বাকরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিম্বারের ওপর বলতে শুনেছি। তখন তাঁর পাশে হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ কখনো মানুষের দিকে, আবার কখনো হাসানের দিকে তাকাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন:

"আমার এই পুত্র একজন নেতা (সাইয়্যিদ)। আশা করি, আল্লাহ তাঁর মাধ্যমে মুসলমানদের দুই বিরোধী দলের মধ্যে শান্তি ও মীমাংসা প্রতিষ্ঠা করবেন।

151.

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ. رضى الله عنهما . عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَأْخُذُهُ وَالْحَسَنَ وَيَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا [180]

হযরত উসামা ইবনু যায়েদ (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত,

রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে এবং হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বুকে জড়িয়ে নিতেন এবং দোয়া করতেন: "হে আল্লাহ! আমি এ দুজনকে ভালোবাসি; অতএব আপনিও এ দুজনকে ভালোবাসুন।

152.

سَمِعْتُ الْبَرَاءَ. رضى الله عنه . قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَالْحَسَنُ عَلَى عَاتِقِهِ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ [181]

হযরত বারা ইবনু আযিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:

---

[179] صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبى ﷺ، باب مَنَاقِبُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضى الله عنهما، حديث 3746

[180] صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبى ﷺ، باب مَنَاقِبُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضى الله عنهما، حديث 3747

[181] صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبى ﷺ، باب مَنَاقِبُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضى الله عنهما، حديث 3749

আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে দেখেছি, তখন হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর কাঁধের ওপর ছিলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলছিলেন:
"হে আল্লাহ! আমি তাকে ভালোবাসি; অতএব আপনিও তাকে ভালোবাসুন।

153.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ. رضى الله عنه .وَحَمَلَ الْحَسَنَ وَهْوَ يَقُولُ بِأَبِي شَبِيهٌ بِالنَّبِيِّ، لَيْسَ شَبِيهٌ بِعَلِيٍّ. وَعَلِيٌّ يَضْحَكُ. [182]

হযরত উকবা ইবনুল হারিস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:
আমি হযরত আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে দেখেছি, তিনি হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে কোলে নিয়ে বলছিলেন: "আমার পিতা তাঁর জন্য উৎসর্গ হোন! তিনি দেখতে হুবহু নবী ﷺ-এর মতো; আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মতো নন।"
এ কথা শুনে হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হাসছিলেন।

154.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ لِحَسَنٍ " اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَأَحْبِبْ مَنْ يُحِبُّهُ [183]

হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ হযরত হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে লক্ষ্য করে দোয়া করেছিলেন:
"হে আল্লাহ! আমি তাকে ভালোবাসি। অতএব আপনিও তাকে ভালোবাসুন এবং যে তাকে ভালোবাসে, তাকেও ভালোবাসুন।

155.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي طَائِفَةٍ مِنَ النَّهَارِ لاَ يُكَلِّمُنِي وَلاَ أُكَلِّمُهُ حَتَّى جَاءَ سُوقَ بَنِي قَيْنُقَاعَ ثُمَّ انْصَرَفَ حَتَّى أَتَى خِبَاءَ فَاطِمَةَ فَقَالَ " أَثَمَّ لُكَعُ أَثَمَّ لُكَعُ " . يَعْنِي حَسَنًا فَظَنَنَّا أَنَّهُ إِنَّمَا تَحْبِسُهُ أُمُّهُ لأَنْ تُغَسِّلَهُ وَتُلْبِسَهُ سِخَابًا فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ يَسْعَى حَتَّى اعْتَنَقَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُ فَأَحِبَّهُ وَأَحْبِبْ مَنْ يُحِبُّهُ " [184].

হযরত আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন:
আমি একদিন দিনের এক সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বের হলাম। তিনি আমার সঙ্গে কোনো কথা বললেন না, আমিও তাঁর সঙ্গে কোনো কথা বললাম না। এভাবে আমরা বানু কায়নুকা বাজারে পৌঁছলাম। তারপর তিনি সেখান থেকে ফিরে হযরত ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর তাঁবুর কাছে এসে বললেন:
"লুকা (ছোট্ট বালক) কোথায়? লুকা কোথায়?"
অর্থাৎ তিনি হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কথা বলছিলেন।

---

[182] صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبى ﷺ، باب مَنَاقِبُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضى الله عنهما، حديث 3750
[183] صحيح مسلم، حديث 2421
[184] صحيح مسلم، حديث 2421

আমরা মনে করলাম, তাঁর মা হয়তো তাঁকে গোসল করাচ্ছেন এবং গলায় পরার অলংকার (সিখাব) পরিয়ে দিচ্ছেন।

কিছুক্ষণ পর হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) দৌড়ে এসে পৌঁছলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ও রাসূলুল্লাহ ﷺ একে অপরকে আলিঙ্গন করলেন।

এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ দোয়া করলেন:

"হে আল্লাহ! আমি তাকে ভালোবাসি। অতএব আপনিও তাকে ভালোবাসুন এবং যে তাকে ভালোবাসে, তাকেও ভালোবাসুন।

156.

عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ :لَمَّا وَلَدَتْ فَاطِمَةُ حَسَنًا قَالَتْ: أَلَا أَعُقُّ عَنْ ابْنِي بِدَمٍ؟ قَالَ " :لَا، وَلَكِنْ احْلِقِي رَأْسَهُ ثُمَّ تَصَدَّقِي بِوَزْنِ شَعْرِهِ مِنْ فِضَّةٍ عَلَى الْمَسَاكِينِ أَوِ الْأَوْفَاض ، وَكَانَ الْأَوْفَاضُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ مُحْتَاجِينَ فِي الْمَسْجِدِ، أَوْ فِي الصُّفَّةِ، وَقَالَ أَبُو النَّضْرِ " :مِنَ الْوَرِقِ عَلَى الْأَوْفَاضِ .يَعْنِي أَهْلَ الصُّفَّةِ .أَوْ عَلَى الْمَسَاكِينِ " فَفَعَلْتُ ذَلِكَ، قَالَتْ :فَلَمَّا وَلَدْتُ حُسَيْنًا فَعَلْتُ مِثْلَ ذَلِكَ [185]

হযরত আবু রাফি‘ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

হযরত ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) যখন হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে জন্ম দিলেন, তখন তিনি বললেন:

"আমি কি আমার সন্তানের পক্ষ থেকে রক্ত (পশু) দ্বারা আকীকা করব?"

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন:

"না। তবে তুমি তার মাথা মুন্ডন করো এবং তার চুলের ওজন পরিমাণ রূপা দরিদ্রদের অথবা ‘আওফাদ’-এর মধ্যে সদকা করে দাও।"

বর্ণনাকারী বলেন:

‘আওফাদ’ বলতে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সেই অভাবগ্রস্ত সাহাবীদের বোঝানো হয়েছে, যারা মসজিদে অথবা আহলুস সুফ্ফাহ-এর মধ্যে অবস্থান করতেন।

আবুন নাযর (রহ.) বলেন:

"চুলের ওজন পরিমাণ রূপা আহলুস সুফ্ফাহ অথবা দরিদ্রদের মধ্যে সদকা করবে।"

হযরত ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বলেন:

"আমি তাই করেছিলাম। পরে যখন হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর জন্ম হলো, তখনও আমি একইভাবে তা করেছিলাম।

جَعْفَرٌ الصَّادِقُ :عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: وَزَنَتْ فَاطِمَةُ شَعْرَ حَسَنٍ وَحُسَيْنٍ، وَأُمِّ كُلْثُوْمٍ، فَتَصَدَّقَتْ بِزِنَتِهِ فِضَّةً

ইমাম জা‘ফর আস-সাদিক (রহ.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন:

হযরত ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হাসান, হুসাইন এবং উম্মে কুলসুম (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-এর মাথার চুল ওজন করেছিলেন। এরপর সেই চুলের ওজন পরিমাণ রূপা সদকা করেছিলেন।

157.

[185] الإمام أحمد، المسند، حديث 27183

عَنْ مُعَاوِيَةَ، قَالَ :رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ "يَمُصُّ لِسَانَهُ - أَوْ قَالَ :شَفَتَهُ، يَعْنِي الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ - وَإِنَّهُ لَنْ يُعَذَّبَ لِسَانٌ أَوْ شَفَتَانِ مَصَّهُمَا رَسُولُ اللهِ ﷺ [186]

হযরত মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:
আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হাসান ইবনু আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর জিহ্বা—অথবা তিনি বলেছেন, তাঁর ঠোঁট—মুখে নিয়ে স্নেহভরে চুষতে দেখেছি।
এরপর তিনি বলেন:
"রাসূলুল্লাহ ﷺ যে জিহ্বা বা যে দুটি ঠোঁট মুখে নিয়ে স্নেহভরে চুষেছেন, তা কখনো জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে না।"

আমার উম্মতের মধ্যে খেলাফত থাকবে ত্রিশ বছর

158.

روى الترمذي: حَدَّثَنِي سَفِينَةُ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " الْخِلاَفَةُ فِي أُمَّتِي ثَلاَثُونَ سَنَةً ثُمَّ مُلْكٌ بَعْدَ ذَلِكَ " . ثُمَّ قَالَ لِي سَفِينَةُ أَمْسِكْ خِلاَفَةَ أَبِي بَكْرٍ وَخِلاَفَةَ عُمَرَ وَخِلاَفَةَ عُثْمَانَ . ثُمَّ قَالَ لِي أَمْسِكْ خِلاَفَةَ عَلِيٍّ . قَالَ فَوَجَدْنَاهَا ثَلاَثِينَ سَنَةً . قَالَ سَعِيدٌ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ بَنِي أُمَيَّةَ يَزْعُمُونَ أَنَّ الْخِلاَفَةَ فِيهِمْ . قَالَ كَذَبُوا بَنُو الزَّرْقَاءِ بَلْ هُمْ مُلُوكٌ مِنْ شَرِّ الْمُلُوكِ . [187]

ইমাম তিরমিযী (রহিমাহুল্লাহ) সাফীনা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন— আমার উম্মতের মধ্যে খেলাফত থাকবে ত্রিশ বছর; এরপর তা রাজতন্ত্রে পরিণত হবে।"
এরপর সাফীনা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমাকে বললেন, গণনা করো—আবু বকরের খেলাফত, উমরের খেলাফত এবং উসমানের খেলাফত।"
এরপর তিনি আবার বললেন, "এবার আলীর খেলাফতও গণনা করো।"
বর্ণনাকারী বলেন, "আমরা গণনা করে দেখলাম, মোট ত্রিশ বছরই হয়।"
সাঈদ (বর্ণনাকারী) বলেন, আমি তাঁকে বললাম, "বনু উমাইয়া তো দাবি করে যে, খেলাফত তাদের মধ্যেই রয়েছে।"
তিনি বললেন, "বনু যারকা মিথ্যা বলেছে। তারা খেলাফতপ্রাপ্ত নয়; বরং তারা রাজা, আর তারা নিকৃষ্ট রাজাদের অন্তর্ভুক্ত।

قال ابن حبان:
فَلَمَّا قُتِلَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رِضْوَانُ اللَّهُ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ يَوْمُ السَّابِعَ عَشَرَ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ أَرْبَعِينَ ، بَايَعَ أَهْلُ الْكُوفَةِ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ بِالْكُوفَةِ ، وَبَايَعَ أَهْلُ الشَّامِ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بِإِيلِيَاءَ ، ثُمَّ سَارَ مُعَاوِيَةُ يُرِيدُ الْكُوفَةَ ، وَسَارَ إِلَيْهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ، فَالْتَقَوْا بِنَاحِيَةِ الأَنْبَارِ ، فَاصْطَلَحُوا عَلَى كِتَابٍ بَيْنَهُمْ بِشُرُوطٍ فِيهِ ، وَسَلَّمَ الْحَسَنُ الأَمْرَ إِلَى مُعَاوِيَةَ ، وَذَلِكَ يَوْمُ الاثْنَيْنِ لِخَمْسٍ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الأَوَّلِ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ ، وَتُسَمَّى هَذِهِ السَّنَةُ سَنَةُ الْجَمَاعَةِ ، انتهى

ইমাম ইবনু হিব্বান (রহিমাহুল্লাহ) বলেন—

---

[186] الإمام أحمد، المسند، حديث 16848
[187] سنن الترمذي، كتاب الفتن عن رسول الله ﷺ، باب مَا جَاءَ فِي الْخِلاَفَةِ، حديث 2226

যখন ৪০ হিজরির ১৭ রমযান আলী ইবনু আবী তালিব (রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহি) শাহাদাতবরণ করেন, তখন কুফাবাসী কুফায় ইমাম হাসান ইবনু আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাতে বাইআত করেন। অপরদিকে শামবাসী ইলিয়া (বায়তুল মাকদিস)-এ মুয়াবিয়া ইবনু আবী সুফিয়ান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাতে বাইআত করেন।

এরপর মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কুফার উদ্দেশ্যে রওনা হন এবং ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)ও তাঁর মোকাবিলায় অগ্রসর হন। উভয় পক্ষ আনবার অঞ্চলের নিকটবর্তী স্থানে মুখোমুখি হলে তাদের মধ্যে কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে একটি লিখিত সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়।

এরপর ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট অর্পণ করেন।

এ ঘটনা সংঘটিত হয় ৪১ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসের শেষ পাঁচ দিনের মধ্যে এক সোমবারে। আর এ বছরটিই ইসলামের ইতিহাসে 'আমুল জামাআহ' (ঐক্যের বছর) নামে পরিচিত।

قُلْتُ:

تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ مِنَ السَّنَةِ الْحَادِيَةِ عَشْرَةَ لِلْهِجْرَةِ، وَتَمَّ الصُّلْحُ بَيْنَ الإِمَامِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَالأَمِيرِ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي شَهْرِ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ سَنَةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ لِلْهِجْرَةِ، فَكَانَ ذَلِكَ تَمَامَ ثَلَاثِينَ سَنَةً، وَهِيَ الْمُدَّةُ الَّتِي أَخْبَرَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فِي قَوْلِهِ: الْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا.

আমি বলি: রাসূলুল্লাহ ﷺ ১১ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন। আর ইমাম হাসান ইবনু আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) ও আমীর মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মধ্যে সন্ধি সম্পাদিত হয় ৪১ হিজরির রবিউল আউয়াল মাসে। এভাবে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর ঠিক ত্রিশ বছর পূর্ণ হয়। এটাই সেই সময়কাল, যার সংবাদ নবী ﷺ তাঁর এ বাণীতে দিয়েছিলেন—

"আমার পর খেলাফত থাকবে ত্রিশ বছর; এরপর তা রাজতন্ত্রে পরিণত হবে।"

ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও রক্তপাত বন্ধ করার লক্ষ্যে খেলাফতের দায়িত্ব আমীর মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট অর্পণ করলেন, তখনই খিলাফতে রাশিদার ত্রিশ বছর পূর্ণ হলো এবং নবী ﷺ-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী রাজতন্ত্রের যুগের সূচনা হলো।

روى أحمد بسنده:

فَقَالَ حُذَيْفَةُ :قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ " :تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ نُبُوَّةٍ، ثُمَّ سَكَتَ [188] صحيح

ইমাম আহমদ (রহিমাহুল্লাহ) তাঁর সনদে হুযাইফা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন—

[188] الإمام أحمد، المسند، حديث 18406

"তোমাদের মধ্যে নবুওয়াত আল্লাহ যতদিন ইচ্ছা ততদিন থাকবে। অতঃপর তিনি যখন ইচ্ছা করবেন, তখন তা উঠিয়ে নেবেন।
এরপর নবুওয়াতের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত খেলাফত হবে। তা আল্লাহ যতদিন ইচ্ছা ততদিন থাকবে। অতঃপর তিনি যখন ইচ্ছা করবেন, তখন তা উঠিয়ে নেবেন।
এরপর প্রতিষ্ঠিত হবে কামড়ে ধরে রাখা রাজতন্ত্র (মুলকুন 'আদ্দুন)। তা আল্লাহ যতদিন ইচ্ছা ততদিন থাকবে। অতঃপর তিনি যখন ইচ্ছা করবেন, তখন তা উঠিয়ে নেবেন।
এরপর প্রতিষ্ঠিত হবে জবরদস্তিমূলক রাজতন্ত্র (মুলকুন জাবরিয়্যাহ)। তা আল্লাহ যতদিন ইচ্ছা ততদিন থাকবে। অতঃপর তিনি যখন ইচ্ছা করবেন, তখন তা উঠিয়ে নেবেন।
এরপর আবার নবুওয়াতের আদর্শের ওপর প্রতিষ্ঠিত খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হবে।"
এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ নীরব হয়ে গেলেন। (মুসনাদে আহমদ; হাদীসটি সহীহ)

খলীফা মনোনয়নঃ সুন্নাহ সম্মত তিন পদ্ধতি

১ম খলীফা সাইয়্যিদুনা আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর মুসলিম উম্মাহর সামনে প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল একজন খলীফা নির্বাচন করা। আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র খিলাফত প্রতিষ্ঠা হয় সাহাবীদের পরামর্শ (শূরা), বায়আত এবং নবী ﷺ-এর বিভিন্ন ইঙ্গিতের ভিত্তিতে। যদিও নবী ﷺ তাঁকে স্পষ্ট ভাষায় "আমার পরে তুমি খলীফা" বলেননি, তবে বহু সহীহ হাদীস তাঁর অগ্রাধিকার ও নেতৃত্বের প্রমাণ বহন করে।

১. সাকীফা বানী সাঈদায় সাহাবীদের শূরা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ইন্তিকালের পর আনসারগণ সাকীফা বানী সাঈদায় সমবেত হন। তখন আবু বকর, উমর ও আবু উবাইদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম সেখানে উপস্থিত হন।
আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

قَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ

"আমি তোমাদের জন্য এ দুই ব্যক্তির (উমর ও আবু উবাইদাহ) একজনকে পছন্দ করছি; তোমরা যাকে ইচ্ছা তার হাতে বায়আত কর।" [189] সহীহুল বুখারীতে পূর্ণ হাদিস দেখুন।

---

[189] সহীহ বুখারী, কিতাবুল হুদুদ, হাদিস ৬৮৩০। পূর্ণ হাদিস দেখুন
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كُنْتُ أُقْرِئُ رِجَالاً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْهُمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ، فَبَيْنَمَا أَنَا فِي مَنْزِلِهِ بِمِنًى، وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، إِذْ رَجَعَ إِلَىَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَوْ رَأَيْتَ رَجُلاً أَتَى أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْيَوْمَ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ لَكَ فِي فُلاَنٍ يَقُولُ لَوْ قَدْ مَاتَ عُمَرُ لَقَدْ بَايَعْتُ فُلاَنًا، فَوَاللَّهِ مَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ إِلاَّ فَلْتَةً، فَتَمَّتْ. فَغَضِبَ عُمَرُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَقَائِمٌ الْعَشِيَّةَ فِي النَّاسِ، فَمُحَذِّرُهُمْ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَغْصِبُوهُمْ أُمُورَهُمْ. قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَفْعَلْ فَإِنَّ الْمَوْسِمَ يَجْمَعُ رَعَاعَ النَّاسِ وَغَوْغَاءَهُمْ، فَإِنَّهُمْ هُمُ الَّذِينَ يَغْلِبُونَ عَلَى قُرْبِكَ حِينَ تَقُومُ فِي النَّاسِ، وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَقُومَ فَتَقُولَ مَقَالَةً يُطَيِّرُهَا عَنْكَ كُلُّ مُطَيِّرٍ، وَأَنْ لاَ يَعُوهَا، وَأَنْ لاَ يَضَعُوهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا، فَأَمْهِلْ حَتَّى تَقْدَمَ الْمَدِينَةَ فَإِنَّهَا دَارُ الْهِجْرَةِ وَالسُّنَّةِ، فَتَخْلُصَ بِأَهْلِ الْفِقْهِ وَأَشْرَافِ النَّاسِ، فَتَقُولَ مَا قُلْتَ مُتَمَكِّنًا، فَيَعِي أَهْلُ الْعِلْمِ مَقَالَتَكَ، وَيَضَعُونَهَا عَلَى مَوَاضِعِهَا. فَقَالَ عُمَرُ أَمَا وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لأَقُومَنَّ بِذَلِكَ أَوَّلَ مَقَامٍ أَقُومُهُ بِالْمَدِينَةِ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي عَقِبِ ذِي الْحَجَّةِ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ عَجَّلْنَا الرَّوَاحَ حِينَ زَاغَتِ الشَّمْسُ، حَتَّى أَجِدَ سَعِيدَ بْنَ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ جَالِسًا إِلَى رُكْنِ الْمِنْبَرِ، فَجَلَسْتُ حَوْلَهُ تَمَسُّ رُكْبَتِي رُكْبَتَهُ، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ مُقْبِلاً قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، لَيَقُولَنَّ الْعَشِيَّةَ مَقَالَةً لَمْ

يَقُلْهَا مُنْذُ اسْتُخْلِفَ، فَأَنْكَرَ عَلَيَّ وَقَالَ مَا عَسَيْتَ أَنْ يَقُولَ مَا لَمْ يَقُلْ. قَبْلَهُ فَجَلَسَ عُمَرُ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَلَمَّا سَكَتَ الْمُؤَذِّنُونَ قَامَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي قَائِلٌ لَكُمْ مَقَالَةً قَدْ قُدِّرَ لِي أَنْ أَقُولَهَا، لاَ أَدْرِي لَعَلَّهَا بَيْنَ يَدَىْ أَجَلِي، فَمَنْ عَقَلَهَا وَوَعَاهَا فَلْيُحَدِّثْ بِهَا حَيْثُ انْتَهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَمَنْ خَشِيَ أَنْ لاَ يَعْقِلَهَا فَلاَ أُحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَكْذِبَ عَلَيَّ، إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةُ الرَّجْمِ، فَقَرَأْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا، رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ، فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ وَاللَّهِ مَا نَجِدُ آيَةَ الرَّجْمِ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، وَالرَّجْمُ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أُحْصِنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوِ الاِعْتِرَافُ، ثُمَّ إِنَّا كُنَّا نَقْرَأُ فِيمَا نَقْرَأُ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ أَنْ لاَ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، فَإِنَّهُ كُفْرٌ بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، أَوْ إِنَّ كُفْرًا بِكُمْ أَنْ تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ، أَلاَ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُطْرُونِي كَمَا أُطْرِيَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ ". ثُمَّ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّ قَائِلاً مِنْكُمْ يَقُولُ وَاللَّهِ لَوْ مَاتَ عُمَرُ بَايَعْتُ فُلاَنًا. فَلاَ يَغْتَرَّنَّ امْرُؤٌ أَنْ يَقُولَ إِنَّمَا كَانَتْ بَيْعَةُ أَبِي بَكْرٍ فَلْتَةً وَتَمَّتْ أَلاَ وَإِنَّهَا قَدْ كَانَتْ كَذَلِكَ وَلَكِنَّ اللَّهَ وَقَى شَرَّهَا، وَلَيْسَ مِنْكُمْ مَنْ تُقْطَعُ الأَعْنَاقُ إِلَيْهِ مِثْلُ أَبِي بَكْرٍ، مَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَنْ غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلاَ يُبَايَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلاَ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مِنْ خَبَرِنَا حِينَ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ أَنَّ الأَنْصَارَ خَالَفُونَا وَاجْتَمَعُوا بِأَسْرِهِمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَخَالَفَ عَنَّا عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ وَمَنْ مَعَهُمَا، وَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقُلْتُ لأَبِي بَكْرٍ يَا أَبَا بَكْرٍ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى إِخْوَانِنَا هَؤُلاَءِ مِنَ الأَنْصَارِ. فَانْطَلَقْنَا نُرِيدُهُمْ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْهُمْ لَقِيَنَا مِنْهُمْ رَجُلاَنِ صَالِحَانِ، فَذَكَرَا مَا تَمَالَى عَلَيْهِ الْقَوْمُ فَقَالاَ أَيْنَ تُرِيدُونَ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ فَقُلْنَا نُرِيدُ إِخْوَانَنَا هَؤُلاَءِ مِنَ الأَنْصَارِ. فَقَالاَ لاَ عَلَيْكُمْ أَنْ لاَ تَقْرَبُوهُمُ اقْضُوا أَمْرَكُمْ. فَقُلْتُ وَاللَّهِ لَنَأْتِيَنَّهُمْ. فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَاهُمْ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَإِذَا رَجُلٌ مُزَمَّلٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا فَقَالُوا هَذَا سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ. فَقُلْتُ مَا لَهُ قَالُوا يُوعَكُ. فَلَمَّا جَلَسْنَا قَلِيلاً تَشَهَّدَ خَطِيبُهُمْ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَّا بَعْدُ فَنَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ وَكَتِيبَةُ الإِسْلاَمِ، وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ رَهْطٌ، وَقَدْ دَفَّتْ دَافَّةٌ مِنْ قَوْمِكُمْ، فَإِذَا هُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْتَزِلُونَا مِنْ أَصْلِنَا وَأَنْ يَحْضُنُونَا مِنَ الأَمْرِ. فَلَمَّا سَكَتَ أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ وَكُنْتُ زَوَّرْتُ مَقَالَةً أَعْجَبَتْنِي أُرِيدُ أَنْ أُقَدِّمَهَا بَيْنَ يَدَىْ أَبِي بَكْرٍ، وَكُنْتُ أُدَارِي مِنْهُ بَعْضَ الْحَدِّ، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى رِسْلِكَ. فَكَرِهْتُ أَنْ أُغْضِبَهُ، فَتَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَكَانَ هُوَ أَحْلَمَ مِنِّي وَأَوْقَرَ، وَاللَّهِ مَا تَرَكَ مِنْ كَلِمَةٍ أَعْجَبَتْنِي فِي تَزْوِيرِي إِلاَّ قَالَ فِي بَدِيهَتِهِ مِثْلَهَا أَوْ أَفْضَلَ مِنْهَا حَتَّى سَكَتَ فَقَالَ مَا ذَكَرْتُمْ فِيكُمْ مِنْ خَيْرٍ فَأَنْتُمْ لَهُ أَهْلٌ، وَلَنْ يُعْرَفَ هَذَا الأَمْرُ إِلاَّ لِهَذَا الْحَىِّ مِنْ قُرَيْشٍ، هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ نَسَبًا وَدَارًا، **وَقَدْ رَضِيتُ لَكُمْ أَحَدَ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ، فَبَايِعُوا أَيَّهُمَا شِئْتُمْ. فَأَخَذَ بِيَدِي وَبِيَدِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ** وَهُوَ جَالِسٌ بَيْنَنَا، فَلَمْ أَكْرَهْ مِمَّا قَالَ غَيْرَهَا، كَانَ وَاللَّهِ أَنْ أُقَدَّمَ فَتُضْرَبَ عُنُقِي لاَ يُقَرِّبُنِي ذَلِكَ مِنْ إِثْمٍ، أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَتَأَمَّرَ عَلَى قَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ، اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنْ تُسَوِّلَ إِلَيَّ نَفْسِي عِنْدَ الْمَوْتِ شَيْئًا لاَ أَجِدُهُ الآنَ. فَقَالَ قَائِلٌ مِنَ الأَنْصَارِ أَنَا جُذَيْلُهَا الْمُحَكَّكُ، وَعُذَيْقُهَا الْمُرَجَّبُ، مِنَّا أَمِيرٌ، وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ. فَكَثُرَ اللَّغَطُ، وَارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ حَتَّى فَرِقْتُ مِنَ الاِخْتِلاَفِ. **فَقُلْتُ ابْسُطْ يَدَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ. فَبَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعْتُهُ**، وَبَايَعَهُ الْمُهَاجِرُونَ، ثُمَّ بَايَعَتْهُ الأَنْصَارُ، وَنَزَوْنَا عَلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ. فَقُلْتُ قَتَلَ اللَّهُ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ. قَالَ عُمَرُ وَإِنَّا وَاللَّهِ مَا وَجَدْنَا فِيمَا حَضَرْنَا مِنْ أَمْرٍ أَقْوَى مِنْ مُبَايَعَةِ أَبِي بَكْرٍ خَشِينَا إِنْ فَارَقْنَا الْقَوْمَ وَلَمْ تَكُنْ بَيْعَةٌ أَنْ يُبَايِعُوا رَجُلاً مِنْهُمْ بَعْدَنَا، فَإِمَّا بَايَعْنَاهُمْ عَلَى مَا لاَ نَرْضَى، وَإِمَّا نُخَالِفُهُمْ فَيَكُونُ فَسَادٌ، فَمَنْ بَايَعَ رَجُلاً عَلَى غَيْرِ مَشُورَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلاَ يُتَابَعُ هُوَ وَلاَ الَّذِي بَايَعَهُ تَغِرَّةً أَنْ يُقْتَلاَ.

ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন:

আমি মুহাজির সাহাবিদের কয়েকজনকে কুরআন শিক্ষা দিতাম। তাঁদের মধ্যে আবদুর রহমান ইবন আওফ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুও ছিলেন। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর জীবনের সর্বশেষ হজের সময় আমি মিনায় আবদুর রহমান ইবন আওফের বাড়িতে অবস্থান করছিলাম। সে সময় তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিকট ছিলেন।

হঠাৎ আবদুর রহমান আমার কাছে ফিরে এসে বললেন:

"আজ এক ব্যক্তি আমীরুল মুমিনীনের নিকট এসে বলেছে, 'হে আমীরুল মুমিনীন! অমুক ব্যক্তি বলছে, উমর মারা গেলে আমি অবশ্যই অমুকের হাতে বাইআত করব। আল্লাহর শপথ! আবু বকরের বাইআতও তো আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয়েছিল, অতঃপর তা সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল।'"

এ কথা শুনে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু রাগান্বিত হলেন। তারপর বললেন:

"ইনশাআল্লাহ, আজ সন্ধ্যায় আমি মানুষের সামনে দাঁড়াব এবং তাদেরকে ওইসব লোক সম্পর্কে সতর্ক করব, যারা মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়া তাদের শাসনক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে চায়।"

আবদুর রহমান বলেন, আমি বললাম:

"হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি এমনটি করবেন না। কারণ হজের মৌসুমে সাধারণ, অজ্ঞ ও বিশৃঙ্খল প্রকৃতির মানুষও সমবেত হয়। আপনি যখন মানুষের সামনে দাঁড়াবেন, তখন তারাই আপনার চারপাশে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে থাকবে। আমার আশঙ্কা হচ্ছে, আপনি এমন কোনো কথা বলবেন, যা প্রত্যেক প্রচারকারী আপনার কাছ থেকে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে দেবে। অথচ তারা তা যথাযথভাবে বুঝবে না এবং সঠিক স্থানে প্রয়োগও করবে না। অতএব, আপনি মদিনায় পৌঁছানো পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। কারণ মদিনা হচ্ছে হিজরত ও সুন্নাহর আবাস। সেখানে আপনি ফকীহ, আলেম ও সমাজের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের একান্তভাবে পাবেন। তখন আপনি সুস্থিরভাবে আপনার বক্তব্য পেশ করবেন। ফলে জ্ঞানী ব্যক্তিরা আপনার বক্তব্য যথাযথভাবে বুঝবেন এবং সঠিক স্থানে প্রয়োগ করবেন।"

উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন: "আল্লাহর শপথ! ইনশাআল্লাহ, মদিনায় পৌঁছে আমি সর্বপ্রথম যে স্থানে বক্তব্য রাখব, সেখানেই এ বিষয়ে কথা বলব।"

ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেন: আমরা যিলহজ মাসের শেষদিকে মদিনায় পৌঁছলাম। শুক্রবার এলে সূর্য পশ্চিমে ঢলে পড়ার পর আমরা দ্রুত মসজিদে গেলাম। সেখানে আমি সাঈদ ইবন যায়দ ইবন আমর ইবন নুফাইল রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে মিম্বরের এক পাশে বসা অবস্থায় পেলাম। আমি তাঁর পাশে এমনভাবে বসলাম যে, আমার হাঁটু তাঁর হাঁটুর সঙ্গে লেগে গেল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই উমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বের হয়ে এলেন। তাঁকে এগিয়ে আসতে দেখে আমি সাঈদ ইবন যায়দকে বললাম:

"আজ সন্ধ্যায় তিনি এমন একটি কথা বলবেন, যা খলীফা হওয়ার পর থেকে আগে কখনো বলেননি।"

তিনি আমার কথা অস্বীকার করে বললেন: "তিনি এমন কী কথা বলবেন, যা আগে কখনো বলেননি?"

এরপর উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মিম্বরে বসলেন। মুয়াজ্জিনগণ নীরব হলে তিনি দাঁড়ালেন, আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করলেন এবং বললেন:

"আম্মা বা'দ! আজ আমি তোমাদের সামনে এমন একটি কথা বলব, যা বলা আমার ভাগ্যে নির্ধারিত হয়েছে। আমি জানি না, সম্ভবত এটি আমার মৃত্যুর পূর্ববর্তী বক্তব্য হতে পারে। অতএব যে ব্যক্তি কথাটি বুঝবে ও সংরক্ষণ করবে, তার বাহন তাকে যেখানে নিয়ে যাবে, সেখানে সে যেন তা বর্ণনা করে। আর যে ব্যক্তি আশঙ্কা করে যে, সে তা সঠিকভাবে বুঝবে না, তাকে আমার নামে মিথ্যা বলার অনুমতি আমি দিচ্ছি না।

নিশ্চয় আল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-কে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন এবং তাঁর ওপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছিলেন, তার মধ্যে রজমের আয়াতও ছিল। আমরা তা পাঠ করেছি, বুঝেছি এবং সংরক্ষণ করেছি। রাসূলুল্লাহ ﷺ রজম করেছেন এবং তাঁর পরে আমরাও রজম করেছি।

আমি আশঙ্কা করছি, মানুষের ওপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হলে কেউ বলবে, 'আল্লাহর শপথ! আমরা আল্লাহর কিতাবে রজমের আয়াত পাই না।' ফলে আল্লাহর অবতীর্ণ করা একটি ফরয বিধান ত্যাগ করে তারা পথভ্রষ্ট হবে। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিবাহিত পুরুষ ও নারী ব্যভিচার করলে তাদের ওপর রজমের শাস্তি প্রযোজ্য—যদি সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয়, অথবা গর্ভধারণ প্রমাণিত হয়, কিংবা অপরাধী নিজে স্বীকার করে।

আমরা আল্লাহর কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে এ কথাও পাঠ করতাম:

'তোমরা নিজেদের পিতাদের থেকে বিমুখ হয়ো না। কারণ নিজেদের পিতাদের থেকে বিমুখ হওয়া তোমাদের জন্য কুফর।'

অথবা বলা হয়েছিল: 'তোমাদের নিজেদের পিতাদের থেকে বিমুখ হওয়া নিশ্চয়ই কুফর।'

সাবধান! রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন: 'তোমরা আমার প্রশংসায় সীমালঙ্ঘন করো না, যেমন ঈসা ইবন মারইয়ামের প্রশংসায় সীমালঙ্ঘন করা হয়েছে। বরং তোমরা বলো—তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।'

এরপর আমার কাছে সংবাদ পৌঁছেছে যে, তোমাদের মধ্য থেকে একজন বলেছে, 'আল্লাহর শপথ! উমর মারা গেলে আমি অমুক ব্যক্তির হাতে বাইআত করব।'

কেউ যেন এ কথা বলে প্রতারিত না হয় যে, 'আবু বকরের বাইআত তো আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয়েছিল এবং পরে তা সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল।'

সাবধান! প্রকৃতপক্ষে সেটি আকস্মিকভাবেই সংঘটিত হয়েছিল; কিন্তু আল্লাহ তার অনিষ্ট থেকে মুসলমানদের রক্ষা করেছিলেন। তোমাদের মধ্যে আবু বকরের মতো এমন কেউ নেই, যার দিকে পৌঁছার জন্য মানুষের ঘাড় প্রসারিত হয় এবং যাঁর প্রতি সবাই আকৃষ্ট হয়।

যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়া কোনো ব্যক্তির হাতে বাইআত করবে, তার অনুসরণ করা যাবে না এবং যার হাতে সে বাইআত করেছে, তারও অনুসরণ করা যাবে না। কারণ উভয়েরই নিহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

আল্লাহ যখন তাঁর নবী ﷺ-কে ইন্তিকাল করালেন, তখন আমাদের অবস্থা ছিল এই যে, আনসারগণ আমাদের থেকে পৃথক হয়ে তাঁদের সবাই বানু সাঈদার সাকীফায় সমবেত হয়েছিলেন। আলী, যুবাইর এবং তাঁদের সঙ্গে যারা ছিলেন, তাঁরাও আমাদের থেকে পৃথক ছিলেন। আর মুহাজিরগণ আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর কাছে সমবেত হয়েছিলেন।

আমি আবু বকরকে বললাম: 'হে আবু বকর! আমাদের এই আনসার ভাইদের কাছে চলুন।'

তখন আমরা তাঁদের উদ্দেশে রওনা হলাম। আমরা তাঁদের কাছাকাছি পৌঁছলে আনসারদের দুজন নেককার ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তাঁরা আনসারদের গৃহীত সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে বললেন:

'হে মুহাজিরগণ! আপনারা কোথায় যাচ্ছেন?'

আমরা বললাম: 'আমরা আমাদের এই আনসার ভাইদের কাছে যাচ্ছি।'

তাঁরা বললেন:

'আপনাদের তাঁদের কাছে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। আপনারা নিজেদের বিষয় নিজেরাই নিষ্পত্তি করুন।'

আমি বললাম: 'আল্লাহর শপথ! আমরা অবশ্যই তাঁদের কাছে যাব।'

আমরা চলতে চলতে বানু সাঈদার সাকীফায় তাঁদের কাছে পৌঁছলাম। সেখানে তাঁদের মাঝখানে চাদরে আবৃত একজন লোককে দেখতে পেলাম।

আমি জিজ্ঞেস করলাম: 'এই ব্যক্তি কে?' তাঁরা বললেন: 'ইনি সা'দ ইবন উবাদাহ।'

আমি বললাম: 'তাঁর কী হয়েছে?' তাঁরা বললেন: 'তিনি জ্বরে আক্রান্ত।'

আমরা কিছুক্ষণ বসার পর তাঁদের বক্তা শাহাদাত পাঠ করলেন এবং আল্লাহর যথোপযুক্ত প্রশংসা করে বললেন:

'আম্মা বা'দ! আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী এবং ইসলামের সৈন্যদল। আর হে মুহাজির সম্প্রদায়! আপনারা আমাদের তুলনায় একটি ছোট দল। আপনাদের সম্প্রদায়ের কিছু লোক হঠাৎ এসে উপস্থিত হয়েছে। এখন তারা আমাদেরকে আমাদের মূল অধিকার থেকে বিচ্ছিন্ন করতে এবং নেতৃত্বের বিষয় থেকে সরিয়ে রাখতে চায়।'

তিনি নীরব হলে আমি কথা বলতে চাইলাম। আমি আগে থেকেই একটি বক্তব্য প্রস্তুত করে রেখেছিলাম, যা আমার কাছে খুবই পছন্দনীয় ছিল। আমি আবু বকরের আগে সেটি উপস্থাপন করতে চেয়েছিলাম। কারণ তাঁর মধ্যে যে নম্রতা ও ধীরতা ছিল, তার বিপরীতে আমার কিছু কঠোরতা ছিল।

আমি কথা বলতে চাইলে আবু বকর বললেন: 'একটু ধৈর্য ধরো।'

তাঁকে অসন্তুষ্ট করা আমি অপছন্দ করলাম। অতঃপর আবু বকর কথা বললেন। তিনি আমার চেয়ে অধিক ধৈর্যশীল ও অধিক মর্যাদাবান ছিলেন।

আল্লাহর শপথ! আমার প্রস্তুত করা বক্তব্যে যেসব কথা আমার কাছে পছন্দনীয় ছিল, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে সেগুলোর অনুরূপ কিংবা তার চেয়েও উত্তম কথা বললেন। অবশেষে তিনি নীরব হলেন।

তিনি বললেন: 'তোমরা নিজেদের যে সব গুণ ও মর্যাদার কথা উল্লেখ করেছ, নিশ্চয় তোমরা তার উপযুক্ত। কিন্তু আরবরা কুরাইশের এই গোত্র ছাড়া অন্য কারো জন্য নেতৃত্ব স্বীকার করবে না। বংশ ও বাসস্থানের দিক থেকে তারা আরবদের মধ্যে মধ্যম ও সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ।

আমি তোমাদের জন্য এই দুই ব্যক্তির একজনকে পছন্দ করেছি। তোমরা যাকে ইচ্ছা তাঁর হাতে বাইআত করো।'

এ কথা বলে তিনি আমার হাত এবং আমাদের মাঝে বসা আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহর হাত ধরলেন।

তাঁর কথাগুলোর মধ্যে শুধু এটিই আমার কাছে অপছন্দনীয় ছিল। আল্লাহর শপথ! কোনো গুনাহ ছাড়াই আমাকে সামনে এগিয়ে দেওয়া হবে এবং আমার গর্দান কেটে ফেলা হবে—এটি আমার কাছে এমন কোনো সম্প্রদায়ের শাসক হওয়ার চেয়ে অধিক প্রিয়, যাদের মধ্যে আবু বকর উপস্থিত আছেন।

তবে মৃত্যুর সময় আমার অন্তর এমন কোনো বিষয়কে সুন্দর করে দেখালে ভিন্ন কথা, যা এখন আমি অনুভব করছি না।

তখন আনসারদের একজন বলল:

'আমি সেই শক্ত কাঠ, যার সঙ্গে উটেরা শরীর ঘষে এবং আমি সেই খুঁটি, যার ছায়ায় মানুষ আশ্রয় নেয়। হে কুরাইশ সম্প্রদায়! আমাদের মধ্য থেকে একজন আমীর এবং তোমাদের মধ্য থেকে একজন আমীর হোক।'

তখন হৈচৈ বেড়ে গেল এবং আওয়াজ উঁচু হয়ে গেল। এমনকি আমি মতবিরোধ ও বিভেদের আশঙ্কা করলাম।

কিন্তু উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সঙ্গে সঙ্গে বলেন:

بَلْ نُبَايِعُكَ أَنْتَ، فَأَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

"বরং আমরা আপনারই হাতে বায়আত করব। আপনি আমাদের নেতা, আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয়।"

অতঃপর উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর হাতে বায়আত করেন এবং উপস্থিত সাহাবীরাও বায়আত করেন। [190]

তখন আমি বললাম: 'হে আবু বকর! আপনার হাত প্রসারিত করুন।'

তিনি তাঁর হাত প্রসারিত করলেন। আমি তাঁর হাতে বাইআত করলাম। এরপর মুহাজিরগণ তাঁর হাতে বাইআত করলেন। তারপর আনসারগণও তাঁর হাতে বাইআত করলেন।

আমরা সা'দ ইবন উবাদাহর দিকে এগিয়ে গেলাম। তখন তাঁদের মধ্য থেকে একজন বলল:

'তোমরা সা'দ ইবন উবাদাহকে হত্যা করে ফেলেছ!'

আমি বললাম: 'আল্লাহ সা'দ ইবন উবাদাহকে হত্যা করুন।'

উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন:

আল্লাহর শপথ! আমাদের সামনে উপস্থিত পরিস্থিতিতে আবু বকরের হাতে বাইআত করার চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও উপযুক্ত কোনো পদক্ষেপ আমরা পাইনি।

আমরা আশঙ্কা করেছিলাম, যদি আমরা কোনো বাইআত সম্পন্ন না করে আনসারদের কাছ থেকে চলে যাই, তাহলে আমাদের চলে যাওয়ার পর তারা তাদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তির হাতে বাইআত করে ফেলবে। তখন হয়তো আমাদের এমন একটি বিষয়ে তাঁদের অনুসরণ করতে হবে, যা আমরা পছন্দ করি না; অথবা আমরা তাঁদের বিরোধিতা করব এবং এর ফলে বড় ধরনের বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।

অতএব, যে ব্যক্তি মুসলমানদের পরামর্শ ছাড়া কোনো ব্যক্তির হাতে বাইআত করবে, তার অনুসরণ করা যাবে না এবং যার হাতে সে বাইআত করেছে, তারও অনুসরণ করা যাবে না; কারণ উভয়েরই নিহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

[190] বুখারী, কিতাব ফাদ্বাইলু আস হাবিন্নাবিয়্যি ﷺ হাদিস ৩৬৬৭, ৩৬৬৮। পূর্ণ হাদিস দেখুন।

عَنْ عَائِشَةَ .رضى الله عنها.زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَاتَ وَأَبُو بَكْرٍ بِالسُّنْحِ .قَالَ إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي بِالْعَالِيَةِ. فَقَامَ عُمَرُ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَتْ وَقَالَ عُمَرُ وَاللَّهِ مَا كَانَ يَقَعُ فِي نَفْسِي إِلاَّ ذَاكَ وَلَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ فَلَيَقْطَعَنَّ أَيْدِيَ رِجَالٍ وَأَرْجُلَهُمْ. فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ فَكَشَفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَبَّلَهُ قَالَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي طِبْتَ حَيًّا وَمَيِّتًا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ يُذِيقُكَ اللَّهُ الْمَوْتَتَيْنِ أَبَدًا. ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ أَيُّهَا الْحَالِفُ عَلَى رِسْلِكَ. فَلَمَّا تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ جَلَسَ عُمَرُ. فَحَمِدَ اللَّهَ أَبُو بَكْرٍ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ أَلاَ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ. وَقَالَ {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} وَقَالَ {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ} قَالَ فَنَشَجَ النَّاسُ يَبْكُونَ . قَالَ . وَاجْتَمَعَتِ الأَنْصَارُ إِلَى سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ فَقَالُوا مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ، فَذَهَبَ إِلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، فَذَهَبَ عُمَرُ يَتَكَلَّمُ فَأَسْكَتَهُ أَبُو بَكْرٍ، وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِذَلِكَ إِلاَّ أَنِّي قَدْ هَيَّأْتُ كَلاَمًا قَدْ أَعْجَبَنِي خَشِيتُ أَنْ لاَ يَبْلُغَهُ أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ تَكَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ فَتَكَلَّمَ أَبْلَغَ النَّاسِ فَقَالَ فِي كَلاَمِهِ نَحْنُ الأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ. فَقَالَ حُبَابُ بْنُ الْمُنْذِرِ لاَ وَاللَّهِ لاَ نَفْعَلُ، مِنَّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لاَ، وَلَكِنَّا الأُمَرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوُزَرَاءُ هُمْ أَوْسَطُ الْعَرَبِ دَارًا، وَأَعْرَبُهُمْ أَحْسَابًا فَبَايِعُوا عُمَرَ أَوْ أَبَا عُبَيْدَةَ. فَقَالَ عُمَرُ بَلْ نُبَايِعُكَ أَنْتَ، فَأَنْتَ سَيِّدُنَا وَخَيْرُنَا وَأَحَبُّنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. فَأَخَذَ عُمَرُ بِيَدِهِ فَبَايَعَهُ، وَبَايَعَهُ النَّاسُ، فَقَالَ قَائِلٌ قَتَلْتُمْ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ. فَقَالَ عُمَرُ قَتَلَهُ اللَّهُ .

নবী ﷺ-এর স্ত্রী আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেন, তখন আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু 'সুনহ' নামক স্থানে ছিলেন। বর্ণনাকারী ইসমাঈল বলেন, অর্থাৎ মদিনার উঁচু এলাকার দিকে ছিলেন।

এদিকে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন: "আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেননি।"

আয়িশা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা বলেন, উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আরও বলছিলেন:

২. পরদিন মসজিদে সর্বসাধারণের বায়আত

পরদিন মসজিদে নববীতে সকল মুসলমান আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাতে প্রকাশ্যে বায়আত করেন। ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন,

عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ .رضى الله عنه .أَنَّهُ سَمِعَ خُطْبَةَ، عُمَرَ الآخِرَةَ حِينَ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَذَلِكَ الْغَدُ مِنْ يَوْمٍ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَتَشَهَّدَ وَأَبُو بَكْرٍ صَامِتٌ لاَ يَتَكَلَّمُ قَالَ كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَعِيشَ

"আল্লাহর শপথ! আমার মনেও তখন এ কথাই ছিল যে, আল্লাহ অবশ্যই তাঁকে পুনরায় উঠাবেন এবং তিনি কিছু লোকের হাত-পা কেটে দেবেন।"

এরপর আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুখমণ্ডল থেকে কাপড় সরিয়ে তাঁকে চুম্বন করলেন এবং বললেন: "আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক! আপনি জীবিত অবস্থায়ও পবিত্র ছিলেন এবং মৃত্যুর পরও পবিত্র আছেন। যাঁর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ! আল্লাহ আপনাকে কখনো দুইবার মৃত্যুর স্বাদ আস্বাদন করাবেন না।" এরপর তিনি বাইরে এসে বললেন: "হে শপথকারী! একটু ধীরস্থির হোন।"

আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কথা বলতে শুরু করলে উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বসে পড়লেন।

অতঃপর আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করলেন এবং বললেন:

"সাবধান! যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ ﷺ-এর ইবাদত করত, সে জেনে রাখুক, মুহাম্মাদ ﷺ ইন্তিকাল করেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদত করে, সে জেনে রাখুক, আল্লাহ চিরঞ্জীব; তিনি কখনো মৃত্যুবরণ করেন না।"

তারপর তিনি পাঠ করলেন: "নিশ্চয় আপনিও মৃত্যুবরণ করবেন এবং তারাও মৃত্যুবরণ করবে।"

আরও পাঠ করলেন: "মুহাম্মাদ কেবল একজন রাসূল। তাঁর পূর্বে বহু রাসূল অতিবাহিত হয়েছেন। তিনি যদি মৃত্যুবরণ করেন অথবা নিহত হন, তবে কি তোমরা পেছনের দিকে ফিরে যাবে? যে ব্যক্তি পেছনের দিকে ফিরে যাবে, সে আল্লাহর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ কৃতজ্ঞদের পুরস্কৃত করবেন।"

বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকেরা উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগল।

এদিকে আনসারগণ বানু সাঈদার সাকীফায় সা'দ ইবন উবাদাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর নিকট সমবেত হলেন। তাঁরা বললেন: "আমাদের মধ্য থেকে একজন আমীর হবে এবং তোমাদের মধ্য থেকেও একজন আমীর হবে।"

তখন আবু বকর, উমর ইবনুল খাত্তাব এবং আবু উবাইদাহ ইবনুল জাররাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম তাঁদের কাছে গেলেন।

উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কথা বলতে উদ্যত হলে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁকে চুপ করালেন।

উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলতেন: "আল্লাহর শপথ! আমি কথা বলতে চাওয়ার কারণ শুধু এটিই ছিল যে, আমি একটি বক্তব্য প্রস্তুত করেছিলাম, যা আমার কাছে খুবই পছন্দনীয় ছিল। আমার আশঙ্কা ছিল, আবু বকর হয়তো সে পর্যায়ের কথা বলতে পারবেন না।"

এরপর আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কথা বললেন। তিনি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে প্রাঞ্জল ও বাগ্মী ভাষায় বক্তব্য দিলেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে বললেন: "আমরা হব আমীর এবং তোমরা হবে মন্ত্রী ও সহযোগী।"

তখন হুবাব ইবনুল মুনযির রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন: "না, আল্লাহর শপথ! আমরা তা করব না। আমাদের মধ্য থেকে একজন আমীর হবে এবং তোমাদের মধ্য থেকেও একজন আমীর হবে।"

আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন: "না; বরং আমরা হব আমীর এবং তোমরা হবে মন্ত্রী ও সহযোগী। কুরাইশ বংশের লোকেরা আরবদের মধ্যে বাসস্থানের দিক থেকে মধ্যম ও মর্যাদাপূর্ণ এবং বংশমর্যাদার দিক থেকে সর্বাধিক স্বীকৃত। অতএব তোমরা উমর অথবা আবু উবাইদাহর হাতে বাইআত করো।"

তখন উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন: "বরং আমরা আপনার হাতেই বাইআত করব। কারণ আপনি আমাদের নেতা, আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট আমাদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয়।"

অতঃপর উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু তাঁর হাত ধরলেন এবং তাঁর হাতে বাইআত করলেন। এরপর লোকেরাও আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর হাতে বাইআত করল।

তখন একজন বলল: "তোমরা সা'দ ইবন উবাদাহকে হত্যা করে ফেলেছ!"

উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন: "আল্লাহই তাকে হত্যা করুন।"

رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى يَدْبُرَنَا. يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ آخِرَهُمْ. فَإِنْ يَكُ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم قَدْ مَاتَ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ جَعَلَ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ نُورًا تَهْتَدُونَ بِهِ بِمَا هَدَى اللَّهُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثَانِي اثْنَيْنِ، فَإِنَّهُ أَوْلَى الْمُسْلِمِينَ بِأُمُورِكُمْ، فَقُومُوا فَبَايِعُوهُ. وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ قَدْ بَايَعُوهُ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَقِيفَةِ بَنِي سَاعِدَةَ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الْعَامَّةِ عَلَى الْمِنْبَرِ. قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ لأَبِي بَكْرٍ يَوْمَئِذٍ اصْعَدِ الْمِنْبَرَ. فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى صَعِدَ الْمِنْبَرَ، فَبَايَعَهُ النَّاسُ عَامَّةً.

যুহরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আনাস ইবন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু আমাকে জানিয়েছেন যে, তিনি উমর ইবনুল খাত্তাব রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর শেষ খুতবাটি শুনেছিলেন। এটি ছিল সেই দিনটির পরদিন, যেদিন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেছিলেন।

উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মিম্বরে বসে প্রথমে তাশাহহুদ পাঠ করলেন। এ সময় আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু নীরব ছিলেন, তিনি কোনো কথা বলছিলেন না।

উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বললেন: "আমি আশা করেছিলাম, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের পর পর্যন্ত জীবিত থাকবেন"—অর্থাৎ তিনি আমাদের সবার শেষ ব্যক্তি হবেন।

"কিন্তু যদি মুহাম্মাদ ﷺ সত্যিই ইন্তিকাল করে থাকেন, তবে আল্লাহ তোমাদের মাঝে এমন এক নূর রেখে গেছেন, যার মাধ্যমে তোমরা সঠিক পথ লাভ করবে; যেমন আল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-কে সেই নূরের মাধ্যমে হিদায়াত দিয়েছিলেন (অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব)।

আর আবু বকর হলেন রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গী এবং গারে সাওরের দুইজনের দ্বিতীয় ব্যক্তি। তাই মুসলমানদের নেতৃত্বের ব্যাপারে তিনিই সর্বাধিক হকদার।

অতএব, তোমরা দাঁড়াও এবং তাঁর হাতে বাইআত কর।"

বর্ণনাকারী বলেন, এর আগে বানু সাঈদার সাকীফায় একদল সাহাবি তাঁর হাতে বাইআত করেছিলেন। আর মসজিদে মিম্বরের সামনে যে বাইআত অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেটিই ছিল সর্বসাধারণের (বাইআতে আম্মাহ) বাইআত।

যুহরী আনাস ইবন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে আরও বর্ণনা করেন:

আমি সেদিন উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে বলতে শুনেছি:

"মিম্বরে উঠুন।"

তিনি বারবার অনুরোধ করতে থাকলেন, অবশেষে আবু বকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মিম্বরে উঠলেন। এরপর সর্বসাধারণ তাঁর হাতে বাইআত করল। [191]

প্রথম খলীফার প্রথম খুতবা

ইবনু কাছীর সহীহ সনদে বর্ণনা করেন, খলীফাতুল মুসলিমীন আবু বকর সিদ্দীক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু খলীফা হিসাবে তাঁর প্রথম খুতবায় বলেন,

أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنِّي قَدْ وُلِّيتُ عَلَيْكُمْ وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي، وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي، الصِّدْقُ أَمَانَةٌ، وَالْكَذِبُ خِيَانَةٌ، وَالضَّعِيفُ فِيكُمْ قَوِيٌّ عِنْدِي حَتَّى أُرِيحَ عَلَيْهِ حَقَّهُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَالْقَوِيُّ فِيكُمْ ضَعِيفٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مِنْهُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَا يَدَعُ قَوْمٌ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا ضَرَبَهُمُ اللَّهُ بِالذُّلِّ، وَلَا تَشِيعُ

[191] বুখারী, কিতাবুল আহকাম, বাবুল ইস্তিখলাফ, হাদিস ৭২১৯।

الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ إِلَّا عَمَّهُمُ اللَّهُ بِالْبَلَاءِ، أَطِيعُونِي مَا أَطَعْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِذَا عَصَيْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَلَا طَاعَةَ لِي عَلَيْكُمْ، قُومُوا إِلَى صَلَاتِكُمْ يَرْحَمْكُمُ اللَّهُ. وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ.

হে মানুষ!

তোমাদের ওপর আমাকে শাসক নিযুক্ত করা হয়েছে, অথচ আমি তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নই। আমি যদি সঠিক কাজ করি, তবে আমাকে সহযোগিতা করো; আর যদি ভুল করি, তবে আমাকে সংশোধন করো।

সত্যবাদিতা হলো আমানতদারিতা, আর মিথ্যা হলো বিশ্বাসঘাতকতা।

তোমাদের মধ্যে দুর্বল ব্যক্তি আমার কাছে শক্তিশালী—যতক্ষণ না আমি আল্লাহর ইচ্ছায় তার প্রাপ্য অধিকার তাকে ফিরিয়ে দিই।

আর তোমাদের মধ্যে শক্তিশালী ব্যক্তি আমার কাছে দুর্বল—যতক্ষণ না আমি আল্লাহর ইচ্ছায় তার কাছ থেকে অন্যের হক আদায় করি।

কোনো জাতি যদি আল্লাহর পথে জিহাদ পরিত্যাগ করে, তবে আল্লাহ তাদের ওপর অপমান চাপিয়ে দেন।

আর কোনো জাতির মধ্যে যদি অশ্লীলতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, তবে আল্লাহ তাদের ওপর সর্বব্যাপী বিপদ ও শাস্তি নাযিল করেন।

আমি যতক্ষণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করি, ততক্ষণ তোমরা আমার আনুগত্য করবে। আর যদি আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হই, তবে আমার ওপর তোমাদের আনুগত্যের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই।

এখন তোমরা সালাতের জন্য দাঁড়াও। আল্লাহ তোমাদের প্রতি রহম করুন। [192]

২য় খলীফা সাইয়্যিদুনা উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

৩য় খলীফা সাইয়্যিদুনা উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

খলীফা উমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু কতৃক গঠিত শুরা কমিটি উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে খলীফা নির্বাচন করেন।

বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বর্ণনা করেন,

عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ .رضى الله عنه .قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيَّامٍ بِالْمَدِينَةِ وَقَفَ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ، قَالَ كَيْفَ فَعَلْتُمَا أَتَخَافَانِ أَنْ تَكُونَا قَدْ حَمَّلْتُمَا الأَرْضَ مَا لاَ تُطِيقُ قَالاَ حَمَّلْنَاهَا أَمْرًا هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ، مَا فِيهَا كَبِيرُ فَضْلٍ. قَالَ انْظُرَا أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا الأَرْضَ مَا لاَ تُطِيقُ، قَالَ قَالاَ لاَ. فَقَالَ عُمَرُ لَئِنْ سَلَّمَنِي اللَّهُ لأَدَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ لاَ يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُلٍ بَعْدِي أَبَدًا. قَالَ فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ إِلاَّ رَابِعَةٌ حَتَّى أُصِيبَ. قَالَ إِنِّي لَقَائِمٌ مَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ إِلاَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ غَدَاةَ أُصِيبَ، وَكَانَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ قَالَ اسْتَوُوا. حَتَّى إِذَا لَمْ يَرَ فِيهِنَّ خَلَلاً تَقَدَّمَ فَكَبَّرَ، وَرُبَّمَا قَرَأَ سُورَةَ يُوسُفَ، أَوِ النَّحْلَ، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ، فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُ، فَمَا هُوَ إِلاَّ أَنْ كَبَّرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ قَتَلَنِي .أَوْ أَكَلَنِي .الْكَلْبُ. حِينَ طَعَنَهُ، فَطَارَ الْعِلْجُ

[192] ইবনু কাসীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৯/৪১৫। তাহকীকঃ তুর্কী। মোট খন্ড ২১।

بِسِكِّينٍ ذَاتِ طَرَفَيْنِ لاَ يَمُرُّ عَلَى أَحَدٍ يَمِينًا وَلاَ شِمَالاً إِلاَّ طَعَنَهُ حَتَّى طَعَنَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ رَجُلاً، مَاتَ مِنْهُمْ سَبْعَةٌ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، طَرَحَ عَلَيْهِ بُرْنُسًا، فَلَمَّا ظَنَّ الْعِلْجُ أَنَّهُ مَأْخُوذٌ نَحَرَ نَفْسَهُ، وَتَنَاوَلَ عُمَرُ يَدَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدَّمَهُ، فَمَنْ يَلِي عُمَرَ فَقَدْ رَأَى الَّذِي أَرَى، وَأَمَّا نَوَاحِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُمْ لاَ يَدْرُونَ غَيْرَ أَنَّهُمْ قَدْ فَقَدُوا صَوْتَ عُمَرَ وَهُمْ يَقُولُونَ سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ. فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ صَلاَةً خَفِيفَةً، فَلَمَّا انْصَرَفُوا. قَالَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، انْظُرْ مَنْ قَتَلَنِي. فَجَالَ سَاعَةً، ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ غُلاَمُ الْمُغِيرَةِ. قَالَ الصَّنَعُ قَالَ نَعَمْ. قَالَ قَاتَلَهُ اللَّهُ لَقَدْ أَمَرْتُ بِهِ مَعْرُوفًا، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ مَنِيَّتِي بِيَدِ رَجُلٍ يَدَّعِي الإِسْلاَمَ، قَدْ كُنْتَ أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانِ أَنْ تَكْثُرَ الْعُلُوجُ بِالْمَدِينَةِ وَكَانَ {الْعَبَّاسُ} أَكْثَرَهُمْ رَقِيقًا. فَقَالَ إِنْ شِئْتَ فَعَلْتُ. أَىْ إِنْ شِئْتَ قَتْلَنَا. قَالَ كَذَبْتَ، بَعْدَ مَا تَكَلَّمُوا بِلِسَانِكُمْ، وَصَلَّوْا قِبْلَتَكُمْ وَحَجُّوا حَجَّكُمْ فَاحْتُمِلَ إِلَى بَيْتِهِ فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، وَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ قَبْلَ يَوْمَئِذٍ، فَقَائِلٌ يَقُولُ لاَ بَأْسَ. وَقَائِلٌ يَقُولُ أَخَافُ عَلَيْهِ، فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جَوْفِهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِلَبَنٍ فَشَرِبَهُ فَخَرَجَ مِنْ جُرْحِهِ، فَعَلِمُوا أَنَّهُ مَيِّتٌ، فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، وَجَاءَ النَّاسُ يُثْنُونَ عَلَيْهِ، وَجَاءَ رَجُلٌ شَابٌّ، فَقَالَ أَبْشِرْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ بِبُشْرَى اللَّهِ لَكَ مِنْ صُحْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدَمٍ فِي الإِسْلاَمِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، ثُمَّ وَلِيتَ فَعَدَلْتَ، ثُمَّ شَهَادَةٌ. قَالَ وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَفَافٌ لاَ عَلَىَّ وَلاَ لِي. فَلَمَّا أَدْبَرَ، إِذَا إِزَارُهُ يَمَسُّ الأَرْضَ. قَالَ رُدُّوا عَلَىَّ الْغُلاَمَ قَالَ ابْنَ أَخِي ارْفَعْ ثَوْبَكَ، فَإِنَّهُ أَبْقَى لِثَوْبِكَ وَأَتْقَى لِرَبِّكَ، يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ انْظُرْ مَا عَلَىَّ مِنَ الدَّيْنِ. فَحَسَبُوهُ فَوَجَدُوهُ سِتَّةً وَثَمَانِينَ أَلْفًا أَوْ نَحْوَهُ، قَالَ إِنْ وَفَى لَهُ مَالُ آلِ عُمَرَ، فَأَدِّهِ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَإِلاَّ فَسَلْ فِي بَنِي عَدِيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَإِنْ لَمْ تَفِ أَمْوَالُهُمْ فَسَلْ فِي قُرَيْشٍ، وَلاَ تَعْدُهُمْ إِلَى غَيْرِهِمْ، فَأَدِّ عَنِّي هَذَا الْمَالَ، انْطَلِقْ إِلَى عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْ يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ السَّلاَمَ. وَلاَ تَقُلْ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. فَإِنِّي لَسْتُ الْيَوْمَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَمِيرًا، وَقُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ. فَسَلَّمَ وَاسْتَأْذَنَ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَوَجَدَهَا قَاعِدَةً تَبْكِي فَقَالَ يَقْرَأُ عَلَيْكِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ السَّلاَمَ وَيَسْتَأْذِنُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ. فَقَالَتْ كُنْتُ أُرِيدُهُ لِنَفْسِي، وَلأُوثِرَنَّ بِهِ الْيَوْمَ عَلَى نَفْسِي. فَلَمَّا أَقْبَلَ قِيلَ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَدْ جَاءَ. قَالَ ارْفَعُونِي، فَأَسْنَدَهُ رَجُلٌ إِلَيْهِ، فَقَالَ مَا لَدَيْكَ قَالَ الَّذِي تُحِبُّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَذِنَتْ. قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَىْءٍ أَهَمَّ إِلَىَّ مِنْ ذَلِكَ، فَإِذَا أَنَا قَضَيْتُ فَاحْمِلُونِي ثُمَّ سَلِّمْ فَقُلْ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، فَإِنْ أَذِنَتْ لِي فَأَدْخِلُونِي، وَإِنْ رَدَّتْنِي رُدُّونِي إِلَى مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ. وَجَاءَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حَفْصَةُ وَالنِّسَاءُ تَسِيرُ مَعَهَا، فَلَمَّا رَأَيْنَاهَا قُمْنَا، فَوَلَجَتْ عَلَيْهِ فَبَكَتْ عِنْدَهُ سَاعَةً، وَاسْتَأْذَنَ الرِّجَالُ، فَوَلَجَتْ دَاخِلاً لَهُمْ، فَسَمِعْنَا بُكَاءَهَا مِنَ الدَّاخِلِ. فَقَالُوا أَوْصِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اسْتَخْلِفْ. قَالَ مَا أَجِدُ أَحَقَّ بِهَذَا الأَمْرِ مِنْ هَؤُلاَءِ النَّفَرِ أَوِ الرَّهْطِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْوَ عَنْهُمْ رَاضٍ. فَسَمَّى عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَالزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدًا وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَالَ يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الأَمْرِ شَىْءٌ. كَهَيْئَةِ التَّعْزِيَةِ لَهُ. فَإِنْ أَصَابَتِ الإِمْرَةُ سَعْدًا فَهُوَ ذَاكَ، وَإِلاَّ فَلْيَسْتَعِنْ بِهِ أَيُّكُمْ مَا أُمِّرَ، فَإِنِّي لَمْ أَعْزِلْهُ عَنْ عَجْزٍ وَلاَ خِيَانَةٍ وَقَالَ أُوصِي الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِي بِالْمُهَاجِرِينَ الأَوَّلِينَ أَنْ يَعْرِفَ لَهُمْ حَقَّهُمْ، وَيَحْفَظَ لَهُمْ حُرْمَتَهُمْ، وَأُوصِيهِ بِالأَنْصَارِ خَيْرًا، الَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ، أَنْ يُقْبَلَ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَأَنْ يُعْفَى عَنْ مُسِيئِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِأَهْلِ الأَمْصَارِ خَيْرًا فَإِنَّهُمْ رِدْءُ الإِسْلاَمِ، وَجُبَاةُ الْمَالِ، وَغَيْظُ الْعَدُوِّ، وَأَنْ لاَ يُؤْخَذَ مِنْهُمْ إِلاَّ فَضْلُهُمْ عَنْ رِضَاهُمْ، وَأُوصِيهِ بِالأَعْرَابِ خَيْرًا، فَإِنَّهُمْ أَصْلُ الْعَرَبِ وَمَادَّةُ الإِسْلاَمِ أَنْ يُؤْخَذَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدَّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ، وَأُوصِيهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ يُقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْ، وَلاَ يُكَلَّفُوا إِلاَّ طَاقَتَهُمْ. فَلَمَّا قُبِضَ

خَرَجْنَا بِهِ فَانْطَلَقْنَا نَمْشِي فَسَلَّمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ يَسْتَأْذِنُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ. قَالَتْ أَدْخِلُوهُ. فَأُدْخِلَ، فَوُضِعَ هُنَالِكَ مَعَ صَاحِبَيْهِ، فَلَمَّا فُرِغَ مِنْ دَفْنِهِ اجْتَمَعَ هَؤُلاَءِ الرَّهْطُ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ إِلَى ثَلاَثَةٍ مِنْكُمْ. فَقَالَ الزُّبَيْرُ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَلِيٍّ. فَقَالَ طَلْحَةُ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عُثْمَانَ. وَقَالَ سَعْدٌ قَدْ جَعَلْتُ أَمْرِي إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ. فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَيُّكُمَا تَبَرَّأَ مِنْ هَذَا الأَمْرِ فَنَجْعَلُهُ إِلَيْهِ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَالإِسْلاَمُ لَيَنْظُرَنَّ أَفْضَلَهُمْ فِي نَفْسِهِ. فَأُسْكِتَ الشَّيْخَانِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَفَتَجْعَلُونَهُ إِلَيَّ، وَاللَّهُ عَلَيَّ أَنْ لاَ آلُوَ عَنْ أَفْضَلِكُمْ قَالاَ نَعَمْ، فَأَخَذَ بِيَدِ أَحَدِهِمَا فَقَالَ لَكَ قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْقَدَمُ فِي الإِسْلاَمِ مَا قَدْ عَلِمْتَ، فَاللَّهُ عَلَيْكَ لَئِنْ أَمَّرْتُكَ لَتَعْدِلَنَّ، وَلَئِنْ أَمَّرْتُ عُثْمَانَ لَتَسْمَعَنَّ وَلَتُطِيعَنَّ. ثُمَّ خَلاَ بِالآخَرِ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَلَمَّا أَخَذَ الْمِيثَاقَ قَالَ ارْفَعْ يَدَكَ يَا عُثْمَانُ. فَبَايَعَهُ، فَبَايَعَ لَهُ عَلِيٌّ، وَوَلَجَ أَهْلُ الدَّارِ فَبَايَعُوهُ.

‘আমর ইবনু মায়মূন (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ‘উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ)-কে আহত হবার কিছুদিন পূর্বে মদিনায় দেখেছি যে তিনি হুযায়ফাহ ইবনু ইয়ামান (রাঃ) ও ‘উসমান ইবনু হুনায়ফ (রহ.)-এর নিকট দাঁড়িয়ে তাঁদেরকে লক্ষ্য করে বলছেন, তোমরা এটা কী করলে? তোমরা এটা কী করলে? তোমরা কি আশঙ্কা করছ যে, তোমরা ইরাক ভূমির উপর যে কর ধার্য করেছ তা বহনে ঐ ভূখন্ড অক্ষম? তারা বললেন, আমরা যে পরিমাণ কর ধার্য করেছি, ঐ ভূ-খন্ড তা বহনে সক্ষম। এতে বাড়তি কোন বোঝা চাপান হয়নি। তখন ‘উমার (রাঃ) বললেন, তোমরা আবার চিন্তা করে দেখ যে, তোমরা এ ভূখন্ডের উপর যে কর আরোপ করেছ তা বহন সক্ষম নয়? বর্ণনাকারী বলেন, তাঁরা বললেন, না। অতঃপর ‘উমার (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্ যদি আমাকে সুস্থ রাখেন তবে ইরাকের বিধবাগণকে এমন অবস্থায় রেখে যাব যে তারা আমার পরে কখনো অন্য কারো মুখাপেক্ষী না হয়। বর্ণনাকারী বলেন, অতঃপর চতুর্থ দিন তিনি আহত হলেন। যেদিন ভোরে তিনি আহত হন, আমি তাঁর কাছে দাঁড়িয়েছিলাম এবং তাঁর ও আমার মাঝে ‘আবদুল্লাহ ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) ছাড়া অন্য কেউ ছিল না। ‘উমার (রাঃ) দু’কাতারের মধ্য দিয়ে চলার সময় বলতেন, কাতার সোজা করে নাও। যখন দেখতেন কাতারে কোন ত্রুটি নেই তখন তাকবীর বলতেন। তিনি অধিকাংশ সময় সূরা ইউসুফ, সূরা নাহ্ল অথবা এ ধরনের সূরা প্রথম রাক‘আতে তিলাওয়াত করতেন, যেন অধিক পরিমাণে লোক প্রথম রাকআতে শরীক হতে পারেন। তাকবীর বলার পরেই আমি তাঁকে বলতে শুনলাম, একটি কুকুর আমাকে আঘাত করেছে অথবা বলেন, আমাকে আক্রমণ করেছে। ঘাতক ‘ইলজ’ দ্রুত পলায়নের সময় দু’ধারী খঞ্জর দিয়ে ডানে বামে আঘাত করে চলছে। এভাবে তের জনকে আহত করল। এদের মধ্যে সাত জন শহীদ হলেন।

এ অবস্থা দেখে এক মুসলিম তার লম্বা চাদরটি ঘাতকের উপর ফেলে দিলেন। ঘাতক যখন বুঝতে পারল সে ধরা পড়ে যাবে তখন সে আত্মহত্যা করল। ‘উমার (রাঃ) আব্দুর রাহমান ইবনু আউফ (রাঃ)-এর হাত ধরে সামনে এগিয়ে দিলেন। ‘উমার (রাঃ)-এর নিকটে যারা ছিল শুধুমাত্র তারাই ব্যাপারটি দেখতে পেল। আর মসজিদের শেষে যারা ছিল তারা ব্যাপারটি এর অধিক বুঝতে পারল না যে, ‘উমার (রাঃ)-এর কন্ঠস্বর শুনা যাচ্ছে না। তাই তারা ‘‘সুবহানাল্লাহ সুবহানাল্লাহ’’ বলতে লাগলেন। আব্দুর রহমান ইবনু আউফ (রাঃ) তাঁদেরকে নিয়ে সংক্ষেপে সালাত আদায় করলেন। যখন মুসল্লীগণ চলে গেলেন, তখন ‘উমার (রাঃ) বললেন, হে ইবনু ‘আব্বাস (রাঃ) দেখ তো কে আমাকে আঘাত করল। তিনি কিছুক্ষণ অনুসন্ধান করে এসে

বললেন, মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ্ (রাঃ)-এর গোলাম (আবূ লুলু)। 'উমার (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ঐ কারিগর গোলামটি? তিনি বললেন, হাঁ। 'উমার (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্ তার সর্বনাশ করুন। আমি তার সম্পর্কে সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ্, আল্লাহ্ আমার মৃত্যু ইসলামের দাবীদার কোন ব্যক্তির হাতে ঘটান নি। হে ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) তুমি এবং তোমার পিতা মদিনায় কাফির গোলামের সংখ্যা বৃদ্ধি পছন্দ করতে। 'আব্বাস (রাঃ)-এর নিকট অনেক অমুসলিম গোলাম ছিল। ইবনু 'আব্বাস (রাঃ) বললেন, যদি আপনি চান তবে আমি কাজ করে ফেলি অর্থাৎ আমি তাদেরকে হত্যা করে ফেলি। 'উমার (রাঃ) বললেন, তুমি ভুল বলছ। কেননা তারা তোমাদের ভাষায় কথা বলে, তোমাদের কিবলামুখী হয়ে সালাত আদায় করে, তোমাদের মত হাজ্জ করে। অতঃপর তাঁকে তাঁর ঘরে নেয়া হল। আমরা তাঁর সঙ্গে চললাম। মানুষের অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছিল, ইতোপূর্বে তাদের উপর এত বড় মুসীবত আর আসেনি। কেউ কেউ বলছিলেন, ভয়ের কিছু নেই। আবার কেউ বলছিলেন, আমি তাঁর সম্পর্কে আশংকাবোধ করছি। অতঃপর খেজুরের শরবত আনা হল, তিনি তা পান করলেন। কিন্তু তা তার পেট হতে বেরিয়ে পড়ল। অতঃপর দুধ আনা হল, তিনি তা পান করলেন; তাও তার পেট হতে বেরিয়ে পড়ল। তখন সকলেই বুঝতে পারলেন, মৃত্যু তাঁর অবশ্যম্ভাবী। আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত হলাম। অন্যান্য লোকজনও আসতে শুরু করল। সকলেই তার প্রশংসা করতে লাগল। তখন যুবক বয়সী একটি লোক এসে বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন। আপনার জন্য আল্লাহর সু-সংবাদ রয়েছে; আপনি তা গ্রহণ করুন। আপনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাহচর্য গ্রহণ করেছেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগেই আপনি তা গ্রহণ করেছেন, যে সম্পর্কে আপনি নিজেই অবগত আছেন অতঃপর আপনি খলীফা হয়ে ন্যায় বিচার করেছেন।

অতঃপর আপনি শাহাদাত লাভ করেছেন। 'উমার (রাঃ) বললেন, আমি পছন্দ করি যে তা আমার জন্য ক্ষতিকর বা লাভজনক না হয়ে সমান সমান হয়ে যাক। যখন যুবকটি চলে যেতে উদ্যত হল তখন তার লুঙ্গিটি মাটি ছুঁয়ে যাচ্ছিল। 'উমার (রাঃ) বললেন, যুবকটিকে আমার নিকট ডেকে আন। তিনি বললেন- হে ভাতিজা! তোমার কাপড়টি উঠিয়ে নাও। এটা তোমার কাপড়ের পরিচ্ছন্নতার জন্য এবং তোমার রবের নিকটও পছন্দনীয়। হে 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার, তুমি হিসাব করে দেখ আমার ঋণের পরিমাণ কত। তাঁরা হিসাব করে দেখতে পেলেন ছিয়াশি হাজার (দিরহাম) বা এর কাছাকাছি। তিনি বললেন, যদি 'উমারের পরিবার পরিজনের মাল দ্বারা তা পরিশোধ হয়ে যায়, তবে তা দিয়ে পরিশোধ করে দাও। অন্যথায় আদি ইবনু কা'ব এর বংশধরদের নিকট হতে সাহায্য গ্রহণ কর। তাদের মাল দিয়েও যদি ঋণ পরিশোধ না হয় তবে কুরাইশ কবিলা হতে সাহায্য গ্রহণ করবে, এর বাহিরে কারো সাহায্য গ্রহণ করবে না। আমার পক্ষ হতে তাড়াতাড়ি ঋণ আদায় করে দাও। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশাহ (রাঃ)-এর খিদমতে তুমি যাও এবং বল 'উমার আপনাকে সালাম পাঠিয়েছে। 'আমীরুল মু'মিনীন' শব্দটি বলবে না। কেননা এখন আমি মু'মিনগণের আমীর নই। তাঁকে বল 'উমার ইব্ন খাত্তাব তাঁর সাথীদ্বয়ের পাশে দাফন হবার অনুমতি চাচ্ছেন। ইবনু 'উমার (রাঃ) 'আয়িশাহ (রাঃ)-এর খিদমতে গিয়ে সালাম জানিয়ে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি বললেন, প্রবেশ কর, তিনি দেখলেন, 'আয়িশাহ (রাঃ) বসে বসে কাঁদছেন। তিনি গিয়ে বললেন, 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ) আপনাকে সালাম পাঠিয়েছেন এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের পার্শ্বে দাফন হবার জন্য আপনার অনুমতি চেয়েছেন। 'আয়িশাহ (রাঃ) বললেন, তা আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল। কিন্তু আজ আমি এ ব্যাপারে আমার উপরে

তাঁকে অগ্রগণ্য করছি। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ), যখন ফিরে আসছেন তখন বলা হল- এই যে 'আবদুল্লাহ ফিরে আসছে। তিনি বললেন, আমাকে উঠিয়ে বসাও। তখন এক ব্যক্তি তাকে ঠেস দিয়ে বসিয়ে ধরে রাখলেন। 'উমার (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কী সংবাদ? তিনি বললেন, আমীরুল মু'মিনীন, আপনি যা কামনা করেছেন, তাই হয়েছে, তিনি অনুমতি দিয়েছেন। 'উমার (রাঃ) বললেন, আলহামদুলিল্লাহ। এর চেয়ে বড় কোন বিষয় আমার নিকট ছিল না। যখন আমার মৃত্যু হয়ে যাবে তখন আমাকে উঠিয়ে নিয়ে, তাঁকে আমার সালাম জানিয়ে বলবে, 'উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ) আপনার অনুমতি চাচ্ছেন। যদি তিনি অনুমতি দেন, তবে আমাকে প্রবেশ করাবে আর যদি তিনি অনুমতি না দেন তবে আমাকে সাধারণ মুসলিমদের গোরস্থানে নিয়ে যাবে। এ সময় উম্মুল মু'মিনীন হাফসাহ (রাঃ)-কে কতিপয় মহিলাসহ আসতে দেখে আমরা উঠে পড়লাম। হাফসাহ (রাঃ) তাঁর নিকট গিয়ে কিছুক্ষণ কাঁদলেন। অতঃপর পুরুষরা এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলে, তিনি ঘরের ভিতর গেলে ঘরের ভেতর হতেও আমরা তাঁর কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছিলাম। তাঁরা বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি ওয়াসিয়াত করুন এবং খলীফা মনোনীত করুন।

'উমার (রাঃ) বললেন, খিলাফতের জন্য এ কয়েকজন ছাড়া অন্য কাউকে আমি যোগ্যতম পাচ্ছি না, যাঁদের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ইন্তিকালের সময় রাযী ও খুশী ছিলেন। অতঃপর তিনি তাঁদের নাম বললেন, 'আলী, 'উসমান, যুবায়র, ত্বলহা, সা'দ ও 'আবদুর রাহমান ইবনু আউফ (রাঃ) এবং বললেন, 'আবদুল্লাহ্ ইবনু 'উমার (রাঃ) তোমাদের সঙ্গে থাকবে। কিন্তু সে খিলাফত লাভ করতে পারবে না। তা ছিল শুধু সান্ত্বনা মাত্র। যদি খিলাফতের দায়িত্ব সা'দের (রাঃ) উপর ন্যস্ত করা হয় তবে তিনি এর জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি। আর যদি তোমাদের মধ্যে অন্য কেউ খলীফা নির্বাচিত হন তবে তিনি যেন সর্ব বিষয়ে সা'দের সাহায্য ও পরামর্শ গ্রহণ করেন। আমি তাঁকে অযোগ্যতা বা খিয়ানতের কারণে অপসারণ করিনি। আমার পরের খলীফাকে আমি ওয়াসিয়াত করছি, তিনি যেন প্রথম যুগের মুহাজিরগণের হক সম্পর্কে সচেতন থাকেন, তাদের মান-সম্মান রক্ষায় সচেষ্ট থাকেন। এবং আমি তাঁকে আনসার সাহাবীগণের যাঁরা মুহাজিরগণের আসার আগে এই নগরীতে (মদিনায়) বসবাস করে আসছিলেন এবং ঈমান এনেছেন, তাঁদের প্রতি সদ্ব্যবহার করার ওয়াসিয়াত করছি যে তাঁদের মধ্যে নেককারগণের ওযর আপত্তি যেন গ্রহণ করা হয় এবং তাঁদের মধ্যে কারোর ভুলত্রুটি হলে তা যেন ক্ষমা করে দেয়া হয়। আমি তাঁকে এ ওয়সিয়াতও করছি যে, তিনি যেন রাজ্যের বিভিন্ন শহরের আধিবাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করেন। কেননা তাঁরাও ইসলামের হিফাযতকারী। এবং তারাই ধন-সম্পদের যোগানদাতা। তারাই শত্রুদের চোখের কাঁটা। তাদের হতে তাদের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে কেবলমাত্র তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ যেন যাকাত আদায় করা হয়। আমি তাঁকে পল্লীবাসীদের প্রতি সদ্ব্যবহার করারও ওয়াসিয়ত করছি। কেননা তারাই আরবের ভিত্তি এবং ইসলামের মূল শক্তি। তাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ এনে তাদের দরিদ্রদের মধ্যে যেন বিলিয়ে দেয়া হয়। আমি তাঁকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জিম্মীদের (অর্থাৎ সংখ্যা লঘু সম্প্রদায়) বিষয়ে ওয়াসিয়াত করছি যে, তাদের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার যেন পুরা করা হয়। তাদের পক্ষাবলম্বনে যেন যুদ্ধ করা হয়, তাদের শক্তি সামর্থ্যের অধিক জিযিয়া যেন চাপানো না হয়। 'উমার (রাঃ)-এর ইন্তিকাল হয়ে গেলে আমরা তাঁর লাশ নিয়ে পায়ে হেঁটে চললাম। 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাঃ) 'আয়িশাহ (রাঃ)-কে সালাম করলেন এবং

বললেন, ‘উমার ইবনু খাত্তাব (রাঃ) অনুমতি চাচ্ছেন। ‘আয়িশাহ (রাঃ) বললেন, তাকে প্রবেশ করাও। অতঃপর তাঁকে প্রবেশ করান হল এবং তাঁর সঙ্গীদ্বয়ের পার্শ্বে দাফন করা হল। যখন তাঁর দাফন কাজ শেষ হল, তখন ঐ ব্যক্তিবর্গ একত্রিত হলেন। তখন ‘আবদুর রাহমান (রাঃ) বললেন, তোমরা তোমাদের বিষয়টি তোমাদের মধ্য হতে তিনজনের উপর ছেড়ে দাও। তখন যুবায়র (রাঃ) বললেন, আমি আমার বিষয়টি ‘আলী (রাঃ)-এর উপর অর্পণ করলাম। ত্বলহা (রাঃ) বললেন, আমার বিষয়টি ‘উসমান (রাঃ)-এর উপর ন্যস্ত করলাম। সা‘দ (রাঃ) বললেন, আমার বিষয়টি ‘আবদুর রাহমান ইবনু আউফ (রাঃ)-এর উপর ন্যস্ত করলাম। অতঃপর ‘আবদুর রহমান (রাঃ) ‘উসমান ও ‘আলী (রাঃ)-কে বললেন, আপনাদের দু’জনের মধ্য হতে কে এই দায়িত্ব হতে অব্যাহতি পেতে ইচ্ছা করেন? এ দায়িত্ব অপর জনের উপর অর্পণ করব। আল্লাহ্ ও ইসলামের হক আদায় করা তাঁর অন্যতম দায়িত্ব হবে। কে অধিকতর যোগ্য সে সম্পর্কে দু’জনেরই চিন্তা করা উচিত। ব্যক্তিদ্বয় চুপ থাকলেন। তখন ‘আবদুর রাহমান (রাঃ) নিজেই বললেন, আপনারা এ দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত করতে পারেন কি? আল্লাহকে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি আপনাদের মধ্যকার যোগ্যতম ব্যক্তিকে নির্বাচিত করতে একটুও ত্রুটি করব না। তাঁরা উভয়ে বললেন, হাঁ। তাদের একজনের হাত ধরে বললেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে আপনার যে ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তা এবং ইসলাম গ্রহণে অগ্রগামিতা আছে তা আপনিও ভালভাবে জানেন। আল্লাহর ওয়াস্তে এটা আপনার জন্য জরুরী হবে যে, যদি আপনাকে খলীফা মনোনীত করি তাহলে আপনি ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। আর যদি ‘উসমান (রাঃ)-কে মনোনীত করি তবে আপনি তাঁর কথা শুনবেন এবং তাঁর প্রতি অনুগত থাকবেন। অতঃপর তিনি অপর জনের সঙ্গে একান্তে অনুরূপ কথা বললেন। এভাবে অঙ্গীকার গ্রহণ করে তিনি বললেন, হে ‘উসমান (রাঃ) আপনার হাত বাড়িয়ে দিন। তিনি [আবদুর রাহমান (রাঃ)], তাঁর হাতে বায়‘আত করলেন। অতঃপর ‘আলী (রাঃ) তাঁর উসমান (রাঃ)-এর বায়‘আত করলেন। অতঃপর মদিনাবাসীগণ এগিয়ে এসে সকলেই বায়‘আত করলেন। [193]

ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেন,

عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَذَكَرَ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ أَبَا بَكْرٍ قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ كَأَنَّ دِيكًا نَقَرَنِي ثَلاَثَ نَقَرَاتٍ وَإِنِّي لاَ أُرَاهُ إِلاَّ حُضُورَ أَجَلِي وَإِنَّ أَقْوَامًا يَأْمُرُونَنِي أَنْ أَسْتَخْلِفَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لِيُضَيِّعَ دِينَهُ وَلاَ خِلاَفَتَهُ وَلاَ الَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ فَالْخِلاَفَةُ شُورَى بَيْنَ هَؤُلاَءِ السِّتَّةِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ وَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقْوَامًا يَطْعَنُونَ فِي هَذَا الأَمْرِ أَنَا ضَرَبْتُهُمْ بِيَدِي هَذِهِ عَلَى الإِسْلاَمِ فَإِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ فَأُولَئِكَ أَعْدَاءُ اللَّهِ الْكَفَرَةُ الضُّلاَّلُ ثُمَّ إِنِّي لاَ أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا أَهَمَّ عِنْدِي مِنَ الْكَلاَلَةِ مَا رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شَىْءٍ مَا رَاجَعْتُهُ فِي الْكَلاَلَةِ وَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَىْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهِ حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي صَدْرِي فَقَالَ " يَا عُمَرُ أَلاَ تَكْفِيكَ آيَةُ الصَّيْفِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ " . وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ يَقْضِي بِهَا مَنْ يَقْرَأُ

[193] সহীহ বুখারী, নবী ﷺ-এর সাহাবীদের ফযীলত বিষয়ক অধ্যায়, ‘বাইআতের ঘটনা এবং উসমান ইবন আফফান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওপর সর্বসম্মত ঐকমত্য’ শীর্ষক অনুচ্ছেদ; এতে উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহুর শাহাদাতের ঘটনাও বর্ণিত হয়েছে। হাদীস নং: ৩৭০০।

الْقُرْآنَ وَمَنْ لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ عَلَى أُمَرَاءِ الأَمْصَارِ وَإِنِّي إِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ عَلَيْهِمْ لِيَعْدِلُوا عَلَيْهِمْ وَلِيُعَلِّمُوا النَّاسَ دِينَهُمْ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِمْ صلى الله عليه وسلم وَيَقْسِمُوا فِيهِمْ فَيْئَهُمْ وَيَرْفَعُوا إِلَىَّ مَا أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ مِنْ أَمْرِهِمْ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لاَ أَرَاهُمَا إِلاَّ خَبِيثَتَيْنِ هَذَا الْبَصَلَ وَالثُّومَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا .

মা'দান ইবনু আবূ ত্বলহাহ্ (রহঃ) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেনঃ) কোন এক জুমুআর দিন উমর ইবনুল খাত্ত্বাব খুতবাহ প্রদান করলেন। সে বক্তৃতায় তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আবূ বকরের কথা উল্লেখ করে বললেনঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম যেন একটি মোরগ আমাকে তিনটি ঠোকর দিল। আমি মনে করি এ স্বপ্নের অর্থ আমার মৃত্যু নিকটবর্তী হওয়া ছাড়া অন্য কিছু নয়। কিছু সংখ্যক লোক বলছে আমি যেন পরবর্তী খালীফাহ্ মনোনীত করে যাই (কিন্তু আমি যদি পরবর্তী খালীফাহ্ মনোনীত না করেও যাই তাহলেও কোন ক্ষতি নেই)। কেননা, (আমি বিশ্বাস করি) মহান আল্লাহ এ দীনকে এবং তার খিলাফাত ব্যবস্থাকে বরবাদ করবেন না। কিংবা যা দিয়ে তিনি তার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে পাঠিয়েছি তাও ব্যর্থ করে দিবেন না। খুব শীঘ্রই যদি আমার মৃত্যু হয় তাহলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তিকালের সময় পর্যন্ত যাদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন তাদের এ ছয়জনের* মধ্যে থেকে পরামর্শের ভিত্তিতে খিলাফাতের ব্যাপারে ফায়সালা হবে।

আমি জানি কিছু সংখ্যক লোক এ ব্যাপারে ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করে। আমি তাদের এ জন্য আমার নিজের এ হাতে শাস্তি দিয়েছি এরপরে আবারও যদি তারা অনুরূপ কাজ করে (এ ব্যাপারে ইসলামের বদনাম করে) তাহলে তারা আল্লাহর শত্রু, কাফির ও গোমরাহ। এছাড়া আরো একটি বিষয় আছে আমার পরে আমার দৃষ্টিতে কালালাহ বা উত্তরাধিকারবিহীন লোকের পরিত্যক্ত সম্পদের বিষয় ছাড়া সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ আর কোন বিষয়ই রেখে যাচ্ছি না।

(জেনে রেখো!) আমি কালালাহ বা উত্তরাধিকারবিহীন লোকের পরিত্যক্ত সম্পদ সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে যত বেশি জিজ্ঞেস করেছি অন্য কোন বিষয় সম্পর্কে এত জিজ্ঞেস করিনি আর তিনিও এ বিষয়ে আমাকে যত কঠোরভাবে বলেছেন আর কোন বিষয়েই তত কঠোরভাবে বলেননি। এমনকি তিনি আমার বুকের উপর তার আঙ্গুল ঠেসে ধরে বলেছেনঃ হে উমার! সূরাহ আন নিসার শেষের যে আয়াতটি গ্রীষ্মকালে অবতীর্ণ হয়েছিল (এ ব্যাপারে) সে আয়াতটিই কি তোমার জন্য যথেষ্ট নয়? আমি যদি আরো কিছু দিন বেঁচে থাকতাম তাহলে এ বিষয়ে (কালালাহ) এমন একটি ফায়সালা করতাম যা প্রত্যেকের মনের মতো হত। চাই সে কুরআন মাজীদ পড়ে থাকুন বা না পড়ে থাকুক।

তিনি [উমার (রাযিঃ) বললেনঃ হে আল্লাহ! আমি তোমাকে বিভিন্ন জনপদের উমারাদের (শাসনকর্তা) ব্যাপারে সাক্ষী রেখে বলছি, আমি তাদের উদ্দেশ্য ঐসব এলাকার লোকদের শাসনকর্তা করে পাঠিয়েছি যে তারা তাদের প্রতি ন্যায় বিচার করবে, লোকদের দীন সম্পর্কে শিক্ষাদান করবে, নবীর সুন্নাত সম্পর্কে অবহিত করবে এবং "ফাই" বা যুদ্ধের ময়দানে বিনাযুদ্ধে লব্ধ সম্পদ (সঠিকভাবে) বন্টন করে দিবে। আর তাদের কোন ব্যাপার কঠিন বা সমস্যাপূর্ণ হলে তা আমার কাছে জেনে নিবে।

হে লোকজন! আরেকটি কথা হলো, তোমরা দুটি (সবজি জাতীয়) গাছ খেয়ে থাকো; অর্থাৎ- পিয়াজ ও রসুন। আমি এ দুটি জিনিসকে অরুচিকর বলে মনে করি। আমি দেখেছি রসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের কোন লোকের মুখ থেকে ঐ দু'টি জিনিসের গন্ধ পেলে তাকে বের করে দিতে আদেশ করতেন। আর তাদেরকে বাকীর দিকে বের করে দেয়া হত। তবে কেউ এ দুটি জিনিস (পিয়াজ ও রসুন) খেতে চাইলে যেন রান্না করে গন্ধ দূর করে নেয়। [194]

তুমি কি আলীর শাহাদাতে আনন্দ প্রকাশ করছ?

عَنْ سُوَيْدِ بنِ غَفَلَةَ، قَالَ :كَانَتِ الخَثْعَمِيَّةُ تَحْتَ الحَسَنِ، فَلَمَّا قُتِلَ عَلِيٌّ، وَبُوْيِعَ الحَسَنُ، دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَتْ :لِتَهْنِكَ الخِلاَفَةُ.

فَقَالَ :أَظْهَرتِ الشَّمَاتَةَ بِقَتْلِ عَلِيًّا! أَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثاً.

فَقَالَتْ :وَاللهِ مَا أَرَدْتُ هَذَا.

ثُمَّ بَعَثَ إِلَيْهَا بِعِشْرِيْنَ أَلْفاً، فَقَالَتْ:

مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيْبٍ مُفَارِقِ (سير أعلام النبلاء)

সুওয়াইদ ইবনু গাফালা (রহ.) বলেন:

খাস'আম গোত্রের এক মহিলা ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর স্ত্রী ছিলেন। হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) শহীদ হওয়ার পর যখন ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাতে খেলাফতের বাইআত সম্পন্ন হলো, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে গেলেন।

স্ত্রী বললেন: "খিলাফত লাভের জন্য আপনাকে অভিনন্দন।"

ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বললেন: "তুমি কি আলীর শাহাদাতে আনন্দ প্রকাশ করছ?"

এরপর তিনি বললেন: "তোমাকে আমি তিন তালাক দিলাম।"

মহিলাটি বললেন: "আল্লাহর কসম! আমার উদ্দেশ্য তা ছিল না।"

এরপর ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর কাছে বিশ হাজার দিরহাম পাঠিয়ে দিলেন।

তখন মহিলাটি বললেন: "বিচ্ছিন্ন হতে যাওয়া এক প্রিয়জনের পক্ষ থেকে এ তো সামান্য উপহার!" — *সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা*।

عَنِ الحِرْمَازِيِّ :خَطبَ الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ بِالكُوْفَةِ، فَقَالَ:

إِنَّ الحِلْمَ زِينَةٌ، وَالوَقَارَ مُرُوءةٌ، وَالعَجَلَةَ سَفَهٌ، وَالسَّفَهَ ضَعْفٌ، وَمُجَالَسَةَ أَهْلِ الدَّنَاءةِ شَيْنٌ، وَمُخَالَطَةَ الفُسَّاقِ رِيْبَةٌ

زُهَيْرٌ :عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بنِ الأَصَمِّ:

قُلْتُ لِلْحَسَنِ :إِنَّ الشِّيْعَةَ تَزْعُمُ أَنَّ عَلِيّاً مَبْعُوْثٌ قَبْلَ يَوْمِ القِيَامَةِ.

قَالَ :كَذَبُوا وَاللهِ، مَا هَؤُلاَءِ بِالشِّيْعَةِ، لَوْ عَلِمْنَا أَنَّهُ مَبْعُوْثٌ مَا زَوَّجْنَا نِسَاءهُ، وَلاَ اقْتَسَمْنَا مَالَهُ (سير أعلام النبلاء)

হারমাযী (রহ.) বলেন:

[194] মুসলিম ৫৬৭।

ইমাম হাসান ইবনু আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কুফায় এক ভাষণে বলেন:

"সহিষ্ণুতা মানুষের সৌন্দর্য। গাম্ভীর্য ও স্থিরতা হলো মর্যাদার পরিচয়। তাড়াহুড়া নির্বুদ্ধিতা। নির্বুদ্ধিতা দুর্বলতার লক্ষণ। নীচ প্রকৃতির লোকদের সঙ্গ লজ্জার বিষয়। আর পাপাচারীদের সঙ্গে মেলামেশা সন্দেহ ও অপবাদের কারণ।"

যুহাইর (রহ.) আবু ইসহাক থেকে, তিনি আমর ইবনুল আসাম (রহ.) থেকে বর্ণনা করেন:

আমি ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললাম:

"শিয়াদের একটি দল দাবি করে যে, আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কিয়ামতের পূর্বে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসবেন।"

তিনি বললেন: "আল্লাহর কসম! তারা মিথ্যা বলেছে। তারা প্রকৃত শিয়া নয়। যদি আমরা জানতাম যে তিনি পুনরায় ফিরে আসবেন, তবে আমরা তাঁর স্ত্রীদের অন্যত্র বিবাহ দিতাম না এবং তাঁর সম্পদও উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টন করতাম না।" - *সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা*।

সন্ধির পথে ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু

قَالَ جَرِيرُ بنُ حَازِمٍ :قُتِلَ عَلِيٌّ، فَبَايَعَ أَهْلُ الكُوْفَةِ الحَسَنَ، وَأَحبُّوهُ أَشَدَّ مِنْ حُبِّ أَبِيْهِ.

وَقَالَ الكَلْبِيُّ :بُوْيِعَ الحَسَنُ، فَوَلِيَهَا سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَأَحَدَ عَشَرَ يَوْماً، ثُمَّ سَلَّمَ الأَمْرَ إِلَى مُعَاوِيَةَ.

وَقَالَ عَوَانَةُ بنُ الحَكَمِ :سَارَ الحَسَنُ حَتَّى نَزَلَ المَدَائِنَ، وَبَعثَ قَيْسَ بنَ سَعْدٍ عَلَى المُقَدَّمَاتِ، وَهُمُ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً، فَوَقَعَ الصَّائِحُ :قُتِلَ قَيْسٌ.

فَانْتَهَبَ النَّاسُ سُرَادِقَ الحَسَنِ، وَوَثَبَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنَ الخَوَارِجِ، فَطَعَنَهُ بِالخِنْجَرِ، فَوَثَبَ النَّاسُ عَلَى ذَلِكَ، فَقَتَلُوْهُ.

فَكَتبَ الحَسَنُ إِلَى مُعَاوِيَةَ فِي الصُّلْحِ (سير أعلام النبلاء)

জারীর ইবনু হাজিম (রহ.) বলেন:

হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) শাহাদাতবরণ করার পর কুফাবাসী ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাতে বাইআত করল। তারা তাঁকে তাঁর পিতার চেয়েও অধিক ভালোবাসত।

কালবী (রহ.) বলেন: ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণের পর সাত মাস এগারো দিন শাসন করেন। এরপর তিনি খেলাফতের দায়িত্ব হযরত মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে অর্পণ করেন।

আওয়ানাহ ইবনুল হাকাম (রহ.) বলেন:

ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অগ্রসর হয়ে মাদায়িন-এ অবস্থান নিলেন। তিনি কায়স ইবনু সা'দ (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে অগ্রবর্তী বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন। সেই বাহিনীতে ছিল বারো হাজার সৈন্য।

এমন সময় একটি গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে,

"কায়স নিহত হয়েছেন!"

এতে সৈন্যদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলো। তারা ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর শিবির লুট করতে শুরু করল।

এ অবস্থায় খারিজিদের এক ব্যক্তি তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি খঞ্জর দিয়ে আঘাত করল। তখন উপস্থিত লোকেরা সেই হামলাকারীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে হত্যা করল।

এরপর ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হযরত মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন। — *সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা*।

وَعَنْ يُوْنُسَ بنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيْهِ:

أَنَّ أَهْلَ العِرَاقِ لَمَّا بَايَعُوا الحَسَنَ، قَالُوا لَهُ :سِرْ إِلَى هَؤُلاَءِ الَّذِيْنَ عَصَوُا اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَارتَكَبُوا العَظَائِمَ، فَسَارَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ، وَأَقْبَلَ مُعَاوِيَةُ حَتَّى نَزَلَ جِسرَ مَنْبِجٍ، فَبَيْنَا الحَسَنُ بِالمَدَائِنِ، إِذْ نَادَى مُنَادٍ فِي عَسْكَرِهِ :أَلاَ إِنَّ قَيْسَ بنَ سَعْدٍ قَدْ قُتِلَ.

فَشَدَّ النَّاسُ عَلَى حُجْرَةِ الحَسَنِ، فَنَهَبُوْهَا حَتَّى انْتُهِبَتْ بُسطُهُ، وَأَخَذُوا رِدَاءهُ، وَطَعَنَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أَسَدٍ فِي ظَهرِهِ بِخِنْجَرٍ مَسْمُوْمٍ فِي أَلْيَتِهِ، فَتحوَّلَ، وَنَزَلَ قَصرَ كِسْرَى الأَبْيَضَ، وَقَالَ :عَلَيْكُم لَعنَةُ اللهِ مِنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ، قَدْ عَلِمْتُ أَنْ لاَ خَيرَ فِيْكُم، قَتلتُم أَبِي بِالأَمسِ، وَاليَوْمَ تَفْعَلُوْنَ بِي هَذَا.

ثُمَّ كَاتَبَ مُعَاوِيَةَ فِي الصُّلْحِ عَلَى أَنْ يُسلِّمَ لَهُ ثَلاَثَ خِصَالٍ :يُسلِّمَ لَهُ بَيْتَ المَالِ فَيَقْضِي مِنْهُ دَيْنَهُ وَمَوَاعِيدَهُ وَيَتحمَّلَ مِنْهُ هُوَ وَآلُهُ، وَلاَ يُسَبَّ عَلِيٌّ وَهُوَ يَسمَعُ، وَأَنْ يُحملَ إِلَيْهِ خَرَاجُ فَسَا وَدَرَابْجِرْدَ كُلَّ سَنَةٍ إِلَى المَدِيْنَةِ، فَأَجَابَهُ مُعَاوِيَةُ، وَأَعْطَاهُ مَا سَأَلَ (سير أعلام النبلاء)

ইউনুস ইবনু আবী ইসহাক (রহ.) তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন:

ইরাকবাসীরা যখন ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাতে বাইআত করল, তখন তারা তাঁকে বলল:

"আপনি সেই লোকদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হোন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়েছে এবং বড় বড় অপরাধে লিপ্ত হয়েছে।"

অতঃপর ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) শামবাসীদের দিকে রওনা হলেন। অপরদিকে হযরত মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অগ্রসর হয়ে মানবিজ সেতুর কাছে অবস্থান নিলেন।

ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) যখন মাদায়িনে অবস্থান করছিলেন, তখন তাঁর সেনাশিবিরে একজন ঘোষণাকারী চিৎকার করে বলল:

"শুনে রাখ! কায়স ইবনু সা'দ নিহত হয়েছেন।"

এতে সৈন্যদের মধ্যে তীব্র বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হলো। তারা ইমাম হাসানের তাঁবুর ওপর হামলা চালিয়ে লুটপাট শুরু করল। এমনকি তাঁর বিছানা-পত্রও লুট করে নিয়ে গেল এবং তাঁর গায়ের চাদরও ছিনিয়ে নিল।

এমন সময় বানু আসাদের এক ব্যক্তি বিষমাখানো খঞ্জর দিয়ে তাঁর নিতম্বের কাছে আঘাত করল।

এরপর তিনি সেখান থেকে সরে গিয়ে কিসরার সাদা প্রাসাদে আশ্রয় নিলেন এবং বললেন:

"তোমাদের ওপর আল্লাহর লা'নত বর্ষিত হোক, হে এক জনপদের লোকেরা! আমি তো আগেই জানতাম, তোমাদের মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই। গতকাল তোমরা আমার পিতাকে হত্যা করেছ, আর আজ আমার সঙ্গে এ আচরণ করছ!"

এরপর তিনি হযরত মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন। তিনি তিনটি শর্ত পেশ করলেন:

১. বায়তুল মালের সম্পদ তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হবে, যাতে তিনি তা থেকে নিজের ঋণ পরিশোধ করতে পারেন, পূর্বে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ করতে পারেন এবং নিজের পরিবার-পরিজনের ব্যয় নির্বাহ করতে পারেন।

২. তাঁর উপস্থিতিতে হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে গালি দেওয়া যাবে না।

৩. ফাসা ও দারাবজির্দ অঞ্চলের খরাজ (রাজস্ব) প্রতি বছর মদীনায় তাঁর কাছে পাঠানো হবে। হযরত মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করলেন এবং তিনি যা চেয়েছিলেন, তা মঞ্জুর করলেন। — *সিয়ার আ'লাম আন-নুবালা*।

৪১ হিজরিতে সন্ধির ৭ শর্ত

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

এটি সেই সন্ধিচুক্তি, যার ভিত্তিতে সাইয়্যিদুনা হাসান ইবন আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) মুয়াবিয়া ইবন আবি সুফিয়ানের সঙ্গে সমঝোতায় উপনীত হন।

১. তিনি মুসলমানদের শাসনভার তাঁর নিকট অর্পণ করেন এই শর্তে যে, তিনি আল্লাহ তাআলার কিতাব, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ এবং খুলাফায়ে রাশিদীন মাহদিয়্যীনের আদর্শ অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করবেন।

২. মুয়াবিয়া ইবন আবি সুফিয়ানের জন্য তাঁর পর কাউকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করা বৈধ হবে না; বরং তাঁর পরে মুসলমানদের পারস্পরিক পরামর্শ (শূরা)-এর মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্ধারিত হবে।

৩. শর্ত থাকে যে, আল্লাহর জমিনে যেখানেই মানুষ বসবাস করুক—শাম, ইরাক, হিজাজ কিংবা ইয়ামানে—সকলেই নিরাপদ থাকবে।

৪. আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর অনুসারী ও সমর্থকগণ যেখানে থাকুক না কেন, তাদের জান-মাল, স্ত্রী-পরিবার ও সন্তান-সন্ততির নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকবে।

৫. এ বিষয়ে মুয়াবিয়া ইবন আবি সুফিয়ান আল্লাহর অঙ্গীকার ও দৃঢ় প্রতিশ্রুতির অধীনে আবদ্ধ থাকবেন।

৬. তিনি সাইয়্যিদুনা হাসান ইবন আলী, তাঁর ভাই সাইয়্যিদুনা হুসাইন অথবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহলুল বাইতের কোনো সদস্যের বিরুদ্ধে গোপনে বা প্রকাশ্যে কোনো প্রকার ষড়যন্ত্র, অনিষ্ট বা ক্ষতির চেষ্টা করবেন না।

৭. এবং পৃথিবীর কোনো প্রান্তেই তাঁদের কাউকে ভয়ভীতি প্রদর্শন বা আতঙ্কগ্রস্ত করা হবে না।[195]

195

- শিহাবুদ্দীন শাইখুল ইসলাম আবুল আব্বাস আহমদ ইবন মুহাম্মদ ইবন আলী ইবন হাজর আল-হাইতামী আল-আনসারী (মৃত্যু ৯৭৪ হিজরি), *আস-সাওয়াইকুল মুহরিকাহ 'আলা আহলির রাফদ ওয়াদ-দালাল ওয়াজ-জান্দাকাহ*, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৯৯, প্রকাশনা: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, লেবানন, ১ম সংস্করণ, ১৪১৭ হিজরি / ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ২।

قال البلاذري ت 279 هـ :

هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ: صَالَحَهُ عَلَى أَنْ

1. يُسَلِّمَ إِلَيْهِ وِلَايَةَ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، عَلَى أَنْ يَعْمَلَ فِيهَا بِكِتَابِ اللَّهِ، وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ، وَسِيرَةِ الْخُلَفَاءِ الصَّالِحِينَ،
2. **وَعَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِمُعَاوِيَةَ أَنْ يَعْهَدَ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنْ يَكُونَ الْأَمْرُ شُورَى،**
3. وَالنَّاسُ آمِنُونَ حَيْثُ كَانُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَأَمْوَالِهِمْ، وَذَرَارِيِّهِمْ،
4. وَعَلَى أَنْ لَا يَبْغِيَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ غَائِلَةً سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً،
5. وَلَا يُخِيفَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ.

شَهِدَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ، وَعَمْرُو بْنُ سَلَمَةَ.[196]

ইমাম আল-বালাযুরী (মৃত্যু: ২৭৯ হিজরি) বলেন:

এটি সেই সন্ধিচুক্তি, যার ভিত্তিতে ইমাম হাসান ইবনু আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) ও মুয়াবিয়া ইবনু আবী সুফিয়ান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর মধ্যে সমঝোতা হয়েছিল। এর শর্তসমূহ ছিল—

1. ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর নিকট অর্পণ করবেন। তবে শর্ত হলো—তিনি আল্লাহর কিতাব, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সুন্নাহ এবং খুলাফায়ে সালেহীনের (সৎ ও ন্যায়পরায়ণ খলীফাদের) আদর্শ অনুযায়ী শাসন পরিচালনা করবেন।
2. মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর পরে কাউকে উত্তরসূরি (ওয়ালী আহদ) মনোনীত করবেন না; বরং তাঁর পর মুসলিমদের পারস্পরিক পরামর্শের (শূরা) মাধ্যমে পরবর্তী শাসক নির্ধারিত হবে।
3. সমগ্র মুসলিম জনগণ—যেখানেই তারা থাকুক না কেন—তাদের জীবন, সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকবে।
4. ইমাম হাসান ইবনু আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো ষড়যন্ত্র বা অনিষ্টসাধনের চেষ্টা করা হবে না।
5. তাঁর কোনো সাথী বা অনুসারীকেও ভয়ভীতি প্রদর্শন বা নির্যাতন করা হবে না।

এই চুক্তির সাক্ষী ছিলেন আবদুল্লাহ ইবনুল হারিস এবং আমর ইবনু সালামাহ।

সন্ধির পর ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর ভাষণ

قال ابنُ كَثِيْرٍ: وَذَكَرَ ابْنُ جَرِيرٍ أَنَّ عَمْرَو بْنَ الْعَاصِ أَشَارَ عَلَى مُعَاوِيَةَ أَنْ يَأْمُرَ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أَنْ يَخْطُبَ النَّاسَ وَيُعْلِمَهُمْ بِنُزُولِهِ عَنِ الْأَمْرِ لِمُعَاوِيَةَ، فَأَمَرَ مُعَاوِيَةُ الْحَسَنَ، فَقَامَ فِي النَّاسِ خَطِيبًا، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ بَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ وَالثَّنَاءِ عَلَيْهِ وَالصَّلَاةِ عَلَى رَسُولِهِ ﷺ: أَمَّا بَعْدُ، أَيُّهَا النَّاسُ، فَإِنَّ اللَّهَ هَدَاكُمْ بِأَوَّلِنَا، وَحَقَنَ دِمَاءَكُمْ

- আল্লামা আবু মুহাম্মদ আহমদ ইবন আ'ছাম আল-কূফী (মৃত্যু ৩১৪ হিজরি), *কিতাবুল ফুতূহ*, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৯০-২৯১, প্রকাশনা: দারুল আদওয়া, বৈরুত, ১৪১১ হিজরি।

196 أحمد بن يحيى بن جابر بن داود البَلَاذُري (ت ٢٧٩ هـ)، أنساب الأشراف ج3 ص 287، حققه وقدم له: سهيل زكار - رياض زركلي، الناشر: دار الفكر – بيروت، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٦ م، عدد الأجزاء: ١٣

بِآخِرِنَا، وَإِنَّ لِهَذَا الْأَمْرِ مُدَّةً، وَالدُّنْيَا دُوَلٌ، وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ لِنَبِيِّهِ ﷺ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ [الْأَنْبِيَاءِ: ١١١]. فَلَمَّا قَالَهَا غَضِبَ مُعَاوِيَةُ وَأَمَرَهُ بِالْجُلُوسِ، وَعَتَبَ عَلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فِي إِشَارَتِهِ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَزَلْ فِي نَفْسِهِ مِنْهُ لِذَلِكَ. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.[197]

ইমাম ইবনু কাসীর (রহিমাহুল্লাহ) বলেন:

ইবনু জারীর উল্লেখ করেছেন যে, আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে পরামর্শ দেন, যেন তিনি ইমাম হাসান ইবনু আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে জনগণের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে বলেন এবং তাঁদের জানিয়ে দেন যে, তিনি খেলাফতের দায়িত্ব মুয়াবিয়ার নিকট অর্পণ করেছেন।

অতঃপর মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইমাম হাসানকে ভাষণ দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি জনগণের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি দরূদ ও সালাম পেশ করার পর বলেন—

"হে মানুষ! আল্লাহ তাআলা আমাদের বংশের প্রথম ব্যক্তির (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর) মাধ্যমে তোমাদের হিদায়াত দান করেছেন, আর আমাদের বংশের শেষ ব্যক্তির (অর্থাৎ আমার) মাধ্যমে তোমাদের রক্তপাত বন্ধ করেছেন। এ বিষয়ের (শাসনক্ষমতার) একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে এবং দুনিয়ার শাসনক্ষমতা একের পর এক হাতবদল হতে থাকে। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী ﷺ-কে বলেছেন:

﴿وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ﴾

'আমি জানি না, হয়তো এটি তোমাদের জন্য একটি পরীক্ষা এবং নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ভোগের উপকরণ।' (সূরা আল-আম্বিয়া: ১১১)

ইমাম হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এ কথা বলার পর মুয়াবিয়া (রাদিয়াল্লাহু আনহু) অসন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে বসে যেতে বলেন। এরপর তিনি এ পরামর্শ দেওয়ার কারণে আমর ইবনুল আস (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর প্রতিও অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বলা হয়, এ ঘটনার কারণে তাঁর মনে আমর ইবনুল আসের প্রতি কিছুটা ক্ষোভ থেকে যায়। আল্লাহই সর্বাধিক অবগত।

ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুর একটি খুতবা

عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: خَطَبَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - خَاتَمَ الْأَوْصِيَاءِ، وَوَصِيَّ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَمِينَ الصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ، ثُمَّ قَالَ:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَقَدْ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ مَا سَبَقَهُ الْأَوَّلُونَ، وَلَا يُدْرِكُهُ الْآخِرُونَ، لَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُعْطِيهِ الرَّايَةَ، فَيُقَاتِلُ جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِهِ، فَمَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَلَقَدْ قَبَضَهُ اللَّهُ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي قُبِضَ فِيهَا وَصِيُّ مُوسَى، وَعُرِجَ بِرُوحِهِ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي عُرِجَ فِيهَا بِرُوحِ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَفِي اللَّيْلَةِ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِيهَا الْفُرْقَانَ، وَاللَّهِ مَا تَرَكَ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً، وَمَا فِي بَيْتِ مَالِهِ إِلَّا سَبْعُمِائَةٍ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا فَضَلَتْ مِنْ عَطَائِهِ، أَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا خَادِمًا لِأُمِّ كُلْثُومٍ.

---

[197] ابن كثير، البداية والنهاية، ج 11 ص 139 / تاريخ الطبري ج 5 ص 163 دار المعارف بمصر

ثُمَّ قَالَ: مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفْنِي فَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ - ﷺ -. ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ قَوْلُ يُوسُفَ: {وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ} [يوسف: ٣٨]

ثُمَّ أَخَذَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ: أَنَا ابْنُ الْبَشِيرِ، أَنَا ابْنُ النَّذِيرِ، وَأَنَا ابْنُ النَّبِيِّ، أَنَا ابْنُ الدَّاعِي إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، وَأَنَا ابْنُ السِّرَاجِ الْمُنِيرِ، وَأَنَا ابْنُ الَّذِي أُرْسِلَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِينَ افْتَرَضَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - مَوَدَّتَهُمْ وَوِلَايَتَهُمْ؛ فَقَالَ فِيمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ - ﷺ -: {قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى} [الشورى: ٢٣]) [198]

আবু তুফাইল (রহ.) বলেন:

ইমাম হাসান ইবনু আলী ইবনু আবী তালিব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর আলোচনা করে বললেন:

"তিনি ছিলেন ওসিয়্যদের (মনোনীত উত্তরসূরিদের) সর্বশেষ, নবীদের উত্তরাধিকারী (ওসী), সত্যনিষ্ঠদের ও শহীদদের বিশ্বস্ত আমানতদার।"

এরপর তিনি বললেন:

"হে লোকসকল! আজ তোমাদের মধ্য থেকে এমন এক ব্যক্তি বিদায় নিয়েছেন, যাঁর মর্যাদায় পূর্ববর্তীরা অগ্রসর হতে পারেননি এবং পরবর্তীরাও তাঁর সমকক্ষ হতে পারবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে যুদ্ধের পতাকা অর্পণ করতেন। তখন জিবরীল তাঁর ডান পাশে এবং মীকাঈল তাঁর বাম পাশে থেকে তাঁকে সহায়তা করতেন। তিনি যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে আসতেন না, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর হাতে বিজয় দান করতেন।"

তিনি আরও বলেন:

"আল্লাহ তাঁকে সেই রাতেই মৃত্যু দান করেছেন, যেদিন মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর উত্তরসূরি (ওসী) ইন্তিকাল করেছিলেন। আর তাঁর রূহ সেই রাতেই উঠিয়ে নেওয়া হয়েছে, যেদিন ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম)-এর রূহ উঠিয়ে নেওয়া হয়েছিল। আর সেই রাতেই আল্লাহ 'ফুরকান' (কুরআন) নাযিল করেছিলেন।"

এরপর তিনি বলেন:

"আল্লাহর কসম! তিনি কোনো স্বর্ণ বা রৌপ্য রেখে যাননি। তাঁর ব্যক্তিগত ভাণ্ডারে মাত্র সাতশত পঞ্চাশ দিরহাম অবশিষ্ট ছিল, যা তাঁর ভাতা থেকে বেঁচে গিয়েছিল। তিনি তা দিয়ে উম্মে কুলসুমের জন্য একজন খাদেম কিনতে চেয়েছিলেন।"

এরপর তিনি বললেন:

"যে আমাকে চেনে, সে তো চেনেই। আর যে আমাকে চেনে না, আমি মুহাম্মাদ ﷺ-এর পুত্র হাসান।"

এরপর তিনি ইউসুফ (আলাইহিস সালাম)-এর এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন:

﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾

---

198 أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي (ت ٨٠٧ هـ)، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ج 9 ص 146 رقم 14798 ، الناشر: مكتبة القدسي، القاهرة، عام النشر: ١٤١٤ هـ، ١٩٩٤ م، عدد الأجزاء: ١٠

"আমি আমার পিতৃপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকূবের ধর্ম অনুসরণ করেছি।" (সূরা ইউসুফ: ৩৮)

এরপর তিনি আল্লাহর কিতাব থেকে আরও আয়াত তিলাওয়াত করে বললেন:

"আমি সুসংবাদদাতার (বশীরের) পুত্র।

আমি সতর্ককারী (নযীর)-এর পুত্র।

আমি নবীর পুত্র।

আমি সেই মহান ব্যক্তির পুত্র, যিনি আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বান করেছেন।

আমি উজ্জ্বল প্রদীপের (সিরাজে মুনীর)-এর পুত্র।

আমি সেই মহান ব্যক্তির পুত্র, যিনি সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ প্রেরিত হয়েছেন।

আমি সেই আহলে বাইতের একজন, যাঁদের থেকে আল্লাহ অপবিত্রতা দূর করেছেন এবং তাঁদেরকে পরিপূর্ণরূপে পবিত্র করেছেন।

আমি সেই আহলে বাইতের একজন, যাঁদের প্রতি ভালোবাসা ও আনুগত্য আল্লাহ ফরজ করেছেন। এ সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ ﷺ-এর ওপর অবতীর্ণ কুরআনে বলেছেন:

﴿قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى﴾

"বলুন, আমি এর বিনিময়ে তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না; চাই কেবল নিকটাত্মীয়দের প্রতি ভালোবাসা।" (সূরা আশ-শূরা: ২৩)

قال الهيثمي: وَفِي رِوَايَةٍ :وَفِيهَا قُتِلَ يُوشَعُ بْنُ نُونٍ فَتَى مُوسَى.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالْكَبِيرِ بِاخْتِصَارٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ :لَيْلَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ.

وَأَبُو يَعْلَى بِاخْتِصَارٍ، وَالْبَزَّارُ بِنَحْوِهِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ :وَيُعْطِيهِ الرَّايَةَ، فَإِذَا حُمَّ الْوَغَى فَقَاتَلَ جِبْرِيلُ عَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ :وَكَانَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ مِنْ رَمَضَانَ.

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ بِاخْتِصَارٍ كَثِيرٍ، وَإِسْنَادُ أَحْمَدَ، وَبَعْضُ طُرُقِ الْبَزَّارِ، وَالطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ، حِسَانٌ.

হাইসামী (রহ.) বলেন:

আরেকটি বর্ণনায় এসেছে:

"এ রাতেই মূসা (আলাইহিস সালাম)-এর সঙ্গী ইউশা' ইবনু নূন নিহত হয়েছিলেন।"

এ হাদীসটি তাবারানী তাঁর *আল-মু'জামুল আওসাত* ও *আল-মু'জামুল কাবীর*-এ সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণনা করেছেন। তবে সেখানে উল্লেখ রয়েছে যে, ঘটনাটি রমযানের ২৭তম রজনীতে সংঘটিত হয়েছিল।

এছাড়া আবু ইয়ালা সংক্ষিপ্ত আকারে এবং বাযযার প্রায় একই ভাষায় বর্ণনা করেছেন। তবে বাযযারের বর্ণনায় রয়েছে:

"রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর হাতে যুদ্ধের পতাকা দিতেন। যুদ্ধ তীব্র আকার ধারণ করলে জিবরীল তাঁর ডান পাশে থেকে যুদ্ধ করতেন।"

আর বাযযারের বর্ণনায় এ-ও উল্লেখ আছে যে, ঘটনাটি রমযানের ২১তম রাতে ঘটেছিল।

ইমাম আহমদও এ হাদীসটি আরও সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদের সনদ, বাযযারের কিছু সূত্র এবং তাবারানীর *আল-মু'জামুল কাবীর*-এর সনদসমূহ হাসান (গ্রহণযোগ্য) পর্যায়ের।

৪৯ / ৫০ / ৫১ হিজরিতে হাসান ইবন আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর দাফনের ঘটনা

ইমাম যাহাবী তাঁর *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা* গ্রন্থে বলেন:

وَرَوَيْنَا مِنْ وُجُوْهٍ: أَنَّ الحَسَنَ لَمَّا احتُضِرَ، قَالَ لِلْحُسَيْنِ:

يَا أَخِي! إِنَّ أَبَاكَ لَمَّا قُبِضَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اسْتَشْرَفَ لِهَذَا الأَمْرِ، فَصَرَفَهُ اللهُ عَنْهُ، فَلَمَّا احْتُضِرَ أَبُو بَكْرٍ، تَشَرَّفَ أَيْضاً لَهَا، فَصُرِفَتْ عَنْهُ إِلَى عُمَرَ، فَلَمَّا احتُضِرَ عُمَرُ، جَعَلَهَا شُوْرَى، أَبِي أَحَدُهُم، فَلَمْ يَشُكَّ أَنَّهَا لاَ تَعْدُوْهُ، فَصُرِفَتْ عَنْهُ إِلَى عُثْمَانَ، فَلَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ، بُوْيِعَ، ثُمَّ نُوزِعَ حَتَّى جَرَّدَ السَّيْفَ وَطَلَبَهَا، فَمَا صَفَا لَهُ شَيْءٌ مِنْهَا، وَإِنِّي -وَاللهِ - مَا أَرَى أَنْ يَجْمَعَ اللهُ فِيْنَا - أَهْلَ البَيْتِ - النُّبُوَّةَ وَالخِلاَفَةَ؛ فَلاَ أَعْرِفَنَّ مَا اسْتَخَفَّكَ سُفَهَاءُ أَهْلِ الكُوْفَةِ، فَأَخرَجُوكَ، وَقَدْ كُنْتُ طَلَبتُ إِلَى عَائِشَةَ أَنْ أُدفَنَ فِي حُجرَتِهَا؛ فَقَالَتْ :نَعَمْ، وَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلَّ ذَلِكَ كَانَ مِنْهَا حَيَاءً، فَإِذَا مَا مِتُّ، فَاطلُبْ ذَلِكَ إِلَيْهَا، وَمَا أَظنُّ القَوْمَ إِلاَّ سَيَمنعُوْنَكَ، فَإِنْ فَعَلُوا، فَادْفِنِّي فِي البَقِيْعِ.

فَلَمَّا مَاتَ، قَالَتْ عَائِشَةُ :نَعَمْ، وَكَرَامَةٌ.

فَبَلَغَ ذَلِكَ مَرْوَانَ، فَقَالَ :كَذَبَ وَكَذَبَتْ، وَاللهِ لاَ يُدفَنُ هُنَاكَ أَبَداً؛ مَنَعُوا عُثْمَانَ مِنْ دَفْنِهِ فِي المَقْبُرَةِ، وَيُرِيْدُوْنَ دَفْنَ حَسَنٍ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ.

فَلَبِسَ الحُسَيْنُ وَمَنْ مَعَهُ السِّلاَحَ، وَاسْتَلأَمَ مَرْوَانُ أَيْضاً فِي الحَدِيدِ، ثُمَّ قَامَ فِي إِطفَاءِ الفِتْنَةِ أَبُو هُرَيْرَةَ

"বিভিন্ন সূত্রে আমাদের কাছে বর্ণিত হয়েছে যে, যখন সাইয়্যিদুনা হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মৃত্যুশয্যায় উপনীত হলেন, তখন তিনি তাঁর ভাই সাইয়্যিদুনা হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন:

'হে আমার ভাই! যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তিকাল করেন, তখন তোমার পিতা এ নেতৃত্বের ব্যাপারে আশা পোষণ করেছিলেন; কিন্তু আল্লাহ তা তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে দেন। এরপর যখন আবু বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মৃত্যুশয্যায় উপনীত হলেন, তখনও তিনি এর আশা করেছিলেন; কিন্তু তা তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর দিকে দেওয়া হয়। তারপর যখন উমর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) মৃত্যুশয্যায় উপনীত হলেন, তখন তিনি বিষয়টিকে শূরার হাতে ন্যস্ত করেন। তোমার পিতা ছিলেন সেই শূরার সদস্যদের একজন। তিনি মনে করেছিলেন যে এটি তাঁকে অতিক্রম করবে না; কিন্তু তা তাঁর কাছ থেকে সরিয়ে উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর দিকে দেওয়া হয়।

অতঃপর যখন উসমান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) শহীদ হলেন, তখন তোমার পিতার হাতে বাইআত করা হয়। কিন্তু পরে তাঁর বিরোধিতা করা হয়। অবশেষে তিনি তরবারি ধারণ করেন এবং এর জন্য সংগ্রাম করেন; তবুও এর কোনো বিষয়ই তাঁর জন্য সম্পূর্ণ শান্ত ও স্থিতিশীল হয়নি।

আল্লাহর কসম! আমি মনে করি না যে আল্লাহ আমাদের আহলুল বাইতের জন্য নবুওয়াত ও খিলাফত—উভয়টিই একত্র করবেন।

সুতরাং আমি যেন না জানতে পারি যে কুফাবাসীদের নির্বোধরা তোমাকে প্ররোচিত করেছে এবং তোমাকে বের করে এনেছে।

আমি পূর্বে আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর কাছে আবেদন করেছিলাম, যেন আমাকে তাঁর কক্ষে দাফন করা হয়। তিনি সম্মতি দিয়েছিলেন। তবে আমি জানি না, হয়তো তিনি লজ্জাবশত তা বলেছিলেন। তাই আমি মৃত্যুবরণ করলে তুমি আবার তাঁর কাছে এ বিষয়ে অনুমতি চাইবে। তবে আমার ধারণা, লোকেরা তোমাকে তা করতে দেবে না। যদি তারা বাধা দেয়, তাহলে আমাকে জান্নাতুল বাকি'তে দাফন করবে।'

অতঃপর যখন সাইয়্যিদুনা হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইন্তিকাল করলেন, তখন আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বললেন: "হ্যাঁ, এবং এটি হবে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন।"

এই সংবাদ যখন মারওয়ানের কাছে পৌঁছল, তখন সে বলল: "সে মিথ্যা বলেছে, আর তিনিও মিথ্যা বলেছেন। আল্লাহর কসম! তাঁকে কখনো সেখানে দাফন করা হবে না। উসমানকে কবরস্থানে দাফন করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল, আর এখন তারা হাসানকে আয়িশার ঘরে দাফন করতে চায়!"

তখন সাইয়্যিদুনা হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এবং তাঁর সঙ্গীরা অস্ত্র ধারণ করলেন। অপরদিকে মারওয়ানও যুদ্ধের প্রস্তুতি নিল এবং বর্ম পরিধান করল।

এরপর ফিতনা ও সংঘর্ষ নিবারণের জন্য আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এগিয়ে এলেন।[199]

ইবনু আবদিল বার *আল-ইস্তী'আব* গ্রন্থে বলেন:

فَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنُ أَتَى الْحُسَيْنُ عَائِشَةَ، فَطَلَبَ ذَلِكَ إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: نَعَمْ وَكَرَامَةً. فَبَلَغَ ذَلِكَ مَرْوَانَ، فَقَالَ مَرْوَانُ: كَذَبَ وَكَذَبَتْ، وَاللَّهِ لَا يُدْفَنُ هُنَاكَ أَبَدًا، مَنَعُوا عُثْمَانَ مِنْ دَفْنِهِ فِي الْمَقْبَرَةِ، وَيُرِيدُونَ دَفْنَ الْحَسَنِ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ!

فَبَلَغَ ذَلِكَ الْحُسَيْنَ، فَدَخَلَ هُوَ وَمَنْ مَعَهُ فِي السِّلَاحِ، فَبَلَغَ ذَلِكَ مَرْوَانَ، فَاسْتَلْأَمَ فِي الْحَدِيدِ أَيْضًا، فَبَلَغَ ذَلِكَ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا ظُلْمٌ، يُمْنَعُ الْحَسَنُ أَنْ يُدْفَنَ مَعَ أَبِيهِ، وَاللَّهِ إِنَّهُ لَابْنُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.

ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْحُسَيْنِ فَكَلَّمَهُ وَنَاشَدَهُ اللَّهَ، وَقَالَ لَهُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ أَخُوكَ:

»إِنْ خِفْتَ أَنْ يَكُونَ قِتَالٌ فَرُدَّنِي إِلَى مَقْبَرَةِ الْمُسْلِمِينَ.

فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى فَعَلَ، وَحَمَلَهُ إِلَى الْبَقِيعِ، فَلَمْ يَشْهَدْهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ، وَكَانَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرًا عَلَى الْمَدِينَةِ، فَقَدَّمَهُ الْحُسَيْنُ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ، وَقَالَ: هِيَ السُّنَّةُ.

وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ نَاشَدَ بَنِي أُمَيَّةَ أَنْ يُخَلُّوهُ يُشَاهِدُ الْجَنَازَةَ، فَتَرَكُوهُ، فَشَهِدَ دَفْنَهُ فِي الْمَقْبَرَةِ، وَدُفِنَ إِلَى جَنْبِ أُمِّهِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَنْ بَنِيهَا أَجْمَعِينَ.

"যখন সাইয়্যিদুনা হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ইন্তিকাল করলেন, তখন সাইয়্যিদুনা হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) আয়িশা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর নিকট এসে এ বিষয়ে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। তিনি বললেন:

'হ্যাঁ, অবশ্যই এবং এটি আমার জন্য সম্মানের বিষয়।'

এই সংবাদ মারওয়ানের কাছে পৌঁছলে সে বলল: 'সে মিথ্যা বলেছে, আর সেও (আয়িশা) মিথ্যা বলেছে। আল্লাহর কসম! তাঁকে কখনো সেখানে দাফন করা হবে না। উসমানকে কবরস্থানে

[199] শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবন আহমদ ইবন উসমান আয-যাহাবী (মৃত্যু ৭৪৮ হিজরি), *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা*, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ২৭৮–২৭৯, প্রকাশনা: মুআসসাসাতুর রিসালাহ, ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ২৫।

দাফন করতে বাধা দেওয়া হয়েছিল, আর এখন তারা হাসানকে আয়িশার ঘরে দাফন করতে চায়!'

এ কথা হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে পৌঁছলে তিনি এবং তাঁর সঙ্গীরা অস্ত্র ধারণ করলেন। অপরদিকে মারওয়ানের কাছেও এ খবর পৌঁছলে সেও যুদ্ধের প্রস্তুতি হিসেবে বর্ম পরিধান করল।

এ সময় আবু হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে বিষয়টি পৌঁছলে তিনি বললেন:

'আল্লাহর কসম! এটি তো স্পষ্ট অন্যায়। হাসানকে তাঁর পিতার পাশে দাফন করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে! আল্লাহর কসম! তিনি তো রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর দৌহিত্র।'

অতঃপর তিনি হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর কাছে গেলেন এবং তাঁর সঙ্গে কথা বললেন। তিনি তাঁকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন এবং বললেন:

'তোমার ভাই কি বলেননি— "যদি তুমি আশঙ্কা কর যে আমার কারণে যুদ্ধ-বিগ্রহ হবে, তবে আমাকে মুসলমানদের সাধারণ কবরস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যেও"?'

তিনি এভাবে তাঁকে বুঝাতে থাকলেন, অবশেষে হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তা মেনে নিলেন। অতঃপর সাইয়্যিদুনা হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে জান্নাতুল বাকি'তে নিয়ে যাওয়া হলো।

সেদিন বনী উমাইয়ার মধ্যে কেবল সাঈদ ইবনুল আস জানাজায় উপস্থিত ছিলেন। সে সময় তিনি মদিনার আমীর ছিলেন। হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তাঁকেই জানাজার নামাজ পড়ানোর জন্য সামনে এগিয়ে দিলেন এবং বললেন: 'এটাই সুন্নাহ।'

আর খালিদ ইবনুল ওয়ালিদ ইবন উকবা বনী উমাইয়ার লোকদের কাছে অনুরোধ করলেন, যেন তাঁকে জানাজায় উপস্থিত থাকার সুযোগ দেওয়া হয়। তারা তাঁকে অনুমতি দিল। ফলে তিনি জানাজায় অংশগ্রহণ করেন এবং কবরস্থানে দাফনের সময়ও উপস্থিত ছিলেন।

অবশেষে সাইয়্যিদুনা হাসান (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে তাঁর মাতা সাইয়্যিদাহ ফাতিমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-এর পাশে দাফন করা হয়।

আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। [200]

আহলে বায়তের অধিকার ও তাঁদের মান মর্যাদা সম্পর্কে কয়েকজন ইমামের বক্তব্য

আহলুস সুন্নাহর ইমাম, ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল (রহ.) (মৃত্যু: ২৪১ হি.) বলেছেন:

أجمع تسِعونَ رَجُلًا من التابعينَ، وأئمَّةِ المُسلِمين، وأئمَّةِ السَّلَفِ، وفُقهاءِ الأمصارِ، على أنَّ السُّنَّةَ التي توفِّيَ عنها رسولُ اللهِ ﷺ:... التَرَحُّمُ على جميعِ أصحابِ رَسولِ اللهِ ﷺ، وعلى أولادِه وأزواجِه وأصهارِه، رِضوانُ اللهِ عليهم أجمعينَ. فهذه السُّنَّةُ الزَموها تسْلَمُوا، أخذُها هُدًى، وتركُها ضلالةٌ [201]

---

[200] ইমাম আবু উমর ইউসুফ ইবন আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ ইবন আবদিল বার আন-নামারী আল-কুরতুবী (মৃত্যু ৪৬৩ হিজরি), *আল-ইস্তী'আব ফী মা'রিফাতিল আসহাব*, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩৯২, প্রকাশনা: দারুল জীল, বৈরুত, প্রথম সংস্করণ, ১৪১২ হিজরি / ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দ, মোট খণ্ড: ৪।

[201] أبو الحسين، محمد بن أبي يعلى ت 526 هـ ، طبقات الحنابلة، ج1 ص130-131، الناشر: مطبعة السنة المحمدية – القاهرة، عام النشر: ١٣٧١ هـ - ١٩٥٢ م، عدد الأجزاء: ٢

“নব্বইজন তাবেয়ী, মুসলিমদের ইমামগণ, সালাফের ইমামগণ এবং বিভিন্ন অঞ্চলের ফকীহগণ এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যে সুন্নাহর ওপর ইন্তিকাল করেছেন, তার অন্তর্ভুক্ত হলো— রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সকল সাহাবীর জন্য, তাঁর সন্তানদের জন্য, তাঁর স্ত্রীদের জন্য এবং তাঁর জামাতাদের (আত্মীয়-স্বজনের) জন্য রহমতের দোয়া করা—আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। এটাই সুন্নাহ। তোমরা একে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরো, তাহলে নিরাপদ থাকবে। একে গ্রহণ করা হিদায়াত, আর একে পরিত্যাগ করা গোমরাহী।

ইমাম আবু জা'ফর আত-তাহাবী (রহ.) (মৃত্যু: ৩২১ হি.) তাঁর আকীদাহগ্রন্থে বলেন:

وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَا نُفَرِّطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وطغيان

وَمَنْ أَحْسَنَ الْقَوْلَ فِي أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ مِنْ كُلِّ دَنَسٍ وَذُرِّيَّاتِهِ الْمُقَدَّسِينَ مِنْ كُلِّ رِجْسٍ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ النِّفَاقِ

وَعُلَمَاءُ السَّلَفِ مِنَ السَّابِقِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِينَ أَهْلِ الْخَيْرِ وَالْأَثَرِ وَأَهْلِ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ لَا يُذْكَرُونَ إِلَّا بِالْجَمِيلِ وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ فهو على غير السبيل

“আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সকল সাহাবীকে ভালোবাসি। তাঁদের কাউকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে আমরা বাড়াবাড়ি করি না এবং তাঁদের কাউকেও বর্জন করি না। যে ব্যক্তি তাঁদের ঘৃণা করে এবং তাঁদের সম্পর্কে মন্দ কথা বলে, আমরা তাকেও ঘৃণা করি। আমরা তাঁদের সম্পর্কে কেবল কল্যাণকর কথাই বলি। তাঁদের ভালোবাসা হলো দ্বীন, ঈমান ও ইহসানের অংশ। আর তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা কুফর, নিফাক ও সীমালঙ্ঘন।”

“যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সাহাবীগণ, তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণ—যাঁরা সকল অপবিত্রতা থেকে পবিত্র—এবং তাঁর পবিত্র বংশধরগণ—যাঁরা সকল অপবিত্রতা থেকে পবিত্র—তাঁদের সম্পর্কে উত্তম কথা বলে, সে নিফাক থেকে মুক্ত।”

“সালাফের অগ্রগামী আলিমগণ এবং তাঁদের পরবর্তী সৎ তাবেয়ীগণ, হাদীস ও আছারের ইমামগণ, ফিকহ ও গবেষণার আলিমগণ—তাঁদের সম্পর্কে কেবল সুন্দর কথাই বলা হবে। আর যে ব্যক্তি তাঁদের সম্পর্কে মন্দ কথা বলে, সে সঠিক পথের ওপর নেই।

ইমাম আবু বকর আল-আজুররী (রহ.) (মৃত্যু: ৩৬০ হি.) তাঁর *আশ-শারীআহ* গ্রন্থে বলেন:

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ رَحِمَهُ اللَّهُ :وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ مَحَبَّةُ أَهْلِ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: بَنُو هَاشِمٍ , عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَوَلَدُهُ وَذُرِّيَّتُهُ , وَفَاطِمَةُ وَوَلَدُهَا وَذُرِّيَّتُهَا , وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ وَأَوْلَادُهُمَا وَذُرِّيَّتُهَا , وَجَعْفَرٌ الطَّيَّارُ وَوَلَدُهُ وَذُرِّيَّتُهُ , وَحَمْزَةُ وَوَلَدُهُ , وَالْعَبَّاسُ وَوَلَدُهُ وَذُرِّيَّتُهُ , رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ , هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ , وَاجِبٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَحَبَّتُهُمْ وَإِكْرَامُهُمْ وَاحْتِمَالُهُمْ وَحُسْنُ مُدَارَاتِهِمْ , وَالصَّبْرُ عَلَيْهِمْ , وَالدُّعَاءُ لَهُمْ , فَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ أَوْلَادِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ , فَقَدْ تَخَلَّقَ بِأَخْلَاقِ سَلَفِهِ الْكِرَامِ الْأَخْيَارِ الْأَبْرَارِ , وَمَنْ تَخَلَّقَ مِنْهُمْ بِمَا لَا يُحْسِنُ مِنَ الْأَخْلَاقِ , دُعِيَ لَهُ بِالصَّلَاحِ وَالصِّيَانَةِ وَالسَّلَامَةِ , وَعَاشَرَهُ أَهْلُ الْعَقْلِ وَالْأَدَبِ بِأَحْسَنِ الْمُعَاشَرَةِ وَقِيلَ لَهُ :نَحْنُ نُجِلُّكَ عَنْ أَنْ تَتَخَلَّقَ بِأَخْلَاقٍ لَا تُشْبِهُ سَلَفَكَ الْكِرَامَ الْأَبْرَارَ , وَنَغَارُ لِمِثْلِكَ أَنْ يَتَخَلَّقَ بِمَا تَعْلَمُ أَنَّ سَلَفَكَ الْكِرَامَ الْأَبْرَارَ لَا

يَرْضَوْنَ بِذَلِكَ , فَمِنْ مَحَبَّتِنَا لَكَ أَنْ نُحِبَّ لَكَ أَنْ تَتَخَلَّقَ بِمَا هُوَ أَشْبَهُ بِكَ , وَهِيَ الْأَخْلَاقُ الشَّرِيفَةُ الْكَرِيمَةُ , وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ لِذَلِكَ [202]

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হুসাইন (রহ.) বলেন:

প্রত্যেক মুমিন নর-নারীর ওপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহলে বাইতকে ভালোবাসা অপরিহার্য। তাঁরা হলেন: বানু হাশিম; আলী ইবনু আবী তালিব, তাঁর সন্তান ও বংশধরগণ; ফাতিমা, তাঁর সন্তান ও বংশধরগণ; হাসান ও হুসাইন এবং তাঁদের সন্তান ও বংশধরগণ; জাফর আত-তাইয়ার, তাঁর সন্তান ও বংশধরগণ; হামযা ও তাঁর সন্তানগণ; আব্বাস, তাঁর সন্তান ও বংশধরগণ—আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন। এঁরাই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহলে বাইত।

মুসলিমদের ওপর তাঁদেরকে ভালোবাসা, সম্মান করা, তাঁদের মর্যাদা রক্ষা করা, তাঁদের সঙ্গে উত্তম আচরণ করা, তাঁদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করা এবং তাঁদের জন্য দোয়া করা অপরিহার্য। তাঁদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে যে ব্যক্তি সৎ ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হবে, সে তার সম্মানিত, সৎ ও নেককার পূর্বপুরুষদের চরিত্রই ধারণ করেছে।

আর তাঁদের মধ্যে যদি কেউ এমন কোনো চরিত্র গ্রহণ করে, যা শোভনীয় নয়, তবে তার জন্য সংশোধন, হিফাজত ও কল্যাণের দোয়া করা হবে। জ্ঞানী ও শিষ্টাচারসম্পন্ন ব্যক্তিরা তার সঙ্গে সর্বোত্তম আচরণ করবেন এবং তাকে বলবেন:

‘আমরা তোমাকে এর চেয়ে অনেক বেশি মর্যাদাবান মনে করি যে, তুমি এমন চরিত্র ধারণ করবে, যা তোমার সম্মানিত ও নেককার পূর্বপুরুষদের চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমরা তোমার মর্যাদার প্রতি ঈর্ষান্বিত (অর্থাৎ তোমার সম্মান রক্ষায় সচেষ্ট); তাই চাই না যে তুমি এমন আচরণ করো, যা তোমার সেই মহান পূর্বপুরুষরা কখনো পছন্দ করতেন না। তোমার প্রতি আমাদের ভালোবাসার কারণেই আমরা চাই, তুমি এমন মহান ও সম্মানিত চরিত্রে সুশোভিত হও, যা তোমার বংশ-মর্যাদার সঙ্গে অধিকতর মানানসই।’

আর এ তাওফীক দানকারী একমাত্র আল্লাহ।

জামালুদ্দীন আল-গজনবী আল-হানাফী (রহ.) (মৃত্যু: ৫৯৩ হি.) বলেন:

نحن نحِبُّ أهلَ بَيتِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، وأزواجَه وذُرِّيَّاتِه وقراباتِه، والصَّحابةَ أجمعينَ، ونَذكُرُهم بالخيرِ، ونُثني عليهم، وندعو لهم بالخيرِ، ونترحَّمُ عليهم، ولا نُفرِطُ في حُبِّ أحدٍ منهم، ولا نتبرَّأُ مِن أحَدٍ منهم، ونحِبُّ مَن يحِبُّهم، ونُبغِضُ من يُبغِضُهم، ومن ذَكَرهم بسُوءٍ فهو على غيرِ السَّبيلِ، وحُبُّهم دينٌ وإيمانٌ، وبُغضُهم كُفرٌ وطُغيانٌ، ونحسِنُ القَولَ فيهم، ونَسكُتُ عما جرى بينهم، رَضِيَ اللهُ عنهم أجمعينَ [203]

আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহলে বাইত, তাঁর স্ত্রীগণ, তাঁর বংশধরগণ, তাঁর নিকটাত্মীয়গণ এবং সকল সাহাবীকে ভালোবাসি। আমরা তাঁদের সম্পর্কে উত্তম কথা বলি, তাঁদের প্রশংসা করি, তাঁদের জন্য কল্যাণের দোয়া করি এবং তাঁদের প্রতি আল্লাহর রহমতের প্রার্থনা করি।

---

[202] أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآجُرّيُّ البغدادي (ت ٣٦٠ هـ)، الشريعة، ج5 ص 2276، الناشر: دار الوطن – الرياض، الطبعة: الثانية، ١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م، عدد الأجزاء: ٥

[203] جمال الدين أحمد بن محمد بن سعيد الغزنوي الحنفي (ت ٥٩٣هـ)، كتاب أصول الدين، الناشر: دار البشائر الإسلامية - بيروت – لبنان، الطبعة: الأولى، ١٤١٩ – ١٩٩٨، عدد الصفحات: ٣١٦

আমরা তাঁদের কাউকে ভালোবাসার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করি না এবং তাঁদের কাউকেই বর্জন করি না। আমরা তাঁদেরকে ভালোবাসে এমন ব্যক্তিকে ভালোবাসি এবং তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে এমন ব্যক্তিকে ঘৃণা করি।

যে ব্যক্তি তাঁদের সম্পর্কে মন্দ কথা বলে, সে সঠিক পথের ওপর নেই। তাঁদের ভালোবাসা দ্বীন ও ঈমানের অংশ, আর তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা কুফর ও সীমালঙ্ঘন।

আমরা তাঁদের সম্পর্কে উত্তম কথাই বলি এবং তাঁদের পারস্পরিক মতভেদ ও ঘটনাবলী সম্পর্কে নীরবতা অবলম্বন করি। আল্লাহ তাঁদের সকলের প্রতি সন্তুষ্ট হোন।

ইমাম আবদুর রউফ আল-মুনাভী (রহ.) (মৃত্যু: ১০৩১ হি.) বলেন:

(إِنَّ مَثَلَ أَهْلِ بَيْتِي) فَاطِمَةُ وَعَلِيٌّ وَابْنَاهُمَا وَبَنُوهُمَا، أَهْلُ الْعَدْلِ وَالدِّيَانَةِ، (فِيكُمْ مَثَلُ سَفِينَةِ نُوحٍ، مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ). وَجْهُ التَّشْبِيهِ أَنَّ النَّجَاةَ ثَبَتَتْ لِأَهْلِ السَّفِينَةِ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ، فَأَثْبَتَ الْمُصْطَفَى ﷺ لِأُمَّتِهِ بِالتَّمَسُّكِ بِأَهْلِ بَيْتِهِ النَّجَاةَ، وَجَعَلَهُمْ وَصْلَةً إِلَيْهَا. وَمَحْصُولُهُ: الْحَثُّ عَلَى التَّعَلُّقِ بِحُبِّهِمْ وَحُبِّهِمْ، وَإِعْظَامِهِمْ شُكْرًا لِلنِّعْمَةِ، وَتَشْرِيفِهِمْ، وَالْأَخْذِ بِهَدْيِ عُلَمَائِهِمْ. فَمَنْ أَخَذَ بِذَلِكَ نَجَا مِنْ ظُلُمَاتِ الْمُخَالَفَةِ، وَأَدَّى شُكْرَ النِّعْمَةِ الْمُتَرَادِفَةِ، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ غَرِقَ فِي بِحَارِ الْكُفْرَانِ وَتَيَّارِ الطُّغْيَانِ، فَاسْتَحَقَّ النِّيرَانَ؛ لِأَنَّ بُغْضَهُمْ يُوجِبُ النَّارَ، كَمَا جَاءَ فِي عِدَّةِ أَخْبَارٍ. كَيْفَ وَهُمْ أَبْنَاءُ أَئِمَّةِ الْهُدَى، وَمَصَابِيحُ الدُّجَى، الَّذِينَ احْتَجَّ اللَّهُ بِهِمْ عَلَى عِبَادِهِ، وَهُمْ فُرُوعُ الشَّجَرَةِ الْمُبَارَكَةِ، وَبَقَايَا الصَّفْوَةِ، الَّذِينَ أَذْهَبَ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، وَطَهَّرَهُمْ، وَبَرَّأَهُمْ مِنَ الْآفَاتِ، وَافْتَرَضَ مَوَدَّتَهُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْآيَاتِ، وَهُمُ الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى، وَمَعْدِنُ التُّقَى. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُرَادَ بِأَهْلِ بَيْتِهِ فِي هَذَا الْمَقَامِ الْعُلَمَاءُ مِنْهُمْ؛ إِذْ لَا يُحَثُّ عَلَى التَّمَسُّكِ بِغَيْرِهِمْ، وَهُمُ الَّذِينَ لَا يُفَارِقُونَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ حَتَّى يَرِدُوا مَعَهُ عَلَى الْحَوْضِ.[204]

‘আমার আহলে বাইতের দৃষ্টান্ত’—অর্থাৎ ফাতিমা, আলী, তাঁদের দুই পুত্র এবং তাঁদের বংশধরদের মধ্যে যারা ন্যায়পরায়ণ ও দ্বীনদার—‘তোমাদের মধ্যে নূহ (আ.)-এর নৌকার মতো। যে এতে আরোহণ করবে, সে মুক্তি পাবে; আর যে তা থেকে পিছিয়ে থাকবে, সে ধ্বংস হবে।’ এ উপমার তাৎপর্য হলো, নূহ (আ.)-এর জাতির মধ্যে যারা নৌকায় আরোহণ করেছিল, তারাই মুক্তি লাভ করেছিল। অনুরূপভাবে, রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উম্মতের জন্য তাঁর আহলে বাইতের অনুসরণ ও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক দৃঢ় রাখার মধ্যে মুক্তির পথ নির্দেশ করেছেন এবং তাঁদেরকে সেই মুক্তির মাধ্যম করেছেন। এর সারকথা হলো—তাঁদের ভালোবাসাকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করা, তাঁদের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা, আল্লাহর এই মহান নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং তাঁদের আলিমদের হিদায়াত ও আদর্শ অনুসরণ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান করা।

যে ব্যক্তি এ নীতি অনুসরণ করবে, সে ভ্রষ্টতার অন্ধকার থেকে মুক্তি পাবে এবং ধারাবাহিক আল্লাহপ্রদত্ত নিয়ামতের যথাযথ কৃতজ্ঞতা আদায় করবে। আর যে এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, সে অকৃতজ্ঞতার সাগর ও সীমালঙ্ঘনের স্রোতে নিমজ্জিত হবে এবং জাহান্নামের উপযুক্ত হবে। কারণ, তাঁদের প্রতি বিদ্বেষ জাহান্নামের কারণ—যেমন এ বিষয়ে একাধিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

---

[204] زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري (ت ١٠٣١هـ) ، فيض القدير شرح الجامع الصغير ، ج 2 ص 519، رقم 2442، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى – مصر، الطبعة: الأولى، ١٣٥٦، عدد الأجزاء: ٦

আর এমনটি কেনই-বা হবে না? তাঁরা তো হিদায়াতের ইমামদের সন্তান, অন্ধকারে দীপশিখাস্বরূপ, যাঁদের দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের ওপর প্রমাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁরা বরকতময় বৃক্ষের শাখা-প্রশাখা, নির্বাচিত বান্দাদের অবশিষ্টাংশ। আল্লাহ তাঁদের থেকে অপবিত্রতা দূর করেছেন, তাঁদেরকে পবিত্র করেছেন, তাঁদেরকে দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত করেছেন এবং বহু আয়াতে তাঁদের প্রতি ভালোবাসাকে অপরিহার্য করেছেন। তাঁরা সুদৃঢ় আশ্রয় এবং তাকওয়ার ভাণ্ডার।

জেনে রেখো, এখানে 'আহলে বাইত' বলতে তাঁদের আলিমগণকে বোঝানো হয়েছে। কারণ, আলিম নন এমন ব্যক্তিদের অনুসরণ করার প্রতি উৎসাহ দেওয়া হয় না। তাঁরাই সেই ব্যক্তিবর্গ, যারা কুরআন ও সুন্নাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হন না, অবশেষে হাউযে কাওসারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে মিলিত হবেন।

আল্লামা আবুল মাআলী আল-আলূসী (রহ.) (মৃত্যু: ১৩৪২ হি.) বলেন:

إنَّ محبَّةَ أهْلِ البَيتِ رَضِيَ اللهُ تعالى عنهم من الواجِباتِ عِندَنا معاشِرَ أهلِ السُّنَّةِ؛ لِما سبق من الأخبارِ الصَّحيحةِ والآثارِ الرَّجيحةِ؛ فإنَّهم الذين يتميَّزُ بحُبِّهم إيمانُ المرءِ مِن نِفاقِه، والذين وَرِثوا النُّورَ المُبِينَ عمَّن خَصَّه اللهُ تعالى بإشراقِه... واعلَمْ أنَّ المحبَّةَ بالاتِّباعِ لا بالابتِداعِ؛ قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ [205]

"আমাদের আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআতের নিকট রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর আহলে বাইত (রাদিয়াল্লাহু আনহুম)-কে ভালোবাসা একটি অপরিহার্য কর্তব্য। এর পক্ষে পূর্বে বর্ণিত সহীহ হাদীস ও শক্তিশালী আছারসমূহ প্রমাণ হিসেবে বিদ্যমান। কারণ, তাঁরাই সেই মহান ব্যক্তিবর্গ, যাঁদের প্রতি ভালোবাসার মাধ্যমে একজন মানুষের ঈমান তার নিফাক থেকে পৃথক হয়ে যায়। আর তাঁরাই সেই ব্যক্তিগণ, যাঁরা সেই সুস্পষ্ট নূরের উত্তরাধিকারী, যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশেষ প্রিয় রাসূলকে দান করেছিলেন।

জেনে রেখো, প্রকৃত ভালোবাসা হলো অনুসরণের মাধ্যমে, বিদআত উদ্ভাবনের মাধ্যমে নয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾

"বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমার অনুসরণ কর; আল্লাহও তোমাদের ভালোবাসবেন।" *(সূরা আলে ইমরান: ৩১)*

---

[205] أبو المعالي محمود شكري بن عبد الله بن محمد بن أبي الثناء الألوسي (ت ١٣٤٢هـ)، صب العذاب على من سب الأصحاب، ص 318 – 323، الناشر: أضواء السلف، الرياض، الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م، عدد الصفحات: ٥٣٦

আহলে বায়াতের কারো নাম নিয়ে আলাইহিস সালাম বা আলাইহাস সালাম বলার হুকুম কি?

জনৈক বেরলভী মুফতীর দাবিঃ

"আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত(আশয়ারী/মাতুরীদী) ও চারি মাজহাবের জমহুর ওলামায়ে কেরাম ও মুফতিয়ানে এজামের #মুফতাবিহি কওল হলো

➤**"**গাইরে আম্বিয়া/মালাইকার জন্য মুস্তাকিল্লান #আলাইহিসসালাম বলা বা লিখা নাজায়েজ অন্তত মাকরূহে_তানজীহি; জায়েজের প্রশ্নই আসেনা।**"**

✪ তাছাড়া এটা শিয়াদেরই শেআ'র বা নিদর্শন।এটা জানার পরও কেউ গাইরে আম্বিয়ার জন্য আলাইহিসসালাম ব্যাবহার করলে সেটা তার একগুয়েমি ও গোয়ার্তমি ধরে নেয়া ছাড়া কোন উপায় নাই।

✪ তাকে এজন্য শিয়া গন্য করা হবে,কারণ من تشبه بقوم فهو منهم.

যে ভিন্ন জাতি/গোষ্ঠীর সাদৃশ্য অনুকরণ করবে সেও তাদের অন্তর্ভুক্ত বলে গন্য করা হবে-(আলহাদিস)"। উদ্বৃতি সমাপ্ত।

কর্থিত এই মুফতির নিজের লেখাতেই আছে,

"রাসুলুল্লাহ ﷺ এর ইন্তেকালের পুর্ব মুহুর্ত, হজরত ফাতেমা আলাইহাসসালামকে ডেকে কানে কানে কি যেনো বললেন, এতে হজরত ফাতেমা আলাইহাসসালাম হাউমাউ করে কেঁদে দিলেন। আবার ডাকলেন কানে কানে আবার বললেন এতে তিনি হেসে উঠলেন।

হজরত আয়েশা আলাইহাসালাম ফাতেমা আলাইহাসসালামকে জিজ্ঞেস করলেন-ওহে ফাতেমা!তোমার কানে কানে এমন কি কথা বললেন যার কারনে তুমি প্রথমে হাউমাউ করে কেঁদে উঠলে,পরে আবার হেসে দিলে?"

"একদিন হজরত আবুবকর সিদ্দিক (আলাইহিসসালাম) ইমাম হাসান (আলাইহিসসালাম) কে কাঁধে নিয়ে বললেনঃ شبيه بالنبي لا شبيه بعلي وعلي يضحك.

ইনি এক্কেবারে হুবহু রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সাদৃশ্য হয়েছে হজরত আলী (আলাইহিসসালাম) সাদৃশ্য হয়নি। এটা শুনে হজরত আলী আলাইহিসসালাম হাসছেন।(আল হাদিস)"

"শাহিনশাহে সিরিকোট পে লাখো সালাম" **(ফেইসবুক পোস্টে মুস্তাকিল্লান সিরিকোটিকে সালাম)**

১৯ আগস্ট ২০১৯ এর এক পোস্টে ঐ মুফতি বলেন,

ইমাম হোসাইন (আঃ) বলা জায়েজ আছে প্রচলন নেই।

সাধারণত নবীগণের নাম শেষে আলাইহিস সালাম, আমাদের মহান নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নামের শেষে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম-এর নামের শেষে রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এবং অন্যান্য সকল আওলিয়ায়ে কেরামের নাম শেষে রহমাতুল্লাহি আলাইহি লেখা হলে নিয়ম ও যুগযুগান্তরের দ্বীনের তরীকা। তবে এর ব্যতিক্রম করাও জায়েজ আছে। .....আহলে বাইতের নামের শেষে আলাইহিস সালাম বলতে কোন অসুবিধা নেই। ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী। ওফাত ৬০৩ হি: السلام على آل ياسين। দলিল দিয়ে এর সপক্ষে বক্তব্য দিয়েছেন।

শাইখ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.) বলেছেন: উলামায়ে মুতাকাদ্দিমীনের আহলে বাইতের সাথে আলাইহিসসালাম বলে বলে এসেছেন। আহলে সুন্নত-এর অনেক কিতাবে এর অসংখ্য নজীর পাওয়া যায়। অবশ্য উলামায়ে মা ওয়ারাউননাহারের কেউ কেউ শিয়াদের মুশাবিহাত-এর কারণে এর বিরোধিতা করলেও বাস্তবতা হলো কোন ভালো জিনিস বাতিলদের মুশাবিহাত হলেও ছাড়তে নেই।

হানাফী উসূলের বিখ্যাত কিতাব উসূলুশ শাশী- হামদ সালাতের পরে লিখেছেন:

والسلام على أبي حنيفة وأصحابه

আর হাদীস শরীফে এসেছে: عليه السلام تحية الموتى

ইমাম বুখারী, ইমাম আবু দাউদ, ইবনে হাজার আসকালানী, আল্লামা কিরমানী, ইমাম রাযী, আবুবকর জাসসাস, ইমাম ইবনে আবদুল বার, মুহিববুত তিবরী, ইমাম গাজালী, সানাউল্লাহ পানিপথী এবং ইবনে হাজার মক্কী (রহ.)-সহ অসংখ্য সুন্নী উলামা মাশায়েখ আহলে বাইতের শানে আলাইহিসসালাম ব্যবহার করে আসছেন।

বিস্তারিত জানতে আশয়াতুল লুমআত ১/৪৩৪, ফতওয়া আজিজিয়া ২৩৫ পৃ, ফতওয়া বারথানিয়া পৃষ্ঠা ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪ দেখুন। এ বিষয়ে তাহকীকের আহবান রইলো সুন্নী আলেমদের সমীপে"।

উসূলে শাশীঃ

الْحَمد لله الذى أَعلَى منزلَة الْمُؤمنِينَ بكريم خطابه رفع دَرَجَة الْعَالمين بمعاني كِتَابه وَخص المستنبطين مِنْهُم بمزيد الْإِصَابَة وثوابه والصلوة عَليّ النَّبِي وَأَصْحَابه وَالسَّلَام على أبي حنيفَة وأحبابه

আবু মানসূর আল-মাতুরীদী'র তাফসীরে মারয়াম আলাইহাস সালাম

الوجه الثامن :دفعه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ - لبعض إشكالات وردت على القرآن :كدفعه ما استشكل به نصارى نجران على أخوة مريم لهارون، يعنون أخا موسى - عليه السلام - مع أن بينها - عليها السلام - وبينه كذا وكذا، فقد دفع ذلك - عليه الصلاة والسلام - بأن ليس المقصود في الآية (يا أُخْتَ هَارُونَ)، هارون النبي، بل هو آخر في عهدها سمي باسمه[206].

উনার কিতাবুত্তাওহীদে বারবার আছে জিবরীল আলাইহিস সালাম।

[206] আবু মানসূর আল-মাতুরীদী, মৃ ৩৩৩ হি। তাবিলাতু আহলিস সুন্নাহ, খন্ড ১, পৃ ২০০। দারুল কুতুবিল ইল্মিয়্যাহ।

আমাদের কথাঃ

আহলে বায়তের কোন সাইয়িদ বা অন্য কোনো সাহাবীর নামের সাথে সালাম শব্দের ব্যবহারে কোনো নিষেধ নেই। ইবনু মাজাহ ছাড়া সিহাহ সিত্তার সব কিতাবেই আহলে বায়তের নামের সাথে সালাম এর ব্যবহার পাওয়া যায়। হাদিসের অন্যান্য আরো বহু কিতাবে গায়রে নবী / ফেরেশতাদের কারো কারো নামের সাথে এই শব্দের ব্যবহার রয়েছে। আমরাই তো বলি জিবরীল আলাইহিস সালাম, ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম, মারয়াম আলাইহাস সালাম, হাওয়া আলাইহাস সালাম।

ওদের বক্তব্যের আগামাথা নাই।

- ওরা কখনো বলে গায়রে নবী ফেরেশতা সহ কারো নামের সাথেই সালাম শব্দের ব্যবহার করা যাবে না। আবার কখনো বলে ফেরেশতা ব্যতীত গায়রে নবী অন্য কারো নামের সাথে এই শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। আবার তারাই বলে মারয়াম আলাইহাস সালাম।
- ফেরেশতা কোন দলীলে ব্যতীত হলেন সেই দলীল দিতে তাদেরকে দেখিনি।
- তারাই বলে মাকরুহ তানজিহী আবার তারাই বলে জায়েজ নাই। অন্যত্র বলে মাকরুহে তানজিহী মানে জায়েজ মাআ'ল কারাহাহ।
- তারাই দলীল দেয় অমুক কিতাবে ইমাম আবু হানীফার নামের সাথে সালাম শব্দের ব্যবহার হয়েছে আবার বলে আহলে বায়তের নামের সাথে সালাম শব্দের ব্যবহার নাজায়েজ। অথচ তাদের বড় হযরত আউলিয়া আলাইহিমুস সালাম বলেছেন।
- তারা তাদের জিন্দা-মুরদা, হাজির-গায়েব বুজুর্গদের নামে নামে সালাম দেয় লাখো সালাম আবার তারাই এখন বলে আহলে বায়তের কারো নামের সাথে সালাম শব্দ ব্যবহার করলে আপনি শিয়া বিবেচিত হবেন। বছরের পর বছর শিয়া ছিল এসব নব্য সুন্নীদের কথায় আহলে বায়তের নামের সাথে এই শব্দের ব্যবহার মুছে যাবে না।
- ওদের সমস্যা আহলে বায়তের সাথে নতুবা এক কথায় বলত ফেরেশতা তথা গায়রে নবী কারো নামের সাথেই এই শব্দের ব্যবহার ঠিক নয়, অমুক অমুক পে লাখো সালাম আর বলা যাবে না এবং বছরের পর বছর মানুষকে শিয়াবাদের দীক্ষা দেয়ার জন্য জাতির কাছে ক্ষমা চেয়ে আল্লাহর কাছে তাওবা করত, এবং প্রয়োজনে তাজদীদে ঈমানের ঘোষনা দিত। এসব কিছুই করবে না, তাদের মিশন শুধু আহলে বায়তের নাম থেকে সালাম শব্দকে বাদ দেয়া।
- ওরা সহীহ বুখারীর অমুক তমুক নুসখা নিয়ে কথা তুলে, ওরা আসলে জানেইনা এব্যাপারে ইমাম বুখারীর মাযহাব কি!! তারাজিমুল আবওয়াব ভালো করে পড়লে বিষয় ক্লিয়ার হয়ে যাবে।
- এ বিষয়ে মুহাদ্দিসীনদের দলীল, ক্বালাল্লাহ, ক্বালা রাসূলুল্লাহ, ক্বালাস সাহাবিয়্যু। আর ওদের দলীল ক্বালা ফুলানুন।
- অমুক কি বলেছেন সালাম সব সময়ই সালাত অর্থে ব্যবহৃত হয়? এই কথা তারা পরিষ্কার করে না।
- রাসূল ﷺ নিজে যদি সালাত ও সালাম এর মধ্যে পার্থক্য করে দিয়ে থাকেন তাইলে?
- শরীয়তের দলীল শুরু হয় কোথা থেকে আর শেষ হয় কোথায়?

আমাদের দলীল – কুরআনে করীম থেকে

আল্লাহর বাণী سَلَامٌ عَلَىٰ إِلْ يَاسِينَ সালামুন আলা ইল ইয়াসীন।

অন্য মুতাওয়াতির রেওয়ায়েত হচ্ছেঃ سَلَامٌ عَلَىٰ آلِ يَاسِينَ

তাফসীরে ইবনে কাসীরে আছে, وَقَرَأَ آخَرُونَ: ﴿سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ﴾، يَعْنِي: آلَ مُحَمَّدٍ ﷺ.

"অন্য কিছু কিরাআতের ইমাম এভাবে পাঠ করেছেন: ﴿سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ﴾ অর্থাৎ, 'ইয়াসীনের পরিবারবর্গের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।' এখানে 'আলে ইয়াসীন' বলতে রাসূলুল্লাহ মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবারবর্গ (আহলুল বাইত)-কে বোঝানো হয়েছে। এই কিরাত তিন ইমাম থেকে বর্ণিত।

আল-বুদূরুয যাহিরাহ কিতাবের মধ্যে আছে

﴿إِلْ يَاسِينَ﴾ قَرَأَ نَافِعٌ، وَالشَّامِيُّ، وَيَعْقُوبُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَمَدِّهَا، وَبَعْدَهَا لَامٌ مَكْسُورَةٌ مَفْصُولَةٌ مِنْ يَاسِينَ، كَفَصْلِ اللَّامِ مِنَ الْعَيْنِ فِي ﴿آلِ عِمْرَانَ﴾؛ وَعَلَى هَذَا تَكُونُ آلْ كَلِمَةً، وَيَاسِينَ كَلِمَةً، فَيَجُوزُ قَطْعُ آلِ عَنْ يَاسِينَ، وَالْوَقْفُ عَلَى آلِ عِنْدَ الِاضْطِرَارِ أَوِ الِاخْتِبَارِ. وَالْبَاقُونَ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ، وَبَعْدَهَا لَامٌ سَاكِنَةٌ، فَتَكُونُ كُلُّهَا كَلِمَةً وَاحِدَةً، فَلَا يَجُوزُ فَصْلُ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ، وَيَجِبُ الْوَقْفُ عَلَى آخِرِهَا.

﴿إِلْ يَاسِينَ﴾ শব্দটি নাফি', শামী (ইবন আমির) এবং ইয়াকূব (রহিমাহুমুল্লাহ) হামযা ফাতহা ও মাদসহ পাঠ করেছেন। এরপর একটি কাসরাযুক্ত লাম থাকে, যা **'ইয়াসীন'** শব্দ থেকে পৃথক; যেমন ﴿آلِ عِمْرَانَ﴾ এ 'আল' শব্দটি 'ইমরান' থেকে পৃথক।

এই কিরাআত অনুযায়ী 'آل' একটি স্বতন্ত্র শব্দ এবং 'ياسين' আরেকটি স্বতন্ত্র শব্দ। তাই প্রয়োজনে (যেমন শ্বাস ফুরিয়ে গেলে) বা পরীক্ষার সময় 'آل'-এর উপর থামা (ওয়াক্ফ করা) বৈধ।

অপরদিকে, বাকি সকল কিরাআতের ইমাম হামযা কাসরা এবং তার পরে সাকিন লাম সহ পাঠ করেছেন। ফলে 'إلياسين' পুরোটি একটি মাত্র শব্দ হিসেবে গণ্য হয়। তাই এর একাংশকে অপর অংশ থেকে পৃথক করা বা মাঝখানে থামা বৈধ নয়; বরং শব্দটির শেষেই ওয়াক্ফ করতে হবে। - সমাপ্ত।

সুতরাং তিন কিরাতে সালামুন আলা আলি ইয়াসীন অর্থাৎ আলি মুহাম্মাদ। যেমন তাফসীরে ইবনে কাসীরে উল্লেখ করা হয়েছে।



দশ কিরাআতের ইমাম

ও তাঁদের দুইজন প্রসিদ্ধ রাবী (বর্ণনাকারী)



ক্রম	দশ কিরাআতের ইমাম	ইমামের ওফাত (হি.)	তাঁর দুইজন প্রসিদ্ধ রাবী (বর্ণনাকারী)	রাবীদের ওফাত (হি.)
1	ইমাম নাফি‘ আল-মাদানী	১৬৯ হি.	১. কালুন	২২০ হি.
			২. ওয়ারশ	১৯৭ হি.
2	ইমাম আবদুল্লাহ ইবন কাসীর আল-মাক্কী	১২০ হি.	১. আল-বাযযী	২৫০ হি.
			২. কুনবুল	২৯১ হি.
3	ইমাম আবু আমর আল-বাসরী	১৫৫ হি.	১. আদ-দুরী	২৪৬ হি.
			২. আস-সুসী	২৬১ হি.
4	ইমাম ইবন আমির আশ-শামী	১১৮ হি.	১. হিশাম	২৪৫ হি.
			২. ইবন যাকওয়ান	২৪২ হি.
5	ইমাম আসিম ইবন আবি নাজূদ আল-কুফী	১২৭ হি.	১. শু‘বা	১৯৩ হি.
			২. হাফস	১৮০ হি.
6	ইমাম হামযা আয-যাইয়্যাত আল-কুফী	১৫৬ হি.	১. খালাফ	২২৯ হি.
			২. খাল্লাদ	২২০ হি.
7	ইমাম আল-কিসাই আল-কুফী	১৮৯ হি.	১. আবুল হারিস	২৪০ হি.
			২. আদ-দুরী	২৪৬ হি.
8	ইমাম আবু জা‘ফর আল-মাদানী	১৩০ হি.	১. ইবন ওয়ারদান	১৬০ হি.
			২. ইবন জাম্মায	১৭০ হি.
9	ইমাম ইয়াকুব আল-হাদরামী	২০৫ হি.	১. রুয়াইস	২৩৮ হি.
			২. রাওহ	২৩৫ হি.
10	ইমাম খালাফ আল-বাযযার (তিনি হামযার একজন রাবীও ছিলেন)	২২৯ হি.	১. ইসহাক	২৮৬ হি.
			২. ইদরীস	২৯২ হি.

এই দশ ইমামের কিরাআতই “কিরাআতুল আশরা” নামে পরিচিত এবং এগুলোই সহিহ ও গ্রহণযোগ্য কিরাআত।

ইমাম আহমাদ রাহিমাহুল্লাহ'র কিতাব থেকে

٩٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ :حَدَّثَنِي أَبِي، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو قَالَ :حَدَّثَنَا قُرَّةُ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَجَاءٍ يَقُولُ: لَا تَسُبُّوا عَلِيًّا، وَلَا أَهْلَ هَذَا الْبَيْتِ، إِنَّ جَارًا لَنَا مِنْ بَنِي الْهُجَيْمِ قَدِمَ مِنَ الْكُوفَةِ فَقَالَ :أَلَمْ تَرَوْا هَذَا الْفَاسِقَ ابْنَ الْفَاسِقِ؟ إِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُ، يَعْنِي الْحُسَيْنَ عَلَيْهِ السَّلَامُ، قَالَ :فَرَمَاهُ اللَّهُ بِكَوْكَبَيْنِ فِي عَيْنِهِ، فَطَمَسَ اللَّهُ بَصَرَهُ.

৯৭২— আবদুল্লাহ (ইমাম আহমদের পুত্র) বলেন: আমার পিতা আমাকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আবদুল মালিক ইবন আমর আমাদের বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: কুররাহ আমাদের বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন: আমি আবু রাজা'কে বলতে শুনেছি:

"তোমরা আলীকে গালমন্দ করো না এবং এ পরিবারের (আহলুল বাইতের) কাউকেও গালমন্দ করো না। আমাদের প্রতিবেশীদের মধ্যে বানু হুজাইম গোত্রের এক ব্যক্তি কূফা থেকে এসে বলল:

'তোমরা কি এই পাপী, পাপীর ছেলেকে দেখনি? আল্লাহ তাকে হত্যা করেছেন!' সে হুসাইন আলাইহিস সালাম-কে উদ্দেশ্য করেছিল। আবু রাজা' বলেন: অতঃপর আল্লাহ তার দুই চোখে দুটি নক্ষত্র (বা উজ্জ্বল দাগ/ক্ষত) নিক্ষেপ করলেন, ফলে আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দিলেন এবং সে অন্ধ হয়ে গেল। (ফাদ্বাইলুস সাহাবাহ)

সিহাহ সিত্তার পাঁচ কিতাব থেকে

সিহাহ সিত্তার পাঁচ কিতাব তথা বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসাঈতে পাওয়া যায় আহলে বায়তের কারো কারো নামের সাথে সালাম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বুখারী শরীফে প্রায় ৪০ বার আছে। নিম্নে আমি কিছু উল্লেখ করলাম।

বুখারী শরীফ থেকেঃ

1. عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ . ﷺ أُتِيَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ بِرَأْسِ الْحُسَيْنِ . عَلَيْهِ السَّلاَمُ . فَجُعِلَ فِي طَسْتٍ، فَجَعَلَ يَنْكُتُ، وَقَالَ فِي حُسْنِهِ شَيْئًا. فَقَالَ أَنَسٌ ﷺ كَانَ أَشْبَهَهُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَ مَخْضُوبًا بِالْوَسْمَةِ. [207]
2. عَنْ أَنَسٍ، قَالَ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِيُّ ﷺ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ، فَقَالَتْ فَاطِمَةُ . عَلَيْهَا السَّلاَمُ . وَاكَرْبَ أَبَاهُ. فَقَالَ لَهَا " لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ " . فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ يَا أَبَتَاهْ، أَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ، يَا أَبَتَاهْ مَنْ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ، يَا أَبَتَاهْ إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهْ. فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ . عَلَيْهَا السَّلاَمُ . يَا أَنَسُ، أَطَابَتْ أَنْفُسُكُمْ أَنْ تَحْثُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ التُّرَابَ [208]
3. عَنْ أَبِي حَازِمٍ، قَالَ اخْتَلَفَ النَّاسُ بِأَيِّ شَىْءٍ دُووِيَ جُرْحُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ، فَسَأَلُوا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، وَكَانَ مِنْ آخِرِ مَنْ بَقِيَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، فَقَالَ وَمَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي، كَانَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ تَغْسِلُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَعَلِيٌّ يَأْتِي بِالْمَاءِ عَلَى تُرْسِهِ، فَأُخِذَ حَصِيرٌ، فَحُرِّقَ فَحُشِيَ بِهِ جُرْحُهُ. [209]

---

[207] صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبى ﷺ، باب مَنَاقِبُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضى الله عنهما، حديث 3748

[208] صحيح البخاري، كتاب المغازي، بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ ﷺ وَوَفَاتِهِ، حديث 4462

[209] صحيح البخاري، كتاب النكاح، بَابُ: {وَلاَ يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ} إِلَى قَوْلِهِ: {لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ}، حديث 5248

4. حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَّ فَاطِمَةَ، عَلَيْهَا السَّلاَمُ شَكَتْ مَا تَلْقَى مِنْ أَثَرِ الرَّحَا، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ سَبْيٌ، فَانْطَلَقَتْ فَلَمْ تَجِدْهُ، فَوَجَدَتْ عَائِشَةَ، فَأَخْبَرَتْهَا، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ بِمَجِيءِ فَاطِمَةَ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ إِلَيْنَا، وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْتُ لأَقُومَ فَقَالَ " عَلَى مَكَانِكُمَا ". فَقَعَدَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي وَقَالَ " أَلاَ أُعَلِّمُكُمَا خَيْرًا مِمَّا سَأَلْتُمَانِي إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا تُكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ، وَتُسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتَحْمَدَا ثَلاَثَةً وَثَلاَثِينَ، فَهْوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ [210]

5. عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ، قَالَ لَمَّا كُسِرَتْ عَلَى رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْبَيْضَةُ، وَأُدْمِيَ وَجْهُهُ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي الْمِجَنِّ، وَجَاءَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ عَنْ وَجْهِهِ الدَّمَ، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ. عَلَيْهَا السَّلاَمُ. الدَّمَ يَزِيدُ عَلَى الْمَاءِ كَثْرَةً عَمَدَتْ إِلَى حَصِيرٍ فَأَحْرَقَتْهَا وَأَلْصَقَتْهَا عَلَى جُرْحِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَقَأَ الدَّمُ. [211]

6. عَنْ أَبِي حَازِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ، وَهْوَ يُسْأَلُ عَنْ جُرْحِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَعْرِفُ مَنْ كَانَ يَغْسِلُ جُرْحَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَنْ كَانَ يَسْكُبُ الْمَاءَ وَبِمَا دُووِيَ. قَالَ كَانَتْ فَاطِمَةُ. عَلَيْهَا السَّلاَمُ. بِنْتُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ تَغْسِلُهُ وَعَلِيٌّ يَسْكُبُ الْمَاءَ بِالْمِجَنِّ، فَلَمَّا رَأَتْ فَاطِمَةُ أَنَّ الْمَاءَ لاَ يَزِيدُ الدَّمَ إِلاَّ كَثْرَةً أَخَذَتْ قِطْعَةً مِنْ حَصِيرٍ، فَأَحْرَقَتْهَا وَأَلْصَقَتْهَا فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ يَوْمَئِذٍ، وَجُرِحَ وَجْهُهُ، وَكُسِرَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ. [212]

7. عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ، وَالْعَبَّاسَ. عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ. أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُمَا حِينَئِذٍ يَطْلُبَانِ أَرْضَهُمَا مِنْ فَدَكَ، وَسَهْمَهُمَا مِنْ خَيْبَرَ. فَقَالَ لَهُمَا أَبُو بَكْرٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ ". قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَاللَّهِ لاَ أَدَعُ أَمْرًا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَصْنَعُهُ فِيهِ إِلاَّ صَنَعْتُهُ. قَالَ فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ. [213]

8. عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ. عَلَيْهَا السَّلاَمُ. وَالْعَبَّاسَ أَتَيَا أَبَا بَكْرٍ يَلْتَمِسَانِ مِيرَاثَهُمَا، أَرْضَهُ مِنْ فَدَكٍ، وَسَهْمَهُ مِنْ خَيْبَرَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ فِي هَذَا الْمَالِ ". وَاللَّهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَحَبُّ إِلَىَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي. [214]

9. عَنْ سَهْلٍ. رضى الله عنه. أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النَّبِيِّ، ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ. فَقَالَ جُرِحَ وَجْهُ النَّبِيِّ ﷺ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ، فَكَانَتْ فَاطِمَةُ. عَلَيْهَا السَّلاَمُ. تَغْسِلُ الدَّمَ وَعَلِيٌّ يُمْسِكُ، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الدَّمَ لاَ يَزِيدُ إِلاَّ كَثْرَةً أَخَذَتْ حَصِيرًا فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ أَلْزَقَتْهُ، فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ. [215]

---

[210] صحيح البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبى ﷺ، باب مَنَاقِبُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الْقُرَشِيِّ الْهَاشِمِيِّ أَبِي الْحَسَنِ رضى الله عنه، حديث 3705

[211] صحيح البخاري، كتاب الطب، باب حَرْقِ الْحَصِيرِ لِيُسَدَّ بِهِ الدَّمُ، حديث 5722

[212] صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب مَا أَصَابَ النَّبِيَّ ﷺ مِنَ الْجِرَاحِ يَوْمَ أُحُدٍ، حديث 4075

[213] صحيح البخاري، كتاب الفرائض، باب قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ " لاَ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، حديث 6725-6726،

[214] صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب حَدِيثِ بَنِي النَّضِيرِ، حديث 4035-4036،

[215] صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب لُبْسِ الْبَيْضَةِ، حديث 2911

10. عَنْ عَائِشَةَ. رضى الله عنها. قَالَتْ دَعَا النَّبِيُّ ﷺ فَاطِمَةَ. عَلَيْهَا السَّلاَمُ. فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِضَ فِيهِ، فَسَارَّهَا بِشَىْءٍ، فَبَكَتْ، ثُمَّ دَعَاهَا فَسَارَّهَا بِشَىْءٍ فَضَحِكَتْ فَسَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَتْ سَارَّنِي النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ يُقْبَضُ فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ فَبَكَيْتُ، ثُمَّ سَارَّنِي فَأَخْبَرَنِي أَنِّي أَوَّلُ أَهْلِهِ يَتْبَعُهُ فَضَحِكْتُ. [216]

11. عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، أَنَّ فَاطِمَةَ. عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ. أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى، وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ فَلَمْ تُصَادِفْهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ. قَالَ. فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا نَقُومُ فَقَالَ " عَلَى مَكَانِكُمَا ". فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِي فَقَالَ " أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا، إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا. أَوْ أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا. فَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ، فَهْوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ ". [217]

12. سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ. رضى الله عنه. قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَكَانَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ. عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ. يُشْبِهُهُ قُلْتُ لأَبِي جُحَيْفَةَ صِفْهُ لِي. قَالَ كَانَ أَبْيَضَ قَدْ شَمِطَ. وَأَمَرَ لَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِثَلاَثَ عَشْرَةَ قَلُوصًا قَالَ فَقُبِضَ النَّبِيُّ ﷺ قَبْلَ أَنْ نَقْبِضَهَا. [218]

13. عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ فَاطِمَةَ. عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ. شَكَتْ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى، فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَلَمْ تَجِدْهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ، فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ. قَالَ فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْتُ أَقُومُ فَقَالَ " مَكَانَكِ ". فَجَلَسَ بَيْنَنَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي فَقَالَ " أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ، إِذَا أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا، أَوْ أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا، فَكَبِّرَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، فَهَذَا خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ ". وَعَنْ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ التَّسْبِيحُ أَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ. [219]

সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যাগ্রন্থঃ

বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাকার ইমাম কিরমানী, ইমাম ইবনুল মুলাক্কিন, ইমাম ইবনু হাজার আসকালানী, ইমাম আইনী, ইমাম সুয়ূত্বী এবং ইমাম কাস্তাল্লানী সকলের ব্যাখ্যা গ্রন্থেই আহলে বায়তের কারো না কারো নামের সাথে আলাইহিস সালাম বা আলাইহাস সালাম লেখা আছে।

হাশিয়ায়ে মুহাদ্দিস আহমাদ আলী সাহারানপুরীঃ জিবরীল আলাইহিস সালাম

بَابُ سُؤَالِ جِبْرِيلَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الإِيمَانِ وَالإِسْلاَمِ وَالإِحْسَانِ وَعِلْمِ السَّاعَةِ وَبَيَانِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَه، ثُمَّ قَالَ: "جَاءَ جِبْرِيلُ - عليه السلام - يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ"

মুসলিম শরীফ

মুসলিম শরীফে একটি বাব আছে, নাম باب فَضَائِلِ فَاطِمَةَ بِنْتِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী ইমাম নববী মুসলিম শরীফের অধ্যায়গুলোর নাম দিয়েছেন।

---

216 صحيح البخاري، كتاب المغازي، بَابُ مَرَضِ النَّبِيِّ ﷺ وَوَفَاتِهِ، حديث 4433، 4434
217 صحيح البخاري، كتاب النفقات، باب عَمَلِ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، حديث 5361
218 صحيح البخاري، كتاب المناقب، باب صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ، حديث 3544
219 صحيح البخاري، كتاب الدعوات، باب التَّكْبِيرِ وَالتَّسْبِيحِ عِنْدَ الْمَنَامِ، حديث 6318

সুনান আবু দাউদ থেকেঃ

عَنْ إِيَاسِ بْنِ دَغْفَلٍ، قَالَ رَأَيْتُ أَبَا نَضْرَةَ قَبَّلَ خَدَّ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ . [220]

সুনান তিরমিযী থেকেঃ

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ النَّبَّالُ، قَالَ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ أُسَامَةُ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ طَرَقْتُ النَّبِيَّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى شَيْءٍ لاَ أَدْرِي مَا هُوَ فَلَمَّا فَرَغْتُ مِنْ حَاجَتِي قُلْتُ مَا هَذَا الَّذِي أَنْتَ مُشْتَمِلٌ عَلَيْهِ قَالَ فَكَشَفَهُ **فَإِذَا حَسَنٌ وَحُسَيْنٌ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ عَلَى وَرِكَيْهِ** فَقَالَ " هَذَانِ ابْنَاىَ وَابْنَا ابْنَتِي اللَّهُمَّ إِنِّي أُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا وَأَحِبَّ مَنْ يُحِبُّهُمَا " . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . [221]

সুনান নাসাঈ থেকেঃ

عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ إِذْ أَقْبَلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فَنَزَلَ وَحَمَلَهُمَا فَقَالَ " صَدَقَ اللَّهُ { إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلاَدُكُمْ فِتْنَةٌ } رَأَيْتُ هَذَيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ فِي قَمِيصَيْهِمَا فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى نَزَلْتُ فَحَمَلْتُهُمَا " .[222]

ইমাম তাহাবী, শারহে মুশকিলিল আছারঃ

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ :لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيًّا، وَفَاطِمَةَ، وَحَسَنًا، وَحُسَيْنًا عَلَيْهِمُ السَّلَامَ، فَقَالَ " :اللهُمَّ هَؤُلَاءِ أَهْلِي (ج 2 ص 235 حديث 761)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: " نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيٍّ، وَفَاطِمَةَ، وَحَسَنٍ، وَحُسَيْنٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ {إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} (ج 2 ص 236 حديث 762)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي بَيْتِي: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} يَعْنِي فِي سَبْعَةٍ جِبْرِيلَ، وَمِيكَائِيلَ، وَرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلِيٍّ، وَفَاطِمَةَ، وَالْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ وَأَنَا عَلَى بَابِ الْبَيْتِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَسْتُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ؟ قَالَ: " إِنَّكِ مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ " وَمَا قَالَ: إِنَّكِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ (ج 2 ص 238 حديث 765)

জিবরীল আলাইহিস সালাম ইমাম সারাখসীর কিতাবেঃ

---

[220] سنن أبي داود، كتاب الأدب، باب فِي قُبْلَةِ الْخَدِّ، حديث 5221

[221] سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول الله ﷺ، باب مَنَاقِبِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رضي الله عنهما، حديث 3769

[222] سنن النسائي، كتاب صلاة العيدين، باب نُزُولِ الإِمَامِ عَنِ الْمِنْبَرِ، قَبْلَ فَرَاغِهِ مِنَ الْخُطْبَةِ، حديث 1585

فَهَمُّوا بِقَتْلِ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -. وَجَاءَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَأَخْبَرَ بِذَلِكَ رَسُولَ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - . فَقَامَ مُتَوَجِّهًا إِلَى الْمَدِينَةِ [223]

ফতোয়ায়ে শামীতে একটি হাদিস উল্লেখ করতে গিয়ে জিবরীল আলাইহিস সালাম বলা হয়েছে,

لِمَا رَوَى ابْنُ حِبَّانَ وَالنَّسَائِيُّ اسْتَأْذَنَ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ :أَدْخُلُ فَقَالَ: كَيْفَ أَدْخُلُ وَفِي بَيْتِك سِتْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ؟

আল্লাহ সালাম জানান খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে

ইমাম বুখারী বর্ণনা করেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .رضى الله عنه . قَالَ أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْ مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنِّي، وَبَشِّرْهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لاَ صَخَبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ.

হযরত আবু হুরাইরা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদিন জিবরীল (আলাইহিস সালাম) নবী করীম ﷺ-এর কাছে এসে বললেন,

"হে আল্লাহর রাসূল! এই যে খাদীজা আসছেন। তাঁর সঙ্গে একটি পাত্র রয়েছে, যাতে তরকারি, অথবা খাবার, অথবা পানীয় রয়েছে। তিনি আপনার কাছে পৌঁছলে তাঁর প্রতি তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকেও সালাম পৌঁছে দেবেন। আর তাঁকে জান্নাতে ফাঁপা মুক্তার (কাসাব) নির্মিত একটি প্রাসাদের সুসংবাদ দিন, যেখানে কোনো কোলাহল থাকবে না এবং কোনো ক্লান্তিও থাকবে না। [224]

ইমাম নাসাঈ সুনান কুবরাতে বর্ণনা করেন,

عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : " جَاءَ جِبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعِنْدَهُ خَدِيجَةُ ، وَقَالَ : إِنَّ اللَّهَ يُقْرِئُ خَدِيجَةَ السَّلامُ ، فَقَالَتْ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّلامُ وَعَلَى جِبْرِيلَ السَّلامُ ، وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ "

হযরত আনাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

একদিন জিবরীল (আলাইহিস সালাম) নবী করীম ﷺ-এর কাছে এলেন। তখন হযরত খাদীজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন। জিবরীল (আ.) বললেন:

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা খাদীজার প্রতি সালাম পাঠিয়েছেন।"

তখন হযরত খাদীজা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) বললেন:

"নিশ্চয়ই আল্লাহই পরম শান্তির অধিকারী। জিবরীলের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আর আপনার প্রতিও শান্তি ও আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। [225]

---

[223] محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي (ت ٤٨٣هـ)، شرح السير الكبير، ص 22، الناشر: الشركة الشرقية للإعلانات، تاريخ النشر: ١٩٧١م، عدد الصفحات: ٢٢٩٥

[224] বুখারী, হাদিস ৩৮২০, ৭৪৯৭। মুসলিম ২৪৩২।

[225] নাসাঈ, সুনান কুবরা, ৯৭৮০।

আল্লাহ খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহাকে সালাম জানিয়েছেন এবং অত্যন্ত সুন্দরভাবে খাদিজা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহা সেই সালামের জবাব দিয়েছেন। সম্ভবত একারণেই মুহাদ্দিসীনে কেরাম বা নুসসাখগণ আহলে বায়তের সাইয়িদদের নামের সাথে সালাম শব্দ ব্যবহার করা শুরু করেন।

সাফারিনী বলেন,

مَطْلَبٌ: هَلْ تَجُوزُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ اسْتِقْلَالًا أَمْ لَا؟

(تَنْبِيهَاتٌ) :

الْأَوَّلُ: اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ - عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - هَلْ تَجُوزُ اسْتِقْلَالًا أَمْ لَا؟ فَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ فِي جَلَاءِ الْأَفْهَامِ: هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى نَوْعَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَنْ يُقَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، فَهَذَا يَجُوزُ وَيَكُونُ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَاخِلًا فِي آلِهِ فَالْإِفْرَادُ عَنْهُ وَقَعَ فِي اللَّفْظِ لَا فِي الْمَعْنَى.

(الثَّانِي) أَنْ يُفْرِدَ وَاحِدًا بِالذِّكْرِ كَقَوْلِهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَلِيٍّ أَوْ حَسَنٍ أَوْ أَبِي بَكْرٍ أَوْ غَيْرِهِمْ مِنْ الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، فَكَرِهَ ذَلِكَ مَالِكٌ، قَالَ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مِنْ عَمَلِ مَنْ مَضَى، وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَبِهِ قَالَ طَاوُسٌ.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: لَا تَنْبَغِي الصَّلَاةُ إلَّا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَكِنْ يُدْعَى لِلْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ بِالِاسْتِغْفَارِ، وَهَذَا مَذْهَبُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.

رَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: (أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ نَاسًا مِنْ النَّاسِ قَدْ الْتَمَسُوا الدُّنْيَا بِعَمَلِ الْآخِرَةِ وَإِنَّ مِنْ الْقُصَّاصِ قَدْ أَحْدَثُوا فِي الصَّلَاةِ عَلَى خُلَفَائِهِمْ وَأُمَرَائِهِمْ عَدْلَ صَلَاتِهِمْ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِذَا جَاءَ كِتَابِي فَمُرْهُمْ أَنْ تَكُونَ صَلَاتُهُمْ عَلَى النَّبِيِّينَ وَدُعَاؤُهُمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً) وَهَذَا مَذْهَبُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَلَهُمْ ثَلَاثَةُ أَوْجُهٍ: أَنَّهُ مَنْعُ تَحْرِيمٍ أَوْ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ أَوْ مِنْ بَابِ تَرْكِ الْأَوْلَى وَلَيْسَ، بِمَكْرُوهٍ، حَكَاهَا النَّوَوِيُّ فِي الْأَذْكَارِ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ الْعُلَمَاءِ: تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ اسْتِقْلَالًا. قَالَ الْقَاضِي أَبُو حُسَيْنٍ الْفَرَّاءُ مِنْ أَئِمَّةِ أَصْحَابِنَا فِي رُءُوسِ مَسَائِلِهِ: وَبِذَلِكَ قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَحَصِيفٌ وَمُجَاهِدٌ وَمُقَاتِلُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ التَّفْسِيرِ، وَهُوَ قَوْلُ الْإِمَامِ أَحْمَدَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَضَى عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُد وَقَدْ سُئِلَ أَيَنْبَغِي أَنْ يُصَلَّى عَلَى أَحَدٍ إلَّا عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؟ قَالَ: أَلَيْسَ قَالَ عَلِيٌّ لِعُمَرَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْك؟

قَالَ الْقَاضِي: وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهْوَيْهِ وَأَبُو ثَوْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ، وَاحْتَجَّ هَؤُلَاءِ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ مِمَّنْ كَانَ يَأْتِيهِ بِالصَّدَقَةِ وَاخْتَارَ ابْنُ الْقَيِّمِ الْجَوَازَ مَا لَمْ يَتَّخِذْهُ شِعَارًا أَوْ يَخُصَّ بِهِ وَاحِدًا إذَا ذُكِرَ دُونَ غَيْرِهِ وَلَوْ كَانَ أَفْضَلَ مِنْهُ، كَفِعْلِ الرَّافِضَةِ مَعَ عَلِيٍّ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ فَيُكْرَهُ، وَلَوْ قِيلَ حِينَئِذٍ بِالتَّحْرِيمِ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ، هَذَا مُلَخَّصُ كَلَامِهِ.

বিষয়: নবীগণ ছাড়া অন্যদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে ‘সালাত’ ও ‘সালাম’ বলা বৈধ কি না?

সতর্কীকরণ:

প্রথমত: নবীগণ (আলাইহিমুস সালাতু ওয়াস সালাম) ব্যতীত অন্যদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে ‘‘আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা...’’ বলা বৈধ কি না—এ বিষয়ে আলেমগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) তাঁর জালাউল আফহাম গ্রন্থে বলেন, এ মাসআলা দুই প্রকার:
প্রথম প্রকার: এভাবে বলা—"اللهم صل على آل محمد" (হে আল্লাহ! মুহাম্মদের পরিবারের ওপর রহমত বর্ষণ করুন)। এটি বৈধ। কারণ, এখানে রাসূলুল্লাহ ﷺ-ও তাঁর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং ভাষাগতভাবে তাঁকে পৃথক মনে হলেও অর্থগতভাবে তিনি অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন।
দ্বিতীয় প্রকার: কোনো একজন ব্যক্তিকে আলাদাভাবে উল্লেখ করে বলা, যেমন—
"اللهم صل على علي"، "اللهم صل على الحسن"، "اللهم صل على أبي بكر" অথবা অন্য কোনো সাহাবি বা পরবর্তী মুসলিমের জন্য এভাবে দোয়া করা।
এ ব্যাপারে ইমাম মালিক (রহ.) এটিকে অপছন্দ করেছেন এবং বলেছেন, "পূর্ববর্তী সালাফদের আমলে এর প্রচলন ছিল না।" এটিই ইমাম আবু হানিফা, সুফিয়ান ইবন উয়াইনা, সুফিয়ান সাওরি এবং তাউস (রহ.)-এর মত।
ইবন আব্বাস (রা.) বলেছেন:
"নবী ﷺ ছাড়া অন্য কারও জন্য 'সালাত' বলা উচিত নয়; বরং মুসলিম পুরুষ ও নারীদের জন্য ক্ষমা ও মাগফিরাতের দোয়া করা হবে।"
এ মতই উমর ইবন আবদুল আজিজ (রহ.)-এরও।
ইবন আবি শাইবা জা'ফর ইবন বুরকান থেকে বর্ণনা করেন যে, উমর ইবন আবদুল আজিজ (রহ.) একটি চিঠিতে লিখেছিলেন:
"কিছু লোক আখিরাতের আমলের মাধ্যমে দুনিয়া অর্জনের চেষ্টা করছে। কিছু কিস্সাবর্ণনাকারী (ওয়ায়েজ) তাদের খলিফা ও শাসকদের জন্য এমনভাবে 'সালাত' বলতে শুরু করেছে, যেমন তারা নবী ﷺ-এর জন্য বলে থাকে। অতএব, আমার এ চিঠি পৌঁছলে তাদের নির্দেশ দিও—তারা যেন সালাত কেবল নবীগণের জন্য নির্দিষ্ট রাখে এবং সাধারণ মুসলমানদের জন্য দোয়া করে।"
এটিই শাফেয়ি মাযহাবের আলেমদের একটি মত। তবে এ বিষয়ে তাঁদের তিনটি অভিমত রয়েছে:
এটি হারাম।
এটি মাকরুহ তানযীহী (অপছন্দনীয়, তবে হারাম নয়)।
এটি উত্তম কাজ পরিত্যাগের শামিল, তবে মাকরুহ নয়।
ইমাম নববী (রহ.) আল-আযকার গ্রন্থে এ তিনটি মত উল্লেখ করেছেন।

অপরদিকে, একদল আলেম বলেছেন যে, নবীগণ ছাড়া অন্যদের জন্যও স্বতন্ত্রভাবে 'সালাত' বলা বৈধ।
আমাদের হাম্বলী মাযহাবের বিশিষ্ট আলেম কাজী আবু হুসাইন আল-ফাররা তাঁর রুউসুল মাসাইল গ্রন্থে বলেন, এ মতের প্রবক্তাদের মধ্যে রয়েছেন—
হাসান আল-বাসরী, হাসীফ, মুজাহিদ, মুকাতিল ইবন সুলাইমান, মুকাতিল ইবন হাইয়্যান, এবং বহু মুফাসসির।

এটিই ইমাম আহমদ (রহ.)-এরও একটি মত। আবু দাউদের বর্ণনায় তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

"নবী ﷺ ছাড়া অন্য কারও জন্য কি 'সালাত' বলা উচিত?"

তিনি জবাব দেন:

"আলী (রা.) কি উমর (রা.)-কে বলেননি—'صلى الله عليك' (আল্লাহ আপনার ওপর রহমত বর্ষণ করুন)?"

কাজী আরও বলেন, এ মতের অনুসারীদের মধ্যে রয়েছেন— ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ, আবু সাওর, এবং ইমাম মুহাম্মাদ ইবন জারীর আত-তাবারী।

তাঁরা দলিল হিসেবে উল্লেখ করেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ যেসব সাহাবি তাঁর কাছে সদকা নিয়ে আসতেন, তাঁদের অনেকের জন্য তিনি নিজেই সালাত করেছেন।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) শেষ পর্যন্ত মত দিয়েছেন যে, স্বতন্ত্রভাবে 'সালাত' বলা বৈধ, যতক্ষণ না এটিকে কোনো বিশেষ ব্যক্তির জন্য স্থায়ী শিয়ার (বিশেষ পরিচয় বা স্লোগান) বানানো হয়, অথবা অন্যদের বাদ দিয়ে কেবল একজনের জন্যই এ রীতি অনুসরণ করা হয়—যদিও অন্য কেউ তার চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন হন।

যেমন রাফেযিরা (শিয়া) অন্য সাহাবিদের বাদ দিয়ে কেবল আলী (রা.)-এর জন্য নিয়মিত এ শব্দ ব্যবহার করে। এমনভাবে একে বিশেষ পরিচয়ে পরিণত করা মাকরুহ। বরং এ অবস্থায় কেউ যদি হারাম বলেও মত দেন, তবে তারও গ্রহণযোগ্য ভিত্তি রয়েছে।

এটাই ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.)-এর বক্তব্যের সারসংক্ষেপ।

الثَّانِي: هَلْ السَّلَامُ كَالصَّلَاةِ خِلَافًا وَمَذْهَبًا أَوْ لَيْسَ إلَّا الْإِبَاحَةُ فَيَجُوزُ أَنْ يَقُولَ السَّلَامُ عَلَى فُلَانٍ وَفُلَانٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟ أَمَّا مَذْهَبُنَا فَقَدْ عَلِمْت جَوَازَهُ مِنْ جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتِقْلَالًا بِالْأَوْلَى. وَأَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَكَرِهَهُ مِنْهُمْ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ فَمَنَعَ أَنْ يُقَالَ فُلَانٌ عَلَيْهِ السَّلَامُ.

وَفَرَّقَ آخَرُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ فَقَالُوا السَّلَامُ يُشْرَعُ فِي حَقِّ كُلِّ مُؤْمِنٍ حَيٍّ وَمَيِّتٍ حَاضِرٍ وَغَائِبٍ، فَإِنَّك تَقُولُ بَلِّغْ فُلَانًا مِنِّي السَّلَامَ، وَهُوَ تَحِيَّةُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا مِنْ حُقُوقِ الرَّسُولِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلِهَذَا يَقُولُ الْمُصَلِّي السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ.

দ্বিতীয়ত: **'সালাম' কি 'সালাত'-এর মতোই**—অর্থাৎ এ বিষয়েও একই মতভেদ ও একই বিধান প্রযোজ্য, নাকি এর মূল বিধান কেবল বৈধতা (ইবাহাহ)? অর্থাৎ, "السلام على فلان" (অমুকের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) অথবা "فلان عليه السلام" (অমুকের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলা কি বৈধ?

আমাদের (হাম্বলী) মাযহাব অনুযায়ী এর বৈধতা পূর্বেই জানা গেছে। কারণ, যখন নবী ﷺ ব্যতীত অন্যদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে সালাত বলা বৈধ, তখন সালাম বলা তো আরও অধিকতর বৈধ।

আর শাফেয়ি মাযহাবের ক্ষেত্রে, তাদের একজন বিশিষ্ট আলেম আবু মুহাম্মদ আল-জুয়াইনী এটিকে অপছন্দ করেছেন এবং "فلان عليه السلام" (অমুকের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলা নিষিদ্ধ বলেছেন।

তবে অন্য একদল আলেম সালাত ও সালাম-এর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। তাঁদের মতে, সালাম প্রত্যেক মুমিনের জন্য—তিনি জীবিত হোন বা মৃত, উপস্থিত হোন বা অনুপস্থিত—শরিয়তসম্মত।

কারণ, আপনি বলতে পারেন: "অমুককে আমার সালাম পৌঁছে দিও।" আর সালাম তো ইসলামের অনুসারীদের পারস্পরিক সম্ভাষণ।

পক্ষান্তরে সালাত রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বিশেষ অধিকারসমূহের অন্তর্ভুক্ত। এ কারণেই নামাজ আদায়কারী বলেন: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

"আমাদের ওপর এবং আল্লাহর সকল নেক বান্দার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

الثَّالِثُ: الصَّلَاةُ عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَسَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَالْمَلَائِكَةِ جَائِزَةٌ بِطَرِيقِ التَّبَعِيَّةِ بِلَا خِلَافٍ، مِثْلُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى صَاحِبِهِ فِي الْغَارِ، وَعَلَى الْفَارُوقِ مُمَصِّرِ الْأَمْصَارِ، وَعَلَى عُثْمَانَ ذِي النُّورَيْنِ الَّذِي بَايَعَ عَنْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْيَسَارِ، وَعَلَى عَلِيٍّ الْكَرَّارِ، وَعَلَى السِّبْطَيْنِ خُلَاصَةِ الْأَنْوَارِ، وَعَلَى الْعَمَّيْنِ لَا سِيَّمَا أَسَدُ اللَّهِ مَنْ فَرَّجَ الْكَرْبَ عَنْ وَجْهِ النَّبِيِّ الْمُخْتَارِ.

তৃতীয়ত: নবী ﷺ, অন্যান্য নবী-রাসূল এবং ফেরেশতাদের সঙ্গে অনুসরণমূলকভাবে (তাবাআন) অন্যদের ওপরও সালাত পাঠ করা সর্বসম্মতিক্রমে বৈধ। এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই।

যেমন কেউ এভাবে বলতে পারে:

"হে আল্লাহ! সাইয়িদুনা মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর রহমত বর্ষণ করুন; তাঁর গুহাসঙ্গী (আবু বকর)-এর ওপর; নগরসমূহের প্রতিষ্ঠাতা ফারূক (উমর)-এর ওপর; যুন-নূরাইন উসমানের ওপর—যাঁর পক্ষ থেকে নবী ﷺ নিজের বাম হাতে বাইআত গ্রহণ করেছিলেন; বীর আলীর ওপর; দুই নাতি (হাসান ও হুসাইন)-এর ওপর, যারা নূরসমূহের নির্যাস; এবং তাঁর দুই চাচার ওপর, বিশেষত আল্লাহর সিংহ হামযার ওপর, যিনি মনোনীত নবী ﷺ-এর দুঃখ-কষ্ট দূর করেছিলেন।"

এভাবে নবী ﷺ-এর সঙ্গে অন্যদের নাম সংযুক্ত করে তাঁদের জন্য সালাতের দোয়া করা শরিয়তসম্মত এবং এ বিষয়ে আলেমদের মধ্যে কোনো মতভেদ নেই।

مَطْلَبٌ: اخْتِصَاصُ سَيِّدِنَا عَلِيٍّ بِـ "كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ".

(الرَّابِعُ): ذَكَرَ ابْنُ كَثِيرٍ أَنَّهُ قَدْ غَلَبَ فِي عِبَارَةِ كَثِيرٍ مِنَ النُّسَّاخِ لِلْكُتُبِ أَنْ يُفْرَدَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِأَنْ يُقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنْ دُونِ الصَّحَابَةِ أَوْ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ، وَهَذَا وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهُ صَحِيحًا لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يُسَوَّى بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ هَذَا مِنْ بَابِ التَّعْظِيمِ وَالتَّكْرِيمِ، وَالشَّيْخَانِ وَأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْهُ انْتَهَى.

قُلْت: قَدْ ذَاعَ ذَلِكَ وَشَاعَ وَمَلَأَ الطُّرُوسَ وَالْأَسْمَاعَ. قَالَ الْأَشْيَاخُ: وَإِنَّمَا خُصَّ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِقَوْلِ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ لِأَنَّهُ مَا سَجَدَ إلَى صَنَمٍ قَطُّ وَهَذَا إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى لَا بَأْسَ بِهِ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ.

বিষয়: সাইয়িদুনা আলী (রা.)-কে 'كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ' (আল্লাহ তাঁর মুখমণ্ডলকে সম্মানিত করুন) বলে বিশেষভাবে উল্লেখ করার বিধান।

চতুর্থত: ইমাম ইবন কাসীর (রহ.) উল্লেখ করেছেন যে, বহু কিতাব-লেখক ও নকলকারীদের মধ্যে এ রীতি প্রচলিত হয়ে গেছে যে, কেবল আলী (রা.)-এর নামের সঙ্গে "عليه السلام" (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) অথবা "كرم الله وجهه" (আল্লাহ তাঁর মুখমণ্ডলকে সম্মানিত করুন) বলা হয়, অথচ অন্য সাহাবিদের ক্ষেত্রে তা বলা হয় না।

তিনি বলেন, যদিও এ কথাগুলোর অর্থ সঠিক, তবুও এ ক্ষেত্রে সকল সাহাবির মধ্যে সমতা রক্ষা করা উচিত। কারণ, এগুলো সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের বাক্য। বরং এ সম্মানের অধিক হকদার হলেন দুই শাইখ (আবু বকর ও উমর রা.) এবং আমীরুল মুমিনীন উসমান (রা.)।

আমি (আস-সাফারিনী) বলি: এ রীতি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে এবং মানুষের লেখা ও শ্রবণে সুপরিচিত হয়ে গেছে।

আমাদের শাইখগণ বলেছেন: আলী (রা.)-কে "كرم الله وجهه" বলার কারণ হলো, তিনি কখনো কোনো মূর্তির সামনে সিজদা করেননি।

ইনশাআল্লাহ, এ কারণ বিবেচনায় তাঁকে এ বাক্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করাতে কোনো অসুবিধা নেই। আল্লাহই তাওফীকদাতা। [226]

স্বতন্ত্রভাবে গায়েরে আম্বিয়ার প্রতি সালাত প্রেরণ — ইমাম বুখারীর মাযহাব

কিতাবুয যাকাতে ইমাম বুখারীর অধ্যায়ের নাম ও পরের নসগুলী প্রমাণ করে ইমাম বুখারীর মাযহাব হল স্বতন্ত্রভাবে গায়েরে আম্বিয়ার প্রতি সালাত প্রেরণ – ইমাম বুখারীর মাযহাবে। আসুন দেখি,

٦٣ - بَاب :صَلَاةِ الْإِمَامِ، وَدُعَائِهِ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ.

وَقَوْلِهِ :﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ /التوبة: ١٠٣./

١٤٢٦ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ فُلَانٍ). فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ، فَقَالَ: (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى). [٣٩٣٣، ٥٩٧٣، ٥٩٩٨] [227]

قال العسقلاني: وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ الصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ وَكَرِهَهُ مَالِكٌ وَالْجُمْهُورُ، قَالَ ابْنُ التِّينِ :وَهَذَا الْحَدِيثُ يُعَكِّرُ عَلَيْهِ،

হাফিজ ইবন হাজর আল-আসকালানী (রহ.) বলেন:

"এ হাদিস দ্বারা নবীগণ ব্যতীত অন্যদের জন্যও সালাত (দুরূদ) পাঠ করা বৈধ—এ মর্মে দলিল গ্রহণ করা হয়েছে। তবে ইমাম মালিক ও অধিকাংশ আলেম এটিকে অপছন্দ (মাকরুহ) মনে করেছেন।ইবনুত তীন বলেন: 'এ হাদিসটি তাঁদের এ মতের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রমাণ হিসেবে দাঁড়ায় (অর্থাৎ, তাঁদের মতকে দুর্বল করে দেয়)।'

কিতাবুদ্দাআ' ওয়াতে ইমাম বুখারী একটি অধ্যায়ের নাম দেন

بَابُ هَلْ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

অধ্যায়: নবী ﷺ ব্যতীত অন্য কারও জন্য দুরূদ (সালাত) পাঠ করা যায় কি?

এই অধ্যায়ের অধীনে ইমাম বুখারী একটি ও দুটি হাদিস উল্লেখ করেন, যা থেকে ইমাম বুখারীর মাযহাব আরেকবার প্রমাণিত হয়।

---

[226] শামসুদ্দীন আবুল আওন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ ইবন সালিম আস-সাফারিনী আল-হাম্বলী (মৃত্যু: ১১৮৮ হি.), *গিযাউল আলবাব ফী শারহি মানযূমাতিল আদাব*, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩২–৩৩, প্রকাশক: মুআস্সাসাতু কুরতুবাহ, মিশর; দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৪ হি./১৯৯৩ খ্রি.; মোট খণ্ড: ২।

[227] أخرجه مسلم في الزكاة، باب: الدعاء لمن أتى بصدقته، رقم: ١٠٧٨.

আয়াত হল, {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} আর তাদের জন্য দোয়া করুন (সালাত পাঠ করুন); নিশ্চয়ই আপনার দোয়া তাদের জন্য প্রশান্তি ও সান্ত্বনার কারণ।" — সূরা আত-তাওবা, আয়াত ১০৩।

আর হাদিস দুটি হচ্ছে,

১ম হাদিসঃ

عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ كَانَ إِذَا أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بِصَدَقَتِهِ قَالَ " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ" فَأَتَاهُ أَبِي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ " اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْفَى"

আব্দুল্লাহ ইবন আবি আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

কোনো ব্যক্তি যখন নবী ﷺ-এর কাছে তার সদকা নিয়ে আসতেন, তখন তিনি বলতেন:

"হে আল্লাহ! তার প্রতি সালাত (রহমত) বর্ষণ করুন।"

একবার আমার পিতা তাঁর সদকা নিয়ে নবী ﷺ-এর কাছে এলে তিনি বললেন:

"হে আল্লাহ! আবু আওফার পরিবারের প্রতি সালাত (রহমত) বর্ষণ করুন।" (হাদিস ৬৩৫৯)

২য় হাদিসঃ

عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ الزُّرَقِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ، أَنَّهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ قَالَ " قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ".

আমর ইবন সুলাইম আয-যুরাকী (রহ.) বর্ণনা করেন, আবু হুমাইদ আস-সাঈদী (রা.) আমাকে জানিয়েছেন যে, সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করলেন:

"হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কীভাবে আপনার ওপর দরূদ (সালাত) পাঠ করব?"

তিনি বললেন:

"তোমরা বলো:

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

'হে আল্লাহ! মুহাম্মদ, তাঁর স্ত্রীগণ ও তাঁর বংশধরদের ওপর সালাত (রহমত) বর্ষণ করুন, যেমন আপনি ইবরাহীমের পরিবারবর্গের ওপর সালাত (রহমত) বর্ষণ করেছেন। আর মুহাম্মদ, তাঁর স্ত্রীগণ ও তাঁর বংশধরদের মধ্যে বরকত দান করুন, যেমন আপনি ইবরাহীমের পরিবারবর্গের মধ্যে বরকত দান করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি সর্বপ্রশংসিত, মহিমাময়।' (হাদিস ৬৩৬০)

ইমাম বুখারীর মাযহাব উল্লেখ করতে যেয়ে ইবনু হাজার আসকালানী বলেন,

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ :تَجُوزُ مُطْلَقًا وَهُوَ مُقْتَضَى صَنِيعِ الْبُخَارِيِّ؛ فَإِنَّهُ صَدَّرَ بِالْآيَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ :﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ ثُمَّ عَلَّقَ الْحَدِيثَ الدَّالَّ عَلَى الْجَوَازِ مُطْلَقًا، وَعَقَّبَهُ بِالْحَدِيثِ الدَّالِّ عَلَى الْجَوَازِ تَبَعًا، فَأَمَّا الْأَوَّلُ وَهُوَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ وَوَقَعَ مِثْلُهُ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى آلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ وَسَنَدُهُ جَيِّدٌ، وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ :إِنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ-

ﷺ صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي فَفَعَلَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَهَذَا الْقَوْلُ جَاءَ عَنِ الْحَسَنِ، وَمُجَاهِدٍ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ وَالطَّبَرِيُّ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ لِرُوحِ الْمُؤْمِنِ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدِكِ،

আর একদল আলেম বলেছেন, স্বতন্ত্রভাবে (মুতলাকভাবে) নবী ব্যতীত অন্যদের জন্যও সালাত (দুরূদ) পাঠ করা বৈধ। ইমাম বুখারীর গ্রন্থবিন্যাস (তাবওয়ীব) থেকেও এ মতই প্রতীয়মান হয়। কারণ, তিনি প্রথমে আল্লাহর এ বাণী উল্লেখ করেছেন: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ "আর আপনি তাদের জন্য দোয়া (সালাত) করুন।"

এরপর তিনি এমন একটি হাদিস উল্লেখ করেছেন, যা স্বতন্ত্রভাবে অন্যদের জন্য সালাত পাঠের বৈধতা প্রমাণ করে। তারপর আরেকটি হাদিস এনেছেন, যা অনুসরণমূলকভাবে (তাবাআন) সালাত পাঠের বৈধতা নির্দেশ করে।

প্রথম হাদিসটি হলো আব্দুল্লাহ ইবন আবি আওফা (রা.)-এর হাদিস, যার ব্যাখ্যা কিতাবুয যাকাত-এ পূর্বেই আলোচনা হয়েছে।

এ ধরনের আরেকটি হাদিস কায়স ইবন সা'দ ইবন উবাদাহ (রা.) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। তিনি বলেন, নবী ﷺ উভয় হাত উঠিয়ে দোয়া করেছিলেন:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى آلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ

"হে আল্লাহ! সা'দ ইবন উবাদাহর পরিবারের ওপর আপনার রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষণ করুন।"

এ হাদিস ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম নাসাঈ বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ উত্তম।

জাবির (রা.)-এর হাদিসে এসেছে, তাঁর স্ত্রী নবী ﷺ-কে বলেছিলেন:

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার এবং আমার স্বামীর জন্য সালাত (দোয়া) করুন।"

অতঃপর নবী ﷺ তাঁদের জন্য দোয়া করেছিলেন। এ হাদিস ইমাম আহমদ বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্ত—উভয় রূপে বর্ণনা করেছেন এবং ইবন হিব্বান একে সহিহ বলেছেন।

এ মতটি হাসান আল-বাসরী ও মুজাহিদ (রহ.) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমদও আবু দাউদের বর্ণনায় এ মত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। একই মত গ্রহণ করেছেন ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ, আবু সাওর, দাউদ আয-যাহিরী এবং ইমাম তাবারী।

তাঁরা দলিল হিসেবে আল্লাহ তাআলার এ বাণী পেশ করেছেন: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾

"তিনি (আল্লাহ) তোমাদের ওপর রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারাও (তোমাদের জন্য দোয়া করে)।"

আর সহিহ মুসলিমে আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত একটি মারফূ' হাদিসে এসেছে যে, ফেরেশতাগণ মুমিনের রূহকে বলেন: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدِكِ "আল্লাহ তোমার এবং তোমার দেহের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।"

সালাত এর ব্যাপারে ইমাম বুখারীর মাযহাব স্পষ্টভাবে উল্লেখিত হল। সুতরাং সালাম এর ব্যাপারে তাঁর মাযহাব সহজেই অনুমেয়। কোন নুসখায় আলাইহিস সালাম লেখা আছে আর কোন নুসখায় নাই সেটা দিয়ে নয় বরং ইমাম বুখারী নিজেই তাঁর মাযহাব স্পষ্ট করেছেন দু দুটি অধ্যায় রচনা করে।

আসুন কিতাবুদ্দাআওয়াতে হাফিজ ইমাম ইবনু হাজার আসকালানীর পুরা আলোচনা দেখি। আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে।

قَوْلُهُ: (بَابُ هَلْ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ النَّبِيِّ ﷺ؟) أَيِ: اسْتِقْلَالًا، أَوْ تَبَعًا، وَيَدْخُلُ فِي الْغَيْرِ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمَلَائِكَةُ وَالْمُؤْمِنُونَ، فَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْأَنْبِيَاءِ، فَوَرَدَ فِيهَا أَحَادِيثُ أَحَدُهَا حَدِيثُ عَلِيٍّ فِي الدُّعَاءِ بِحِفْظِ الْقُرْآنِ، فَفِيهِ: وَصَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى سَائِرِ النَّبِيِّينَ، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَالْحَاكِمُ، وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ رَفَعَهُ: لَا تَتْرُكَنَّ فِي التَّشَهُّدِ الصَّلَاةَ عَلَيَّ وَعَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ الْحَدِيثُ، أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ وَاهٍ، وَحَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: صَلُّوا عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ: إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَصَلُّوا عَلَى أَنْبِيَاءِ اللَّهِ؛ فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَهُمْ كَمَا بَعَثَنِي أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ وَرُوِّينَاهُ فِي فَوَائِدِ الْعِيسَوِيِّ وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا، وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اخْتِصَاصُ ذَلِكَ بِالنَّبِيِّ ﷺ أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ مِنْ طَرِيقِ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْهُ قَالَ: مَا أَعْلَمُ الصَّلَاةَ يَنْبَغِي عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَهَذَا سَنَدٌ صَحِيحٌ وَحُكِيَ الْقَوْلُ بِهِ عَنْ مَالِكٍ، وَقَالَ: مَا تَعَبَّدَنَا بِهِ، وَجَاءَ نَحْوُهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَنْ مَالِكٍ يُكْرَهُ، وَقَالَ عِيَاضٌ: عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى الْجَوَازِ، وَقَالَ سُفْيَانُ: يُكْرَهُ أَنْ يُصَلَّى إِلَّا عَلَى نَبِيٍّ، وَوَجَدْتُ بِخَطِّ بَعْضِ شُيُوخِي: مَذْهَبُ مَالِكٍ لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلَّى إِلَّا عَلَى مُحَمَّدٍ، وَهَذَا غَيْرُ مَعْرُوفٍ عَنْ مَالِكٍ، وَإِنَّمَا قَالَ: أَكْرَهُ الصَّلَاةَ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ، وَمَا يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَعَدَّى مَا أُمِرْنَا بِهِ، وَخَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الصَّلَاةَ دُعَاءٌ بِالرَّحْمَةِ، فَلَا يُمْنَعُ إِلَّا بِنَصٍّ أَوْ إِجْمَاعٍ.

তাঁর উক্তি: ''অধ্যায়: নবী ﷺ ব্যতীত অন্য কারও জন্য সালাত (দুরূদ) পাঠ করা যায় কি?''—অর্থাৎ, স্বতন্ত্রভাবে (استقلالًا) নাকি অনুসরণমূলকভাবে (تبعًا)? এখানে ''অন্য'' বলতে নবীগণ, ফেরেশতাগণ এবং সাধারণ মুমিন—সকলেই অন্তর্ভুক্ত।

নবীগণের প্রসঙ্গে কয়েকটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে। এর একটি হলো আলী (রা.)-এর হাদিস, যাতে কুরআন হিফজের দোয়ার মধ্যে রয়েছে: وصلِّ عليَّ وعلى سائر النبيين

''আমার ওপর এবং সকল নবীর ওপর রহমত বর্ষণ করুন।'' এ হাদিস তিরমিযী ও হাকিম বর্ণনা করেছেন। আরেকটি হলো বুরাইদা (রা.)-এর মারফূ' হাদিস:

لا تتركن في التشهد الصلاة عليَّ وعلى أنبياء الله...

''তোমরা তাশাহহুদে আমার এবং আল্লাহর নবীদের ওপর সালাত পাঠ করা পরিত্যাগ করো না...'' এটি বায়হাকী দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন।

আবু হুরাইরা (রা.) থেকে মারফূ'ভাবে বর্ণিত হয়েছে: ...صلوا على أنبياء الله ''তোমরা আল্লাহর নবীদের ওপর সালাত পাঠ করো...'' এটি ইসমাঈল আল-কাযী দুর্বল সনদে বর্ণনা করেছেন।

ইবন আব্বাস (রা.) থেকে মারফূ'ভাবে বর্ণিত হয়েছে:

إذا صليتم عليَّ فصلوا على أنبياء الله، فإن الله بعثهم كما بعثني

''যখন তোমরা আমার ওপর সালাত পাঠ করবে, তখন আল্লাহর নবীদের ওপরও সালাত পাঠ করবে; কারণ আল্লাহ তাঁদেরও আমাকে যেমন পাঠিয়েছেন তেমনি প্রেরণ করেছেন।''

এটি তাবারানী বর্ণনা করেছেন। আমরা এটিকে ফাওয়াইদুল ঈসাওয়ী-তেও বর্ণনা করেছি। তবে এর সনদও দুর্বল।

অন্যদিকে, ইবন আব্বাস (রা.) থেকে সহিহ সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি সালাতকে নবী ﷺ-এর জন্যই বিশেষভাবে নির্ধারিত মনে করতেন। ইবন আবি শাইবা উসমান ইবন হাকীম → ইকরিমা → ইবন আব্বাস সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন:

ما أعلم الصلاة ينبغي على أحد من أحد إلا على النبي ﷺ

"আমি জানি না যে, নবী ﷺ ব্যতীত অন্য কারও জন্য সালাত পাঠ করা উচিত।" এ বর্ণনার সনদ সহিহ।

এ মত ইমাম মালিক (রহ.)-এর দিকেও সম্বন্ধযুক্ত করা হয়েছে। তিনি বলেছেন: ما تعبدنا به

"এ বিষয়ে আমাদেরকে ইবাদতরূপে আদিষ্ট করা হয়নি।"

এ ধরনের বক্তব্য উমর ইবন আবদুল আজিজ (রহ.) থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম মালিক থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি নবীগণ ছাড়া অন্যদের জন্য সালাত পাঠ করাকে মাকরুহ মনে করতেন।

অপরদিকে, কাজী ইয়ায (রহ.) বলেন: "অধিকাংশ আলেমের মত হলো—এটি বৈধ।"

সুফিয়ান (রহ.) বলেন: "নবী ব্যতীত অন্য কারও জন্য সালাত পাঠ করা মাকরুহ।"

আমার কিছু শাইখের হাতে লেখা নোটে আমি দেখেছি:

"ইমাম মালিকের মাযহাব হলো—মুহাম্মদ ﷺ ব্যতীত অন্য কারও জন্য সালাত পাঠ করা বৈধ নয়।" কিন্তু এ বক্তব্য ইমাম মালিক থেকে সুপরিচিত নয়। বরং তাঁর থেকে যা প্রসিদ্ধ, তা হলো: "আমি নবীগণ ছাড়া অন্যদের জন্য সালাত পাঠ করাকে অপছন্দ করি। আমাদের যা আদেশ করা হয়েছে, তার সীমা অতিক্রম করা উচিত নয়।"

অপরদিকে, ইয়াহইয়া ইবন ইয়াহইয়া (রহ.) ইমাম মালিকের এ মতের বিরোধিতা করে বলেন: "এতে কোনো অসুবিধা নেই।" তিনি যুক্তি দেন যে, সালাত মূলত রহমতের দোয়া। অতএব, কোনো সুস্পষ্ট শরিয়তি দলিল বা সর্বসম্মত ইজমা না থাকলে তা নিষিদ্ধ বলা যায় না।

قَالَ عِيَاضٌ :وَالَّذِي أَمِيلُ إِلَيْهِ قَوْلُ مَالِكٍ، وَسُفْيَانَ، وَهُوَ قَوْلُ الْمُحَقِّقِينَ مِنَ الْمُتَكَلِّمِينَ وَالْفُقَهَاءِ قَالُوا :يُذْكَرُ غَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ بِالرِّضَا وَالْغُفْرَانِ وَالصَّلَاةِ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ يَعْنِي اسْتِقْلَالًا لَمْ تَكُنْ مِنَ الْأَمْرِ الْمَعْرُوفِ، وَإِنَّمَا أُحْدِثَتْ فِي دَوْلَةِ بَنِي هَاشِمٍ، وَأَمَّا الْمَلَائِكَةُ فَلَا أَعْرِفُ فِيهِ حَدِيثًا نَصًّا، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنَ الَّذِي قَبْلَهُ إِنْ ثَبَتَ ; لِأَنَّ اللَّهَ - تَعَالَى - سَمَّاهُمْ رُسُلًا.

وَأَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، فَقِيلَ :لَا تَجُوزُ إِلَّا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ خَاصَّةً، وَحُكِيَ عَنْ مَالِكٍ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ :لَا تَجُوزُ مُطْلَقًا اسْتِقْلَالًا، وَتَجُوزُ تَبَعًا فِيمَا وَرَدَ بِهِ النَّصُّ أَوْ أُلْحِقَ بِهِ؛ لِقولِهِ - تَعَالَى -: ﴿لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ وَلِأَنَّهُ لَمَّا عَلَّمَهُمُ السَّلَامَ قَالَ: السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ وَلَمَّا عَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ قَصَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهَذَا الْقَوْلُ اخْتَارَهُ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ وَأَبُو الْمَعَالِي مِنَ الْحَنَابِلَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَقْرِيرُهُ فِي تَفْسِيرِ سُورَةِ الْأَحْزَابِ، هُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ تَيْمِيَةَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ :تَجُوزُ تَبَعًا مُطْلَقًا وَلَا تَجُوزُ اسْتِقْلَالًا، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَجَمَاعَةٍ، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ :تُكْرَهُ اسْتِقْلَالًا لَا تَبَعًا، وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ :هُوَ خِلَافُ الْأَوْلَى، وَقَالَتْ طَائِفَةٌ :تَجُوزُ مُطْلَقًا وَهُوَ مُقْتَضَى صَنِيعِ الْبُخَارِيِّ؛ فَإِنَّهُ صَدَّرَ بِالْآيَةِ، وَهِيَ قَوْلُهُ :﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ ثُمَّ عَلَّقَ الْحَدِيثَ الدَّالَّ عَلَى الْجَوَازِ مُطْلَقًا، وَعَقَّبَهُ بِالْحَدِيثِ الدَّالِّ عَلَى الْجَوَازِ تَبَعًا، فَأَمَّا الْأَوَّلُ وَهُوَ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَتَقَدَّمَ شَرْحُهُ فِي كِتَابِ الزَّكَاةِ وَوَقَعَ مِثْلُهُ عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ :اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ

وَرَحْمَتَكَ عَلَى آلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ وَسَنَدُهُ جَيِّدٌ، وَفِي حَدِيثِ جَابِرٍ :إِنَّ امْرَأَتَهُ قَالَتْ لِلنَّبِيِّ- ﷺ صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَى زَوْجِي فَفَعَلَ أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ، وَهَذَا الْقَوْلُ جَاءَ عَنِ الْحَسَنِ، وَمُجَاهِدٍ، وَنَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَدَاوُدُ وَالطَّبَرِيُّ، وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِهِ - تَعَالَى -: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾

কাদ্বী ইয়াদ্ব (রহ.) বলেন:

"আমার কাছে ইমাম মালিক ও সুফিয়ানের মতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। এটিই কালামশাস্ত্রবিদ ও ফকীহদের বিশিষ্ট গবেষকদের মত।"

তাঁরা বলেন, নবীগণ ছাড়া অন্যদের জন্য 'রদিয়াল্লাহু আনহু' (আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হোন), 'গাফারাল্লাহু লাহু' (আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করুন) ইত্যাদি বলা হবে। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে (استقلالًا) অন্যদের জন্য 'সালাত' (দুরূদ) পাঠ করা পূর্ববর্তী যুগে প্রচলিত ছিল না; বরং এটি বানু হাশিমের শাসনামলে চালু হয়েছে।

আর ফেরেশতাদের ক্ষেত্রে এ বিষয়ে আমি কোনো সুস্পষ্ট হাদিস জানি না। তবে যদি পূর্ববর্তী আলোচনার বিধান প্রমাণিত হয়, তাহলে তা থেকে ফেরেশতাদের ক্ষেত্রেও এ বিধান গ্রহণ করা যেতে পারে। কারণ, আল্লাহ তাআলা তাঁদেরকে "রাসূল" (বার্তাবাহক) বলে অভিহিত করেছেন।

আর সাধারণ মুমিনদের জন্য সালাত পাঠের ব্যাপারে আলেমদের মতভেদ রয়েছে।

একটি মত হলো, এটি কেবল নবী ﷺ-এর জন্যই বৈধ। ইমাম মালিক থেকে এ মত পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে।

আরেক দল বলেন, স্বতন্ত্রভাবে (استقلالًا) কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়; তবে অনুসরণমূলকভাবে (تبعًا) বৈধ, যদি শরিয়তের কোনো সুস্পষ্ট দলিল দ্বারা তা প্রমাণিত হয় অথবা তার সঙ্গে তুলনীয় হয়। তাঁদের দলিল আল্লাহর বাণী: ﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾

"তোমরা রাসূলকে আহ্বান করাকে পরস্পরের আহ্বানের মতো মনে করো না।"

আরও দলিল হলো, নবী ﷺ যখন সাহাবিদের সালাম শিক্ষা দিয়েছেন, তখন বলেছেন:

السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ

"আমাদের ওপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাদের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

কিন্তু যখন তাঁদেরকে সালাত (দুরূদ) শিক্ষা দিয়েছেন, তখন তা নিজের এবং নিজের আহলে বাইতের জন্যই সীমাবদ্ধ রেখেছেন। [228]

এই মতটি আল-মুফহিম গ্রন্থে ইমাম কুরতুবী এবং হাম্বলী আলেম আবুল মাআলী গ্রহণ করেছেন। সূরা আহযাবের তাফসিরে এ বিষয়ে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তী যুগের আলেমদের মধ্যে ইবন তাইমিয়্যাহ-ও এ মত গ্রহণ করেছেন।

আরেক দল বলেন, অনুসরণমূলকভাবে (تبعًا) সর্বাবস্থায় বৈধ, কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে (استقلالًا) বৈধ নয়। এটি ইমাম আবু হানিফা এবং একদল আলেমের মত।

[228] সুতরাং প্রমাণ হল রাসুল ﷺ সালাতকে সীমাবদ্ধ করেছেন, সালামকে নয়।

আরেক দল বলেন, স্বতন্ত্রভাবে বলা মাকরুহ, কিন্তু অনুসরণমূলকভাবে মাকরুহ নয়। এটি ইমাম আহমদ থেকে বর্ণিত একটি মত। ইমাম নববী বলেন, এটি 'খিলাফুল আওলা' (উত্তম পন্থার পরিপন্থী)।

অপরদিকে, আরেক দল বলেন, স্বতন্ত্রভাবেও সর্বাবস্থায় বৈধ। ইমাম বুখারীর গ্রন্থবিন্যাস (তাবওয়ীব) থেকেও এ মতই প্রতীয়মান হয়। কারণ, তিনি প্রথমে আল্লাহর বাণী ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ﴾ "আর আপনি তাদের জন্য দোয়া (সালাত) করুন।" –উল্লেখ করেছেন। এরপর এমন একটি হাদিস এনেছেন যা স্বতন্ত্রভাবে সালাত পাঠের বৈধতা প্রমাণ করে, তারপর এমন আরেকটি হাদিস এনেছেন যা অনুসরণমূলকভাবে সালাত পাঠের বৈধতা নির্দেশ করে।

প্রথম হাদিসটি হলো আব্দুল্লাহ ইবন আবি আওফা (রা.)-এর হাদিস, যার ব্যাখ্যা কিতাবুয যাকাত-এ পূর্বেই এসেছে।

এ ধরনের আরেকটি হাদিস কায়স ইবন সা'দ ইবন উবাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে। নবী ﷺ উভয় হাত উঠিয়ে দোয়া করেছিলেন: اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى آلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ "হে আল্লাহ! সা'দ ইবন উবাদাহর পরিবারের ওপর আপনার রহমত ও অনুগ্রহ বর্ষণ করুন।"

এ হাদিস আবু দাউদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদ উত্তম।

জাবির (রা.)-এর হাদিসে এসেছে, তাঁর স্ত্রী নবী ﷺ-কে বললেন:

"হে আল্লাহর রাসূল! আমার এবং আমার স্বামীর জন্য সালাত (দোয়া) করুন।"

অতঃপর নবী ﷺ তাঁদের জন্য দোয়া করলেন। এ হাদিস ইমাম আহমদ বিস্তারিত ও সংক্ষিপ্ত— উভয়ভাবে বর্ণনা করেছেন এবং ইবন হিব্বান একে সহিহ বলেছেন।

এ মত হাসান আল-বাসরী ও মুজাহিদ (রহ.) থেকেও বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহমদও আবু দাউদের বর্ণনায় এ মত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। একই মত গ্রহণ করেছেন ইসহাক ইবন রাহওয়াইহ, আবু সাওর, দাউদ আয-যাহিরী এবং ইমাম তাবারী।

তাঁরা দলিল হিসেবে আল্লাহ তাআলার এ বাণী পেশ করেছেন: ﴿هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ﴾ "তিনি (আল্লাহ) তোমাদের ওপর রহমত বর্ষণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতারাও (তোমাদের জন্য দোয়া করে)।"

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا: إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَقُولُ لِرُوحِ الْمُؤْمِنِ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدِكِ، وَأَجَابَ الْمَانِعُونَ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بِأَنَّ ذَلِكَ صَدَرَ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَلَهُمَا أَنْ يَخُصَّا مَنْ شَاءَا بِمَا شَاءَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ غَيْرِهِمَا، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ: يُحْمَلُ قَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ بِالْمَنْعِ إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ لَا مَا إِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الدُّعَاءِ بِالرَّحْمَةِ وَالْبَرَكَةِ، وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: الْمُخْتَارُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَأَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَآلِهِ، وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ الطَّاعَةِ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ، وَتُكْرَهُ فِي غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ لِشَخْصٍ مُفْرَدٍ، بِحَيْثُ يَصِيرُ شِعَارًا، وَلَا سِيَّمَا إِذَا تُرِكَ فِي حَقِّ مِثْلِهِ أَوْ أَفْضَلَ مِنْهُ، كَمَا يَفْعَلُهُ الرَّافِضَةُ، فَلَوِ اتَّفَقَ وُقُوعُ ذَلِكَ مُفْرَدًا فِي بَعْضِ الْأَحَايِينِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُتَّخَذَ شِعَارًا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ، وَلِهَذَا لَمْ يَرِدْ فِي حَقِّ غَيْرِ مَنْ أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَوْلِ ذَلِكَ لَهُمْ، وَهُمْ مَنْ أَدَّى زَكَاتَهُ إِلَّا نَادِرًا، كَمَا فِي قِصَّةِ زَوْجَةِ جَابِرٍ وَآلِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ.

تَنْبِيهٌ: اخْتُلِفَ فِي السَّلَامِ عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ بَعْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى مَشْرُوعِيَّتِهِ فِي تَحِيَّةِ الْحَيِّ، فَقِيلَ: يُشْرَعُ مُطْلَقًا، وَقِيلَ: بَلْ تَبَعًا، وَلَا يُفْرَدُ لِوَاحِدٍ؛ لِكَوْنِهِ صَارَ شِعَارًا لِلرَّافِضَةِ، وَنَقَلَهُ النَّوَوِيُّ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيِّ.

সহিহ মুসলিমে আবু হুরাইরা (রা.) থেকে মারফূ‘ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে যে, ফেরেশতাগণ মুমিনের রূহকে বলেন: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكِ وَعَلَى جَسَدِكِ

“আল্লাহ তোমার এবং তোমার দেহের ওপর রহমত বর্ষণ করুন।”

যাঁরা নবী ব্যতীত অন্যদের জন্য সালাত পাঠের বিরোধিতা করেছেন, তাঁরা এসব দলিলের জবাবে বলেন: এসব দোয়া আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ-এর পক্ষ থেকে এসেছে। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যাকে ইচ্ছা যেভাবে ইচ্ছা বিশেষভাবে সম্মানিত করতে পারেন। কিন্তু অন্য কারও জন্য এ অধিকার নেই।

ইমাম বাইহাকী (রহ.) বলেন: ইবন আব্বাস (রা.)-এর নিষেধাজ্ঞামূলক বক্তব্যকে সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ধরা হবে, যখন তা সম্মান ও মর্যাদার বিশেষ উপাধি হিসেবে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু যদি উদ্দেশ্য হয় রহমত ও বরকতের জন্য দোয়া করা, তবে তা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন: নির্বাচিত মত হলো, নবীগণ, ফেরেশতাগণ, নবী ﷺ-এর স্ত্রীগণ, তাঁর আহলে বাইত, তাঁর বংশধর এবং সাধারণভাবে সকল আনুগত্যশীল মুমিনের জন্য সালাত (দুরূদ) পাঠ করা বৈধ।

কিন্তু নবীগণ ব্যতীত কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য এমনভাবে সালাত পাঠ করা, যাতে তা তার বিশেষ পরিচয় বা স্লোগানে (শিয়ার) পরিণত হয়—তা মাকরুহ। বিশেষত, যখন তার সমমর্যাদার বা তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের জন্য তা পরিত্যাগ করা হয়, যেমনটি রাফেযিরা (শিয়া) করে থাকে।

তবে যদি কোনো কোনো সময় বিশেষ পরিচয় বা স্থায়ী রীতি হিসেবে নয়, বরং কখনো সখনো কোনো ব্যক্তির জন্য এভাবে বলা হয়, তাহলে এতে কোনো অসুবিধা নেই।

এ কারণেই নবী ﷺ যাঁদের জন্য বিশেষভাবে এ কথা বলার নির্দেশ দিয়েছেন—যেমন যাঁরা যাকাত আদায় করতেন—তাঁদের ছাড়া অন্য কারও জন্য এ ধরনের ব্যবহার খুব কমই বর্ণিত হয়েছে। যেমন জাবির (রা.)-এর স্ত্রীর ঘটনা এবং সা‘দ ইবন উবাদাহ (রা.)-এর পরিবারের ঘটনায় এসেছে।

সতর্কীকরণ: জীবিত ব্যক্তিকে সালাম দেওয়ার শরিয়তসম্মত হওয়ার বিষয়ে সর্বসম্মতি থাকার পরেও নবীগণ ব্যতীত অন্যদের নামের সঙ্গে “আলাইহিস সালাম” বলার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

একদল বলেন, এটি সর্বাবস্থায় বৈধ।

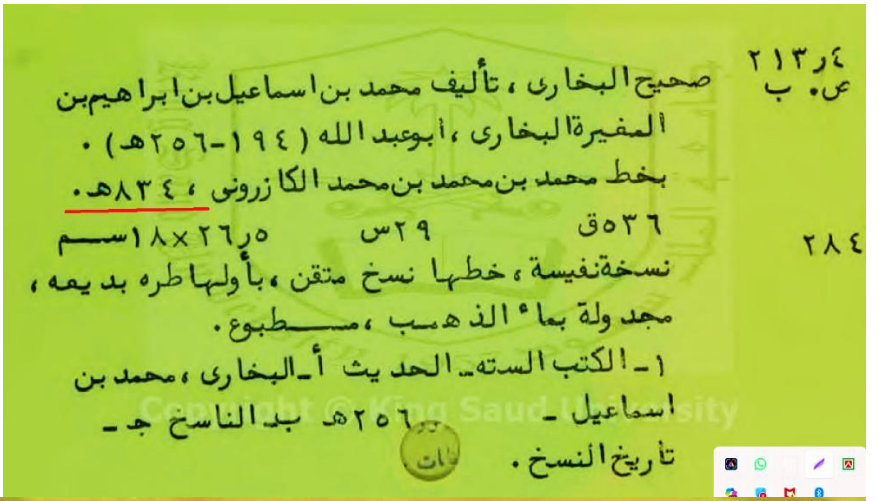
অন্যদল বলেন, শুধুমাত্র অনুসরণমূলকভাবে (তাবাআন) বৈধ; কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য স্বতন্ত্রভাবে “আলাইহিস সালাম” বলা উচিত নয়, কারণ এটি রাফেযিদের (শিয়া) একটি বিশেষ পরিচয় (শিয়ার) হয়ে গেছে। ইমাম নববী (রহ.) এ মতটি শাইখ আবু মুহাম্মদ আল-জুয়াইনী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। সমাপ্ত। উল্লেখ্য জুয়াইনী সালামকে সালাত অর্থে বলেছেন।

সাহারানপুরীর নুসখাঃ

মাওলানা আহমাদ আলী সাহারানপুরী সংকলিত বুখারীর নুসখা দিয়ে কথিত মুফতি দলীল দেন। সেখানে কিন্তু জিবরীল আলাইহিস সালাম লেখা আছে। সুতরাং সাহারানপুরীর নুসখায় গায়রে আম্বিয়ার জন্য সালামের ব্যবহার আছে। মুল্লা আলী কারীর শারহে মুসনাদ আবী হানীফা এবং ইবনে আবিদীন শামীর ফতোয়া শামীতেও একই অবস্থা।

৮৩৪ হিজরিতে হাতের লেখা বুখারী শরীফের একটি কপি সংরক্ষিত

আছে কিং সাউদ ইউনিভার্সিটিতে। নিম্নে ছবি দেয়া হল। এই নুসখায় আলাইহিস সালাম, আলাইহাস সালাম লেখা আছে আহলে বায়তের নামের সাথে।



٢١٣ر٤
ص. ب

صحيح البخارى ، تأليف محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة البخارى ، أبوعبد الله (١٩٤-٢٥٦هـ) .
بخط محمد بن محمد بن محمد الكازرونى ، ٨٣٤هـ.
٥٣٦ق ٢٩س ٥ر٢٦×١٨سم
نسخة نفيسة ، خطها نسخ متقن ، بأولها طره بديعه ، مجدولة بماء الذهب ، مسطوع .
١- الكتب الستة- الحديث أ- البخارى ، محمد بن اسماعيل - ٢٥٦هـ ب- الناسخ ج- تاريخ النسخ .

٢٨٤

Copyright © King Saud University



বেরেলভীদের আত্মবিরোধিতা স্পষ্ট

মাওলানা আহমাদ রেজা খান সাহেব ফাতাওয়ায়ে রেজভিয়া খন্ড ৬, পৃ ৬০৯ এ তিনি বলেন ইয়া আলী সালামুন আলাইকা বলতে কোন অসুবিধা নাই। খন্ড ৯, পৃ ৪৩১ এ তিনি বলেন, আউলিয়া আলাইহিমুস সালাম খন্ড ৯, পৃ ৮১১ তে তিনি লিখেন, হাসান আসকারী আলাইহিস সালাম।

ইমাম আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহকে নিয়ে বেরলভী মুফতির খেয়ানত

বেরলভী জনৈক মুফতি ফেইসবুক পোস্টে নিম্নের স্ক্রীনশট দিয়ে লিখে

وفي خلاصة الفتاوى: وفي الأجناس. قال أبو حنيفة: لا يصلى على غير الأنبياء والملائكة صلوات الله تعالى عليهم أجمعين إلا تبعاً. ومن صلى على غيرهما لا على وجه التبعية فهو غال في الشيعة التي نسميها بالروافض.

এটা من يكفر ولا يشعر কিতাবের ৩২পৃষ্টার স্ক্রিনশট। যাতে ইমাম আজমের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে গাইরে আম্বিয়ার জন্য (আঃ) বলা শিয়াদের আলামত। মানে যে বলবে সে শিয়াই".

আসলে সেখানে কি বলা হয়েছে

وَفِي خُلَاصَةِ الْفَتَاوَى، وَفِي الْأَجْنَاسِ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: لَا يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ، وَالْمَلَائِكَةِ صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا تَبَعًا. وَمَنْ صَلَّى عَلَى غَيْرِهِمَا لَا عَلَى وَجْهِ التَّبَعِيَّةِ فَهُوَ غَالٍ فِي الشِّيعَةِ الَّتِي نُسَمِّيهَا بِالرَّوَافِضِ.

খুলাসাতুল ফাতাওয়ায় আছে, আল-আজনাস গ্রন্থে আছে, আবু হানীফা বলেছেন: "নবী ও ফেরেশতাদের ছাড়া অন্য কারও জন্য স্বতন্ত্রভাবে সালাত (দুরূদ) পাঠ করা যাবে না। তবে তাদের সঙ্গে অনুসরণ করে বলা যাবে।

আর যে ব্যক্তি অনুসরণ হিসেবে নয়, বরং স্বতন্ত্রভাবে অন্যদের জন্য সালাত পাঠ করে, সে ওই শিয়াদের মতো, যাদের আমরা রাফেযি বলে থাকি।"

এখানে আছে সালাতের কথা, মুফতি চালিয়ে দিল সালামের কথা বলে। আবার মুফতি নিজেই অন্য পোস্টে সিরিকোটিকে স্বতন্ত্রভাবে সালাম দিতে যেয়ে লিখে "শাহিনশাহে সিরিকোট পে লাখো সালাম"

সুতরাং প্রমাণ হল, মুফতি নিজেই শিয়া নিজের ফতোয়ায়।

মাজমুয়ায়ে সালাওয়াতুর রাসূল ২৫ পারা

এই কিতাবের নাম মাজমুয়ায়ে সালাওয়াতুর রাসূল। লেখকঃ খাজা আব্দুর রাহমান চৌহরভী। মোট ৩০ পারা। আমরা ২৫তম পারা থেকে উদৃতি দিচ্ছি। আমার জানামতে - যদি ভুল না হয়

- তিনি চট্টগ্রামের জামেয়া আহমদিয়া সুন্নীয়া আলীয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা আলহাজ্ব হাফেজ ক্বারী মাওলানা ছৈয়দ আহমদ শাহ ছিরিকোটির সাক্ষাত পীর।

وأعوذ بك من شر الجن والإنس والأهْرَمَنِ والشياطين والجنود والأتباع من آفةٍ وعاهةٍ بحق جميع الأنبياء والمرسلين من آدم إلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم، وبحق أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن العفان وعلي بن أبي طالب وسيدنا أبي محمد الحسن، وأبي عبد الله الحسين وسيدة النساء فاطمة الزهراء، واثنا عشر إمام وأربعَ عشر معصوما صلاة الله وسلامه ورضوانه عليهم أجمعين، وبحق سيدنا أبي محمد محيى الدين عبد القادر جيلاني رضي الله عنه



উপরের ইবারতে কয়েকটি গ্রামারটিক্যাল ভুল আছে। নিম্নে শুদ্ধ করে উল্লেখ করলাম,

وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالْأَهْرَمَنِ وَالشَّيَاطِينِ وَالْجُنُودِ وَالْأَتْبَاعِ، مِنْ آفَةٍ وَعَاهَةٍ، بِحَقِّ جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، مِنْ آدَمَ إِلَى حَضْرَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِحَقِّ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، وَعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَسَيِّدِنَا أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ، وَسَيِّدَةِ النِّسَاءِ فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءِ، وَاثْنَيْ عَشَرَ إِمَامًا، وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ مَعْصُومًا، صَلَاةُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ وَرِضْوَانُهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ، وَبِحَقِّ سَيِّدِنَا أَبِي مُحَمَّدٍ مُحْيِي الدِّينِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلَانِيِّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

“আর আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করছি জিন, মানুষ, আহরামান (অশুভ শক্তি), শয়তান, তাদের বাহিনী ও অনুসারীদের অনিষ্ট থেকে; এবং সকল প্রকার বিপদ ও দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে। আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি সকল নবী ও রাসূলের ওসীলায়—আদম (আলাইহিস সালাম)

থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মদ ﷺ পর্যন্ত; এবং আবু বকর সিদ্দীক, উমর ইবনুল খাত্তাব, উসমান ইবন আফফান, আলী ইবন আবী তালিব, সাইয়িদুনা আবু মুহাম্মদ আল-হাসান, আবু আবদিল্লাহ আল-হুসাইন, নারীকুলের সাইয়িদাহ ফাতিমা আয-যাহরা, বারোজন ইমাম এবং চৌদ্দজন মাসূমের ওসীলায়—আল্লাহর সালাত, সালাম ও সন্তুষ্টি তাঁদের সকলের ওপর বর্ষিত হোক; এবং সাইয়িদুনা আবু মুহাম্মদ মুহিউদ্দীন আবদুল কাদির জিলানী রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু এর ওসীলায়।"

ইমামিয়া শিয়াদের আকীদার কথাই বলা হয়েছেঃ

হ্যাঁ ইমামিয়া শিয়াদের আকীদার কথাই বলা হয়েছে মজমুয়ায়ে সালাওয়াতুর রাসূল কিতাবে। ১২ ইমাম ১৪ মাসূম বলার পরই বলা হয়েছে সালাতুল্লাহি ওয়া সালামুহু ওয়া রিদওয়ানুহু আলাইহিম আজমাঈন। এর পরপর সাইয়িদুনা আব্দুল ক্বাদির জিলানীর নামের সাথে বলা হয়েছে রাদিয়াল্লাহু আনহু। বিষয় পরিষ্কার। মাসুম বাচ্চা অবুঝ শিশু অর্থে বলা হয়। এই অর্থে উল্লেখিত কিতাবে বলা হয়েছে এমন দাবি ভন্ডামী। ইমামিয়া শিয়াদের আকীদায় ১৪ মাসুম হচ্ছেন যথাক্রমে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, ফাতেমা, আলী, হাসান, হুসাইন, আলী ইবনে হুসাইন, + ৮জন। রাদিয়াল্লাহু আনহুম। সালাওয়াতুর রাসূল কিতাবে ১২ ইমাম ১৪ মাসুম সকলের নামের পর সালাত ও সালাম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। চুপা শিয়ারা এখন কত মুখোশই পরবে। "মাসুম বাচ্চা" একটি মুখোশ। ১৪ মাসুমের কেউ অবুঝ ছিলেন না। আর শিয়া ইমামীরা এই অর্থে বলেও না। তারা বলে ১৪ মাসুমের ১৩ জন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামা'র মতই মাসুম। তাদের আকীদা নবী এবং ঐ ইমামদের একই মর্যাদা। সবচেয়ে বড় কথা মজমুয়ায়ে সালাওয়াতুর রাসূল কিতাব মতে সাইয়িদা ফাতেমা, মাওলা আলী, ইমাম হাসান, ইমাম হুসাইন, এবং ইমাম হুসাইনের বংশের মুহাম্মাদ বিন হাসান আসকারী পর্যন্ত সকলের নাম নিয়ে সালাতুল্লাহি ওয়া সালামুহু আলাইহি বলা হবে।

জামউল ওয়াসাইল ফী শারহিশ শামাইল — মুল্লা আলী কারী

জামউল ওয়াসাইল থেকে অংশবিশেষ উল্লেখ করে উদ্দেশ্য হাসিলের অপচেষ্টা করা হচ্ছে। আসুন দেখি পূর্ণ ইবারতঃ

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) مَعَ أَنَّ الْوَاوَ لِمُطْلَقِ الْجَمْعِ فَلَا يَلْزَمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي كُلِّ مَرْتَبَةٍ مِنَ الْمَرَاتِبِ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ فِي الْأَذْكَارِ: إِذَا صَلَّيْتَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَجْمَعْ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ وَلَا تَقْتَصِرْ عَلَى أَحَدِهِمَا، وَإِفْرَادُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ مَكْرُوهٌ فَلَا تَقُلْ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَطْ، وَلَا عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَطْ، انْتَهَى. وَيُؤَيِّدُهُ مَا ذَكَرَهُ الْعَسْقَلَانِيُّ مِنْ أَنَّ الْعُلَمَاءَ اخْتَلَفُوا فِي أَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ أَوْ يُسَلَّمَ عَلَيْهِمُ اسْتِقْلَالًا أَوْ لَا يَجُوزُ ; فَجَوَّزَهُ بَعْضُهُمْ وَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ، وَأَمَّا مَنْ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَغَيْرِهِمْ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ فَهُوَ جَائِزٌ، وَقَالَ ابْنُ الْقَيِّمِ: الْمُخْتَارُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ الصَّلَاةَ وَالسَّلَامَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَلَائِكَةِ وَآلِ النَّبِيِّ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ الطَّاعَةِ عَلَى سَبِيلِ الْإِجْمَالِ جَائِزٌ عِنْدَ كَافَّةِ الْعُلَمَاءِ وَيُكْرَهُ فِي غَيْرِ الْأَنْبِيَاءِ بِشَخْصٍ مُفْرَدٍ بِحَيْثُ يَصِيرُ شِعَارًا وَلَا سِيَّمَا إِذَا تُرِكَ فِي حَقِّ مِثْلِهِ أَوْ أَفْضَلَ مِنْهُ، فَلَوِ اتَّفَقَ وُقُوعُ ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْأَحَايِينِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُتَّخَذَ شِعَارًا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ.

আল্লাহ তাআলার বাণী:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

''হে মুমিনগণ! তোমরা তাঁর ওপর সালাত পাঠ কর এবং যথাযথভাবে সালাম পেশ কর।''

এ আয়াতে 'ওয়াও' (و) কেবল সাধারণ সংযুক্তির জন্য এসেছে। তাই প্রত্যেক অবস্থায় সালাত ও সালাম—উভয়টি একসঙ্গে বলা আবশ্যক—এমনটি এর দ্বারা প্রমাণিত হয় না।

তবে ইমাম নববী তাঁর আল-আযকার গ্রন্থে বলেছেন:

''তুমি যখন নবী ﷺ-এর ওপর সালাত পাঠ করবে, তখন সালাত ও সালাম—উভয়টিই একত্রে বলবে। এ দুটির কোনো একটিতে সীমাবদ্ধ থাকবে না। শুধু 'صلى الله عليه' বলা মাকরুহ। তাই শুধু 'صلى الله عليه' বলবে না এবং শুধু 'عليه السلام' বলেও সীমাবদ্ধ থাকবে না।''

এ বক্তব্যকে হাফিজ ইবন হাজার আল-আসকালানীর আলোচনাও সমর্থন করে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, আলেমগণ এ বিষয়ে মতভেদ করেছেন—নবীগণ ছাড়া অন্যদের জন্য স্বতন্ত্রভাবে সালাত বা সালাম বলা বৈধ কি না। কেউ তা বৈধ বলেছেন, আবার কেউ মাকরুহ বলেছেন। তবে নবীগণ এবং অন্যদের জন্য সাধারণভাবে (একত্রে) সালাত ও সালাম বলা বৈধ।

ইবনুল কাইয়্যিম বলেন:

গবেষক আলেমদের নিকট গ্রহণযোগ্য মত হলো, নবীগণ, ফেরেশতাগণ, নবী ﷺ-এর আহলে বাইত, তাঁর স্ত্রীগণ, তাঁর বংশধর এবং সাধারণভাবে সকল আনুগত্যশীল মুমিনের জন্য সালাত ও সালাম বলা বৈধ।

কিন্তু নবীগণ ছাড়া কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য এমনভাবে সালাত ও সালাম বলা মাকরুহ, যাতে তা তার বিশেষ পরিচয় বা স্থায়ী রীতিতে পরিণত হয়। বিশেষত যখন তার সমপর্যায়ের বা তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের জন্য তা বলা হয় না।

তবে যদি কখনো সখনো, কোনো বিশেষ পরিচয় বা স্থায়ী রীতি বানানো ছাড়া এভাবে বলা হয়, তাহলে অধিকাংশ আলেমের মতে এতে কোনো অসুবিধা নেই।

ইমাম নববীর আল-আজকার

ইমাম নববীর আল-আজকার থেকেও অংশবিশেষ উল্লেখ করে উদ্দেশ্য হাসিলের অপচেষ্টা করা হচ্ছে। আসুন দেখি পূর্ণ ইবারতঃ

٧٦. بابُ الصَّلاة على الأنبياءِ وآلهم تبعًا لهم صلى الله عليهم وسلم

أجمعوا على الصلاة على نبيّنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك أجمع من يُعتدّ به على جوازها واستحبابها على سائر الأنبياء والملائكة استقلالًا. وأما غيرُ الأنبياء فالجمهور على أنه لا يُصلّى عليهم ابتداء، فلا يقال :أبو بكر صلى الله عليه وسلم. واختُلف في هذا المنع، فقال بعض أصحابنا :هو حرام، وقال أكثرهم :مكروه كراهة تنزيه، وذهب كثير منهم إلى أنه خلاف الأَوْلَى وليس مكروهًا، والصحيحُ الذي عليه الأكثرون أنه مكروه كراهة تنزيه لأنه شعار أهل البدع،

৭৬. অধ্যায়: নবীগণের ওপর এবং তাঁদের অনুসরণে তাঁদের আহলে বাইতের ওপর সালাত পাঠ নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর সালাত পাঠ করা বৈধ—এ বিষয়ে আলেমগণ সর্বসম্মত। একইভাবে, যাঁদের মতামত গ্রহণযোগ্য, তাঁদের সর্বসম্মতিক্রমে অন্যান্য সকল নবী ও ফেরেশতাদের ওপরও স্বতন্ত্রভাবে সালাত পাঠ করা বৈধ ও মুস্তাহাব।

কিন্তু নবীগণ ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ আলেমের মত হলো, প্রথম থেকেই (স্বতন্ত্রভাবে) তাঁদের জন্য সালাত পাঠ করা হবে না। তাই বলা হবে না: أبو بكر صلى الله عليه وسلم

"আবু বকর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।"

এ নিষেধাজ্ঞার হুকুম সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। আমাদের (শাফেয়ী) মাযহাবের কিছু আলেম বলেছেন, এটি হারাম। অধিকাংশ বলেছেন, এটি তানযীহী মাকরুহ। আবার অনেকেই বলেছেন, এটি খিলাফুল আওলা, মাকরুহ নয়।

তবে সঠিক এবং অধিকাংশ আলেমের গ্রহণযোগ্য মত হলো, এটি তানযীহী মাকরুহ। কারণ, এটি বিদআতীদের একটি বিশেষ পরিচয় (শিয়ার)।

সুনান দারাকুত্বনী

সুনান দারাকুতনীতে একাধিকবার আছে আলী আলাইহিস সালাম। ইমাম তাবারানী সহ আরো বহু মুহাদ্দিসীনের কিতাবে এই প্রচলন বিদ্যমান।

শাহ আব্দুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভী

সিররুশ শাহাদাতাইন কিতাবে ইমাম শাহ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিসে দেহলভী ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু'র নামের সাথে আলাইহিস সালাম, আলাইহিমাস সাল্লাম ব্যবহার করেছেন।

পে লাখো সালাম

ওরা মিলাদ শরীফে সালামের সময় এবং অন্যান্য সময় স্বতন্ত্রভাবে বিভিন্ন বুজুর্গদেরকে লাখো সালাম দেয়। ওরা "তাবাআ'ন" শব্দের মুরাদ বিকৃত করে মিলাদ শরীফে বুজুর্গদেরকে লাখো সালাম দেয় "তাবাআ'ন" হিসাবে! কারণ আগে তারা রাসুলকে সালাম দিয়েছে!! এই যদি হয় "তাবাআ'ন" এর মুরাদ তাইলে তো "ইস্তিকলালান" এর অস্তিত্বই থাকবে না, কারণ আমরা সকলেই ইতিপূর্বে রাসূলের নাম নিয়ে সালাত ও সালাম দিয়েছি। ওরা কিন্তু সিরিকোটিকে উদ্দেশ্য করে স্বতন্ত্রভাবেই সালাম দেয় "শাহানশাহে সিরিকোট পে লাখো সালাম"। ওদের ভন্ডামী ও আত্মবিরোধিতা স্পষ্ট।

==========

مَرَّ الْحُسَيْنُ بِمَسَاكِينٍ يَأْكُلُونَ فِي الصُّفَّةِ، فَقَالُوا: الْغَدَاءَ، فَنَزَلَ وَقَالَ : **إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُتَكَبِّرِينَ**، فَتَغَدَّى مَعَهُمْ، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: **قَدْ أَجَبْتُكُمْ، فَأَجِيبُونِي**. قَالُوا: نَعَمْ. فَمَضَى بِهِمْ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَقَالَ لِلرَّبَابِ :**أَخْرِجِي مَا كُنْتِ تَدَّخِرِينَ**.

একদিন ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কিছু দরিদ্র মানুষের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা একটি ছাউনির (সুফ্ফার) নিচে বসে খাবার খাচ্ছিল। তারা তাঁকে বলল, "এসে আমাদের সঙ্গে দুপুরের খাবার খান।"

তিনি তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নেমে এলেন এবং বললেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ অহংকারীদের ভালোবাসেন না।" এরপর তিনি তাদের সঙ্গে বসে আহার করলেন।

খাওয়া শেষে তিনি বললেন, "আমি তো তোমাদের আহ্বান গ্রহণ করেছি, এখন তোমরাও আমার আহ্বান গ্রহণ করো।"

তারা বলল, "অবশ্যই।"

তখন তিনি তাদের নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর স্ত্রী রাবাব (রাদিয়াল্লাহু আনহা)-কে বললেন, "তুমি যা সঞ্চয় করে রেখেছ, সব বের করে আনো (এদের আপ্যায়নের জন্য)।"[229]

وَجَنَى غُلَامٌ لَهُ جِنَايَةً تُوجِبُ الْعِقَابَ عَلَيْهِ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُضْرَبَ، فَقَالَ: يَا مَوْلَايَ، ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾ .قَالَ: **خَلُّوا عَنْهُ** .فَقَالَ: يَا مَوْلَايَ، ﴿**وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ**﴾ .قَالَ :**قَدْ عَفَوْتُ عَنْكَ** .فَقَالَ: يَا مَوْلَايَ، ﴿**وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ**﴾ .قَالَ :**أَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ، وَلَكَ ضِعْفُ مَا كُنْتُ أُعْطِيكَ**.

একবার তাঁর (ইমাম হুসাইন রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এক গোলাম এমন একটি অপরাধ করল, যার কারণে সে শাস্তিযোগ্য হয়ে পড়ল। তখন তিনি তাকে প্রহার করার নির্দেশ দিলেন।

গোলামটি বলল, "হে আমার প্রভু! 'যারা নিজেদের ক্রোধ সংবরণ করে।'"

তিনি বললেন, "তাকে ছেড়ে দাও।"

এরপর গোলামটি বলল, "হে আমার প্রভু! 'এবং যারা মানুষকে ক্ষমা করে।'"

তিনি বললেন, "আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।"

তখন গোলামটি আবার বলল, "হে আমার প্রভু! 'আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।'"

তিনি বললেন, "তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মুক্ত। আর আমি তোমাকে যে পরিমাণ ভাতা দিতাম, আজ থেকে তার দ্বিগুণ দেব।"[230]

ইমাম হাসান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু সম্পর্কেও অনুরূপ ঘটনা বর্ণিত আছে।

وَحُكِيَ أَنَّ خَادِمًا كَانَ قَائِمًا عَلَى رَأْسِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَهُوَ مَعَ أَضْيَافِهِ عَلَى الْمَائِدَةِ، فَانْحَرَفَتْ قَصْعَةٌ كَانَتْ فِي يَدِ الْخَادِمِ، فَسَقَطَ مِنْهَا شَيْءٌ عَلَى الْحَسَنِ، فَنَظَرَ إِلَيْهِ مُغْضَبًا تَأْدِيبًا لَهُ وَتَثْقِيفًا لَهُ، لَا تَعَظُّمًا وَتَجَبُّرًا، فَقَرَأَ الْخَادِمُ: ﴿وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ﴾، فَنَكَّسَ الْحَسَنُ رَأْسَهُ، فَقَالَ: ﴿وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ﴾، فَتَبَسَّمَ الْحَسَنُ وَقَالَ: قَدْ عَفَوْتُ عَنْكَ، فَقَالَ: ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾، فَقَالَ: أَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ، وَقَدْ زَوَّجْتُكَ فُلَانَةَ فَتَاتِي، وَعَلَيَّ مَا يُصْلِحُكُمَا.

বর্ণিত আছে, এক খাদেম হাসান ইবনু আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর মাথার কাছে দাঁড়িয়েছিল। তখন তিনি তাঁর মেহমানদের সঙ্গে দস্তরখানে ছিলেন। খাদেমের হাতে থাকা একটি পাত্র হঠাৎ কাত হয়ে গেল, ফলে তা থেকে কিছু খাবার হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহুর ওপর পড়ে গেল।

---

[229] আবুল কাসিম আলী ইবনুল হাসান ইবনু হিবাতিল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ আশ-শাফিঈ, যিনি ইবনু আসাকির নামে প্রসিদ্ধ (৪৯৯–৫৭১ হি.), তারীখু মাদীনাতি দিমাশ্ক (দামেস্ক নগরীর ইতিহাস), খণ্ড ১৪, পৃষ্ঠা ১৮১। প্রকাশক: দারুল ফিকর লিত্-তিবা'আহ ওয়ান-নাশর ওয়াত-তাওযী'। প্রকাশকাল: ১৪১৫ হিজরি। মোট খণ্ড: ৮০।

[230] মনসূর ইবনুল হুসাইন আর-রাযী, উপাধি আবু সা'দ আল-আবী (মৃত্যু: ৪২১ হি.), নাসরুদ্-দুর ফিল মুহাদারাত (সভা-সমাবেশের মুক্তার মালা), খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৩০। তাহকীক: খালিদ আবদুল গনী মাহফূয। প্রকাশক: দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত, লেবানন। প্রথম সংস্করণ: ১৪২৪ হিজরি / ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ৭।

তিনি খাদেমের দিকে রাগান্বিত দৃষ্টিতে তাকালেন—তাকে শিষ্টাচার শেখানো ও সংশোধনের উদ্দেশ্যে; অহংকার বা জুলুমের কারণে নয়।

তখন খাদেম পড়ল: "যারা ক্রোধ সংবরণ করে।"

হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু মাথা নিচু করলেন।

খাদেম বলল: "এবং যারা মানুষকে ক্ষমা করে।"

তখন হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু মুচকি হাসলেন এবং বললেন, "আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।"

খাদেম বলল: "আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"

তখন তিনি বললেন, "তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুক্ত। আর আমি আমার অমুক দাসীকে তোমার সঙ্গে বিবাহ দিলাম, এবং তোমাদের সংসার সুন্দরভাবে চলার জন্য যা প্রয়োজন, তার দায়িত্ব আমার।" [231]

ইমাম বাইহাকী শুয়াবুল ঈমান কিতাবে ইমাম জাইনুল আবিদীন সম্পর্কে অনুরুপ ঘটনা বর্ণনা করেছেন,

جَعَلَتْ جَارِيَةٌ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ تَسْكُبُ عَلَيْهِ الْمَاءَ لِيَتَهَيَّأَ لِلصَّلَاةِ، فَسَقَطَ الْإِبْرِيقُ مِنْ يَدِ الْجَارِيَةِ عَلَى وَجْهِهِ، فَشَجَّهُ، فَرَفَعَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ رَأْسَهُ إِلَيْهَا، فَقَالَتِ الْجَارِيَةُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿**وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ**﴾. فَقَالَ لَهَا: **قَدْ كَظَمْتُ غَيْظِي**. قَالَتْ: ﴿**وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ**﴾. فَقَالَ لَهَا: **قَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكِ**. قَالَتْ: ﴿**وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ**﴾. قَالَ: **اذْهَبِي، فَأَنْتِ حُرَّةٌ**.

একদা আলী ইবনুল হুসাইন (রহিমাহুল্লাহ/রাদিয়াল্লাহু আনহু)-এর এক দাসী তাঁকে নামাজের প্রস্তুতির জন্য পানি ঢেলে দিচ্ছিল। হঠাৎ দাসীর হাত থেকে পানির কলস (ইবরীক) তাঁর মুখের ওপর পড়ে গেল এবং তাঁর মুখে আঘাত লেগে ক্ষত হয়ে গেল।

তখন আলী ইবনুল হুসাইন তাঁর দিকে মাথা তুলে তাকালেন। দাসী বলল,

"নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা বলেছেন: 'যারা নিজেদের ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে ক্ষমা করে।'" (সূরা আলে ইমরান: ১৩৪)

তিনি বললেন, "আমি আমার ক্রোধ সংবরণ করেছি।"

দাসী বলল, "এবং যারা মানুষকে ক্ষমা করে।"

তিনি বললেন, "আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন; আমিও তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম।"

দাসী আবার বলল, "আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"

তখন তিনি বললেন, "যাও, তুমি মুক্ত। (আমি তোমাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য মুক্ত করে দিলাম।)" [232]

---

[231] নাজমুদ্দীন উমর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ আন-নাসাফী আল-হানাফী (৪৬১–৫৩৭ হি.), আত-তাইসীর ফিত্-তাফসীর, খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৬০। তাহকীক: মাহির আদীব হাব্বূশ এবং অন্যান্য। প্রকাশক: দারুল লুবাব লিদ্-দিরাসাত ওয়া তাহকীকিত তুরাস, ইস্তাম্বুল, তুরস্ক। প্রথম সংস্করণ: ১৪৪০ হিজরি / ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ১৫।

[232] আবু বকর আহমদ ইবনুল হুসাইন আল-বাইহাকী (৩৮৪–৪৫৮ হি.), শু'আবুল ঈমান, খণ্ড ১০, পৃষ্ঠা ৫৪৫, হাদিস নং ৭৯৬৪। প্রকাশক: মাকতাবাতুর রুশদ লিন্-নাশর ওয়াত্-তাওযী', রিয়াদ; ভারতের বোম্বাইস্থিত আদ-দারুস সালাফিয়্যাহ-এর সহযোগিতায় প্রকাশিত। প্রথম সংস্করণ: ১৪২৩ হিজরি / ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ১৪।

ইবনু আব্দিল বার বলেন,

وَكَانَ الْحُسَيْنُ فَاضِلًا، دَيِّنًا، كَثِيرَ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَالْحَجِّ.

ইমাম হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) ছিলেন অত্যন্ত মর্যাদাবান, পরহেযগার ও দ্বীনদার। তিনি অধিক পরিমাণে রোজা রাখতেন, বেশি বেশি নামাজ আদায় করতেন এবং বারবার হজ পালন করতেন। [233]

[233] ইবনু আব্দিল বার, মৃঃ ৪৬৩ হি, আল-ইস্তিয়াব, ২/৪৩১, তাহকীক: আবদুল্লাহ ইবনু আবদুল মুহসিন আত-তুরকী। প্রকাশক: মারকাযু হাজর লিল-বুহূস ওয়াদ-দিরাসাতিল আরাবিয়্যাহ ওয়াল-ইসলামিয়্যাহ, মিসর। সংস্করণ: প্রথম সংস্করণ, ১৪৪০ হিজরি / ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ। মোট খণ্ড: ৯।